বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা পত্রিকা

১৬ সংখ্যা।

নির্ঘণ্ট।

কলিকাতা।

সমাচার সুধাবর্ষণ যন্ত্রে মুদ্রিত হইল।

সন ১২৬৩ সাল।

মূল্য ৵ আনা।

বিজ্ঞাপন।

পুস্তক বিক্রয়

আরবীয়োপাখ্যান ১ নং টি ১
ঐ দ্বিতীয় খণ্ড টি ১
ঐ তৃতীয় খণ্ড টি ১
অপূর্ব্বোপাখ্যান . . . . . বা ২
অদ্ভুত রামায়ণ টি ||০
অঙ্ক পুস্তক পু টি ১
অষ্টাদশ মহাপুরাণীয় অনুক্রমণিকা টি ||০
অজ্ঞান তিমির নাশক পু টি ||০
ইংরাজি হিতোপদেশ বা ১
উপাসনা কাণ্ড টি ৸০
ঋতু সংহার টি |০
ত্রিতাপ হারিণী টি ||০
কৌতুক তরঙ্গিণী. বা ||০
গৌড়ীয় ভাষার ব্যাকরণ বা |৵০
গণিতাঙ্ক পু বা ||০
গোপাল স্তোত্র টি ৵০
গীতাবলি টি |০
গুরুতত্ত্ব টি ||০
গোলেবেসেনুয়া . . বা ১||০
চাহারদরবেস . বা ১
চাণক্য শ্লোক বা ||০
জ্ঞান কিরণোদয় পু বা ১
জ্ঞান প্রদীপ প্রথম খণ্ড বা ||০

যিহূদীয় লোকদিগের বৃত্তান্ত টি ১
ডিক্স্যনরি ইং বাং বা ৫
দিগদর্শন নং ১১ টি ৵০
ঐ নং ২ টি ৵০
দায় কৌমুদি . . . . বা ৪
ধর্ম্মাঞ্জন টি ৸০
ধারাপাঠ টি ৵০
নীতি কথা প্রথম ভাগ টি /৫
ঐ দ্বিতীয় ভাগ টি /১
ঐ তৃতীয় ভাগ টি /১৫
নবদ্বীপাধিপতি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের বংশাবলী টি |০
পঞ্জাবেতিহাস বা ১
পুরুষোত্তম চন্দ্রিকা পু টি ১
পতিতোদ্ধার টি ১
পাঁচালী . . . . বা ||০
ফারমেসি নাগরি টি ||০
ঐ ঐ বাঙ্গালা টি ||০
বেতালপঞ্চবিংশতি গদ্য বা ১|
ঐ ঐ পদ্য টি ||০
ব্যাকরণ বঙ্গভাষার |০
বর্ণ পরিচয় প্রথম ভাগ ৲১৫
ঐ ঐ দ্বিতীয় ঐ ৲১৫
বর্ণমালা বা ৵০
বাঙ্গালার ইতিহাস বা ২

বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা পত্রিকা।

২ খণ্ড।] মাসিক পত্রিকা। [১৬ সংখ্যা।

তত্ত্ব প্রকরণ।

তাঁরে ভজমন, করেন যেজন, সৃজন পালনলয়। যতজীবচয়, তাঁ-হাকেআশ্রয় করিয়া সুখেতে রয়॥ ভ-য়েতেযাঁহার শশীদিবাকর, নক্ষত্রাদি গ্রহগণ। সদাই সম্ভ্রমে, অপূর্ব্বনিয়মে, আকাশে করে ভ্রমণ॥ এই চরাচর, জঙ্গম স্থাবর, হেরিতেছি চক্ষে যত। অপূর্ব্ব রচিত, তাঁহারি সৃজিত, আছে হেন কত শত॥ নিত্য নিরঞ্জন, সত্যসনাতন, বিভুবিশ্ব নিকেতন। সর্ব্বত্র সমান, সর্ব্বশক্তিমান, তাঁরে ভাব ওরে মন। ভাবিলে যাঁহারে ভবপারাবারে, অবহেলে পাবে পার। ছাড়িয়া দুর্ম্মতি ওরে মূঢ় মতি, সেই পদ কর সার॥ ভবের বন্ধন, হইবে মোচন, দূরহবে এদুর্গতি। ঘুচিবে, অজ্ঞান, পাবে দিব্য জ্ঞান, লভিবে পরমাগতি॥ অতএব মন, করিনিবেদন, ভাবহ তাঁহারি পদ। যাবে ভোগাভোগ, যাবে ভব রোগ, লভিবে অটল পদ॥

পর ভাবানু ভাবিতা।

মনুষ্য যতই আত্মশ্লাঘী হউক না কেন, তাহার স্বভাবের এমত এক গুণ আছে যদ্দ্বারা অন্যের সুখ সৌভাগ্য দর্শনে তাহার দর্শন সুখ ব্যতীত যদিও অন্য কোন উপকার না হয় তথাচ উহা তাহার পক্ষে উপকার জনক ও আবশ্যক বোধ হয়। অন্যের সুখ দুঃখাদি ভাব দর্শনে মনে যে ভাব উদয় হয় তাহাই পরভাবানুভাবিতা। অন্যের যাতনা দর্শন, শ্রবণ, বা স্মরণে মনে যে বোধোদয় হয় তাহা অন্য দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রমাণ করণের প্রয়োজন নাই। মনুষ্যের অন্যান্য গুণের ন্যায় ইহাও এক প্রকার স্বাভাবিক গুণ মধ্যে পরিগণিত। কেবল ধার্ম্মিক দয়াশীল মানব দিগের শরীরে এই বৃত্তি বিরাজমান আছে এমত নহে, অতি নৃশংস পাষণ্ড স্বভাব অধার্ম্মিক লোকেরাও এ বৃত্তির বহির্ভূত নহে, কিন্তু ধার্ম্মিক নম্রপ্রকৃতি মনুষ্য শরীরে ইহার প্রাধান্য আছে ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে বৃত্তির প্রযোজকতায় আত্ম ক্লেশানুভব হয় সেই বৃত্তিই অন্যের দুঃখানুভবের মুখ্য কারণ, তদ্ব্যতীত পর পীড়োপলব্ধির অন্য উপায় নাই। কাহাকেও কোন দারুণ দুঃখে বিধুর দেখিলে মনে সহসা এরূপ ভাবোদয় হয় যে "আমিই বা সেই ক্লেশে পতিত হইয়াছি"। মনোমধ্যে এরূপ ভাবোদয় বিনা পরদুঃখ দর্শন শ্রবণ ও স্মরণে কদাপি দুঃখানুভব হয়না। সুখ বিহ্বল ব্যক্তি

পর ক্লেশে ক্লেশ বোধ করেনা কারণ স্বীয় ভাবের অতীত ভাব কদাচ তাহার মনে আবির্ভূত হয়না তবে কেবল আনুমানিক কল্পনা দ্বারা অন্যের অন্তরিক ভাবের কিঞ্চিৎ আভাস মাত্র পাইয়াথাকে। আপনি কোন ক্লেশে পতিত হইলে মনে যে রূপভাবোদয় হয়, অন্যের ক্লেশ দর্শনে তদ্রূপ ক্লেশবোধ হইতে পারে, তদতিরিক্ত হওয়া সম্ভবনহে, আত্মসুখদুঃখ ভোগের সংস্কার মনো মধ্যে বদ্ধ থাকাতে পরের সুখ দুঃখ দর্শনে সেই ভাব আপনিই উদয় হয়। সংস্কার দ্বারা আপনাকে ক্লিষ্ট লোকের অবস্থাপন্ন বোধ করিয়া প্রায় তত্তুল্য যাতনানু ভবহয়। এই প্রকারে যখন পরের বেদনা আত্ম বেদনার তুল্য হইয়া উঠে তখন হৃৎকম্প এবং ভয়ে প্রাণ বৈকল্য উপস্থিত হয়, যেন ঐ দুঃখ ভার বাস্তবিক আপনার উপর পতিত হইয়াছে।

যে ব্যক্তি কখন পুত্র কলত্র পিতৃমাতৃ ভ্রাতৃ বন্ধু বিয়োগ শোকে আর্ত্ত হয়নাই, যে ব্যক্তি কখন অসমর্থ পরিবার পোষণার্থ অন্নচিন্তায় ব্যাকুল হইয়া পৃথ্বী শূন্য দেখে নাই, যে ব্যক্তি কখন তিমিরা বৃতমেঘাচ্ছন্ন নিশাকালে ঝঞ্ঝাবাতবেগেভগ্ন পোত হইয়া অগাধ জল রাশিতে পতিত হয় নাই, যে ব্যক্তি কখন নিশীথ সময়ে সিংহ শার্দূলাদি হিংস্র জন্তু পূর্ণ নিবিড় অরণ্যমধ্যে একাকী পতিত হইয়া জীবিতা শায় হতাশ হয়নাই সে ব্যক্তি কখন তত্তদ্দুঃখে দুঃখি লোকের যথার্থ মনো বেদনা বুঝিতে পারেনা এবং তাহার দিগের ক্লেশ দর্শনে ক্লিষ্ট হয়না।

উল্লিখিত কারণ সমষ্টিই পর দুঃখানুভবের মূলী ভূত, যদি কেহ কোন ব্যক্তির শিরশ্ছেদ বা অঙ্গচ্ছেদ করণার্থ অস্ত্রোত্তোলন করে তবে দর্শকেরা পর ভাবানু ভাবিতা বৃত্তির উত্তেজনায় আপনার দিগের তত্তৎ অঙ্গ সঙ্কোচ করিতেবাধ্যহয়। কাহার কোন ক্ষত বা বিকৃত স্থান দেখিলে স্বীয় শরীরের সেই ২ অঙ্গে বেদনা বা অসুখ বোধহয়. দেখিলে এরূপ বোধদয় হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনাই আছে. কোন ইতিহাস বা উপন্যাস পাঠ করিতে ২ তন্মধ্যে কোন নির্দ্দয়তার বিবরণ পাঠকরিলে মনোমধ্যে দুঃখোদয় হয় এবং দয়া কার্য্য পাঠে সুখজন্মে।

দয়াও পরভাবানুভাবিতা বৃত্তির অর্থ যদিও প্রায় একি প্রকার তথাচ অভিপ্রায় পৃথক ২, যে অন্তর্বৃত্তি দ্বারা কায়মনোবাক্য পর ক্লেশাপনোদনার্থ মন উৎসাহিত হয় তাহারি নাম দয়া, কিন্তু অন্য লোককে যে কোন অবস্থাপন্ন দেখিলে স্বীয় মনে তদনুরূপ যে বোধ জন্মে তাহাকেই পর ভাবানু ভাবিতা কহা যায়।

সময়ে২ বিশেষ কারণে এই

ভাবের পরিবর্ত্তনও ঘটে, কোন লোক কাহাকেও প্রহার করিতেছে দেখিলে আমরা মনে২ বা প্রকাশ্য রূপে অত্যাচারীর প্রতি ক্রোধ প্রকাশ ও আঘাতী ব্যক্তির দুরবস্থার প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া থাকি কিন্তু সেই সময়ে যদি আমরা জানিতে পারি যে আহত ব্যক্তি অকারণে একটী বালকের প্রাণ নাশ বা তদ্রূপ কোন গর্হিত কর্ম্ম করিয়াছে, তবে তৎক্ষণাৎ আমারদিগের মনের পূর্ব্ব ভাব পরিবর্ত্ত হইয়া বিরূপ ভাবোদয় হয় এবং সাধ্য হইলে তাহাকে দণ্ড দিতেও ক্ষান্ত থাকিনা।

লোকের সুখ দুঃখাদি ভাবদর্শনে স্বভাবতই মনোমধ্যে তদ্রূপ ভাবোদয় হইয়াথাকে, কিন্তু অন্যের ক্রোধ ভাব দর্শনে তাহার বিশেষ কারণ উপলব্ধ নাহইলে কদাপি ক্রোধোদয় হয়না। অন্যের শোকদুঃখাদি দর্শনে সহসা তত্তৎ ভাবের অংশ মাত্র স্বীয় মনে অনুভূত হইয়াথাকে তাহার কোন সংশয় নাই কিন্তু যতক্ষণ তাহার শোকের গূঢ় কারণ জ্ঞাত না হওয়া যায় সে পর্য্যন্ত পরভাবানুভাবিতা অপেক্ষা বুভুৎসাবৃত্তি অন্তর্মধ্যে সতেজ হইয়া উঠে এবং দুঃখ শোকাতুর লোকের দুঃখ শোকের অংশগ্রহণের পরিবর্ত্তে কি দুর্ঘটনায় তাহার বিপদ ঘটিয়াছে তাহা জানিবারনিমিত্তই মনব্যগ্র হয়। কোনবিপদাপন্ন লোককেদেখিলে সকলেইঅগ্রেজিজ্ঞাসাকরে "তোমারকিহইয়াছে"? এবং তাহার উত্তর নাপাওয়া পর্য্যন্ত তদ্দুঃখের যথার্থ ভাব মনে অনুভব হয়না। অতএব দৃষ্টি অপেক্ষা অবস্থা পরিজ্ঞানের প্রতিই পরভাবানুভাবিতার কার্য্য অধিক নির্ভর করে।

আমরা কখন ২ অন্যের শরীরে কোন ২ রিপুর প্রাধান্য দেখিয়া ক্লেশ ও অনুতাপ বোধ করি অথচ তাহারা আত্ম অমঙ্গল বিষয়ে কিছু মাত্র অনুধাবন বা দুঃখ বোধ করেনা, কোন লোকের নির্লজ্জ ও অসভ্য ব্যবহার দেখিলে আমরা দৈবাৎস্বয়ং তত্তৎ অকার্য্য করিলে যে রূপ সঙ্কুচিত ও অনুতাপিত হইতাম তদ্রূপ লজ্জিত হই এবং ঘৃণা বোধ করি, কিন্তু সে ব্যক্তি স্বীয় কার্য্যের দোষ কিছুই বুঝিতেপারেনা। ইহার কারণ এই যে আত্ম ভাবের অনুরূপ ভাব অবশ্য মনে উদয় হইবে।

মনুষ্য শরীরে যত আপদবিপদ ও ক্লেশ ঘটিতেপারে সর্ব্বাপেক্ষা মূর্খতা ও জ্ঞান হীনতাই অধিক বিপদ, জগদীশ্বর যাহাকে মনুষ্য চর্ম্মে আচ্ছাদন করিয়াছেন তাহার শরীরে জ্ঞান ও বুদ্ধি যোগ নাথাকিলে তদপেক্ষা আর কি অধিক আপদ বিপদ ও ক্লেশ আছে? মূর্খতাই চরম বিপদ। কিন্তু মূর্খ ও জ্ঞান হীনেরা তাহাতে ক্লেশ বোধ করেনা, সচ্ছন্দে অলীকামোদ ও নিস্ফল কার্য্যে জীবন ক্ষয় করে, সেসকল লোকের দুরবস্থা

দেখিলে মহা সন্তাপিত হইতে হয় কেননা স্বয়ং তদবস্থান্বিত হইলে যে রূপ আক্ষেপ হইত অন্যের সেই দুর্দ্দশা দেখিলে অবশ্য তত্তুল্য ক্লেশ ও তাপ বোধ হইয়া থাকে

যেমন অপোগণ্ড দুগ্ধ পায়ি শিশু কোন ব্যাধি জনিত যাতনায় ক্লেশ পাইলে সে ব্যাধির যথার্থ যাতনা কদাপি তাহার মনে উদয় হয়না এবং তদ্দ্বারা ভবিষ্যতে কি অনিষ্ট হইবে তাহাও কিছু মাত্র উপলব্ধি করিতে পারেনা, অত্যন্ত বেদনা বোধ হইলে কেবল মধ্যেং একং বার রোদন করে এবং কোন ক্রীড়া বা ভোজ্য দ্রব্য পাইলেই তৎক্ষণাৎ দারুণ ক্লেশ ভুলিয়া যায়কিন্তু তাহার যথার্থ ক্লেশ তৎ প্রসূতী অনুভব করিয়া যৎসমূহ কষ্ট পায়। তদ্রূপ অজ্ঞেরা স্বীয় মূর্খতা জন্য যথার্থ ক্লেশ কদাপি অনুভবকরিতে পারেনা, কখনং জ্ঞান হীনতা দোষে কোন দুর্দ্দৈব ঘটিলে কিঞ্চিৎ অসুখী হয় বটে ফলত পরক্ষণেই অন্য কোন সামান্য সুখে আবৃত হইয়াসে অসুখ ভুলিয়াযায়কিন্তু জ্ঞানীরা পরভাবানুভাবিতা গুণের প্রয়োজকতায় তাহার দিগের ক্লেশভাগীহন।

মৃত ব্যক্তি দের ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা ও ক্লেশ স্মরণেও আমার দিগের মনে এক প্রকার আশঙ্কা ও দারুণ দুঃখ বোধ হয়, অথচ তাহাতে মৃতের দুঃখ মোচনের কোন সম্ভাবনা হয় না। একেবারে এই লোকালয় হইতে তিরোহিতও পরম সুহৃদ্বর্গ্যের সহিত বিশ্লিষ্ট এবং পৃথ্বী হইতে বিলুপ্ত নাম হইয়া মৃত্যু গহ্বরে অনন্ত শয্যায় নয়ন মুদ্রিত করা কি ভয়ঙ্কর কার্য্য তাহার আভাস ভাব মাত্র মনে উদয় হইতে পারে কিন্তু যথার্থ মৃত্যু যাতনা বোধ হয়না, তাহার কারণ পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে অর্থাৎ আমরা যে অবস্থায় কখন পতিত হইনাই তাহার যথার্থ ভাব মনে উদয় হইবার অসম্ভাবনা। মৃত্যু অপেক্ষা প্রাণীদিগের অধিক অমঙ্গল আর কিছুইনাই, সত্য, এবং মৃতের নিমিত্ত কৃতজ্ঞতা চিহ্ন স্বরূপ শোক প্রকাশ করাও অবশ্য কর্ত্তব্য এবং তাহা স্বভাবত হইয়াও থাকে। কিন্তু এরূপ বেদনা বোধ বা শোক প্রকাশের দ্বারা অথবা মৃত বন্ধুর সেই দুর্ঘটনার কৃত্রিম স্মরণ চিহ্ন রাখিয়া মৃতের দুঃখ সুখ হ্রাস বৃদ্ধির কোন সম্ভাবনা দেখাযায় না, বরঞ্চ আত্ম ক্লেশ বৃদ্ধি হয়

আমার দের দয়া বা করুণা দ্বারা মৃতের তৃপ্তি সাধন না হওয়াতে ও আমার দের যত্ন ওআগ্রহে তাহার কোন উপকার উপপত্তি সম্ভাবনা না থাকাতে এবং দয়া প্রণয় আক্ষেপ ও শোক প্রকাশ যাহাতে জীবিত প্রাণি মাত্রের ক্লেশ ভার লাঘব ও তুষ্টি বর্দ্ধন হয় তাহাতেও মৃত ব্যক্তির ক্লেশাপনোদনের কোন উপায় না থাকাতে তাহাকে যে ঘোরতর যাতনা

ও অমঙ্গল সহ্য করিতে হইয়াছে ও ভবিষ্যতে আর কি শুভাশুভ ঘটিবে তদ্বিষয়ে আমরা পর ভাবানুভাবিতা বৃত্তি দ্বারা যাহা অনুমান করি তাহা অপেক্ষা মৃতের ক্লেশ ও যাতনা যে আরও ভয়ানক হইয়াছিল তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় এবং তদ্দ্বারা কেবল আমারদিগের পরভাবানুভাবিতা বৃত্তির শ্রান্তি জন্মে মাত্র।

এই সকল কার্য্যে মৃত ব্যক্তির অন্তরিন্দ্রিয়ের চেতনা জন্মাইতে বা তাহার অনন্ত সুশুপ্তির বাধাদিতে পারেনা। গতাসু প্রাণী দিগের অবস্থায় যদি আমরা পরিগত হইতে পারিতাম এবং আত্ম প্রাণ তাহারদের নির্জীব দেহে প্রবেশকরাইবার কোন উপায় থাকিত তবে এক দিন সেই ঘোরতর চরম যাতনার প্রকৃত ভাবানুভব হইতে পারিত।

এই প্রকার চিন্তা দ্বারাই আগন্তুক মৃত্যুকে আমরা ভয়ানক জ্ঞান করি এবং যদিও এই সকল দুর্ভাবনা ও শঙ্কাদ্বারা মৃত্যু পরে কোন ক্লেশ ঘটিবেনা ইহা নিশ্চয় আছে তথাচ জীবিতাবস্থায় অসুখ ও যাতনা বোধ হয়। কিন্তু এই চিন্তা প্রাণী দিগের সুখ বৈরী অথচ মনুষ্যদিগের গর্ব্ব হন্তা ও অন্যায় অত্যাচার নিবারক স্বরূপ মৃত্যুভয় উপস্থিত হয় যাহা প্রাণীচয় সম্বন্ধে অতীব অসুখ প্রদ হইয়াও নানা প্রকারে সংসারের মহাং মঙ্গল বর্দ্ধন করিতেছে

পরম জ্ঞানী বিশস্রষ্টা মৃত্যু নিয়মাবধারণ না করিলে সংসার মধ্যে কি বিশৃঙ্খল ও অশুভ ঘটিত তাহা অনেকেই পরি জ্ঞাত আছেন এবং অনেক স্থানেও সময়েং তাহাবর্ণিত হইয়াছে সুতরাং সে আন্দোলন পুনরুত্থাপনের প্রয়োজনাভাব।

সময় ও আলস্য।

যে সময় গত হইয়াছে তাহা আর কখন ফিরিবেনা এবং ভবিষ্যত সময় ও উপকারে না আসিতে পারে তন্নিমিত্ত গত কালের অনুশোচনা ও ভাবি কালের আশা ত্যাগ করিয়া বর্ত্তমান সময়ের সদ্ব্যবহার করা কর্ত্তব্য বর্ত্তমান কালেরই সদ্ব্যবহার হইতে পারে ভবিষ্যতে কি হইবে তাহা ব্যক্ত করা কঠিন। প্রতিজ্ঞা শীঘ্র সম্পন্ন করিতে হইবে, যাহা প্রভাতে হইতে পারে তাহা অপরাহ্নে করিব বলিয়া বিলম্ব করিবে না।

আলশ্যই অভাব ও ক্লেশের মূল কারণ, আর সুখ ও ধন পরিশ্রম হইতে উৎপন্ন হয়, কর্ম্ম তৎপরতা দ্বারা অভাব দূরীভূতহয়, শ্রমী লোক সকল বিষয়ে কৃতকার্য্য ও সৌভাগ্য শালী হইয়া থাকে।

যেব্যক্তি আলস্যকে শত্রুজ্ঞানে দেহ পুর হইতে নিষ্কাশিত করিয়া দেয় সেই লোক অচিরে ধন শালী হয়, উচ্চ পদে আরোহন করে ও সর্ব্বত্রে আদর পায়, সৎপথে থাকি-

য়া কায়মনেশ্রমকরিলে অবশ্য শারীরিক স্বাস্থ্যরক্ষা ও মনঃ প্রফুল্ল হইবে, অলস লোকেরা অমূল্য কালকে কাল জ্ঞান এবং জীবনকে ভার বোধকরে তাহারা সময় সম্বরণের সদুপায় না পাইয়া বৃথাকার্য্যে লিপ্ত থাকে এবং কি রূপে সময় হরণ হইবে তাহা স্থির করিতে পারেনা, অভ্রছায়ার ন্যায় তাহার দিগের দিন বৃথাযায় এবং গত কালের কোন স্মরণ চিহ্ন থাকেনা।

আলস্য দ্বারা শরীরে নানা পীড়া ঘটিয়া থাকে, মতের স্থৈর্য্য থাকেনা, সকল কার্য্যেই গোলযোগ ঘটে, আত্মীয়েরা ঘৃণা করে এবং ভৃত্যবর্গ ছলে কলে বিষয় হানিকরে, অলস লোক যখন এই প্রকার নানাদুর্দশা গ্রস্ত হয় তখন জ্ঞান পাইয়া পরিশ্রম করিবার চেষ্টাকরে কিন্তু সে সময়ে আর কোন কার্য্য সাধনে সক্ষম হয়না আলস্য গ্রাসে শরীর ও মন এমন জড় হইয়া থাকে যে বহু আয়াসেতে সামান্য কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারেনা সুতরাং তখন শোক তাপ ক্লেশে জড়ীভূত হইয়া ক্ষয়পায়।

সন্তোষ।

এই সংসারের সকল প্রাণীর অবস্থা ঈশ্বরাধীন, তিনি সকলের আন্তরিক গূঢ় অভিপ্রায় বিজ্ঞাত থাকাতে দয়া হেতুক জীব দিগের মঙ্গল বর্দ্ধনার্থে তাহার দের অন্যায্য বাসনাপূরণ করেন না, কিন্তু সকল সম্ভব পর বাসনায় এবং সৎকার্য্যের অনুষ্টানে তাঁহার কৃপায় কৃতকার্য্য হওনের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে।

আমার দিগকে যে সকল অসুখ ও ক্লেশ ভোগ করিতে হয় তাহা আমার দিগের আত্ম মূর্খতা অবিবেচনা অহঙ্কার ইত্যাদি দোষে ঘটিয়াথাকে।

তন্নিমিত্ত ঈশ্বরাধীন কার্য্যের প্রতিবৈরক্তিপ্রকাশকরা মূর্খতার কার্য্য চিত্ত শোধন সর্ব্বথা কর্ত্তব্য, মনে২ এমত বিবেচনা করিবে না "যদি আমার প্রচুর ধন ক্ষমতা এবং অবকাশ থাকিত তাহা হইলে সুখী হইতে পারিতাম" ধন বান, ক্ষমতা শালী এবং অবকাশ বিশিষ্ট লোকেরাও সম্পূর্ণ সুখী নহে, তাহারাওনানা অসুখ বোধ করে।

দুঃখী ও সামান্য লোকেরা ধনী ও মহল্লোকের চিন্তাও অসুখ জানিতে নাপারিয়া অনর্থক হিংসা এবং তদবস্থান্বিত হইতে বাঞ্ছাকরে, ধনিদিগের দারুণ বিষয় চিন্তা, ক্ষমতা শাল লোকের নানাঝঞ্ঝট এবং অলস লোকের অসুখ জানিতে পারিলে লোকে তাহার দিগের অবস্থা প্রাপ্তির লালসা কদাপি করেনা

বাহ্যিক সুখ দেখিয়া হিংসা কর্ত্তব্য নহে, অল্পেসন্তুষ্ট হওয়া জ্ঞানীর লক্ষণ, ধন বৃদ্ধিতে সুখ বৃদ্ধি হয়না, বরঞ্চ চিন্তা বৃদ্ধি হয়। সন্তোষ

সত্যসুখ। যদি সৌভাগ্য মত্ততায় যাথার্থ্য পরিমিততা দয়া এবং শীলতা প্রভৃতি গুণ নাশ নাহয় তবে ধনের দ্বারা অসুখ হয়না বটে, কিন্তু নশ্বর মনুষ্যেরা কদাপি সত্য সুখ লাভ করিতে পারেনা।

ধৈর্য্যতা।

সকল মনুষ্যকেই দুর্ভাগ্য অভাব ক্লেশ শোক তাপ সহ্য করিতে হয়, তন্নিমিত্ত বাল্য কালাবধি সাহস ও ধৈর্য্যতার সহিত চিত্ত দৃঢ় করা অত্যাবশ্যক, তাহা হইলে ক্লেশ সহ্য করিতে শক্ত হওয়াযায়, উষ্ট্রেরা যেমত বালুকা ক্ষেত্রে পরিশ্রম ক্ষুধা তৃষ্ণা ও তাপ সহ্য করে তদ্রূপ ধৈর্য্য শীল লোকেরা এই সংসার ক্ষেত্রে মহাবিপদ কালেও স্বীয় গুণ ও ধর্ম্ম-চ্যুত হয়না। মহদন্ত? করণ লোকেরা ভাগ্যের মুখ ভ্রূকুটীতেভয় পায়না, তাহার দিগের মহত্ত্ব কিছুতেই লোপ হয়না, যেহেতুক ভাগ্যের প্রসন্নতার প্রতি তাহার দিগের সুখ নির্ভকরেনা সুতরাং ভাগ্যের বক্রতায় কেন শঙ্কা জন্মিবে?

সমুদ্র মধ্যস্থ গিরিশৃঙ্গ যেমত উত্তুঙ্গ লহরী বেগে আন্দোলিত হয় না তদ্রূপ বিপন্মালায় বেষ্টিত হইলেও ধৈর্য্য শীল লোকের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গহয় না।

অভ্যুন্নত শৈল চুড়ায় তীর মারিলে যেমত সে সব তাহার নিম্নে পতিত হয়, তদ্রূপ দুর্ভাগের সরে ধীর লোকের চিত্ত চাঞ্চল্য জন্মাইতে পারেনা।

বিপদ সময়ে সাহসের দ্বারামন স্থির রাখিবে, যেমন যোদ্ধারা সাহস পূর্ব্বক সমরে অগ্রসর হয় এবং যুদ্ধজয় করে তদ্রূপ ধৈর্য্য শীল লোক সাহসের সহায় তায় দুঃখ দুর্ভাগ্যকেপরাজয় করিয়াদেয়। চিত্তের প্রশান্ততা থাকিলে বিপদ ভার লাঘব হয় কিন্তু ভীরু কাপুরুষেরা ক্লেশ ও বিপদ সময়ে সাহস ও বীর্য্য হীন হইয়া আপদ বিপদে আপনা আপনি পতিতহয়।

তুলা রাশি যেমন বায় স্পর্শে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায় তদ্রূপ নির্ব্বীর্য্য পুরুষ দিগের সকল গুণ বিপদ সময়ে লুপ্ত হইয়া যায়, বুদ্ধি স্ফূর্ত্তি পায়না, নৈরাশ্যদ্বারা আন্তরিক সুখ নিষ্কাশিত হয় এবং চরমে বিনাশকে পায়।

মাগেলনের পৃথিবী বেষ্টনের বৃত্তান্ত।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের শেষ।

তৎকালে রাজার সহোদর প্রাণ সংশয় রোগে পীড়িত ছিলেন, তিনি বাপ্তিস্ম সংস্কার গ্রহণ করিয়া সুস্থ হইলেন, অতএব এই আশ্চর্য্য রোগ শান্তিতে মাগেলনের সম্পূর্ণ জয় হইল। পিগাফেটা মহা ভক্তি পূর্ব্বক কহেন "আমরা সকলেই, ঐ অদ্ভুত ব্যাপার স্বচক্ষে দেখিয়াছি" ফলত ঐ অপূর্ব্ব চিকিৎসকেরা কেবল অলৌকিক উপায়ের উপর

নির্ভর নাকরিয়া ধর্ম্ম বলের সাহায্যার্থে ত্বরায় ঔষধের ব্যবস্থা ও করিয়াছিলেন, পীড়িত রাজ পুরুষ পঞ্চ দিবস ব্যাপিয়া সেই ঔষধ সেবন করিয়া সুস্থ হয়েন। অপর রাজা খ্রীষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করাতে সর্ব্ব সাধারণ লোকেও তদনুরূপ করিতে লাগিল তাহাতে সর্ব্বত্র ক্রুস চিহ্ন স্থাপিত এবং দেব বিগ্রহ ভগ্ন হইল, আর চতুর্দ্দিক হইতে "কাস্তিলের জয় হউক" বলিয়া স্পেন রাজ্যের মাহাত্ম্য সূচক শব্দ হইতে লাগিল এবং জাহাজ উপস্থিত হইবার পর চতুর্দ্দশ দিবস অতীত নাহইতে ২ জিবু এবং তন্নিকটস্থ অন্যান্য উপদ্বীপের যাবদীয় লোকেরা খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া বাপ্তিস্মিত হইল কেবল এক উপদ্বীপের পাষণ্ড লোকেরা তদনু রূপ হয় নাই, নাবিকাধ্যক্ষ তজ্জন্যে তাহারদের অহঙ্কার চুর্ণ করণার্থ গ্রাম দগ্ধ করিয়া অবশিষ্টভস্মাদির উপর ক্রুস যন্ত্রস্থাপন করিলেন।

আরিষ্টটেলের গ্রন্থ হইতে নীত।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের শেষ।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

কিপ্রকারে পুত্র ও কি প্রকারে কন্যা জন্মাইতে হয়। জরায়ু এবং সন্তান জননের বৃত্তান্ত। স্ত্রীসঙ্গের উপ যুক্ত সময়ের বিষয়।

স্ত্রী পুরুষের বিবাহ হইলে তাহারা স্বভাবত সন্তান বাসনা এবং স্বভাবের দ্বারা তাহা উৎপত্তির যে প্রকরণ ও উপায় সৃষ্ট হইয়াছে তাহা অবলম্বন করে যদি ও স্ত্রী পুরুষে এজন্য বিশেষ চেষ্টিত হয় বটে তথাচ কৃতকার্য্যতা ঈশ্বরানু কম্পার প্রতি নির্ভর করে, পুত্র কন্যা জননের প্রতি তিনি যদি ও মুখ্য কারণ তথাচ তাহার অনেক গৌণ কারণ আছে, তন্মধ্যে দুইটী প্রধান, প্রথম বীজ জনন প্রকরণ, দ্বিতীয় স্ত্রীপুরুষের সঙ্গম বিষয়ক। শরীর যদি দুর্ব্বল হয় তবে পুষ্টিকর বল বর্দ্ধক এবং বীর্য্যোৎ পাদক দ্রব্য ভক্ষণ করিবে, আহারের তাৎপর্য্যে শারীরিক দোষ নাশ হইতেপারে. বন্ধ্যালোকে সরস এবং পুষ্টি বর্দ্ধক দ্রব্য ভক্ষণ করিবে।

সঙ্গমের পর ক্ষণেই রমণী আপনার দক্ষিণ দিক চাপিয়া ও মস্তক নত করিয়া শয়ন করিবে, এবং তৎপরে শরীর গরম রাখিবে এপ্রকার করিলে প্রায় পুত্র সন্তান জন্মে আর এপ্রকার বাম দিগে শয়ন করিলে কন্যা জন্মে, কৃষ্ট পক্ষীয় সঙ্গমে প্রায়শই কন্যা জন্মিয়া থাকে।

আড়বিঘিনি সাহেব কহিয়াছেন রমণী ঋতু স্নান করিলে পর প্রথম পঞ্চম দিন এবং অষ্টমা বধি দ্বাদাশ দিবসে সঙ্গমকরিলেপুরুষজন্মে এবং পঞ্চম অবধি অষ্টম দিনে সঙ্গম করিলে রমণী জন্মে। তৎপর দিবস

সকলে সঙ্গম করিলে কোন দিবসে কি সন্তান জন্মে তাহাস্থির নাই।

ক্রমশঃপ্রকাশ্য।

টেলিমেকসের ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের শেষ।

সিসষ্ট্রিস যখনআমাকে দেখিলেন তখন আমার যৌবনাবস্থাদৃষ্টেতাঁহার দয়োদ্রেক হইবায় তিনি আমার ও দেশের নাম জিজ্ঞাসিলেন; তাঁহার বাক্যের ভাব ও আড়ম্বর শ্রবণে বিস্মত হইয়া আমি উত্তর করিলাম, অত্যন্ত মহিমান্বিত মহারাজ, ট্রয়যুদ্ধ ও তন্নগর ভস্মসাৎ ও অনেক প্রধান ২ গ্রিকদের মৃত্যু বিষয় আপনি অজ্ঞাত নহেন, ঐ নগর ধ্বংসেরমূল কারণ আমার পিতা ইউলিসিস, যিনি ট্রয় হইতে প্রত্যাগমন কালে অদৃষ্টবিপাকে অজ্ঞাত দেশে পড়িয়া স্বদেশানুসন্ধানে জলে২ ভ্রমণ করিতেছেন এবং আমি তাঁহার তত্ত্বে তদ্রূপ দুর্ভাগ্যে মিসর দেশে কারা বাসী হইলাম, অতএব অনুকম্পাভি সেচনে আপনি আমাকে পিতার নিকট বাস্বদেশেপাঠাইয়া ধর্ম্ম স্থাপন করুন, এবং তদ্দ্বারা জগদীশ্বর আপনাকে ও আপনার সন্তান দিগকে দীর্ঘায়ু ও সুখ প্রদান করিবেন। কিন্তু তিনি আমারবাক্যের সত্যতার প্রতি অবিশ্বাস করিয়া আমরা যথার্থ গ্রিক কি ফিনিসিয়ান ইহা নিশ্চয় করণার্থে জনেক কর্ম্মচারিকে আজ্ঞাকরিলেন, যদি এই দুইজন ফিনিসিয়ান হয় তবে ইহারা কেবল শত্রুবলিয়া দণ্ডার্হ হইবেক এমত নহে কিন্তু মিথ্যা বাক্যের জন্য অধিক শাস্তি পাইবেক, যদি যথার্থ গ্রীকহয় তবে আমার জাহাজ দ্বারা ইহারদিগকে গ্রীশ দেশে পাঠাইতে হইবেক, কেননা আমি গ্রীশ দেশকে শ্রদ্ধা করি কারণ মিসর দেশের অনেক ব্যবস্থা ও শভ্যতা তাহারা গ্রহণ করিয়াছে,যদিও তাহারা দবিষ্ঠ তথাচ অমি হরকিউলিসের ধর্ম্ম আকিলিসের বীরত্ব এবং দুর্ভাগ্য ইউলিসের জ্ঞান গরিমা শ্রুত আছি এবং ধার্ম্মিকের দুঃখাপনোদনে আমি আনন্দিত হই।

যাহার হস্তে আমরা অর্পিত হইলাম তাহার নাম মেম্ফিস, সিসষ্ট্রিস যেমন নিষ্ঠা ও সত সে তাহার বিপরীত গুণ ধারী অর্থাৎ ভ্রষ্ট ও আত্মম্ভরী, আমার দিগকে বিরক্ত করণার্থ ঐ পাষণ্ড কঠিন প্রশ্নকরিতে লাগিল এবং আমার উত্তরা পেক্ষা মেণ্টরের বাক্যের বিজ্ঞতা দেখিয়া তাঁহার প্রতি সন্দেহ ও দ্বেষ করিতে লাগিল, কারণ মূর্খেরা জ্ঞানি বাক্যে অসহ্য অপমান বোধ করে, তন্নিমিত্ত আমারদিগকে ভিন্ন ২ স্থানে রাখিল এবং তদবধি আমি জানিতে পারিলাম না যে মেণ্টরের কি হইল, তাঁহার সহিত বিচ্ছেদ হওয়াতে আমি বজ্রাঘাৎ তুল্য দুঃখ বোধ করিলাম, মেম্ফিস প্রত্যাশা করিয়াছিল যে পৃথক ২

করিয়া প্রশ্ন করিলে বাক্যের অনৈক্যতা হইবে এবং আমাকে লোভ দর্শাইয়া মেণ্টর যাহাগোপন রাখিয়াছিল তাহা প্রকাশ করিয়া লইব কিন্তু সত্য প্রকাশ করা তাহার উদ্দেশ্য নহে, কোন ছলে আমরা যে ফিনিসিয়ান ইহা রাজাকে জানাইয়া আমাকে চির দাস করিয়ারাখে।

মহারাজা কৃষ্ণ চন্দ্র রায়ের জীবন চরিত্র ।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের শেষ ।

ইতি মধ্যে ভবা নন্দ রায় মজুমদারের বাটীতে এক আশ্চর্য্য ঘটনা হইয়াছিল, তদ্বিশেষ এই যে, বড়গাছি নামক গ্রামে হরি হোড় নামা জনেক ধনীর বাসছিল, ঐ ব্যক্তি অতিশয় পুণ্য শীল কিন্তু বহু পরিবার প্রযুক্ত বাটীতে সর্ব্বদা কলহ হইত তাহাতে লক্ষ্মী দেবী বিরক্তা হইয়া হরি হোড়কে ত্যাগ পূর্ব্বক ভবানন্দ রায় মজুমদারের বাটীতে অধিষ্ঠিতা হইতে মনন করিলেন, এইস্থির করিয়া হরিপ্রিয়া অল্প দিবসাভ্যন্তরেই হরিহোড়ের আগার ত্যাগপুরঃসর ভবানন্দ রায়মজুমদারের বাটীতে যাত্রা করিলেন, অর্দ্ধ পথে আসিয়া স্মরণ হইল, ঈশ্বরী পাটনী তাঁহার এক জন প্রধান ভক্ত অতএব অগ্রে তাহাকে বর দিয়া পশ্চাৎ মজুমদারের বাটীতে গমন করি এই স্থির করিয়া পদ্মালয়া এক পরমা সুন্দরী বালিকার রূপধারণ করিলেন এবং ঈশ্বরীর নিকটে আসিয়া কহিলেন, অহে পাটনি. আমাকে পারকরিয়া দেও, পাটনী কহিল অগ্রে আত্মপরিচয় প্রদান কর পশ্চাৎ পার করিয়া দিব, ঈশ্বরীর বাক্য শ্রবণে ঈশ্বরী কহিলেন, আমি ভবানন্দ রায় মজুমদারের কন্যা, শ্বশুরালয়ে গিয়াছিলাম, তথায় কলহ জ্বালায় তিষ্ঠিতে নাপারিয়া পুনরায় পিত্রালয়ে প্রত্যাগমন করিতেছি, পাটনী কহিল আপনি কখন মজুমদারের কন্যা নহেন, তাহা হইলে কখন এবেশে একাকিনী আসিতেন না, আমার অনুভব হইতেছে আপনি কমলা, মজুমদারকে কৃতার্থ করণাশয়ে তাঁহার ভবনেগমনকরিতেছেন, আমি অতি দীন হীন, আমাকে কেন প্রতারণা করেন ? পরিচয়দিয়া আমার জীবন সফল করুণ।

পাটনীর বাক্য কর্ণনে দেবী হাস্য করিলেন, পরে ঈশ্বরী পাটনী ঈশ্বরীকে নৌকারোহণ করাইয়া পার করিয়া দিল, তাঁহার পাদস্পর্শে নৌকার জল সেচনী স্বর্ণ ময় হইয়া-গেল, পাটনী তদ্দৃষ্টে আশ্চর্য্য হইয়া বহুবিধ স্তব করিতে লাগিল, লক্ষ্মী তাহার স্তবে তুষ্ট হইয়া তাহাকে বর দিয়া প্রস্থান করিলেন, ঈশ্বরী পাটনী তদনন্তর ভবা নন্দ রায় মজুমদারের বাটীতে যাইয়া মজুমদার পত্নীকে সমস্ত সমাচার জ্ঞাপন করিল, এই মঙ্গল সংবাদ শ্রবণে মজুমদার জায়া

পাটনীকে বহু পুরস্কার দিলেনএবং নানামত মঙ্গলাচরণ করিতে লাগিলেন,পরে ঐ রাত্রেস্বপ্নে দেখেন, এক কন্যা আসিয়া তাঁহাকে কহিতেছে মাআমি তোমার বাটীতে আগতা হইয়াছি এবং আমার একটা ঝাঁপি তোমার গৃহে রাখিয়াছি. তুমি সর্ব্বদা আমার পূজাকরিবা, কিন্তু ঝাঁপিটী কদাপি খুলিবা না।

মজুমদারের পত্নী প্রাতে উঠিয়া দেখেন,গৃহ মধ্যে একটা ঝাঁপি আছে পরে স্নানান্তে ঝাঁপিটী মস্তকে লইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন এবং নানা উপহারে ষোড়শোপচারে লক্ষ্মী পূজাকরিলেন।

গোলবেসেনুয়া।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের শেষ।

তুর্কাধিপতি প্রথমত কণিষ্ঠপুত্রের বাক্যে সম্মত হইলেন না অবশেষে কুমার চীন গমনার্থ নিতান্ত ব্যাকুল হইবায় রাজা অগত্যা সজল নয়নে গমনানুমতি দিলেন, যুবরাজ পিতৃ আজ্ঞানুসারে কতিপয় সমবয়সকে সঙ্গে লইয়া অশ্বারোহনে মহা চীনে যাত্রাকরিয়া কতিপয় দিবসের মধ্যেই তথায় উপনীত হইলেন, পরে নগরোপান্তে শত২ ছিন্ন নর শির বিশেষ সহোদর গণের ছিন্ন তুণ্ড দর্শনে মহা ক্ষিণ্ন হইলেন, পরে নগর প্রবেশিয়া তাহার শোভা দর্শনে বিস্ময় মানিলেন এবং দেহকান নামক এক ধর্ম্মনিষ্ঠ প্রাচীনের বাটীতে বাসা করিলেন, কিন্তু কি প্রকারে গোলবেসেনুয়ার বৃত্তান্ত অবগত হইবেন এই চিন্তায় তাঁহার সময় মহান অসুখে যাপন হইতে লাগিল এক দিন নগর ভ্রমণ করিতে২ মেহের-অঙ্গেজ রাজ কন্যার উপবনের নিকট উপনীত হইয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন কিন্তু কি প্রকারে পুরী মধ্যে প্রবেশিবেন তাহাভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেনন, অবশেষে সাহসে নির্ভর করিয়া উদ্যানস্থ সরোবর জলে নামিয়া সন্তরণ দ্বারা পরপারস্থ পুরীর গুপ্ত দ্বারে উপনীত হইলেন, ক্ষণ পরে কুমুদিনী নায়ক উদয়াচলে আরোহণ করিয়া জগৎ সুশীতল করিলেন, রাজ কুমার জ্যোৎস্নালোকে উদ্যানের মনোলোভা শোভা সন্দর্শনকরিতে২ প্রচ্ছন্ন ভাবে রাজনন্দিনীর ভবনাভি মুখে গমনপূর্ব্বক গবাক্ষ দ্বার দিয়া নৃপকুমারির অলৌকিক রূপ লাবন্য দর্শনে মোহিত হইলেন, ক্ষণ পরে চেতনা পাইয়া সরসী তটে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক অবশিষ্ট নিশা কাল তথায় যাপন করিলেন, প্রত্যূষ কালে রাজ কুমারীর এক সহচরী জল লইতে আসিয়া সরোবর বারিতে রাজ নন্দনের চিত্তহর প্রতি বিম্ব দর্শনে উন্মত্তা বৎ রাজ নন্দনীর নিকট প্রত্যাগতা হইয়া

সরোবর জলে রূপ দর্শন বৃর্ত্তান্ত জ্ঞাপন করিল। রাজ কুমারী তদ্বাক্যে জাত প্রত্যয় নাহইয়া তথ্য জানিবার জন্য আর এক সখীকে সরোবর তীরে প্রেরণ করিলেন, সে সঙ্গিনীও ঐ প্রকার প্রতিবিম্ব দর্শনে সবিস্ময় মনে রাজ কুমারীকে তৎ সংবাদ প্রদান করিল।

রাজ নন্দিনী এবার্ত্তা শ্রবণে তৎক্ষণাৎ সরোবর তীরে যাইয়া রাজনন্দনের চিত্ত হর কান্তি অবলোকনে কামবাণে মূর্চ্ছিতা হইলেন, সখীরা তাঁহার মুখে বারিসিঞ্চন ও ব্যজন করিয়া চৈতন্যোদয় করাইল, পরে রাজ কুমারকে স্বীয়াবাসে আনিবার জন্য সখী দিগকে আদেশ করিয়া গৃহে প্রত্যাগতা হইলেন, কন্যার আদেশে সঙ্গিনীরা রাজ নন্দনের নিকটে যাইয়া কুমারীর আদেশ তাঁহাকে জ্ঞাপন করিল, তাহাতে তিনি কৃতার্থ ম্মন্য হইয়া সখীদিগের অনুগমন করিলেন, মন্দিরে উপনীত হইলে রাজতনয়া যথোচিত সমাদরে তাঁহাকে রত্ন সিংহাসনে উপবেসন করাইয়া তাঁহার নাম ধাম এবংঅকস্মাৎ উদ্যান মধ্যে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসিলেন।

ক্রমশঃপ্রকাশ।

রামায়ণ।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের শেষ।

মাংস পিণ্ড দর্শনে মহা সন্তাপিতা হইয়া ঐ সদ্যোপ্রসূত মাংস পিণ্ডাকার বালক সরযূ নদীতে ফেলাইয়া দিতে চলিলেন, সূর্য্য বংশীয় রাজাদিগের কুল পুরোহিত বশিষ্ঠ মুনি যোগ বলে এই বৃত্তান্ত জ্ঞাতা হইয়া রাণীদিগের সমীপে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, হে রাজ্ঞীদ্বয়, তোমরা ঘৃণা প্রকাশিয়া এই বালকটীকে নষ্ট করিওনা, রাজ বর্ত্ম পার্শ্বে রাখিয়া যাও, অবশ্য কোন মহাজন এই অনাথ পঙ্গু বালকের প্রতি দয়া প্রকাশ করিবেন।

বশিষ্ট দেবের বাক্য ক্রমে রাজ্ঞীরা মাংস পিণ্ডাকার বালকটীকে রাজ পথের পার্শ্বে রাখিয়া গেলেন ক্ষণ বিলম্বে অষ্টাবক্র মুনি ঐ স্থানে আগমন করিয়া বালকটীকে ঐ রূপ ভাবাপন্নদৃষ্টে বিবেচনা করিলেন আমাকেই উপহাস করিতেছে, ইতি বিবেচনায় মহা ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন যদি এই বালক আমাকে উপহাস করণ মানসে এরূপ অঙ্গভঙ্গি করিয়া থাকে তবে আমার অভিসাপে উহার অবস্থা ঐ রূপই থাকিবেক, আর যদি স্বভাবত উহার অবস্থা এ রূপ হয় তবে আমার আশীর্ব্বাদে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইবে, অষ্টাবক্র ঋষি এই বাক্য বলিবা মাত্র রাজ পুত্র সর্ব্বাবয়ব যুক্ত হইলেন এবং মুনিকে প্রণাম করিলেন, অনন্তর বশিষ্ঠ ঋষি আসিয়া রজ পুত্রকে অন্তঃপুর মধ্য লইয়া গেলেন এবং ভগেং জন্ম হেতুক ভগীরথ নামরাখিলেন, রাজ মহিষী-

রা বালক কে সর্ব্বাবয়ব যুক্ত দেখিং মহা হৃষ্টা হইলেন এবং উভয়ে সমান স্নেহে ভগীরথকে লালন পালন করিতে লাগিলেন।

ভগীরথ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের আরাধনা করিয়া পৃথিবীতে গঙ্গা আনেন।

ভগীরথ পঞ্চবর্ষ বয়স্ক হইলে বশিষ্ঠ মুনি তাঁহাকে বিদ্যাশিক্ষারম্ভ করাইলেন, এক দিন পাঠ গৃহে অন্যান্য বালক দিগের সহিত ভগীরথের বিবাদ উপস্থিত হইবায় কোন বালক ভগীরথকে জারজ বলিয়া গালি দিল, তাহাতে ভগীরথ কোপ ভরে গৃহে আসিয়া রোষ মন্দিরে বসিয়া রহিলেন, রাণী পুত্রের কোপ দৃষ্টে মিষ্ট বাক্যে কোপোপসম করিয়া ক্রোধের কারণ জিজ্ঞাসিলেন, তাহাতে ভগীরথ মাতার নিকট আত্মজন্মবৃত্তান্ত জিজ্ঞাসিলেন, রাণী সগর বংশের সমস্ত বিবরণ পুত্র সমীপে ব্যক্ত করিলেন, ভগীরথ পূর্ব্ব পুরুষ দিগের অধোগতির কথা শ্রবণে গঙ্গা আনিতে প্রতিজ্ঞাত হইলেন এবং কৌমারাবস্থায় বশিষ্ঠ দেবের নিকটে দীক্ষিত হইয়া বন প্রস্থান করিলেন।

প্রথম ইন্দ্রোপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন, দেবরাজ ভগীরথের তপস্যায় বশ হইয়া বর দিতে আইলেন, ভগীরথ গঙ্গা প্রাপ্তি প্রার্থনা করিলেন, ইন্দ্র কহিলেন আমার দ্বারা তোমার এ মনো রথ পূর্ণ হইবেনা, যদি গঙ্গা আনিবার ইচ্ছা হয় তবে মহাদেবের আরাধনা কর, পুরন্দরের উপদেশে ভগীরথ ত্রিলোচনের তপস্যা করিতে লাগিলেন, দশ সহস্র বর্ষ পরে মহাদেব বর দানে সাগত হইয়া কহিলেন আমি প্রসন্ন হইয়া বর দিতেছি তুমি গঙ্গা দর্শন পাইবে, কিন্তু নারায়ণের তুষ্টি সম্পাদন বিনা কৃতকার্য্য হইতে পারিবেনা অতঃপর ভগীরথ নারায়ণের উদ্দেশে কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন তাহাতে বিষ্ণু বশ হইয়া ভগীরথকে সঙ্গে লইয়া ব্রহ্ম লোকে গমন পূর্ব্বক মায়া দ্বারা তথাকার সমস্ত জল শোষণ করিলেন, নারায়ণকে পাদ্য অর্ঘ্য দ্বারা পূজা করণ জন্য অনেক অনুসন্ধানেও কোন স্থলে জল না পাইয়া ব্রহ্মা অবশেষে কমণ্ডলু মধ্যস্থ গঙ্গাজলে পাদ পূজা করিলেন, তাহাতেই গঙ্গার নাম অঙ্ঘ্রিজা হইল অনন্তর বিষ্ণু ভগীরথ কে কহিলেন-এই গঙ্গাজলস্পর্শে তোমার পূর্ব্ব পুরুষেরা উদ্ধার হইবেন, অতএব তুমি মন্দত্ত এই শঙ্খ গ্রহণ পুরঃসর অগ্রে শঙ্খ নিনাদ করিতেং যাও। গঙ্গা তোমার পশ্চাদ্গমন করিবেন, গঙ্গা দর্শনে স্পর্শনে এবং নাম স্মরণে মহা পাতক নাশ হয় অতএব গঙ্গাদেবীকে লইয়া প্রস্থান করহ, নারায়ণের আজ্ঞা শ্রবণে গঙ্গা ক্ষুণ্ণমনা হইয়া কহিলেন, হে প্রভু, মর্ত্য লোকে অসংখ্য পাপী আছে, তাহারা আপনং পাপ আমাকে অর্পণ করিয়া মুক্ত হইবে।

কিন্তু আমার এপাপ কিসে মুক্ত হইবে নারায়ণ কহিলেন, পৃথিবীতে যে সকল বৈষ্ণব আছে তাহারদের স্পর্শে তুমি নিষ্কলুষা হইবে। অনন্তর ব্রহ্মা ভগীরথকে রথ প্রদান করিলেন, ভগীরথ সেই রথারোহনপূর্ব্বক বিষ্ণু দত্ত শঙ্খ ধ্বনি করিয়া অগ্রে চলিলেন, গঙ্গা তাঁহার পশ্চাৎ২ গমন করিতে লাগিলেন।

আরব্য উপন্যাস।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের শেষ।

কন্যাশোকে প্রজাকুল হইয়াকাতর
নৃপআর মন্ত্রীবরে দোষে নিরন্তর ।।
কেহ জন্ম ভূমিছাড়ি যায় দেশান্তরে ।।
কেহ অভিসাপদেয় ব্যথিত অন্তরে ।।
সচীবের দুইকন্যা ছিল নিরু পমা।
প্রথমা সহর্জাদি রূপেনাহি সীমা ।।
দিনারজাদিনাম ধরে দ্বিতীয়াকুমারী
তাহাররূপেতেমোহে মদনান্তকারী।
একদিন দুইভগ্নী একত্র হইয়া।
বিনয়েতেজিজ্ঞাসিল মন্ত্রীকাছেগিয়া
শুন২ মহাশয় করি নিবেদন।
কিকারণে নৃপমণি বধে রামাগণ ।।
জনেকের অপরাধে অনেকের প্রাণ।
নাশকরা কোনমতে নাহয় বিধান ।।
কন্যাবাক্যশুনিবলে সচীবধীমান।
যাকহিলে গুণ বতী সকলি প্রমাণ ।।
কিন্তু ইহা নিবারণে নাদেখি উপায়।
প্রবোধ বচন কভু নাশুনিবে রায় ।।
এতেক শুনিয়া কন্যা পিতারভারতি।
কহিতে লাগিল বাক্যসবিনয়েঅতি ।।
শুন২ মহাশয় বচন আমার।
যেরূপেতে হয় এই পাপ প্রতী কার ।।
তাহার উপায় আমি করেছি মনন।
অবধান আজ্ঞাহয়, করি নিবেদন ।।

ক্রমশঃপ্রকাশ্য

মহাভারত।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের শেষ।

ভগবৎ মায়ায় মোহিত হইয়া সকলেই তাঁহার আজ্ঞানুসারে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া সুধাপানার্থ-উপবেসন করিলে পর মোহিনী কহিলেন, দেবতারাজ্যেষ্ঠাংশ ভাগী এ বিধায় দেবতাদিগকে অগ্রে সুধা প্রদান করা বিহিত হয়, দানবেরা কহিল তথাস্তু, মোহিনী ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ ইত্যাদি তেত্রিশ কোটী দেব গণকে সুধা প্রদান করিয়া অবশিষ্ট যাহা রহিল তাহা আপনি পান করিলেন, এমত সময়ে চন্দ্র সূর্য্য ডাকিয়া কহিলেন, দেখ২, রাহু দৈত্য দেবপংক্তিতে বসিয়া সুধাপান করিতেছে, এই বাক্য শ্রবণ মাত্র নারায়ণ সুদর্শন চক্রে তৎক্ষণাৎ রাহুর শিরশ্ছেদ করিলেন, কিন্তু অমৃত পানে অমর হওয়াতে তাহার মৃত্যু হইলনা, শরীরের নামকেতু ও মুখের নাম রাহু হইল, অনন্তর মোহিনী অদর্শিতা হইলেন, তখন অসুরেরা নারায়ণের প্রতারণা বুঝিয়া দেবতাদিগের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল, কিন্তু অমৃত পানে দেবতারা অমর ও সবল হইয়াছিলেন এবং অসুরেরা।

বিজ্ঞাপন।

বিজ্ঞাপন।

সমাচার সুধাবর্ষণ প্রাত্যহিক পত্র। হিন্দীতে ও বাঙ্গালাতে বিরচিত হইয়া প্রতিদিন প্রকাশ হইতেছে, তাহা যদ্যপি কোন ব্যক্তির আবশ্যক হয়, তিনি বড় বাজারে সুধাবর্ষণ যন্ত্রালয়ে শ্রীশ্যাম সুন্দর সেনের নিকট পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। যাঁহারা পারস্য ভাষার অনুশীলন করেন, তাঁহারদিগের ও ব্যবসায়িদিগের পক্ষেও ইহা বিশেষ উপকারে আসিবেক। মাসিক মূল্য এক তঙ্কা অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৮ তঙ্কা মাত্র।

পুস্তকালয়।

আমি হাবড়ার গবর্ণমেণ্ট ইস্কুলেতে এক পুস্তকালয় সংস্থাপন করিয়াছি, তাহাতে নানাবিধ ইংরাজি ও বাঙ্গালা ইস্কুলবৈএবং কাগজ কলম প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়াছি যে কোন ব্যক্তির প্রয়োজন হইবে তথায় মূল্য কিম্বা লোক প্রেরণ করিলে সুলভমূল্যে পাইতে পারিবেন।

শ্রীশ্রীনাথ দত্ত

এই পত্রিকার মাসিক মূল্য ৵০ ও অগ্রীম বার্ষিক ১ টাকা এবং উপস্থিতক্রেতাদিগের নিমিত্তে প্রতি সংখ্যার চারি আনা মাত্র নির্দ্দিষ্ট করা গেল। আমরা কেবল সর্ব্ব সাধারণের উপকারার্থ এবং বঙ্গ ভাষার প্রতি অনুরাগ বশতঃই এই পত্রিকা প্রকাশে প্রবৃত্তহইয়াছি। নচেৎ এত অল্প মূল্যে আমাদিগের বিশেষ লাভের প্রত্যাশা নাই। অতএব গুণজ্ঞ বিজ্ঞ গ্রাহকগণ সমীপে সবিনয়ে এই নিবেদন করিতেছি যে তাঁহারা প্রতি মাসে এই পত্রিকা প্রাপ্ত হইয়াই অনুকম্পা পূর্ব্বক মূল্য প্রদান করিবেন, কেননা ৵০ আনার নিমিত্তে সর্ব্বদা সরকার গতাআত করিলে হইলে আমাদিগের অনেক ব্যয় হইয়া কেবল ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। অতএব আমারা ভরসা করি, যে বিদ্যানুরাগি বিবেচকগ্রাহক মহাশয়েরা এবিষয়ে

ইংরাজি ১৭৯৩ সাল অবধি ১৮৫০ সাল পর্য্যন্তের সমস্ত দেওয়ানি আইন ও কনেষ্ট্রকসন, মূল্য ৮ টাকা।

বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা পত্রিকা

১৭ সংখ্যা।

নির্ঘণ্ট।

কলিকাতা।

বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা যন্ত্রে মুদ্রিত হইল।

সন ১২৬৩ সাল।

মূল্য ৵ আনা।

বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা পত্রিকা।

২ খণ্ড।] মাসিক পত্রিকা। [১১ সংখ্যা।

ঈশ্বর স্তোত্র।

জয়ঃ জগদীশ অখিলের পতি।
নমস্তে ত্রিলোকপাতা অগতিরগতি।
নমোনমঃ বিশ্বরূপ পতিত পাবন।
নমস্তে সচ্চিদানন্দ বিভু সনাতন॥
নমোনমঃভূত নাথ জগৎনিবাশ।
নমস্তে ত্রিলোকস্বামী সর্ব্বত্রপ্রকাশ॥
নমো নম জগন্নাথ জগৎজীবন।
নমস্তে সর্ব্বান্তর্যামী প্রভু নিরঞ্জন॥
স্বয়ং করিয়া সৃষ্টি নাশ পুনর্ব্বার।
অদ্ভুত তোমার লীলাবর্ণেসাধ্যকার॥
তব ইচ্ছামতে বিশ্ব বিরচন হয়।
ইচ্ছাতে পালন হয়, ইচ্ছামতে লয়॥
নিগূঢ় তোমার তত্ত্ব বুঝেউঠা ভার।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর নাহি পান পার॥
কিছার মনুষ্য গণ কি জানিবে তত্ত্ব।
কাম ক্রোধলোভাদিতে সদাযারামত্ত॥
অতএব তব পদে প্রণতি বিস্তর।
রক্ষাকর বিশ্বপতি, কাতর কিঙ্কর॥

কৃতজ্ঞতা।

কৃতজ্ঞতা গুণ মনুষ্য দিগের ঐহিক পারত্রিক উভয় সুখ প্রদায়ক, কৃতজ্ঞতা দ্বারা কি অপূর্ব্ব সুখ মনোমধ্যে উদ্ভূত হয় তাহা কৃতজ্ঞ লোক ভিন্ন অন্যের অনুভূত হওয়া সম্ভব নহে কিন্তু পৃথিবী মধ্যে অত্যল্প লোককে কৃতজ্ঞতা জনিত সুখ ভোগ করিতে দেখা যায়, জগদীশ্বর ইহ-সংসারে সকলেরি উপযুক্ত বিত্ত বিধান এবং সচ্ছন্দে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহের উপযুক্ত উপায় সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার নিয়ম রক্ষা করিয়া চলিলে পরম সুখে চির জীবন অতিবাহন হইতে পারে এবং অনেক পুণ্যশীল মহাত্মা দিগের যাপন হইয়াও থাকে, তথাচ অসংখ্য মনুষ্য অজ্ঞান দোষে আত্ম অবস্থায় অসন্তুষ্ট হইয়া দারুণ দুঃখ পায়, তাহার কারণ কেবল অকৃতজ্ঞতা। আমরা আত্ম অবিবেচনা ও মূর্খতা দোষে কোন বিপদ বা ক্লেশে পতিত হইলে আত্ম দোষানুভব না করিয়া ঈশ্বর ও অদৃষ্টের প্রতি দোষারোপকরি, তদ্দ্বারা কেবল আত্ম ক্লেশ বৃদ্ধি ও জগৎস্রষ্টার নিকটে সাপরাধী হইতে হয়।

অকৃতজ্ঞতা দোষ কিপর্য্যন্ত অনিষ্ট কর তাহালিখিয়া শেষ করা যায়না, ইহলোকে কোন কার্য্যে আমার দিগের অকৃতজ্ঞতা দোষ প্রকাশ হইলে আমরা সর্ব্ব সাধারণ জন সকাশে যৎপরোনাস্তি অনাদৃত হেয় অপমানিত ও দণ্ডিত হই

তাহাতে সেই সর্ব্ব নিয়ন্তার অপার করুণায় উপকার বোধ না করিয়া সদা অসন্তোষ প্রকাশিয়া অকৃতজ্ঞ হওয়া কি ভয়ানক পাপ কর কার্য্য এবং তদ্দ্বারা ইহকালে দারুণ দুঃখ ও পরকালে অনন্ত নরক ভোগ করিতেহয় তাহার কোন সংসয় নাই। এই অকৃতজ্ঞতা দোষে মনুষ্যেরা কোনকালে কোন অবস্থায় সুখ পায় না. যত উন্নত অবস্থায় আরূঢ় হউক না কেন তথাচ তাহাতে সুখ বোধ হয় না. দুঃখি লোকেরা বিবেচনা করে, ধনী হইলেই তাহার দিগের সুখ ও চিত্তের সন্তোষ জন্মে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা হয়না, যতবিভব বৃদ্ধি হইতে থাকে তৎপরিমাণে চিন্তা ও অসুখ বৃদ্ধি হয়।

অভ্যাস।

জগদীশ্বর জীব মাত্রকেই এক২ প্রকার স্বাভাবিক বুদ্ধি দিয়াছেন যদ্দ্বারা তাহারা আহার নিদ্রা ভয় মৈথুন বৎস পালনাদি ক্রিয়া কুসল হয়, জগতস্থ সমস্ত জীবাপেক্ষা মনুষ্য জাতি বাক্ শক্তি ও বিশেষ জ্ঞানে অন্বিত হইয়াছে একথা সত্য বটে কিন্তু সেই জ্ঞান ও বাক্ শক্তির ঔৎকর্ষ্য সৎসঙ্গ ওবিদ্যাভ্যাসের প্রতি বিশেষ নির্ভরকরে কেননা যদি মনুষ্য সন্তানকে জন্ম কালাবধি এক জনশূন্য স্থানে আবদ্ধ বাপশু সঙ্গে রাখা যায় তাহা হইলে ঐ মনুষ্য বৃদ্ধাবস্থায় পরিণত হইলেও স্পষ্ট রূপে বাক্যকহিতে বা বুঝিতে পারেনাএবং প্রাগুক্ত পাঁচ স্বাভাবিক শরীর ধারণোপযোগী সামান্য জ্ঞান ভিন্ন অন্য কোন বিশেষ জ্ঞান বা ধর্ম্ম বুদ্ধি জন্মেনা এবং পশুর ন্যায় এক প্রকার শব্দ মাত্র করিতে পারে।

কোন২ দেশের ইতি হাস পাঠে জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে যে কখন২ দুই এক জন মনুষ্য দৈব বিপাকে শেশব কালে পশু সঙ্গে পতিত হইয়া দীর্ঘ কাল যাবত অরণ্যেবাস করিয়াছিল পরে কোন ভ্রমণ কারী দ্বারা দৃষ্ট হইয়া লোকালয়ে আনীত হইলেও অনেক দিন যাবত ঐ ব্যক্তি মনুষ্য স্বভাবপ্রাপ্তহয়নাই, পশুসঙ্গে অবিশেষ হইয়াছিল, ক্রমে দীর্ঘ কালের অভ্যাসের দ্বারা বাক্য কহিতে সমর্থ হয়, অনেকের স্মরণ থাকিতে পারে একবার ইংরাজী পত্রে প্রকাশ হয়, কিয়দ্দিন পূর্ব্বে পঞ্জাব রাজ্য মধ্যে ঐ প্রকার একটী নর পশু পাওয়া গিয়াছিল, ব্যাঘ্র সঙ্গে অব স্থান করাতে তাহার স্বভাব অবিকল সার্দূলেরন্যায় হইয়াছিল, মনুষ্য বা অন্যজীবজন্তু দেখিলে কামড়াইতে যাইত, আম মাংস ভিন্ন প্রায় অন্য দ্রব্য ভক্ষণ করিত না. উপুড় হইয়া হস্ত পদে চলিত, বাক্য কহিতে পারিত না। এই সকল প্রমাণ দ্বারা স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে সঙ্গও বিদ্যা অভ্যাসের দ্বারা মনুষ্য জাতি মনুষ্য ভাবাপন্ন ও জ্ঞান বান হয়, জন্মমাত্র মনুষ্যত্ব কে পায় না, তাহা হইলে এত অধিক

পরিশ্রম ব্যয় ও ক্লেশ স্বীকার পূর্ব্বক কেহ সৎস্বভাব ও বিদ্যাভ্যাস করিত না, অতএব অভ্যাসই সকল গুণ দোষের আমূল।

বন্ধু হইতে প্রাপ্ত।

মনষ্য দিগের পরমেশ্বরের প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

প্রাণমনে পরমেশ্বরের প্রতি প্রীতি প্রকাশ করা মনুষ্য দিগের অতি কর্ত্তব্য, যে হেতুক পরমেশ্বর সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ব শক্তি মান্ ও সর্ব্ব ব্যাপী এবং সর্ব্বকাল স্থায়ী, তিনি সকলের দুঃখ হরণ করেন, তাঁহার করুণা গুণে আমরা সকলে রক্ষণা বেক্ষণ হইতেছি, তিনি যে নিয়মনিবন্ধন করিয়াছেন সেই নিয়মানু বন্ধনে ইহা সংসারের তাবৎ কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইতেছে, কি আশ্চর্য্য দেখ, তাঁহারনিয়ম অনুসারে দিবাতেসূর্য্য উদয়, রাত্রিতে শশী তারাগণ গগণে উদয় হইতেছে নিদাঘ বর্ষা বসন্ত শীত আদি ছয় ঋতু বারো মাস সাত বার তাঁহার নিয়ম মতে পরিবর্ত্তিত হইতেছে তিনি কি রাজা কি প্রজা কিবা ধনী কিবা দীন কি কুজন কি সুজন কিবা অন্ধ কিবা পঙ্গু কি পশু কি শিশু সকল কেই সম ভাবে প্রতিপালন করেন, তিনি এরূপ দয়াল যে তাঁহার কৃপাতে আমরা যুগল নয়ন প্রাপ্ত হইয়া অপরূপ কত রূপ দর্শন করিতে পারি, তিনি শ্রবণ প্রদান করিয়াছেন, সেই জন্য আমরা সকলে শ্রবণ করিতেপাই। রসনা দান করিয়াছেন তাঁদ্দ্বরা সকলবস্তুর আস্বাদন জানিতে পারি, নাসিকা প্রদান করিয়াছেন তাই আমরাবস্তুর ঘ্রাণ লইতে পারি, বদন দান করিয়াছেন, সেই জন্য আমরা দ্রব্যাদি ভক্ষণের দ্বারা শরীরকে সুস্থ করিতেপারি, জীবন প্রদান করিয়াছেন, তাই আমরা জীবন ভক্ষণে তাপিত শরীরকে শীতল করিতে পারি, দ্বি কর দিয়াছেন তাহাতেই সকল কার্য্য সমাধাকরিতে পারি, দ্বিপদ প্রদান করিয়াছেন, তদ্বারা স্থানে২ ভ্রমণ করিতে পারি, তিনি সদাসর্ব্বদা আমাদিগকেবিপদ হইতে রক্ষা করেন, তাঁহার করুণা বলেই আমরা এই দুর্ল্লভমনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হইয়াছি।

তিনি পিতার পিতা প্রভুর প্রভু রাজার রাজা অতএব একাগ্রচিত্ত তৎপ্রতি শ্রদ্ধাভক্ত মান্য ওপ্রেম প্রকাশকরা এবং তাঁহার নিয়ম প্রতিপালন করা মনুষ্য মাত্ররই সর্ব্বথা করণীয়।

সংসারের অবস্থা।

পুরাকালীয় লোকাপেক্ষা বর্ত্তমান কালের লোকেরা সদবস্থা কি নিকৃষ্টাবস্থা পাইয়াছে তাহা স্থির করা অত্যন্ত সুকঠিন কার্য্য, পৃথিবী মধ্যে যে সকল স্থানে মনুষ্য নিবাস আছে তাহার সকল স্থানের পুরাবৃত্ত ইতিহাস পাওয়া যায়না সুতরাং পূর্ব্বকালে তত্তদ্দেশ বাসি

লোকেরদের অবস্থা কি রূপছিল তাহা জ্ঞাত হওয়া কিপ্রকারে সম্ভব হইতে পারে, আর যে সকল দেশের পুরাবৃত্ত ইতিহাস আছে তাহারও অধিকাংশ মিথ্যা গল্প ওধর্ম্ম সংক্রান্ত বিষয়েমিশ্রিত, তাহার যথার্থ তত্ত্ব নিরূপণ করা দুষ্কর, তবে পুরা কালীন ও বর্ত্তমান কালীন লোকের দিগের কার্য্য দ্বারা বোধ হয় যে পৃথিবীর আদি কালে প্রায় সমস্ত দেশের লোকেরা অসভ্য ও নিকৃষ্টাবস্থাপন্ন ছিল, ক্রমে কোন দেশের অবস্থা উত্তম এবং কোন দেশের অবস্থা অধম হইতেছে, চিরকাল কোন দেশের অবস্থা তুল্য থাকেনা।

আমাদিগের জন্ম ভূমি এই ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত ইতিহাসে যে সকল বৃত্তান্ত লিখিত আছে তাহাতে প্রকাশ হয়, এই দেশ আদি কালাবধি সর্ব্ব বিদ্যাও সভ্যতার আকর স্বরূপা এবং অসংখ্য ধনে জনে পরিপূর্ণাছিল। এদেশ বাসি লোকেরাও তৎকালে স্বাধীন ও বলবীর্য্যবন্ত ছিল, এক্ষণে তদপেক্ষা এদেশের অবস্থা অনেক বিষয়ে নিকৃষ্ট হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই, এদেশীয় সংস্কৃত বিদ্যা লুপ্ত হইয়া যাইতেছে এবং তৎসঙ্গে২ হিন্দু ধর্ম্মও তিরোহিত হইতেছে এবং এদেশ বাসি লোকেরদের ধন সম্পত্তি বল বীর্য্য একতা স্বাধীনতাদি সকল গুণ নষ্ট হইয়া গিয়াছে এক্ষণে দাসবৎ কাল কর্ত্তন করিতেছে কেবল অন্যজাতির প্রসাদাত বেশ ভূষা ইত্যাদি অভিমান সুখের বৃদ্ধি হইয়াছে।

অনেক দেশের যবন জাতিরা হিন্দুদিগের ন্যায় নিকৃষ্টাবস্থাপন্ন হইয়াছে, তুরক পারসীয়া তাতার কাবলাদি রাজ্যের যবনেরা অদ্যাপি স্বাধীন আছে এই জন্য তজ্জাতীয় লোকেরা হিন্দু দিগের ন্যায় ধর্ম্ম ও মহিমাচ্যুত হয় নাই।

এক্ষণে কেবল ইউরোপ খণ্ড বাসি কতিপয় জাতীয় লোকেরদের সমধিক উন্নতি দৃষ্ট হইতেছে, ৪।৫ শত বৎসর পূর্ব্বে যে সকল লোকেরা বন্য পশুর ন্যায় উলঙ্গ থাকিত, বৃক্ষপত্র আম মাংস ভক্ষণ করিত, গৃহাভাবে পর্ণ কুটীরে ও বৃক্ষ তলে বাস করিত এক্ষণে সেই সকল জাতীয় লোকেরা ঈশ্বরানুকম্পায় বিদ্যাবুদ্ধি ধন মান বল বীর্য্য স্বাধীনতা প্রভৃতি সর্ব্ব বিষয়ে পৃথিবীর অন্যান্য দেশীয় লোক অপেক্ষা গরিষ্ট হইয়াছে, পৃথিবীর প্রায় সর্ব্ব দেশের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতেছে এবং উৎসাহ অধ্যবসায় একতা এবং সাহস ইত্যাদি গুণ সংযোগে কত অদ্ভূত অলৌকিক কার্য্য সম্পন্ন ও কত শত আশ্চর্য্য আবিষ্কার করিতেছে এবং তাহাদিগের সঙ্গ গুণে আমেরিকা এফ্রিকা প্রভিতি দেশের পশুবৎ অসভ্য লোকেরাও সভ্য ও মনুষ্য ভাবাপন্ন হইতেছে।

এই রূপ পুরাবৃত্ত ইতিহাসাদি দ্বারা জানা যাইতেছে যে মনুষ্য সৃষ্টিকালাবধি এখন পর্য্যন্ত কখন কোন জাতির উন্নতি এবং কখন অন্য জাতীয় লোকের অধঃপতন এই প্রণালীতে সংসার ব্যাপার নির্ব্বাহ হইয়া আসিতেছে পৃথিবীর অবস্থাও এই মত সর্ব্বদা পরিবর্ত্তিত হইতেছে শত বর্ষ পূর্ব্বে যে সকল স্থান লোক পূর্ণছিল এক্ষণে তথায় নিবিড় অরণ্য ও হিংস্র পশুদিগের বাস স্থান হইয়াছে। এই কলিকাতা নগরের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বদিগে সুন্দর বন নামক যে বৃহৎ অরণ্য আছে তাহা শত বর্ষ পূর্ব্বে বহু লোকের বাস স্থান ছিল এক্ষণে ও অরণ্য মধ্যে বাঁধা ঘাট ও অট্টালিকাদির চিহ্ন দেখা যায়। এই প্রকারে অরণ্য পূর্ণ স্থান সকল কালে লোকালয় হইতেছে, উচ্চ ভূমি সকলে মহাখাত হইয়া তথায় ভয়ঙ্কর জলচর সকল বাস করিতেছে. অগাধ জল রাশি মধ্যে ক্ষুদ্র দ্বীপ হইয়া কালে তাহা পরিসর ও বহু প্রাণি বাস স্থল হইতেছে। অতএব জগদীশ্বরের রচিত এই ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল এবং যাবদীয় চেতনাচেতন পদার্থ সকলের অবস্থা প্রতিক্ষণ পরিবর্ত্তিত হইতেছে।

বিদ্যা কি চমৎকার পদার্থ।

বিদ্যাই মনুষ্য দিগের ঐহিক পরমার্থিক সর্ব্ব সুখের আকর, বিদ্যা দ্বারা ধন ধর্ম্ম উভয় লাভ হয়, বিদ্যা বলে মনুষ্য সর্ব্বত্রে পূজিত হয়, বিদ্যা বলে মনুষ্যেরা সংসার মধ্যে নানা অলৌকিক অদ্ভুত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া চিরখ্যাত হইতেছে, অপার পারাবার পার হইয়া নূতন২ দেশ প্রকাশ ও বাণিজ্য কার্য্যের উন্নতি সাধনকরিতেছে, জোতির্ব্বিদ্যার সহায়তায় লক্ষ২ যোজন স্থিত নভোমণ্ডলস্থ গ্রহ নক্ষত্র গণের চলাচল ও দূরাদূর স্থির করিতেছে, উদ্ভিদ বিদ্যাদ্বারা ভূমধ্যস্থ তৃণ গুল্ম বৃক্ষাদির গুণাগুণ প্রভেদ করিতেছে এবং নির্ম্মল জ্ঞান লাভ করিয়া সেই বিশ্ব নিয়ন্তার পরম নিগূঢ় তত্ত্ব নিরাকরণ করিতেছে।

বিদ্বান লোকেরা সাংসারিক সকল সুখে বঞ্চিত হইলেও তাহার দিগের মন বিদ্যালোকে সদা প্রফুল্ল ও সন্তোষ থাকে, মহা বিপদ সময়েও চিত্তের দৃঢ়তা রাখিতে সমর্থ হয় কলুষকর কার্য্যে সংলিপ্ত হয় না। বিদ্যাবিহীন লোকের জীবন শূন্য তাহারা পশুদিগের সহিততুল্য পদবাচ্য, অধর্ম্ম মূলক কার্য্যে সততই তাহাদের প্রবৃত্তি জন্মে, অবকাশ কাল কি রূপে যাপন করিবে তাহা স্থির করিতেনাপারিয়া ব্যসনাদি বৃথা কার্য্যে ক্ষয় করে। তাহারদের মন সদা কুপথে ধাবিতহয়, স্বয়ং ধনার্জ্জনকরা দূরে থাকুক পৈতৃক সঞ্চিত ধন পর্য্যন্ত দুষ্প্রবৃত্তির দাস হইয়া দুষ্কার্য্যে ক্ষয় করে।

নীতি বিষয়।

সাংসারিক লোক অতিশয় অকপট হইলে বিষয় হানি হয়।

বিশেষ পরীক্ষা নাকরিয়া কাহারু সহিত বন্ধুতা করিবে না!

অগ্রে অন্যের মন গ্রহণ করিবে পশ্চাৎ আত্ম মন অর্পণ করিবে। যাহাতে অন্যের মনে বেদনা বোধহয় এমতবাক্য প্রয়োগ করিবেনা।

বাক্য মনের দৃঢ়তার প্রতি সর্ব্বদা মনোযোগ রাখিবে।

চরিত্র শোধনেরপ্রতিসদাযত্ন করিবে।

সন্দিগ্ধ চিত্ত ও অসন্তোষ লোক সদা অসুখী হয়।

অর্থইসুখ দুঃখ উভয়ের কারণ।

সন্তোষ সর্ব্ব সুখের আকর। অধিক ক্ষুধা সময়ে অল্পাহার করিবেক।

সম্পদ সময়ে সকলকে বাধ্য রাখিবে তবেই দুঃসময়ে অনেকের সাহয্য পাইবে।

একবার যাহার সহিত শত্রুতা হয় পুনরায় তাহার সহিত মিলন করা অকর্ত্তব্য। অতি প্রিয় বন্ধুর নিকটেও স্বীয় সকল গুপ্ত কথা ব্যক্ত করিবেনা।

স্ত্রীর সহিত অত্যন্ত প্রণয় করিবে কিন্তু বশীভূত হইবেনা। ধর্ম্ম কর্ম্মে সময়নাশহয়না। পরোপকারে কদাপি ক্লেশ ঘটেনা। আত্ম লাভোদ্দেশ ভিন্ন কেহ কোন কার্য্য করেনা।

লোভ।

রিপুমধ্যে লোভ অতিবলবান, লোভ হইতে নানা পাপ ও আপদ বিপদ ঘটে, নীতি শাস্ত্র বেত্তারা কহিয়াছেন।

লোভেতে ক্রোধাদি সমস্ত রিপু উৎপত্তি হয় অতএব এমত পাপ রিপুকে সর্ব্বদা দমন করাকর্ত্তব্য। লোভের প্রধান বস্তু ধন, ধন লোভেই মনুষ্যেরা নানা গর্হিত কার্য্য করে, এবিধায় ধন তৃষা যত কৃষ করা যায় ততই মঙ্গল বর্দ্ধন হয়। সাংসারিক লোকের পক্ষে ধন অত্যাবশকীয়বটে ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। বিনা ধনে কোন প্রকারে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ হয়না একথাও সত্য কিন্তু তাহা বলিয়াই যে ধনাহরণে সদা ব্যাকুল হইবে এমত নহে, ধনোপার্জনজন্য রীতি মত পরি শ্রম করিবে তাহাতে যাহা লাভ হয় তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিবে।

মনোমধ্যে সর্ব্বদা ধন চিন্তা প্রবলা থাকিলে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইলেও সুখ লেশ মাত্র অনুভূত হয় না। অর্থাগম চিন্তাতেই সর্ব্ব সুখ নষ্ট করিয়া ফেলে, সকল গুণ ও ধর্ম্ম লোপ পায়, অতি আত্মীয় বন্ধুর প্রতি ও প্রীতি থাকে না এবং চরম কালে অনন্ত নরকাগ্নি তাড়না সহ্য করিতে হয়।

মাগেলনের পৃথিবী বেষ্টনের বৃত্তান্ত।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের শেষ।

“জিবু উপদ্বীপস্থলোকেরানল দ্বারা আকর্ষণ করিয়া সুরা পান

করিত, ঐ রাজ্যের উত্তরাধিকারি যুব রাজ একদা ভোজনোৎসব করিয়া। চারি জন গায়িকা যুবতীকে উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহারদের মধ্যে একজন ঢক্কা আর এক জন দুন্দুভি অপর জন তদ্রূপ দুইটাক্ষুদ২ যন্ত্র এবং অবশিষ্ট জন কাংস্য করতাল বাদ্য করিতে লাগিল। তাহারা উত্তম২ তালে বাদ্য করাতে সভাস্ত সকল লোকের মনস্তুষ্টি হইয়াছিল তাহার দের সেই দুন্দুভি ধাতুনির্ম্মিত ছিল, তাহার আকৃতি ওশব্দ ইউরোপীয় ঘণ্টার ন্যায়। তথায় অন্যান্য যুবতীরাও উপস্থিত ছিল তাহারা ঘটিকা যন্ত্রে বাদ্য করিতে লাগিল, তদ্ভিন্ন ঐ উপদ্বীপস্থ লোক দিগের বংশীর ন্যায় একযন্ত্র এবং তাম্র ময় তার যুক্ত এক প্রকার বীণাও ছিল। তাহার দের গৃহ স্তম্ভের উপর নির্ম্মিত হইয়া কএক কুঠরীতে বিভক্ত থাকিত।

আর নিম্নস্থ প্রশস্ত স্থানে গো-মেষ হংস কুক্কুট প্রভৃতি পশু পক্ষী আশ্রয় লইয়া থাকিত। অপর সেখানে যথেষ্ট খাদ্য সামগ্রীছিল এবং লোকেরা বিদেশীয় জনগণকে বারম্বার ভোজন পানকরিতে নিমন্ত্রণ করিয়া আতিথ্য করিত। ভোজন পানে তাহারদের এবম্প্রকার আমোদ ছিল যে কখন২ চারি পাঁচ ঘণ্টা ব্যাপিয়া ভোজনাসনে উপবিষ্ট থাকিত।

মাগেলন উক্ত লোকদিগকে বিনয় ও সমাদর পূর্ব্বক আচরণ-করিতেদেখিয়া সুযোগ ক্রমে তাহারদের এবং তৎসন্নিহিত উপদ্বীপের অধিপতি গণের নিকট কর যাচঞা করিলেন, তাহাতে তাহারা স্বেচ্ছা পূর্ব্বক কর প্রদানকরিল, কেবল মাটানদেশের রাজা স্পেনরাজ্যের প্রভুত্ব স্বীকার করিতে অসম্মত হইয়া সাহস করিয়া কহিলেন "আমি তোমারদিগকে বিদেশীয় বলিয়া যথেষ্ট সমাদর করিতে ইচ্ছা করি এবং তদর্থে উপঢৌকনও প্রদান করিয়াছি কিন্তু তোমাদিগকে পূর্ব্বে কখন দেখিনাই এবং প্রভু বলিয়া স্বীকার করিতেও বাধ্য নহি অতএব কর প্রদান করিবনা"।

টেলিমেকসের ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের শেষ।

আমারদিগের নির্দ্দোষিতা ও সিসষ্ট্রিসের তীক্ষ্ণ বুদ্ধিকে অতিক্রম করিয়া সে কৃত কার্য্য হইল। রাজ পদ কি ভয়ানক, যে খানে অতি জ্ঞানিরাও প্রতারণার অস্ত্র স্বরূপ হয়, আত্ম স্তুরিও প্রতারকের দ্বারা রাজ সিংহাসন বেষ্টিত, সৌজন্যতাতোষামোদভয়ে দূরে যায় এবং ধর্ম্ম আত্ম মহিমা গরিমাতে দূরেথাকেন, প্রার্থনানাকরিলে আগমন করেননা এবং রাজারাও কদাচ্ জানেন কোথায় ধর্ম্ম পাওয়াযায়, কিন্তু পাপ ও তৎসঙ্গিরা নির্লজ্জ ও প্রবঞ্চক, কৌ-

শলে মন; প্রবেশকরিয়া অনধিকার-চর্চ্চাওকাল্পনিকতাতেপটুকরে এবং সকল রীতি অপহ্নব করিতে ও বাধ্য বাধকতা নষ্ট করিতে উপস্থিত হয়।

অতএব সে মনুষ্য কেমন দুর্ভগা যে সর্ব্বদা পাপের প্ররোচনাতে পড়ে, যদিসে মিথ্যা প্রসংশার আমোদ ত্যাগ না করে তবে তদ্বারা নিশ্চয় সে নষ্ট হইবেক, তাহার সন্দেহ নাই এই ক্লেশাবস্থায় এই প্রকার চিন্তা আমার মনে উদয় হইতেলাগিল, এবং মেন্টর আমাকে যে উপদেশ দিয়াছিল তাহাও মনেকরিলাম, এই কালে মেম্ফিস আমাকে মেষাদি রক্ষার্থেও সিসপর্ব্বতে পাঠাইয়াদিল, কেলিপসো কহিল, তুমি সিসিলি দ্বীপে দাসত্বাপেক্ষা মৃত্যু বাঞ্ছাকরিয়াছিলা তবে এখানে কিবলিয়া সম্মত হইলে,? টেলিমেকস কহিল আমি তাহাহইতেও অধিক দুর্ভগা হইয়াছিলাম এবং মৃত্যুপ্রার্থনাতে সন্তোষপাইবার যে আশাছিল তাহাও লোপ হইয়াছিল, অপ্রতিবাধে আমিদাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধএবং ভাগ্যের বোঝাবহিতে বাধ্য হইলাম এবং স্বাধীনতার আশা পর্য্যন্তলোপ হইল, ইতি মধ্যে মেন্টর ইথিওপিয়া দেশের লোকের দের দ্বারা ক্রীতও তথায় নীতহইলেন।

আমি যে স্থলে নীত হইলাম ঐ স্থান বলুকা ময় ও পর্ব্বত সকল খাড়াও আড়ুড়ি ময় এবং শিশিরে আচ্ছাদিত, নিম্নে অতি গ্রীষ্ম, শৈলোপরি কঠিন শীত, পর্ব্বতের মধ্যে কোনং স্থানে চারণ মাঠ আছে এবং উপত্যকা মধ্যে সূর্য্য কিরণ প্রকাশহয়না। এই ভয়ানক স্থানে অসভ্য মেষরক্ষক ভিন্ন আর সঙ্গী পাই তামনা, শোকেতে রাত্রিগত এবং প্রধানদাসবিউটিসের অপমানাশঙ্কায়ও পশুচারণে দিন যাপন হইত, বিউটিস স্বাধীনতা পাইবার আশা পাইয়াছিল তজ্জন্য প্রভুর কর্ম্মে ঔৎসুক্য প্রকাশার্থে সর্ব্বদা তদধীন দাস গণকে তাড়না করিত, তাহার তাড়নার আমি আরো অধিক খেদিত হইয়া শোকেতে একদিবস পাল রক্ষা বিস্মৃত হইলাম এবং এই অসহ্য যন্ত্রণার উপসম কারণ মৃত্যুর অপেক্ষিত হইয়া এক পর্ব্বতের গহ্বরের নিকট পড়িয়া রহিলাম কিন্তু এই নৈরাশার সময়ে পর্ব্বত কম্পিতও সিন্দুর ও দেব দারুপ্রভৃতি উচ্চ বৃক্ষ সকল নত ও বায়ুর গতি রহিত হইল এবং গিরিগহ্বা হইতে ভম্ভীর স্বরে কোন ব্যক্তি বলিল, ইউলিসিসের পুত্র তুমি ধৈর্য্যতাগুণে, তাঁহার ন্যায় মহৎ হইবে, যে রাজ কুমারেরা দুঃখের বার্ত্তা জানেনাতাহারা সুখভোগের অনুপযুক্ত, তাহারা অবিরত সুখাভিলাষে ক্ষীণ ও অহঙ্কার দ্বারা বিহ্বল হয়।

ক্রমশঃপ্রকাশ্য।

মহারাজা কৃষ্ণ চন্দ্র রায়ের জীবন চরিত্র।

পূর্ব্ব প্রকাশিতর শেষ।

এদিকে ভবানন্দ রায় মজুমদার রাজা মান সিংহের সহিত ঢাকায় উপনীত হইলেন, মান সিংহ তাঁহাকে সঙ্গেলইয়া আগ্রিরা বাদসাহের নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহার সমীপে মজুমদারের বিস্তর প্রসংশা করিলেন তাহাতে বাদসাহ মানসিংহকে তাঁহার সম্মুখে আনিতে কহিলেন পরে মজুমদার বাদসাহ সমীপে উপনীত হইলে বাদসাহ তাঁহাকে দর্শন করিয়া কহিলেন, এব্যক্তি উপযুক্ত পাত্র বটে, পরে রাজা মানসিংহকে নানা প্রকার রাজ প্রসাদ প্রদানানন্তর জিজ্ঞাসিলেন যদি তোমার কোন মানস থাকে তাহা ব্যক্ত কর, আমি সে প্রার্থনা পূরণ করিব, মান সিংহ কহিলেন “ ভবানন্দরায় মজুমদারের সাহায্যেই রাজা প্রতাপাদিত্য শাসিত হইয়াছে অতএব তাহাকে কিছু রাজ প্রসাদ প্রদান করিতে আজ্ঞা হয়” বাদসাহ হাস্য মুখে উত্তর করিলেন, মজুমদারের মানস কি তাহা ব্যক্ত কর, মানসিংহ কহিলেন বাগোয়ান পরগনা মজুমদারকে প্রদান করুন, বাদসাহ আজ্ঞাদিলেন, জমীদারির সনন্দ লিখিয়া দেও, তদনুসারে মান সিংহ সনন্দ লিখিলে বাদসাহ তাহাতে স্বাক্ষর করিলেন, রায় মজুমদার রাজা উপাধি ও জমীদারির সনন্দ লইয়া রাজা মানসিংহের বাটীতে আইলেন, এবং তাঁহার নিকট বিদায় হইয়া শুভলগ্নে দেশ যাত্রা করিলেন।

পরে দেশের নিকটে উপনীত হইয়া বাটীতে সংবাদ পাঠাইলেন, তাঁহার দেশাগমন সংবাদ শ্রবণে সকলেই সন্তুষ্ট হইয়া উপঢৌকন পাঠাইয়াদিল এবং সাক্ষাত করিতে গেল, রায় মজুমদার সকলকে সম্ভাষণা করিয়া গৃহাগমন করিলেন এবং পরিবারের সহিত মিষ্টালাপ করণান্তে অন্তঃ পুরে যাইয়া পত্নী প্রমুখাত লক্ষ্মী সমাগম সংবাদ শ্রবণে মহা পুলকিত হইলেন এবং বহু ব্যয় করিয়া লক্ষ্মী পূজা দিলেন।

ক্রমশঃপ্রকাশ্য।

গোলবেসেনুয়া।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের শেষ।

কুমারীর বাক্যাকর্ণনান্তে কুমার ছলক্রমে কহিলেন, হে মুগ্ধাক্ষি, তোমার প্রেমাভাবে দিবসে রজনী হয়, আমার মনারণ্যে মৃগে সিংহ ইন্দুরে বিড়াল ছাগলে উট, শৃগালে বাঘ খায়, পর্ব্বতে তরা ডুবিলে কে বাণিজ্যকরিতে সক্ত হয় সাগরে সিংহাসন পাতিয়া কে রাজ্য করিয়া থাকে?

রাজনন্দিনী রাজ কুমারের বাক্যের ভাব কিছুই বুঝিতে না পারিয়া

সহচরী গণকে আদেশ করিলেন, সঙ্গিনীরা রাজ কন্যার আদেশে রাজ নন্দনকে উত্তম স্থানে বাসা দিয়া যত্নে রাখিল।

কুমার কুমারীর অন্তঃপুরে বাস করিয়া মনে২ ভাবিতে লাগিলেন যে বিষয়ের সন্ধান জানিবার জন্য আমি এতকষ্ট স্বীকার করিয়া এখানে আইলাম তাহার কোন সন্ধান জানিতে পারিলাম না কেবল অনর্থক কালহরণ হইতেছে, যে সহচরীর সহিত প্রথম সাক্ষাত হইয়া ছিল তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সন্ধান জানা যাইতে পারে।

দেলারাম নাম্নি এক সহচরী রাজকুমারের রূপ দর্শনে কাম বানে পীড়িতা হইয়া কহিল, হে কুমার নারী জাতির এই ধর্ম্ম যে মর্ম্ম বেদনায় বুক ফাটিয়া গেলেও লজ্জা প্রতিবাধে আন্তরিক ভাব ব্যক্ত করিতে পারেনা কিন্তু আমি তোমার অলৌকিক লাবন্য দর্শনে এতাদৃশ মোহিতা হইয়াছি যে স্বয়ংউপযাচিকা হইয়া তোমার প্রেমযাচঞা করিতেছি, অতএব হে যুব রাজ সদয় হইয়া এ অধিনীর প্রেম তৃষা কৃষাকর সহচরীর বাক্যে রাজ কুমার কোন উত্তর করিলেননা, তাহাতে রমণী মহা দুঃখিতা হইয়া কহিল, হে রাজ পুত্র, তোমাকে সকলে উন্মাদ বলে অতএব তুমি কি অভিপ্রায়ে এখানে আসিয়াছ তাহা ব্যক্ত করিয়া আমার সন্দেহ দূরকর।

রামায়ণ।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের শেষ।

সুমেরু হইতে চারিধারা হইয়া পৃথিবীতে গঙ্গার পতন।

ব্রহ্মলোক হইতে গঙ্গা অবতীর্ণা হইয়া সুমেরু পর্ব্বতে পতিতা হইলেন এবং বহির্গমনের পথ না পাইয়া বহু কাল ব্যাপিয়া তন্মধ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন তাহাতে ভগীরথ ব্যাকুল হইয়া রোদন করিবায় গঙ্গা বলিলেন, আমি সুমেরু ভেদ করিয়া বহির্গতা হইতে পারিনা, যদি তুমি ইন্দ্রের ঐরাবত হস্তীকে আনিতে পার তবে সে দন্ত দ্বারা গিরিগুহা বিদারণ করিয়া দিলে আমি সেই পথে বহির্গতা হইব, গঙ্গার বাক্য শ্রবণে ভগীরথ তৎক্ষণাৎ তপস্যারম্ভ করিলেন, দেবরাজ তাঁহার তপস্যায় বশ হইয়া ঐরাবতে আরোহণ পূর্ব্বক সুমেরু পর্ব্বতে আগমন করিলেন, কিন্তু ঐরাবত মত্ততা প্রযুক্ত কহিল যদি গঙ্গা আমার সহিত এক রাত্রি যাপন করেন তবে আমিগিরিগুহা ভেদ করিয়া দেই, ভগীরথ ঐরাবতের এই অপবিত্র বাক্য শ্রবণে ক্রন্দন করিতে২ গঙ্গার নিকটেগেলেন

গঙ্গা ভগীরথের মনোগত ভাব বুঝিয়া কহিলেন, যদি ঐরাবত আমার তিন উর্ম্মিবেগসহ্য করিতেপারে তবে তাহার সহিত সাতরাত্রি অবস্থান ক-

রিব, ভগীরথ আসিয়া ঐরাবতকে ঐ কথা বলিবা মাত্র মত্ত হস্তীমহা আনন্দিত হইয়া দন্ত দ্বারা গিরি গুহা চারি স্থানে বিদারণ করিয়া দিল, ঐ চারি দ্বার দিয়া গঙ্গা চারি ধারায় বিনির্গতা হইলেন, ঐ চারি ধারা বসু, ভদ্রা, শ্বেতা, অলক নন্দা নামে বীখ্যাতা হইল, বসুধারা পূর্ব্ব সাগরে, ভদ্রা ধারাউর্ত্তর সাগরে চলিলেন. শ্বেতা পশ্চিম সাগরে মিলিতা হইলেন, অলকনন্দা পৃথিবী-তে অবতীর্ণা হইয়া প্রথম ঢেউ ঐরাবত উপরে নিক্ষেপ করিলেন, তাহাতে হস্তির নব দ্বারে বারি প্রবিষ্ট হইয়া শ্বাস রোধের উপক্রম হইল, দ্বিতীয় তরঙ্গে প্রাণ বিয়োগ হওনের লক্ষণ হইল, ঐরাবত সভয়ে মাতৃ সম্বোধন করিয়া গঙ্গার স্তব করিতে-লাগিল তাহাতে ভাগীরথী কোপশূ-ন্যা হইয়া তৃতীয় উর্ম্মি পর্ব্বতে নি-ক্ষেপ করিলেন।

ক্রমশ্যপ্রাশ।

মহাভারত।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের শেষ।

অসুরেরা নিরাহার ও সমুদ্র মথ-নের শ্রমে ক্লিষ্টছিল সুতরাং সমরে পরাভব পাইয়া পলায়ন করিল।

অনন্তর শনকাদি মুনিগণ, সৌতি-কে জিজ্ঞাসিলেন হে মুনিশ্রেষ্ঠ, তৎপরে কদ্রু ও বিনতায় কি কথোপ কথন হইল তাহার বিস্তার বর্ণন করুণ, সৌ-তি কহিতে লাগিলেন, ইন্দ্রের উচ্চৈঃ-শ্রবা ঘোটক দৃষ্টে বিনতা কহিলেন, কি চমৎকার শ্বেতবর্ণ অশ্ব, কদ্রু কহি-লেন অশ্ব শ্বেত বর্ণ নহে কৃষ্ণ বর্ণ, এই প্রকার উভয়ে বিবাদ করিয়া অব-শেষে এই পণ করিলেন যে যাহার বাক্য মিথ্য হইবে তাহাকেই দাসীত্ব স্বীকার করিতে হইবে, এই রূপ কথোপ কথনে দিবাশেষ হইল, রজনীতে কদ্রু স্বীয় পুত্র সহস্র নাগকে আহ্বান করিয়া উচ্চৈঃশ্রবা বৃত্তান্ত সমস্ত কহিলেন, নাগেরা মাতৃবাক্য শ্রব-ণে কহিলেন, মাতা পণ করিয়া কি কুকর্ম্ম করিয়াছ? উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব শ্বেতবর্ণ, কদ্রু কহিল যাহাতে অশ্ব কৃষ্ণবর্ণ হয় তাহার উপায় চিন্তাকর নচেৎ আমাকে দাসীত্ব স্বীকার করি-তে হইবে, নাগেরা কহিল, কি প্রকা-রে কপট করিয়া বিমাতাকে ক্লেশ দিব, তাহাতে মহাপাপ অর্শে, পুত্র দিগের বাক্য শ্রবণে কদ্রু কোপযুক্তা হইয়া কহিল, তোমারা যেমত মাতৃ বাক্য হেলন করিলে তেমনি আমার অভিশাপে জন্মেজয় রাজার যজ্ঞে ভস্ম হইবে, কদ্রুর শাপ শ্রবণে দেবতা-রা মহা আনন্দিত হইলেন এবং নাগেরা ভয় পাইয়া উচ্চৈঃশ্রবার পুচ্ছ আপনার দিগের কৃষ্ণশরীরের দ্বারা বেষ্টন করিল তাহাতে সর্পের বিষাক্ত নিশ্বাসে উচ্চৈঃশ্রবার ধবল বর্ণ কৃষ্ণ হইল, পরদিন প্রাতে অশ্বকে কৃষ্ণবর্ণ দেখিয়া বিনতা মহাবিষণ্ণা

হইলেন এবং প্রতারণায় পরাজিতা হইয়া দাসীত্ব স্বীকার করিলেন।

গরুড়ের জন্ম।

বিনতা অঙ্গীকার পূরণার্থে বহুকাল সপত্নীর দাস্য কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, কিয়দ্দিনাবসানে বিনতার প্রসূত দ্বিতীয় ডিম্ব ভগ্ন হইয়া তন্মধ্য হইতে মহাতেজস্বী কামরূপি গরুড় পক্ষী নির্গত হইল, গরুড়ের মস্তক গগনে উঠিল এবং তেজে ভুবন উজ্জ্বল হইল, দেবতারা গরুড়ের ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দৃষ্টে ভীত হইয়া স্তব করিতে লাগিলেন, অমর দলের স্তবে তুষ্ট হইয়া বিনতা নন্দন অঙ্গসঙ্কোচ ও তেজঃসম্বরণ করিলেন এবং স্বীয় জ্যেষ্ঠ অরুণকে অরুণরথে বসাইলেন, সূর্য্য তেজে ত্রিভুবন দগ্ধ প্রায় হইত কিন্তু অরুণের পক্ষাচ্ছাদনে তেজো মান্দ্য হইল।

মুনিগণ জিজ্ঞাসিলেন, প্রভাকর কিনিমিত্ত এত প্রখর প্রভা প্রকাশ করিতেন? সৌতি কহিলেন, সমুদ্র মন্থন পরে সুধাবণ্টন কালে রাহু দৈত্য দেব পঁক্তিতে কৌসল ক্রমে বসিয়া যখন সুধা পান করে তখন সূর্য্য দেব শ্রীকৃষ্ণকে ইঙ্গিত করায় নারায়ণ সুদর্শনচক্রে তাহার শিরশ্ছেদ করেন, কিন্তু অমৃত পানে রাহুর মৃত্যু হইলনা, ছিন্ন মুণ্ড সজীব থাকিয়া ক্রোধ প্রযুক্ত সূর্য্য কে গ্রাস করিতে আইল, তদ্দৃষ্টে সকল দেবতারা কৌতুকাবিষ্ট হইয়া হাসিতে লাগিলেন তাহাতে দিনকর কুপিত হইয়া প্রখর তেজে সমস্ত সৃষ্টিদাহ করিতে লাগিলেন, দেবতারা ব্রহ্মার সমীপে যাইয়া সূর্য্যের অত্যাচার, বিবরণ জ্ঞাপন করিলেন, ব্রহ্মাকহিলেন বিনতার গর্ভে অরুণের জন্ম হইলে অরুণ স্বীয় পক্ষ দ্বারা সূর্য্য তেজ আচ্ছাদন করিবেন।

অরুণ সূর্য্যের সারথ্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন, অতঃপর গরুড় মাতার নিকটে গমন করিলে বিনতা পুত্র মুখদর্শনে দাস্যবৃত্তির শোক কতক সম্বরণ করিলেন, এই সময়ে কদ্রু আসিয়া বিনতাকে কহিল, আমার দিগকে লইয়া রম্য দ্বীপে গমন কর বিনতা দাস্যবন্ধনে আবদ্ধাছিলেন সুতরাং সপত্নীর আজ্ঞাক্রমে তাঁহাকে স্কন্ধেকরিলেন এবং গরুড় নাগগণকে স্কন্ধে করিয়া চলিল এবং ক্ষণমধ্যে রম্য দ্বীপে উপনীত হইল, নাগেরা আলয়ে উপনীত হইয়া গরুড়ের আশ্চর্য্য গতি দৃষ্টে অত্যন্ত চমৎকৃত হইলেন এবং কুতূহলাবিষ্ট হইয়া কহিল, হে পক্ষী রাজ, তুমি আমাদিগকে স্কন্ধে লইয়া আর এক উপদ্বীপে গমনকর নাগ গণের বাক্য শ্রবণে গরুড় কোপাবিষ্ট হইয়া বিনতার নিকটে গমন পূর্ব্বক কহিল, হে মাতঃ, নাগেরা কি নিমিত্ত পুনঃ২ স্কন্ধে চড়িতে চাহে, গরুড়ের বাক্য শ্রবণে বিনতা তাঁহার দাসীত্ব বিবরণ আনুপূর্ব্বিকবর্ণনা করিলেন, গরুড়এই

বৃত্তান্ত শ্রবণে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া কদ্রুকে জিজ্ঞাসিল, মাতঃ, কি হইলে আপনার দাসীত্ব মোচন হইতেপারে, কদ্রুকহিলেন. যদি সুধা আনিয়া দিতে সক্ষম হওতবে তোমার মাতাকে দাসীত্ব বন্ধন হইতে মুক্তকরি।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

আরব্য উপন্যাস।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের শেষ

কৌশলেতে নৃপবরে বুঝাব যতনে।
মহাশয় চিন্তাকিছু নাকরিবে মনে॥
শুনিয়া তনয়া বাক্য মন্ত্রীসিহরিয়া।
বলেকন্যা হেনবাক্য কহকিলাগিয়া॥
কিদুঃখেতে আত্ম প্রাণ ইচ্ছাকরিদিবে।
তাতেই বা সাধারণ ইষ্ট কি হইবে॥
কন্যা কহে শুন পিতা করিনিবেদন।
অবশ্য করিব এই পাপ নিবারণ॥
যদিআমাহতেঘোচে সাধারণ পাপ॥
তাহে যদি যায় প্রাণ নাহি তাহেতাপ।
রহিবে অক্ষয়কীর্ত্তি ঘোষণা লোকেতে॥
লভিব অনন্ত সুখ দ্বিতীয় লোকেতে।
অতএব মহাশয় হইয়া সদয়।
ভূপতির সঙ্গে মম দেহ পরিণয়॥
নৃপসঙ্গে যদি মম দেন পরিণয়।
তবে অমঙ্গল শান্তি হইবে নিশ্চয়॥
মন্ত্রী কহে হেন কার্য্যকভু না হইবে।
পিতাহয়েকন্যা নাশ কেমনেকরিবে॥
বরঞ্চ সামান্য পাত্রে করিব অর্পণ।
তথাপি নৃপতি করে নাদিব কখন॥
হেন ইচ্ছা করিয়াছ কুবুদ্ধি বশেতে।
আপনার নাশ আর আমারে নশিতে॥
অতএব ত্যজকন্যা হেন অভিলাষ।
নচেৎ ঘটিবে শেষে তব সর্ব্বনাশ॥
উপদেশ কথা যেই না করে গ্রহণ।
চরমেতে বহুদুঃখ পায় সেই জন॥
তাহার দৃষ্টান্ত এক করিব বর্ণন।
মনোযোগী হয়েতুমি করহ শ্রবণ॥

গর্দ্দভ, বলীবর্দ্দ ও কৃষকের কথা।

কোন পল্লীগ্রামে ছিল কৃষী এক জন।
বহুবিধ পশু সেই করিত পোষণ॥
পশুভাষা জ্ঞানবিদ্যা আছিল তাহার।
তাহাতে হইত তার আনন্দ অপার॥
পশু শালা তাহার আছিল বহুতর।
তার এক গৃহে থাকে বলীবর্দ্দ খর॥
এক দিন বৃষভ রাসভে ডাকি বলে।
মহা সুখে থাক তুমি পূর্ব্ব পুণ্যবলে॥
অল্প শ্রমে পাও তুমি প্রচুর আহার।
এক জন ভৃত্য সেবা করয়ে তোমার॥
আমার দুঃখের কথা কি কব অধিক।
বৃথাই জনম মম অদৃষ্ট কেধিক॥

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

বন্ধুহইতে প্রাপ্ত।

স্বপ্ন বিবরণ।

সম্পাদক মহাশয় শুন দিয়ামন।
করিয়াছি স্বপ্ন এক অপূর্ব্ব দর্শন॥
আত্মপরিচয় আগে করি নিবেদন।
শেষেতে বর্ণিব সেই স্বপ্ন বিবরণ॥
জাতিতেব্রাহ্মণ আমি বিদ্যায়বিহীন।
ধন মান রূপগুণ সর্ব্বাংশেতে হীন॥
বাল্য কালে বিভামোর করিসম্পাদন।
পিতামাতা মর্ত্যলীলা কৈলা সম্বরণ॥
খুড়া জেঠা মাতুলাদি যত বন্ধুজন।
ক্রমেং গেলা সবে শমন ভবন॥

আপনি, রমণী মাত্র রহিনু দুজন।
কিসে দিন যাবে তাই ভাবি অনুক্ষণ॥
অবশিষ্ট যাহা ছিল পিতৃ মাতৃধন।
ক্রমে২ তাহা সব করিনু ভক্ষণ॥
এই রূপে কিছু কাল করিলে কর্ত্তন।
সময়ে হইল মম বংশের বর্দ্ধন॥
বাল্যকালে না অর্জ্জিলে বিদ্যা মহাধন।
যুবাকালে কিসে হবে অর্থের অর্জ্জন॥
ক্রমেতে জন্মিল বহু সন্ততি সন্তান।
কেমনে পোষিব সব নাপাই সন্ধান॥
এরূপ চিন্তায় হৈল ব্যাকুলিত মন।
কেমনে করিব পোষ্য বর্গের পোষণ॥
এইরূপ নানা মত করিয়া চিন্তন।
ভিক্ষা বৃত্তি অবশেষে করিনু গ্রহণ॥
হেনমতে কষ্টে করি সময় যাপন।
তথাপি নাক্ষয় হয় এপাপ জীবন॥
ধন আশে ব্যাকুল হইয়া এক দিন।
ভ্রমিয়া২ হৈল তনুমণঃ ক্ষীণ॥
তথাপিও কিছু মাত্র না হৈল অর্জ্জন।
নিরাশাসাগরে মন ভাসিল তখন॥
অবশেষে বাসে আসি হয়ে ম্রিয়মাণ।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় হলো ব্যাকুলিত প্রাণ॥
পুত্র দারা আশাপথ চেয়ে অনুক্ষণ।
প্রতীক্ষা করিতেছিল মম আগমন।
রিক্ত হস্ত দেখিমোর পুত্রকন্যা গণ।
জঠর জ্বালায় তারা করয়ে রোদন॥
দেখিয়া তাদের ক্লেশ মমমনাগুণ।
দেখিতে২ বৃদ্ধি হৈল শতগুণ॥
কিছুতেই মনো বেগ নহে সম্বরণ।
ভাবিতে২ হলো নিদ্রা আকর্ষণ॥
হেনকালে দেখিস্বপ্ন বিচিত্র প্রকার।
শিরোদেশে এলো এক বিকট আকার॥
অতিদীর্ঘ কলেবর শিরে জটা ভার।
কৃষ্ণবর্ণ, রক্ত ওষ্ঠ লোচন বিস্তার॥
সব্য হস্তে কাল দণ্ড মহা ভয়ঙ্কর।
দেখিতে তাহার রূপ অতি ঘোরতর॥
শিরোদেশে বসি কহে বচন গভীর।
শুনিলে সে বাণী, প্রাণভয়েতে অস্থির॥
"শুন শুন ওহে নর বচন অমার।
কাতর হয়েছি দুঃখ দেখিয়া তোমার॥
পাপে কৃতি মূঢ় মতি ওরে ভ্রান্ত নর।
নহি ভাব নিজশিব একি চমৎকার॥
বৃথা ধন অন্বেষণ সদা তুমি কর।
আমার আমার করি কেন ঘুরে মর॥
আপনারে ভাব তুমি অজর অমর।
কিন্তু কিছু নিত্য নয় সকলি নশ্বর॥
আয়ুধন পরিজন সকল অসার।
মিথ্যাভূত বন্ধ এই অখিল সংসার॥
তথাচ বহিছ শিরে এই পাপ ভার।
আশ্চর্য্য মায়ার কার্য্য বুঝে উঠা তার।
বিরলে বসিয়া যদি ভাব একবার।
কোথা হতে আসিয়াছ যাবে কোথাকার॥
কেহয় আপন তব তুমি হও কার।
ইহার নিগূঢ় ভাব বুঝে সাধ্য কার॥
এইভব নদী হয় অকূল পাথার।
অভাজন কোন জন নাহি পায় পার॥
ভরিয়া পাপের ভরা যতেক পামর।
ইচ্ছা করে তরিবারে সেই অকূপার॥
কিবা সুখে আছ ভাব করহ বিচার।
নাহিক সুখের লেশ দুঃখভোগ সার॥
ছাড় ছাড় ছাড় জীব এপাপ সংসার।
কিছু মাত্র নাহি সার সকলি অসার॥
ভূত রঙ্গ মাত্র এই ভবের বাজার।
ভূতে২ হয় সৃষ্টি ভূতেতে সংহার॥

এমত সংসার ছাড়ি ভাব পরাতপর।
যাবে দুঃখ পাবে সুখ আনন্দ অপার॥”

ক্রমশঃপ্রকাশ্য

বর্ষাবর্ণন।

খর্ব্বকরিগ্রীষ্মবল, প্রাবৃট্‌হলোপ্রবল,
মহাবলে আইল ধরাতল।
যতেক নীরদ দল, যত পারে বর্ষে জল,
জলে জলে পূর্ণ সর্ব্ব স্থল॥
নদ নদী সরোবর, বিস্তারিত কলেবর,
সাগরেতে ধায়দ্রুতগতি।
পেয়ে জল নিরমল, সরোবর ঢল২,
সুবিমল মনোহর অতি॥
তাহে শোভে শতদল, কুমুদরক্তউৎপল,
কহ্লার প্রভৃতি পুষ্প সব।
কারণ্ডব হংস,বক চক্রবাকী চক্রবাক,
আনন্দেতে করে কলরব॥
সংসারেরকিবাশোভা, অপরূপ মনো-
লোভা, ধরণীধরিল নবভাব।
মুঞ্জরিল তরুগণ, নিবিড় হইল বন,
চমৎকার স্বভাব প্রভাব॥
ভাস্কর করবিহীন, হিমরশ্মীরশ্মীহীন,
সদাঢাকা জলদজালেতে।
ঘনং গর্জে ঘন, শ্রবণে ত্রাশিত মন,
মূর্চ্ছাহয়অশনি নাদেতে॥
ধরাধরে ধারাধর, পড়েধারা নিরাধার,
প্লাবিত হইল বসুন্ধরা।
তাহে সংযোগীরসুখ,বিযোগিরফাটে
বুক, দুখের সাগরে ভাসেতারা॥
যুবকযুবতীযত,আমোদেতেপ্রমোদিত,
কতমত করিছে বিহার।
পতিবুকে বুকদিয়ে, কান্তাসুখে থাকে
শুয়ে, ক্ষণেং নিতম্বপ্রহার॥
তাহেকাম উদ্দীপন,রসেতে অবশমন,
পতি মুখে করয়ে চুম্বন॥
শুনিয়া মেঘেরধ্বনি,সিহরিয়া উঠিধনী,
পতিকণ্ঠ করয়ে গ্রহণ॥
এইমত মনোসুখে, সদাথাকে মুখে২,
প্রেম রসে হয়ে মগ্ন মন।
অলসেঅবশঅঙ্গ, কভুনহেতালভঙ্গ,
তবুকাম নহে নিবারণ॥

প্রেরিত পত্র।

গুণমালা।

১৩ সংখ্যা হইতে ক্রমাগত।

এই সুমনোহারিণী সুরপুরী সমানা মহানগরী সুন্দরপুরী মধ্যেদমুজারাতি নামক সর্ব্বগুণ নিকেতন কোন দোর্দণ্ড শান্ত দান্ত সম্ভ্রান্ত রাজা বাস করিতেন। তাঁহার বিবিধ সদ্‌গুণে বশীভূত হইয়া কমলা কমল বন তুচ্ছ করিয়া তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিতেন। সুরূপা সরস্বতী নিয়ত তাঁহার রসাল রসনাগ্রে বিরাজ থাকিতেন তজ্জন্য তিনি অবলীলা ক্রমে যাবতীয় জটিল ও দুরবগাহ রাজ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেপারিতেন। এতন্নিমিত্ত তিনি সকলের নিকটে নিরতিশয় নমস্য হইয়া অহর্নিশি আন্তরিক সুখ প্রদায়িনী বিদ্যালোচনায় অতিবাহিত করিতেন। একদা সুধাময় পূর্ণেন্দু নভোমণ্ডল হইতে সুধাবিতরণ পূর্ব্বকরজনীচর জীবদিগের পিপাসাতুর আত্মাকে পরিতৃপ্ত করিয়া অস্তশৈলের চূড়ায় সমা-

রোহণ করিলে দনুজারাতি শয়ন মন্দিরের বহির্ভাগে আগমন করত দণ্ডায়মান হইয়া প্রভাত কালের কমনীয়া কমা দর্শন করিতেছিলেন এমত নয়নপ্রীতিপ্রদায়ক কালে তাঁহার কতিপয় সুহৃৎমৃগয়া বেশ পরিধান করিয়া সহসা তদীয় নিলয়ে উত্তীর্ণ হইলেন। তিনি তাহারদিগের এবম্বিধ সুসজ্জা সমীক্ষণে কিঞ্চিদগ্রবর্ত্তী হইয়া স্বাগত জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা মুক্ত কণ্ঠে আপনং পরিজনের কুশল বার্ত্তা জ্ঞাপনান্তে তাঁহার সমভিব্যাহারে এক বিচিত্র বৈঠকখানা গৃহে প্রবেশ করিলেন। সেই অপূর্ব্ব আবাসের অভ্যন্তরে বসিয়া তাহার পরম প্রণয়াস্পদ মিত্রেরা আহ্লাদরূপ সিন্ধুসম স্থির নীরে মগ্ন হইয়া তাঁহাকে মৃগয়া বেশী হইতে বিস্তর মিনতি করিতে লাগিলেন। বুদ্ধিমান দনুজারাতি তাহারদিগের এইরূপ বচন শ্রবণ করিয়া বিনয় সহকারে কহিলেন। অদ্যাপি আমি মৃগয়ায় গমন করিয়া দুঃসহ দুঃখ সহ্য করি নাই। যাহারা মৃগয়া করিতে সর্ব্বদা উৎসুক হয় তাহারা অচিরে তপন তনয়ের সদনে প্রস্থান করে। বিপদ বিঘটিত যন্ত্রণাজালে জড়িত হইয়া অতীব কষ্ট স্বীকার করিতে বাধ্য হয় পরন্তু মহাশয়েরা মায়ায় মোহিত হইয়া আর কত কাল জীব হিংসা রূপ মহাপাপে জড়িতথাকিয়া চরমে পরম পারত্রিক সুখভোগ বঞ্চিত হইবেন। অধিক কি বলিব, জীব হিংসাকে বহু ধীমান্ বিদ্বানেরা মহাপাপ বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। অতএব আপনারা এই বিষয় ক্ষান্ত হউন, তাহারা এই শুভকরি বাণী শ্রবণ করিয়া তাহারদিগের সুচারু আশাতরু সমূলে উন্মূলিত হইবার উপক্রম হইতে লাগিলে। পরিশেষে দনুজারাতি তাহারদিগের বাক্য লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া অগত্যাঅনিচ্ছা পূর্ব্বক মৃগয়া গমনে সম্মতি প্রদানকরিলেন। তদনন্তর তিনি প্রভাতের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমূহ সম্পাদনান্তে যথাযোগ্য বেশ ভূষায় বিভূষিত হইয়া স্বীয় সুন্দর রথ প্রস্তুত করিতে আজ্ঞা করিলে ভৃত্যেরাসাধ্যানুসারে দ্রুতগতিসম্পন্ন কোন তরুণ তুরগকে তদীয় মণিমাণিক্যাদি খচিত রথে সংলগ্ন করিয়া তাঁহার প্রতীক্ষায় নিবেশিত রহিল। ইত্যবসরে দনুজারাতি ভবৎসমীপে এক পত্রিকা প্রেরণ করিলেন। তাহার অবিকল মর্ম্ম এই যে, মহারাজ অনুগ্রহ করিয়া আপনার সুশিক্ষিত সৈন্য নিকর আমার সহিত মৃগয়ায় গমন করিতে আদেশ করিলে আমি চির বাধিত ও চরিতার্থ হই। দনুজারাতির অমৃতায়মান পত্র পাঠে আপনি অতিশয় কুতুহলাবিষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ বহু বিকটাকার বীর প্রেরণ করিলেন। ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

বিজ্ঞাপন।

বর্ণমালা ২৪ পেজে	তা	৵৹
বর্ণমালা অর্থ সংযুক্ত	টি	।০
বঙ্গভাষা বর্ণমালা	টি	৵৹
ব্যাকরণের উপক্রমনিকা	টি	১
ভূগোল . পু	বা	।০
মাজিস্ট্রেটীয় উপদেশ	বা	৬
মহাভারত অষ্টাদশ পর্ব্ব	বা	৪
মান ভঞ্জন পু	বা	।০
মোহ মুদ্গার পু	টি	৵৹
মনোহরা উপাখ্যান	বা	১
মনোতত্ত্ব সারসংগ্রহ	বা	১
মনোরঞ্জনেতি হাস	টি	৴০
মেটর মেটিকা নাগরি	টি	৬
রামায়ণ সপ্তকাণ্ড	বা	২
রস তরঙ্গিণী .	বা	১
রসমঞ্জরী .	টি	১
শব্দ সাধন মুক্তাবলী	বা	১।০
শিশুশিক্ষা দ্বিতীয় ভাগ	টি	৵৹
শিশুবোধক	টি	৶০
স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক	টি	৸০
শকুন্তলার উপাখ্যান	টি	।৵
স্ত্রীগণের বিদ্যাশিক্ষাবিষয়	টি	১
সত্য নারায়ণোপাখ্যান	টি	।০
সত্যনারায়ণ ব্রত কথা	টি	।০
সার কৌমুদি........	বা	২
হিত কথা	টি	।০

বিজ্ঞাপন।

নাগরি পুস্তক সকল।

১	বিনয় পত্রিকা	১ খানা	॥০
২	সুদামাচরিত্র	১ খানা	।৵
৩	সুকবহর্ত্তার	১ খানা	॥০
৪	শ্রীকৃষ্ণরত্নাবলি	১ খানা	॥৴
৫	রসরাজ	১ খানা	।৶
৬	সিংহাসন বত্তীসী	১ খানা	॥০
৭	কবিত্ত রামায়ণ	১ খানা	।৵
৮	রাজনীতি	১ খানা	।৵
৯	সঙ্গীতরাগকল্পদ্রুম	১ খানা	॥০
১০	প্রেমসাগর	১ খানা	২॥০
১১	তুলসীশব্দার্থপ্রকাশ	১ খানা	৸০

দিবাজ্ঞাপক।

ঘড়ির ন্যায় নূতন এক দিবা জ্ঞাপক ও ডেলি ইণ্ডিকেটর ইংরাজী ও বাঙ্গালা বৃহদক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে তাহাতে ১২৬২ অবধি ১২৭০ পর্য্যন্ত, ইংরাজি ১৮৫৭ অবধি ১৮৬১পর্য্যন্ত সন মাস, বার, ও দিন, সর্ব্বক্ষণ দৃষ্ট হইবে, ইহার ঘড়ির ন্যায় কাঁটা আছে ইহার মূল্য স্বাক্ষর কারির প্রতি ॥০ আট আনা এবং বিনা স্বাক্ষর কারির প্রতি ৸০ আনা মাত্র নির্দ্ধারিত হইল।

গবর্ণমেণ্ট ছাপা সম্বন্ধীয় যে অনুজ্ঞা পত্র দিয়াছেন তাহার অনুবাদ এই।

বিজ্ঞাপন।

ছাপাযন্ত্র ছাপার অক্ষর এবং ছাপা সম্বন্ধীয় অন্যান্য দ্রব্যাদি রাখিবার কি ব্যবহার করিবার জন্য সামান্যতঃ যে সকল নিয়মে "লাইসেন্স" অর্থাৎ অনুজ্ঞা পত্র প্রদত্ত হইবে তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

১ দফা। ছাপাযন্ত্র কিম্বা ছাপা সম্বন্ধীয় দ্রব্যাদি সকল এই রূপে ব্যবহার হইবে, বিশেষতঃ কোন পুস্তক বা সংবাদপত্র, বা "পেমফ্লেট" অর্থাৎ নাম ধাম বর্জ্জিত কোন ক্ষুদ্র পুস্তক অথবা অন্য কোন লেখা ছাপা হইবেক না যাহাতে বিলাতীয় কিম্বা ভারতবর্ষীয় ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় কি মনোনীত বিষয়ের উপর দোষারোপ হয় এবং ঐ সকল লেখায় এমত ভাব থাকিবেক না যাহাতে উক্ত গবর্ণমেণ্টকে ঘৃণায় কিম্বা অবজ্ঞায় লক্ষ করে এবং উক্ত গবর্ণমেণ্টের নিয়ম সকলের প্রতি বিরক্তিভাব কিম্বা রাজবিধি অবিধি হইয়াছে এমত কোন অভিপ্রায় থাকিবেক না এবং রাজার বৈধ ক্ষমতার বা, রাজবিচারের কিম্বা সৈন্য সম্পর্কীয় কর্ম্মচারিদিগের ক্ষমতার খর্ব্বতা ছাপা হইবেক না।

২ দফা। পুস্তক, পেমফ্লেট, সংবাদ পত্র কিম্বা অন্য প্রকার লেখায় এমত কোন ভাব লিখিত না থাকে যাহাতে গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষ বাসি ব্যক্তি সকলের ধর্ম্মের প্রতি হস্তক্ষেপ করিবেন, এ বিষয়ে ভয় কিম্বা সন্দেহ মাত্রও যেন হয় না।

৩ দফা। পুস্তক। পেমফ্লেট সংবাদ পত্র কিম্বা অন্য প্রকার লেখায় এমত ভাব না থাকে যাহাতে ভারতবর্ষীয় রাজা কিম্বা অধ্যক্ষ কিম্বা কোন রাজস্বের যাহারা গবর্ণমেণ্টের সন্ধির অধীন আছেন কিম্বা মৈত্রী ভাব রাখিয়াছেন তাঁহারদের সহিত গবর্ণমেণ্টের যে বন্ধুত্ব তাহার খর্ব্বতা প্রকাশ না হয়।

উপরোক্ত নিয়ম সকল প্রথম ছাপা হইতে উদ্ধৃত করিলে তাহার প্রতিও খাটিবে।

প্রত্যেক পুস্তক, পেমফ্লেট, সংবাদ পত্র কিম্বা অন্য প্রকার লেখা যাহা কলিকাতায় প্রস্তুত হইবে তাহা প্রস্তুত মাত্রই এক২ খণ্ড পোলিস কমিস্যনরের নিকট পাঠাইতে হইবেক।

হজুর কৌন্সেলে শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরেল বাহাদুরের অনুজ্ঞাক্রমে।

CECIL BEADON,
Secretary to the Government of India.

S. WAUCHOPF,
Offg. commissioner of police.

বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা পত্রিকা

১৮ সংখ্যা।

নির্ঘণ্ট।

কলিকাতা।

বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা যন্ত্রে মুদ্রিত হইল।

সন ১২৬৩ সাল।

মূল্য ৵ আনা।

বিজ্ঞাপন।

বাঙ্গালা পুস্তক

আরবীয়োপাখ্যান ১ নং টি ১
ঐ দ্বিতীয় খণ্ড টি ১
ঐ তৃতীয় খণ্ড টি ১
অপূর্ব্বোপাখ্যান . . . . . বা ২
অঙ্ক পুস্তক পু বা ১
অষ্টাদশ মহাপুরাণীয় অনুক্রমণিকা টি ॥০
অজ্ঞান তিমির নাশক পু টি ॥০
আদি পুস্তক বা ১
ইংরাজি হিতোপদেশ বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ বা ১
ঋতু সংহার টি ।০
ত্রিতাপ হারিণী টি ॥০
কবিতা রত্নাকর বা ।|০
কৌতুক তরঙ্গিণী. বা ॥০
গৌড়ীয় ভাষার ব্যাকরণ বা ৵০
গণিতাঙ্ক পু বা ॥০
গীতাবলি টি ।০
গঙ্গার খালের বিবরণ টি ॥০
গোলেবেসেনুয়া . . বা ॥০
চাহারদরবেস বা ১
চাণক্য শ্লোক বা ॥০
জ্ঞান কিরণোদয় পু বা ১
জ্ঞানপ্রদীপ প্রথম খণ্ড পু বা ॥০
যিহূদীয় লোকদিগের বৃত্তান্ত টি ১

দায় কৌমুদি . . . . বা ৪
ধারাপাত টি ৵০
নীতি কথা প্রথম ভাগ টি ৴৫
ঐ দ্বিতীয় ভাগ টি ৴১
ঐ তৃতীয় ভাগ টি ৴১৫
পঞ্জাবেতিহাস বা ১
পুরুষোত্তম চন্দ্রিকা টি ১
প্রশ্নাবলী টি ।০
পতিতোদ্ধার টি ১
পাঠশালার বিবরণ টি ১
পাঁচালী . . . . বা ॥০
পরমার্থ সংগীতসার টি ॥০
ফারমেসি বাঙ্গালা টি ॥০
বেতালপঞ্চবিংশতি গদ্য বা ১।
ঐ ঐ পদ্য টি ॥০
ব্যাকরণ বঙ্গভাষার ॥০
বর্ণমালা বা ৵০
বাঙ্গালার ইতিহাস বা ২
বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা পত্রিকা
পত্রিকা ১ খণ্ড টি ১
বর্ণমালা ২৪ পেজে তা ৵০
বর্ণমালা অর্থ সংযুক্ত টি ।০
বিধবা বিবাহ নিষেধ নং২টি ॥০
ব্যাকরণের উপক্রমনিকা টি ১
ভূগোল সূত্র পু বা ।০
ভূগল বৃত্তান্ত পু বা ॥০

বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা পত্রিকা।

২ খণ্ড।] মাসিক পত্রিকা। [১৮ সংখ্যা।

জগদীশ্বরের মহিমা।

হে অসীম জ্ঞানাকর পরম পুরুষ তুমি আমাদিগের নিত্য কালের রাজা, এবং চিরদিনের বন্ধু, তোমার বিশ্বকার্য্যের বিচিত্র রূপ দর্শন করিলে মনেং যে কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দ রসের উদ্রেক হয় তাহা বর্ণন করিয়া শেষ করিবার কাহার ও সাধ্য নহে। তোমাকে দর্শন করি বার জন্য বাহ্য বিষয়ের ন্যায় চক্ষুরুন্মীলন করি বার আবশ্যক হয়না, মনে করিলেই তোমাকে হৃদয় ধামে দর্শন করিয়া সুখী হওয়া যায়, এবং যত্ন করিলেই সর্ব্বত্র হইতে তোমাকে লাভ করা যায়, অতএব কে তোমাকে দুর্ল্লভ করিয়া বর্ণন করে ভমণ্ডলে তোমার তুল্য সুলভ বস্তু আর কি আছে তুমি ভক্ত জনের দৃঢ়তর প্রেম রজ্জুতে সততই বদ্ধ রহিয়াছ এবং সর্ব্বদাই প্রেমিক ব্যক্তির মানস মন্দিরে বিরাজ করিতেছ। এই বিশ্ব রূপ বিস্তীর্ণ কানন মধ্যে তুমি এক মাত্র অদ্বিতীয় পুষ্প স্বরূপে বিকসিত হইয়া বিরাজ করিতেছ যে ব্যক্তি সেই পুষ্পসন্দর্শন করিতেছে তাহার আর চক্ষু ফিরাইবার সাধ্য হইতেছে না। আর ও সূর্য্য দেব, প্রতি দিনই উদয় কালে আমাদিগের চক্ষে নূতন বলিয়া লক্ষিত হইতেছে এক চন্দ্র প্রতি পূর্ণিমার রজনীতে যেন অপূর্ব্ব অভিনব পরিচ্ছদ ধারণ পূর্ব্বক আকাশ মণ্ডলে উদিত হইয়া জনগণ চিত্তে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ বারি সেচন করিতেছে। অতএব হে হৃদয়েশ, আমারা কৃতাঞ্জলিপুটে তোমার নিকট এই প্রার্থনা করি, যেন তোমার প্রেমাগ্নি আমাদিগের চিত্ত হইতে কদাচ নির্ব্বাণ হয় না।

বর্ত্তমান অবস্থা।

বর্ত্তমান অবস্থা যে প্রাচীন অবস্থা অপেক্ষা সহস্রগুণে উৎকৃষ্ট হইয়াছে, তাহাতে আর কোন সংশয় উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা নাই।

এক্ষণে চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিলে বিবিধ শোভা ও সৌন্দর্য্যের চিং দেখিতে পাওয়ায় যায় এবং অনেক প্রকার উন্নতির ভাব ও নয়ন গোচর হয়। এক্ষণে নানা প্রকার সুরম্য হর্ম্ম্যের অভাবনাই দূর প্রসারিত প্রশস্ত রাজ পথের অতুল নাই এবং হস্তী, অশ্ব, ও শকটাদি বহু প্রকার যানবাহনের অল্পতা নাই, যেসমস্ত প্রশস্ত ভূমিতি পূর্ব্বে ঘোরা

রণ্য আবৃত ছিল এক্ষণে সেইসকল ভূমিতে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট জন পদ স্থাপিত হইয়াছে। যে স্থানে অরণ্য বাসী হিংস্র পশুদিগের আশঙ্কায় বা জ্ঞান হীন অসভ্য লোকের দৌরাত্ম্য ভয়ে দিবাভাগে লোকে গতায়াত করিতে শঙ্কিত হইত এক্ষণে সেই সকল স্থানে, রজনী যোগেও নিঃশঙ্কেও নির্বিঘ্নে মনুষ্য গণ অবস্থিতি করিতেছে। যেবাষ্পীয় রথের লোই বর্ত্ম এতদ্দেশীয় পূর্ব্বকালীন লোক মনেতে ও কল্পনা করেনাই, এক্ষণে অপর সাধরণ লোকে সেই রথে আরোহণ করিয়া সর্ব্বদা গতায়াত করিতেছে এবং যে অদ্ভূত তাড়িত বার্ত্তাবহ পূর্ব্বকালীন লোকে সন্দর্শন করিলে বোধহয় দেব কীর্ত্তি বলিয়া মনে করিত এক্ষণে নানা স্থানে সেই তাড়িততার সঞ্চালিত হইয়া রহিয়াছে। পূর্ব্বকালেলোকের মন, নিরবছিন্ন ভ্রান্তি জালেও বদ্ধ মূল কুসংস্কারে আবৃত ছিল,। কিন্তু এক্ষণে সম্যক রূপে জ্ঞানের বিমল জ্যোতি হৃদয় প্রাঙ্গণে বিকীর্ণ হওয়াতে সেই কুসংস্কার লতা নির্ম্মূলে উন্মূলিত হইয়াছে এবং সহমরণ প্রভৃতি যে সমস্ত কুপ্রথা প্রচলিত ছিল তাহাও একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে। আর পূর্ব্ব কালীন লোকের মনেই এইটী বিষম ভ্রম ছিল যেনিকৃষ্টব্যক্তির ছায়া গাত্রসংলগ্ন হইলে আপনাকে অপবিত্র জ্ঞান করিতেন, বোধ করি ইহা হস্ত পদাদি বিশিষ্ট ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন। পূর্ব্বে পণ্ডিত গণ পুস্তক রচনা করিয়া ছাপাইবার নিমিত্ত কত কষ্ট স্বীকার করিতেন। কিন্তু এক্ষণে একেবারে শত সহস্র পুস্তক মুদ্রিত করিবার আবশ্যক হইলে ততদুঃখ ভোগ করিতে হয়না। পূর্ব্বাপেক্ষা বিদ্যার বিমল জ্যোতিঃ উজ্জ্বলতর তারকার ন্যায় ভূমণ্ডলে প্রকাশিত হইয়া যে কিপ্রকার উপকার বিধান করিতেছে তাহা কি অজ্ঞ, কি বিজ্ঞ, সকলেই বলিতে পারেন। যাহা হউক বর্তমান অবস্থা পূর্ব্ববস্থা অপেক্ষা যে উৎকৃষ্ট হইয়াছে তাহার কিছু মাত্র সংশয় নাই।

দেশের দুরস্থা।

এক্ষণে কাষ্ঠ, তণ্ডুল, তৈল, প্রভৃতি সমুদায় ব্যবহার যোগ্য বস্তু দুর্মূল্য হওয়াতে দুঃখানল ক্রমে প্রবল হইয়া দুঃখি ব্যক্তির নিরন্তর অন্তর দাহ করিতেছে এবং লোক সকল হিতাহিত বিবেচনা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক কুপথে পদার্পণ করিতেছে, মানি ব্যক্তি স্বীয় মান সম্ভ্রমের প্রতি দৃষ্টিপাৎ না করিয়া দাসবৎ পরের অনুবৃত্তি করিতেছে এবং অধিকাংশ লোকই অসদ্বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক প্রাণপণে অর্থোপার্জ্জন করিয়া বেশ্যারূপ দূরোদর মুখে সর্ব্বস্ব জলাঞ্জলি প্রদান করিতেছে গুরু জনের প্রতি গুরু ভক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধর্ম্মবিদ্বিষ্টও আপাততঃ সুখকর দ্রব্য কে সুধা সম

বোধ করত সযত্নে ওপরমাহ্লাদে ভক্ষণ করিয়া অন্তরাত্মাকে বিষম দোষেদূষিতকরিতেছেন ইহা এক্ষণে অনেকেই বিলক্ষণ অবগত হইয়াছেন বর্ণনা করা বাহুল্য মাত্র।

আলস্য।

আলস্যদুঃখের মূল যে ব্যক্তি শ্রম বিমখ হইয়া আলস্যে কাল ক্ষেপণ করে তাহার চিরকাল দুঃখ ওঅপ্রতুল। অতএব কি ইতর কি ভদ্র কি ধনী, কি নির্দ্ধনী, কি বালক কি বৃদ্ধ সকলেরই আলস্য পরিত্যাগ ও পরিশ্রম অবলম্বন করা উচিত। অলস হইলে বুদ্ধি বৃত্তির তাদৃশ প্রাখর্য্য থাকেনা, দুর্দ্দান্ত নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল প্রবল হইয়া ধর্ম্ম প্রবৃত্তির অবাধ্য হইয়া উঠে। তখন আমরা তাহাকে চরিতার্থ করিয়া পাপ পঞ্জরে বদ্ধ হই। এবং আলস্য পরিত্যাগ জীবিকা নির্ব্বাহের এক মাত্র উপায় জগদীশ্বর আমাদিগের আজীব, আরাম, ও কার্য্য সৌকর্য্যার্থে যে সমস্ত বস্তুর সৃষ্টিকরিয়াছেন তাহাও আলস্যত্যাগ না করিলে কদাচ লাভ করা যায়না প্রত্যুত নানা প্রকার বিষম বিষময় বিপাক উপস্থিত হইতে থাকে।

জিগীষা।

অনেকেই মুক্তকণ্ঠে কহিয়াথাকেন। যে প্রভূত ধন শালী হইয়া পরদ্রব্য অপহরণে হস্তার্পন করিতে চেষ্টা পাওয়া অতি অকর্ত্তব্য। কিন্তু ইহা তাঁহাদিগের নিতান্ত ভ্রম, ও বদ্ধমূল কুসংস্কার বলিতে হইবেক। কারণ এইক্ষণ বিধ্বংসি পাঞ্চভৌতিক দেহ অতি অকিঞ্চিৎ কর ইহার প্রতিদিয়া প্রকাশ পূর্ব্বক যিনি জড়পিণ্ডের ন্যায় নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকেন তাহার জন্ম গ্রহণকরা কেবলবিড়ম্বনামাত্র। যেব্যক্তি স্বীয় বিদ্যা বুদ্ধি অথবা বীর্য্য বলে এই ভমণ্ডলে একাধিপত্য স্থাপন করিতে পারেন তিনিই মনুষ্য জন্মের যথার্থ ফলভাগী হয়েন সন্দেহ নাই। দেখ।

সুবিখ্যাত মহাবীরনেপোলিয়ান বোনাপার্ট নিজ বাহুবলে দিগ্বিজয় করিয়া প্রস্তর খোদিত পাষাণ রেখার ন্যায় জনগণ চিত্তে কীর্ত্তি স্তম্ভ নিখাত করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু অদ্যাবধি তাঁহার নাম মনুষ্য গণের স্মৃতিপথে পরিভ্রমণ করিতেছে অতএব বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে এতজ্জন্যই প্রবল পরাক্রান্ত নৃপতিরা পরাধিকার হস্ত গত করিবার জন্য সাতিশয় লোলুপ হয়েন ফলতঃ তাঁহারা ধন লোভী হইয়া একপ কর্ম্মে কদাচ প্রবৃত্ত হযেন না।

কোন বিষয়ে অর্থব্যয়করা উচিত।

এতদ্বিষক প্রস্তাব।

অবনীমণ্ডলে অর্থ অতি পরম পদার্থ মান, সম্ভ্রম, গৌরব, যশো লাভ প্রভৃতি সমুদায় অভিলষণীয় বস্তুই অর্থ মূলক। অর্থোপার্জ্জন

করিতে নাপারিলে সকলেই হেয়-জ্ঞান করে। এক্ষণে ইহাবিলক্ষণ সপ্রমাণ ও হৃদয়ঙ্গম হইতেছে।

মাতা নিন্দতি নাভিনন্দতি পিতা ভ্রাতা ন সম্ভাষতে ভৃত্যঃ কুপ্যতি নানু গচ্ছতি সুতঃ কান্তা চ নালিঙ্গতে। অর্থ প্রার্থনশঙ্কয়া ন কুরুতেপ্যালাপ মাত্রং সুহৃৎ, তস্মাদর্থ মুপার্জ্জয়স্বচ সখে সার্থস্যসর্ব্বেবশাঃ॥ পুত্র অতিন্যায় পরায়ণ ও শান্তশীল হইয়া অর্থো পার্জ্জনে অক্ষম হইলে মাতা পিতা তাহার প্রতি বিশুদ্ধ স্নেহরস পরি-ত্যাগ করিয়া মর্ম্মভেদীও কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করেন, সহোদর সৌভা একরূপ অমূল্য রত্ন বিসর্জ্জন পূর্ব্বক পরস্পর প্রিয় সম্ভাষণাদি পরিত্যাগ করেন, ভৃত্য ক্রোধভরে স্বামির শাসন অবহেলন করে পুত্র পরমগুরু পিতা রহিতকর সদুপদেশ তৃণ কল্প বোধ করিয়া কর্ণে ধারণ করে না, সহধর্ম্মি ণীস্বামি ভক্তি পরিহার পূর্ব্বক স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করে সুহৃদ্বর্গ সদালাপ করা দূরে থাকুক একবার দৃষ্টি পাত করেননা। অতএব পষ্টরূপে দৃষ্ট হইতেছে অর্থোপার্জ্জনকরিতে পারিলে কি যুবা কিবৃদ্ধ কি ইতর, কি ভদ্র, সকলেই বশীভূত হয়েন। অতএব এমত অর্থ অকারণে কিম্বা অপাত্রে কদাচ দান নাকরিয়া পরোপ কারার্থে বিতরণ করিলে ইহারসদ্গতি হয়। যথা। বারিশূন্যস্থানে সরোবর খনন করিয়া তৎপ্রদেশীয় অথবা আতপতাপিত পথিক লোকের পথ শ্রান্তি দূরকরিবেক দুঃখি ব্যক্তির নয়ন নির্গত বারি ধারা অপ নয়ন করিবেক, দীন, দরিদ্র, অনাথ প্রভৃতি ব্যক্তি দিগের পীড়োপশমের নিমিত্ত চিকিৎসালয় সংস্থাপনকরি-য়া বিবিধ ওষধি বিনামূল্যে বিতরণ করিবেক, দেশ বিদেশে বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন ব্যক্তিগণের, হৃদয় প্রাঙ্গণে জ্ঞানের বিমলজ্যোতিঃ প্রদান করিবেক এই সকল বিষয়ে অর্থ ত্যাগ করা মানব মণ্ডলীর অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম তাহার সন্দেহ নাই কিন্তু এতদ্ভিন্ন অন্য কোন কার্য্যোপলক্ষে অর্থব্যয় করি-লে জল নিক্ষেপকরা হয়।

যাহার যে বিষয়ে বুদ্ধি বৃত্তি অকৃষ্ট হয় তাহার সে বিষয়ে যত্ন করা কর্ত্তব্য।

এই ভূমণ্ডল নিরীক্ষণ করিলে ইহা স্পষ্ট রূপে প্রতীতি হয়।

যে পরমেশ্বর যদ্রূপ প্রত্যেক মনুষ্যকে ভিন্ন ভিন্ন অবয়বে সৃজন করিয়াছেন, তদ্রূপ প্রায় সমস্ত ব্যক্তি কেই, পৃথক, পৃথক, অভিপ্রায় স্বভাব, প্রকৃতি, বুদ্ধি শক্তি, ও বিবেক, শক্তি দিয়াছেন। অতএব কেহবা বিদ্বান, কেহবা বিদ্যাভাবে, বুদ্ধিমান, সুতরাং বিদ্যা বিষয়েও সকলে এক প্রকার নহেন। কেহবা শিল্পকারী, কেহ-বা চিত্রকর, কেহবা সাহিত্য বিদ্যায় কুশল, কেহবা অঙ্কশাস্ত্র পারদর্শী

কেহবা প্রাণি বিদ্যায় সুনিপুণ কেহবা জ্যোতিঃশাস্ত্রবেত্তা কেহবা তর্কবিদ্যায় বিশারদ, কেহবা ধর্ম্মশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, ইহা মনুষ্যের স্বাভাবিক শক্তি অনুসারে বলিতেহইবেক এবং এই সমস্ত বিদ্যারসাহায্য যে যে কেহ জীবিকানির্ব্বাহার্থে যে কোন কার্য্য অবলম্বন করেন তাহাও অবশ্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হইবে তাহার সন্দেহ নাই। ইহাতে সেই জগৎ পাতা জগদীশ্বরের কি পর্য্যন্ত অনির্ব্বচনীয় মহিমা প্রকাশ পাইতেছে তাহা কোন মতেই বর্ণনকরিয়া শেষ করা যায় না, যদ্যপি তিনি প্রত্যেক মনুষ্যকে পৃথক পৃথক বিষয়ে নিযুক্ত ও পৃথক অভিপ্রায়ে উৎসাহী নাকরিয়া একরূপ করিতেন তবে এই বহুবিধ সাংসারিক কার্য্য কোন মতেই সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতনা।

আমরা প্রায় প্রত্যক্ষ করিতেছি যে প্রত্যেক মনুষ্যের মনো বৃত্তি ও বুদ্ধি বৃত্তি স্বভাবতঃ বাল্য কালাবধি পৃথক পৃথক বিষয়ে আকৃষ্ট ও পৃথক, পৃথক, এবং ভিন্ন, ভিন্ন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, সেই প্রবৃত্তির অনুবর্ত্তী হইয়া মানবেরা যত্ন পূর্ব্বক যে কর্ম্ম করিতে উদ্যত হন। তাহাতেই অনায়াসে সাফল্য লাভ করিতে পারেন এবং বিশেষ নৈপুন্য সহকারেক্রমেং সেই কর্ম্মের যথোচিত উন্নতি করিতে সমর্থ হয়েন। বিশেষতঃ অভীষ্ট ক্রিয়ায় যত্ন ও একাগ্রতা মানব গণের স্বভাব সিদ্ধ বলিতে হইবেক। অর্থাৎ পাঠারম্ভে যে ব্যক্তির বুদ্ধি সাহিত্য শাস্ত্রে আকৃষ্ট হয় তাহাকে অঙ্ক বিদ্যা শিক্ষায় নিয়োগ করিলে সে ব্যক্তি কোন মতেই তদ্বিষয়ে পরিপক্ক হইতে পারে না বরং অনভীষ্ট বিষয়ে উদ্যোগ করায় ক্রমশঃ বুদ্ধি ভ্রংশ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। যে ব্যক্তির মনঃ কৃষি কর্ম্মে উৎসাহী হয় তাহাকে কর্ম্ম কারের কার্য্য শিক্ষায় আদেশ করিলে তাহার কখনইতৎকর্ম্মে মনোনিবেশ হয়, না যে ব্যক্তি শৈশবাবধি সংগীত বিদ্যায় নিতান্ত উৎসুক তাহাকে শাস্ত্র ব্যবসায়ে নিয়োগ করিলে অবশ্যই তাহার মন সর্ব্বদা চঞ্চল হয়, ও কোন বিষয়ে তাদৃশ নৈপুণ্য জন্মেনা, কিন্তু সেই ব্যক্তি অবশ্যই গোপনে, পরের নিয়োগ বশতঃ যে ক্রিয়ায় নিযুক্ত ছিল তাহা পরিহার পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে আপনার মোন মত কার্য্যেই কৃত কার্য্য হয়। ইউরোপদেশীয় সর আই জ্যাক নিউটন নামক এক ব্যক্তির পিতা অতিশয় দুঃখী ছিলেন তজ্জন্য আশু ধনো পার্জ্জন আবশ্যক বোধ করিয়া আপন পুত্রকে কৃষি কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া ছিলেন। কিন্তু তাহার চিত্ত তৎকর্ম্মে নিবিষ্ট না হইবায় তিনি অবসর ক্রমে গোপনে অধিক মনো যোগ সহকারে বিদ্যাভ্যাস দ্বারা মানব মণ্ডলীর যে কি পর্য্যন্ত

উপকারে আসিয়াছেন তাহা প্রায় কলেই অবগত আছেন।

অতএব হে বন্ধুগণ আপনারা স্ব স্ব প্রবর্ত্তীর অনুবর্ত্তীকর্ম্ম রিতে সচেষ্টিত হউন।

বন্ধুতা।

স্থিরচিত্তে বিশুদ্ধ বুদ্ধি দ্বারা বিবেচনা করিয়া দেখিলে বোধ হয়, বন্ধুতা অশেষ সুখের আকর। এই ভূমণ্ডে যিনি জন্মগ্রহণ করিয়া অশেষ সুখ নিদান মিত্র মণ্ডলীর সহিত সদ্ভাবে কাল যাপন করিতে পারেন তিনিই যথার্থ সুখী, সৌভাগ্য শালী, ও বিজ্ঞতম। মনঃ সংযোগ পূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া দেখিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন, যে অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রী ক্রয়করিতে হইলে মুদ্রার আবশ্যক হয় কিন্তু মিত্র রূপ অমূল্য রত্ন উপার্জ্জনে, অভিলাষী হইলে কেবল প্রিয় সম্ভাষণই নিতান্ত প্রয়োজনীয় হয় ইহা চক্ষু কর্ণ বিশিষ্ট ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন। মিত্র অনেক প্রকার আছে।

কেহবা ধন প্রত্যাশায়, কেহবা উপকারের নিমিত্ত, কেহ বা প্রচুর সম্পত্তি অবলোকন করিয়া 'আত্ম সাৎ করিব এই অভিপ্রায়ে মিত্রলাভে গৃহীত ব্রত হয়েন। ফলতঃ এতাদৃশ মিত্র বেশ ধারী শক্রগণের সহিত আলাপ করাও মিত্রতা করা কোন মতেই উচিত নহে, মুখ প্রদেশে দুগ্ধা বৃত বিষ কলসের ন্যায় তাহা দিগের সঙ্গপরিত্যাগ করা উচিত। কিন্তু ঈদৃশ জনগণের সহিত মিত্রতা করা অবশ কর্ত্তব্য। তথাহি। উৎসবে ব্যসনেচৈবদর্ভিক্ষে রাষ্ট্রবিপ্লবে। রাজ দ্বারে শ্মশানেচ যস্তিষ্ঠতি সবান্ধবঃ॥

যাঁহারা উৎসব, দুঃখ ও দুর্ভিক্ষ সময়ে এবং রাজ্য বিপ্লবে, রাজ সমীপে ও শ্মশান ভূমিতে সহায়তাকরেন, তাঁহারাই যথার্থ বন্ধু। আর ও নীতি শতকে বর্ণনা আছে।

পাপান্নিবারয়তিযোজয়তে হিতায়, গুহ্যানি গূহতি গুণান প্রকটী করোতিআপদ্গতঞ্চ নজহাতিদদাতিকালে সন্মিত্র লক্ষণ মিদংপ্রবদন্তিসন্তঃ যাঁহারা কুকর্ম্ম করিতে নিষেধ করিয়া হিতকর কার্য্যে নিযোজিত করেন, গুণরাশি প্রকাশ করিয়া মুখমণ্ডলকে চন্দ্রমণ্ডল সদৃশ উজ্জ্বল করেন এবং বিপত্তি উপস্থিত হইলে প্রাণপর্য্যন্ত পণকরিয়া বিপদ, হইতে মুক্ত করিবায় উপায় অনুসন্ধান করেন তাহা দিগকে পণ্ডিতেরা প্রকৃত মিত্র বলিয়া ভূয়সী প্রশংসাকরেন। অতএব সজ্জনের সহিত বন্ধুতা হইলে যে কি পর্য্যন্ত সুখোদয় হয় তাহা বোধকরি প্রায় সকলেই অবগত আছেন বর্ণনা করা বাহুল্য মাত্র। সর্ব্বদা নানাবিধ সদুপদেশ প্রাপ্ত হইয়া দিন দিন সৎ পথে সমারূঢ় হইতে পারাযায় এবং ক্রমে ক্রমে আপনা দিগের সদ্গুণ স্বরূপ সূর্য্যের প্রকাশ দ্বারা পিতা

মাতা প্রভৃতি স্বজন সুহৃদ্বর্গের মানস পদ্মকে বিকসিত করিতে সমর্থ হওয়া যায়. গ্রামস্থ এবং দেশস্থ লোকেও সুধাময় সদ্গুণ রাশি সন্দর্শন করিয়া অনুরাগ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন এবং সমবয়স্ক সচ্চরিত্র লোক সৌহার্দ্দ ভাব সঞ্চার করিতে অতীব অনুরাগী হয়েন। অতএব স্পষ্ট রূপে দৃষ্ট হইতেছে বন্ধুতা অশেষ সুখের সোপান স্বরূপ তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

বন্ধুব্যতিরেকে এসংসার একটী অরণ্য মাত্র. বন্ধুহীন জীবন আর সূর্য্যহীন জগৎ উভয়ই তুল্য। সং- সংসার রূপ বিষ বৃক্ষে দুইটী সুরস ফল বিদ্যমান আছে, কাব্য রূপ অমৃত রসের আস্বাদন, ও সজ্জনের সহিত সমাগম। যিনি দুঃখের হস্তে পতিত হইয়াও বন্ধুজনের দর্শন পান, দুঃখ, কিকঠোর পদার্থ তিনি অবগত নহেন। যিনি বন্ধুগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, সম্পৎ সুখ সম্ভোগ করেন বন্ধুব্যতিরেকে বিষয় সম্পত্তি কেমন অকিঞ্চিৎ কর। তাহাও তাহার প্রতীত হয় নাই। বন্ধুশব্দ যেমন সুমধুর বন্ধুরূপও তদ্রূপ মনোহর। বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাপিত চিত্ত সুশীতল হয়, এবং বিষণ্ণ বদন প্রসন্ন হয়। প্রণয় পবিত্র সচ্চরিত্র মিত্রের সহিত সহ- বাস, সদালাপ, করিয়া যেমন পরি- তোষ জন্মে তেমন আর কিছুতেই জন্মেনা তাঁহার সহিত সহসা সাক্ষাৎ হইলে কি, জানি, কি নিমিত্ত, শোকসন্তপ্তদুঃখিত ব্যক্তির ও অধর যুগলে মধুর হাস্যের উদয় হয়। দীর্ঘকাল অনশনের পর অন্ন ভোজন করিলে যে রূপ তৃপ্তি জন্মে, পিপা- সারশুষ্ককণ্ঠ হইয়া সুশীতল জল পান করিলে যেরূপ সুখানুভব হয়, এবং তপন তাপে তাপিত হইয়া সুবিমল সুস্নিগ্ধ সমীরণ সেবন করিলে অঙ্গ সন্তাপ দূরীকৃত হইয়া যেরূপ প্রমোদ লাভ হয় সেই রূপ প্রিয় বন্ধুর সুমধুর স্বান্ত্বনা বাক্যদ্বারা দুঃখিত জনের মনের সন্তাপ অন্তরিত হইয়া সন্তোষ সহ প্রবোধ সুধার সঞ্চারহয়। বন্ধুত্ব গুণের প্রশংসা করিয়া শেষ করাযায় না। উহা এমন মনোহর বিষয় যে, শতশত গ্রন্থকার উহার মাধুর্য্য ও মনোহারিত্ব বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়া- ছেন, কিন্তু কেহই তদ্বিষয়ে ক্ষোভ নিবারণকরিতে সমর্থ হননাই, ফলতঃ এস্থলে আমাদিগের মিত্রতা ঘটিত কর্ত্তব্য কর্ম্মের বিবরণ করা যত আবশ্যক, মিত্রতার গুণ বর্ণন করাও তত আবশ্যক নহে। কাহারও সহিত মিত্রতা সূত্রে বদ্ধ হইবার সময়ে কিরূপ অনুষ্ঠান করা উচিত, তৎপরে যত কাল তাঁহার সহিত মিত্রতা থাকে ততকাল কিরূপ আচরণ করা বিধেয় পরিশেষে যদি বিচ্ছেদ ঘটে তাহা হইলেই বা কি রূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য এই ত্রিবিধ কর্ত্তব্য সংক্ষিপ্ত

বৃত্তান্ত ক্রমে ক্রমে লিখিত হইতেছে প্রথমতঃ জ্ঞানবান সচ্চরিত্র ব্যক্তি-ভিন্ন অন্যের সহিত মিত্রতা করা কর্ত্তব্য নহে।

সাধুসঙ্গ যেমন গুণকারী অাধু সঙ্গ তেমনি অগুণ কারী ইহা প্রসিদ্ধই আছে বন্ধুর দোষে আমাদিগের চরিত্র দূষিত হয়, এবং বন্ধুর সাধুগুণে আমাদিগের চরিত্র সাধু হয়। আমরা যে ব্যক্তিকে একান্ত ভালবাসি ও যাঁহার সহিত সর্ব্বদা সহবাস করি তাঁহার দোষ সমুদায়কে দোষ বলিয়া বিবেচনা করিনা। প্রত্যুত তাহার অনুবর্ত্তী হইয়া তদনুরূপ আচরণ করিতে প্রবৃত্ত হই। তাঁহার দোষ সমুদায় আমাদিগের এমন অক্লেশে অভ্যাস পায় যে, জানিতেও পারিনা কিরূপে অভ্যাস হইল। অতএব যখন আমাদিগের গুণাগুণ ও সুখ দুঃখ, মিত্রের গুণাগুণের এত সাপেক্ষ, তখন, যে ব্যক্তিকে সচ্চরিত্র ও সদ্বিবেচক বলিয়া নিশ্চয় না জানায় তাঁহার সহিত মিত্রতা করা কোন রূপেই শ্রেয়স্কর নহে। যাঁহার বুদ্ধি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তি উভয়ই বলবতী, তাহারই সহিত মিত্রতা করা কর্ত্তব্য। মিত্রের গুণে চিরকাল সুখ পাইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। এবং মিত্রের দোষে চিরকাল দুঃখ পাইবার স্পূর্ণ সম্ভাবনা যে দুষ্কর্ম্মকারী দুঃশীল ব্যক্তির সহিত কিছুদিন মিত্রতা থাকিয়া পরে বিচ্ছেদ হইয়া যায় তাঁহার ও সেই অল্প কালের সংসর্গ দোষে আমাদের চরিত্র এমন দূষিত হইতে পারে।

যে জন্মের মত দোষী থাকিয়া অশেষবিধ ক্লেশ ভোগ করিয়া কাল হরণ করিতে হয়। যদি কিয়ৎক্ষণ হাস্য কৌতুক ও প্রমোদ সম্ভোগ মাত্র বন্ধুত্ব করণের উদ্দেশ্য হইত তবে কেবল পরিহাস, পটু সুরসিক ব্যক্তি দেখিয়া তাঁহারই সহিত বন্ধুত্ব করিতাম। যদি কাহারও নিকট কিছু সাংসারিক উপকার প্রাপ্তির উদ্দেশে শিষ্টতা ও সৌজন্য প্রকাশ মাত্র বন্ধুত্ব করণের প্রয়োজন হইত, তাহা হইলে কেবল উদার স্বভাব ঐশ্বর্য্য সালী অথবা ক্ষমতা পন্ন পদস্থ ব্যক্তি দেখিয়া তাহারই সহিত বন্ধুত্ব করিতাম। যদি লোক সমাজে মান্য লোকের মিত্র বলিয়া গণ্য হওয়া বন্ধুত্ব করণের অভিসন্ধি হইত তাহা হইলে কোন, লোক মান্য বিখ্যাত ব্যক্তির সহিত বন্ধুত্ব করিবার জন্য অথবা কথঞ্চিৎ লোকের নিকট তাহার বন্ধু বলিয়া পরিচিত হইবার নিমিত্ত অশেষ মতে চেষ্টা পাইতাম। কিন্তু যদি মিত্রের সহিত মিত্রের মনো মিলনের নাম মিত্রতা হয় যদি মিত্রের ক্লেশে ক্লিষ্ট ও মিত্রের বিপদে বিষণ্ণ হওয়া বিধেয় হয় যদি মিত্রের দোষ গোপন করিয়া সুস্পষ্ট পক্ষপাত দোষে দূষিত হওয়া আমাদিগের স্বভাব সিদ্ধ হয় যদি পাপিষ্ঠ মিত্রের

সংসর্গ বশতঃ পাপ কর্ম্মে প্রবৃত্তি ও অনুরক্তি হওয়া সম্ভাবিত হয় যদি বন্ধু জনের কদাচার জনিত কলঙ্ক শুনিয়া লজ্জিত ও সন্তপ্ত হওয়া অকপট, হৃদয় সুহৃদ্বর্গের প্রকৃতি সিদ্ধ হয়, তবে কাহার ও সহিত মিত্রতা গুণে বদ্ধ হইবার সময়ে তাহার গুণ ও চরিত্র বিশেষ রূপে নিরূপণ করা কর্ত্তব্য তাহার সন্দেহ নাই, যিনি সজ্জনের সহিত আত্মীয়তা করিবার বাসনা করেন, তিনি আপনি আত্মীয়তার যোগ্য কি না ইহা বিচার করিয়া দেখ তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য।

বিদ্যাশিক্ষা।

বিদ্যা অমূল্য ধন। বিদ্যা শিখিলে চিত্ত সর্ব্বদা প্রফুল্ল পদ্মের ন্যায় বিকসিত হইতে থাকে, এবং সকল স্থানেই আদরণীয় ও প্রিয় হইতে পারা যায়, অতএব কি ইতর, কি ভদ্র, কি ধনী, কি নির্দ্ধন, কি বালক, কি বৃদ্ধ সকলেরই বিদ্যানুশীলন করা কর্ত্তব্য পর্ব্বত নিবাসী অসভ্য লোকদিগের ও সর্ব্ব দেশীয় ইতর লোকদিগের অবস্থা যে এত মন্দ ইহা বিদ্যা শিক্ষা না করাই তাহার এক প্রধান কারণ। দেখ, কি রূপে শরীর সুস্থ ও স্বচ্ছন্দে রাখা যায়, কিরূপে সন্তানগণকে শিক্ষা প্রদান করিতে হয়, কিরূপে মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগিনী গণের ও স্বদেশের হিত সাধন করিতে হয়, কিরূপে প্রকৃষ্ট পদ্ধতি ক্রমে বাণিজ্য কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হয় কিরূপে সংসার যাত্রা সম্পাদন করিতে হয়, এসমস্ত জ্ঞাত নহে, অথচ এই সমস্ত বিদ্যা শিক্ষা ব্যতিরেকে কদাচ সুচারুরূপে অবগত হওয়াও যায় না।

দেখ, ওলন্দাজ, করাসী ও ইংরাজেরা বিদ্যাশিক্ষা করিয়া আপনাদিগের অবস্থা যে কত উন্নত করিয়াছেন তাহা বলা যায় না তাহারা বাষ্পীয় রথ প্রস্তুত করিয়া পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে গমনাগমন করিতেছেন, এবং অদ্ভুত তাড়িত বার্ত্তাবহ পূর্ব্বকালীন লোকেরা সন্দর্শন করিলে বোধ হয় দেব কীর্ত্তি বলিয়া অনুমান করিত, এক্ষণে বিদ্যা বলে বঙ্গভূমির নানা স্থানে সেই তাড়িত তার সঞ্চালিত হইয়া রহিয়াছে। যে বাষ্পীয়যন্ত্র সাংসারিক দুঃখ হরণের এক প্রধান উপায়, যে যন্ত্রের সাহায্যে বহু সংখ্যক মনুষ্য অনেক প্রকার দৈহিক শ্রম হইতে মুক্ত হইয়া অক্লেশে সংসারের কার্য্যোপযোগী বহু বিধ দ্রব্য প্রস্তুত করিতেছে এবং যে মুদ্রাযন্ত্র সাধারণ রূপে বিদ্যা প্রচারের এক মাত্র উপায়, যাহার সহায়তায় ক্রমে এক দিবসের মধ্যে শত সহস্র পুস্তক মুদ্রিত হইয়া সহস্র স্থানে প্রচারিত হইতেছে, এক্ষণে উক্ত বাষ্পীয় যন্ত্র ও মুদ্রা যন্ত্রের বিলক্ষণ প্রচার হইয়াছে। ইহা হস্তপদ, মুখ নাশিকা বিশিষ্ট ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন তাহার সন্দেহ নাই বিদ্যার

যে কি অনুপম মহিমা তাহা বর্ণন করিয়া শেষ করা কাহার ও সাধ্য নহে। তথাহি।

বিদ্যা দদাতি বিনয়ং বিনয়া দয়াতি পাত্রতাং।

পাত্রত্বাদ্ধন মাপ্নোতি ধনাদ্ধর্ম্মং ততঃসুখং ।।

স্বভাবতঃ বিদ্যানুরাগী ব্যক্তিদিগকে সামান্যগুণ বিশিষ্ট ব্যক্তি অপেক্ষা শিষ্ট, ও বিনীত, এবং বিনয় প্রভাবে প্রচুরধন শালী হইয়া ধর্ম্ম কর্ম্ম ও সুখ সম্ভোগ করিতে দেখা যায়।

সঙ্গময়তি বিদ্যৈব নীচগাপি নরং সরেৎ। সমুদ্রমিব দুর্ধর্ষং নৃপং ভাগ্যমতঃপরং ।।

যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী সাগর শাখার সহিত মিলিত হইয়া অগাধ সমুদ্রে গিয়া নিপতিত হয় তদ্রূপ বিদ্যা স্বীয় শক্তি প্রভাবে নীচব্যক্তি-কে রাজ সিংহাসনে অধিরূঢ়করান। বিদ্যা নাম নরস্য রূপ মধিকং প্রচ্ছন্ন গুপ্তং ধনং বিদ্যা ভোগ করী যশঃ সুখকরী বিদ্যা গুরূণাং গুরু। বিদ্যা বন্ধু জনো বিদেশ গমনে বিদ্যাপরং দৈবতং বিদ্যা রাজ সুপূজিতা শুচি-ধনং বিদ্যা বিহীনঃপশুঃ ।।

বিদ্যাই মানব মণ্ডলীর, রূপ, ধন, যশ, সুখ, সম্পত্তি প্রভৃতি সমস্ত অভিলষণীয় বস্তুর মূল কারণ, এবং সমস্ত পৃথিবীর অধীশ্বরও বিদ্বান ব্যক্তির প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদ-র্শন পূর্ব্বক একাসনে উপবেশন করান অতএব বিদ্যা বিহীন মনুষ্য মনুষ্যই নহে ফলতঃ তাহারা চতুষ্পদ বিশিষ্ট পশু সমান। হর্ত্তুর্যাতি ন গোচরং কিমপিশং পুষ্ণাতি যৎসর্ব্বদা, প্যর্থি-ভ্যঃ প্রতি পাদ্য মান মনিশং প্রাপ্নো-তি বৃদ্ধিংপরাং। যেষাং তান প্রতি মান মিচ্ছতি নৃপকস্তৈ সহস্পর্দ্ধতে।।

বিদ্যা এমত ধন, যে চোরে চুরি করিতে পারে না, সর্ব্বদা অনির্ব্বচনীয় শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করিতে থাকে, দান করিলে ক্ষয় হওয়া দূরে থাকুক, প্র-ত্যুত দিনে দিনে বৃদ্ধি পাইতে থাকে অতএব স্পষ্টপ্রতীতি হইতেছে যে বিদ্যা শিক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর এবং অস্মদ্দেশীয় বৃদ্ধ লোকেরা যখন স্বীয় শিশু সন্তান দিগের হৃদয় ক্ষেত্রে নীতি বীজ বপন করিতে মানস করেন তখন এই শ্লোকটী সচরাচর পাঠকরিয়া থাকেন. ইহা প্রায় সকলেই জ্ঞাত আছেন। যথা।

পঠ পুত্র সদানিত্য মক্ষর হৃদয়ে কুরু স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্যা সর্ব্বত্র পূজ্যতে।। পুত্র লেখা পড়ায় মনোনিবেশ কর তাহা হইলে শেষা বস্থায় পরম সুখী হইবে, দেখ রাজা স্বদেশে পূজনীয় হয়েন কিন্তু বিদ্যা সর্ব্বত্রেই পূজ্য ও আদরণীয়া হয়েন। তাহার সংশয় নাই। আরও মহা-শয়েরা বিবেচনা করিয়ে দেখুন, যে ব্যক্তি ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়া বিদ্যা বলে জন সমাজে কীর্ত্তি স্তম্ভ স্থাপিত করিতে পারেন তিনি

মনুষ্য জন্মের যথার্থ সাফল্য লাভ করেন ইহা বিলক্ষণ সপ্রমাণ ও হৃদয়ঙ্গম হইতেছে। ভারত বর্ষীয় সুপণ্ডিত কালিদাস, ভব ভূতি, মাঘ, ভারবি, প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কবিগণ, ও ইংলণ্ডীয় সেক্সপিয়র পোপ মিলটন প্রভৃতি সুবিখ্যাত কবি সমূহ, ইহারা বহুকাল প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তথাপি অদ্যাবধি ইহাদিগের নাম জনগণ চিত্তে পাষাণ রেখার ন্যায় খোদিত আছে। অতএব এই সকল স্পষ্ট প্রমাণ ও উদাহরণ দ্বারা বোধ হইতেছে যে বিদ্যা শিক্ষা করা সকলেরই কর্ত্তব্য।

আত্মদমন।

যেমন দিকনির্ণায়ক চুম্বক মণিঅভাবে দুস্তীর্ণ মহার্ণব উত্তীর্ণ হওয়া সুকঠিন, তেমন আত্মদমন রূপ মহামণির সাহায্য ব্যতিরেকে চিরসুখী, ও মনুষ্য মধ্যে পরিগণিত হওয়া সেইরূপ দুষ্কর। অতএব সর্ব্বদা ধর্ম্ম পথের পথিক থাকিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ, ও জীবন ক্ষয় করা মনুষ্য জাতির নিতান্ত কর্ত্তব্য। ভূমণ্ডলে যিনি আত্ম দমন করিতে না পারেন তাহার সম্বন্ধে বিষয় ভোগ যে পরিমাণে সুখজনক হইত, সেই পরিমাণে বিষময় হয়। জিতেন্দ্রিয়তা, দয়ালুতা, পরোপকারিতা, ও অহিংসা, প্রভৃতি সমুদায় সদ্গুণ স্বরূপ উৎসাহ হইতে অমৃতময় আনন্দ বারি যে ব্যক্তি পান না করিয়াছে, তাহার অন্তরাত্মা চির দিন তৃষিত থাকে, তাহার কদাচ পিপাসা শান্তি হয় না। চিত্ত অহোরাত্র নিন্দনীয়, ও কদর্য্য কার্য্য সাধনে রত ও বশীভূত হয়। মধ্যাহ্নকালীন প্রচণ্ড প্রভাকরের জ্যোতির সহিত তমোময়ী যামিনীর খদ্যোত লোকের বরং উপমা হইতে পারে তথাপি জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির সহিত ধর্ম্ম ভ্রষ্ট, নষ্টমতি, দুরাচার, পারদারিক গণে সাদৃশ্য হইতে পারে না। অনেকের মনে এপ্রকার শংকা আছে, যে ন্যায় পথে চলিতে হইলে ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিয়া ও অনেক সুখে বঞ্চিত হইতে হয়, সুতরাং ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিবার ভয়ে অনেকে ধর্ম্ম পথ হইতে বিচলিত হয়। কিন্তু বিশেষ রূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে বোধ হয় অধর্ম্ম সেবা দ্বারাই অনেক সুখে বঞ্চিত হওয়া সম্ভব হয়। যাঁহাদের মন ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব শৃঙ্খলে সতত বদ্ধ রহিয়াছে, তাঁহাদের মনোমধ্যে ইন্দ্রিয় সমুদায়ের অপবিত্র ইচ্ছা, ক্রমে ক্রমে বলবতী হইয়া চরিতার্থ হইবার জন্য মুখবিস্তার করিয়া থাকে। তখন আর তাহাদিগকে নিবারণ করিয়া রাখা যায় না, সুতরাং পাপসলিলে নিমগ্ন হইতে হয়।

ঈশ্বরোপাসনা যেমন ধর্ম্মের প্রাণস্বরূপ, সেইরূপ আত্মদমন মনুষ্য জাতির সুখ স্বচ্ছন্দতা ও মহত্ত্বের মূলকারণ। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা ইন্দ্রিয় দমন দ্বারা

সৎকর্ম্ম করিতে সতত সমুৎসুক হয়েন মর্ত্ত্যলোকে তাহার তুল্য মহত্ত্ববান্ আর কে আছে। অতএব বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে যাহার দ্বারা আমাদিগের ধর্ম্মেতে দৃঢ়তা জন্মে এবং স্বভাবের সমতা হয়, যাহা দ্বারা আমাদিগের শান্তির উন্নতি ও মনের মহত্ত্ব উৎপত্তি হয় তাহার তুল্য সুখের বিষয় আর সংসার মধ্যে কি আছে. অতএব যে ব্যক্তি দুর্দ্দান্ত নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সমুদায়কে নিপীড়িত করিয়া আনন্দময় ধর্ম্মকে সর্ব্বদা প্রণয়াস্পদ পরম বন্ধুরূপে প্রত্যক্ষ করেন এবং যাঁহারা তাঁহাকে ভক্তিভাজন পিতৃরূপে অহরহ সাক্ষাৎ সন্দর্শন করিয়া থাকেন তাহারাই মনুষ্য জন্মের সার্থকতা লাভ করেন সন্দেহ নাই। অতএব হে ভারতবর্ষীয় তরুণবয়স্ক ব্যক্তিগণ তোমরা কেন নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিকে অতিমাত্র তেজস্বিনী করিয়া ধর্ম্মপ্রবৃত্তিকে অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বলা করিতেছে শীঘ্রং সদুপদেশ ও সদুপায় দ্বারা কুকর্ম্ম লতাকে হৃদয়ক্ষেত্র হইতে নির্ম্মূলে উন্মূলিত করিয়া আপনারং চরমাবস্থাকে সম্যক্ রূপে উৎকৃষ্ট করিতে অবিরত রত হও।।

কুপথগামীব্যক্তি দিগের প্রতি উপদেশ

হে দুশ্চরিত্র মানব গর্ণ তোমরা কি নিমিত্ত পরম গুরু মাতা পিতার আত্মীয় বন্ধু বান্ধবের ও অপর সাধারণ প্রতিবাসী গণের হিতোপদেশ অবহেলন ও ধর্ম্ম পথ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক কুপথে পদার্পণ করিতে অভিলাষী হইয়াছে। তোমরা আপনাপনি কিয়দ্দণ্ড স্থির চিত্তে মুদ্রিত নেত্র হইয়া সম্যক্ রূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে, যে ধর্ম্মপথ পরিত্যাগ করিয়া লোকনিন্দিত, শাস্ত্রবিসম্বাদী ও যুক্তিবিরুদ্ধ পথ অবলম্বন করা কত অন্যায্য কর্ম্ম। প্রথমতঃ কুপথগামী হইলে সৌভাগ্য লক্ষ্মী লোকনিন্দা ভয়ে তাহাকে একেবারে পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করেন, তখন আর তাহার দুর্দ্দশার সীমা থাকেনা, স্ববৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক মৃত্যু যাতনাপেক্ষা সমধিক ক্লেশদায়িনী পরান্ন সেবায় প্রবৃত্ত হইতে হয়। কি জনক, কি জননী, কি ভ্রাতা, কি ভগনী, কি, আত্মীয় গণ, কি সুহৃদ্গণ কি স্বজন, সকলেই বঙ্কিম বদনে তাহার প্রতি অসদ্ব্যবহার, অনাদর, নিন্দা ও ঘৃণা প্রকাশ করেন। দ্বিতীয়তঃ। স্বেচ্ছাচারী হইয়া ইন্দ্রিয় সকলের অনগামী হইলে, বায়ু যেমন, প্রবল বেগে প্রবাহিত হইয়া নৌকাকে জল মগ্ন করায় তেমন উক্ত ব্যক্তি তদ্রূপ স্বীয় বুদ্ধি শক্তি, জ্ঞানশক্তি, অনুমান শক্তি, ও স্মরণ শক্তি কে বিনষ্ট করে। এবং ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য, লজ্জা, জিতেন্দ্রিয়তা, ক্ষমা, মনঃসংযম, অচৌর্য দেহ ও অন্তর শুদ্ধি, শাস্ত্রজ্ঞান, ব্রহ্ম বিদ্যা, সত্য কথন, বিনয়, ও অক্রোধ প্রভৃতি সকল সদ্গুণ নিকট হইতে

কোথায় যে পলায়ন করে তাহা ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছু মাত্র স্থির করিতে পারা যায় না। আর সকলে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখুন, যেমন অন্ধের পক্ষে সুশোভন চিত্র, বধিরের পক্ষে সুমধুর সঙ্গীত কোন কার্য্যের হয় না। সেই রূপ কুপথ প্রতিপন্ন ব্যক্তির সমন্ধে বিষয় সুখের কিছুমাত্র ফলদর্শে না। অতএব কুপথ পরিত্যাগ, ও সদ্বৃত্তি অবলম্বন করা মনুষ্য মাত্রেরই কর্ত্তব্য তাহার সন্দেহ নাই।

বর্ষা বর্ণন।

ঋতুরাজ বসন্ত সময় অতীত হইলে' বর্ষাকাল স্বীয় শাসন প্রনালী প্রচার করিবার নিমিত্ত, অবনীমণ্ডলে অবতীর্ণ হইলেন। নীলবর্ণ মেঘমালায় গগন মণ্ডল আচ্ছন্ন হইল। দিনকর আর দৃষ্টিগোচর হয় না। চতুর্দ্দিকে মেঘ দশদিক্ অন্ধকার। দিবা রাত্রির কিছুই বিশেষ রহিল না। ঘন ঘটার ঘোরতর গভীর গর্জ্জন, ও ক্ষণপ্রভার দুঃসহ প্রভা ভয়ানক হইয়া উঠিল। মধ্যে মধ্যে বজ্রাঘাত, ও শিলাবৃষ্টি। অনবরত মূষলধারে বৃষ্টি হওয়াতে, নদ নদী সকল বর্দ্ধিত হইয়া উভয় কুলভগ্ন করিয়া ভীষণ বেগে প্রবাহিত হইল। সরোবর পুষ্করিণী, নদনদী পরিপূর্ণ হইয়া গেল। চতুর্দ্দিক জলময় ও পথ পঙ্কময়। ময়ূর ময়ূরী গণ আহ্লাদে পুলকিত হইয়া নৃত্য আরম্ভ করিল। কদম্ব, মালতী, প্রভৃতি নানাবিধ তরু ও লতাবৃন্দ বিকসিত কুসুম আন্দোলিত করিয়া নব সলিল সিক্ত বসুন্ধরার মৃদ্গান্ধ বিস্তার পূর্ব্বক ঝঞ্ঝা বায়ু উৎকলাপ শিখিকুলের শিখা কলাপে আঘাত করিতে লাগিল। কোন দিকে কেকা রব কোন দিকে ভেকরব গগনমণ্ডলে চাতকের কল রব, চতুর্দ্দিকে ঝঞ্ঝাবায়ু ও বৃষ্টিধারা ভগীর শব্দ, এবং স্থানেং গিরিনির্ঝরের পতন শব্দ।

গগনমণ্ডলের চন্দ্রমা ওনক্ষত্রগণ আর দেখিতে পাওয়া যায় না, ইন্দ্র চাপে তড়িদ্গুণ সংযোগ করিয়া গভীর গর্জ্জন পূর্ব্বক বারি রূপশর বৃষ্টি করিতে লাগিল। তড়িৎ যেন তর্জ্জন করিয়া উঠিল। নিবিড় মেঘাবলী উদিত হওয়াতে আকাশমণ্ডল ভূমণ্ডল এই উভয়েরি কিছুমাত্র বিশেষ রহিল না শস্য ক্ষেত্র সকল অভিনব শস্যে পরিপূর্ণ হইয়া জন গণের নেত্রে অনির্ব্বচনীয় সুখ বিতরণ করিতে লাগিল, কন্দলী পুষ্প মৃত্তিকাভেদ করিয়া অবগুণ্ঠনবতী নব বধূর ন্যায় লজ্জা প্রকাশ পূর্ব্বক দণ্ডায়মান রহিল সমীরণ প্রবাহিত হইয়া যেন মানব দেহে সুশীতল বারিধারা সেচন করিতে লাগিল।

প্রফুল্ল পত্রাং নলিনীং সমুৎসুকাঃ
বিহায় ভৃঙ্গাঃ শ্রুতিহারিনিস্বনাঃ।
পতন্তি মূঢ়াঃ শিখিনাং প্রনৃত্যতাং
কলাপ চক্রেষু নবোৎপলাশয়া॥

ভ্রমর সকল মকরন্দপানে পরিতৃপ্ত হইয়া নববিকশিত পদ্ম পুষ্পে প্রণয় বিসর্জন পূর্ব্বক নবপলাশ ভ্রমে শিখি কুলের শিখাকলাপে পতিত হইতে নাগিল।

সদ্য মনোজ্ঞাম্বুদনাদনোৎসুকং
বিভাতি বিস্তীর্ণকলাপশোভিতং।
সবিভ্রমালিঙ্গনচুম্বনাকুলং
প্রবৃত্ত নৃত্যংকুলমদ্য বর্হিনাং॥

ময়ূর ময়ুরীগণ মেঘনাদ শ্রবণ করিয়া হর্ষ চিত্তে আমোদ ও কৌতুকাবহ ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়া পরস্পর আ-লিঙ্গন চুম্বন, ওবিভ্রম করিতে নাগিল মাল্যঃকদম্বনব কেশর কেত কীতি রায়োজিতা শিরসি বিভ্রতি যোষি-তোহদ্য। কর্ণান্তরেষু ককুভদ্রু মমঞ্জরীভিঃ শোত্রানুকূল রচিতা নব তংসকাংশ্চ॥

কোন কোন কামিনীগণ স্বহস্ত রচিত কেতকী মালা শিরোদেশে নিবেশিত ও কর্ণ যুগলে নবমঞ্জরী রচিত অবতংসক সংস্থাপিত করিয়া পর মানন্দে ও প্রফুল্ল বদনে আকাশের বিচিত্র শোভা সন্দর্শন করিতে করিতে দিন যামিনী যাপন করিতেছেন। পৃথিবী প্রভিন্ন বৈদূর্য্য মনি সদৃশ তৃণঙ্কুর ও কন্দলীপুষ্পে আছন্ন হইয়া নীলবর্ণ বস্ত্রাবৃতা বরাঙ্গনার ন্যায় শোভা পাইতেছে। বিপাণ্ডুরং কীট রজস্তৃণান্বিতং ভুজঙ্গ বদ্বক্র গতি বিস পিতং।সসাধ্বসৈসভেক কুলৈবিলাকি-তং প্রয়াতি নিম্নাভিমুখং নবোদকং॥ নবমেঘ নিসৃত বারি ধারা ভুজঙ্গের ন্যায় বক্রভাবে গমন করত কুল কুল শব্দে নিম্নপ্রদেশে প্রবাহিত হইয়া মনুষ্যগণের মনে বিস্ময় রস প্রদান করিতেছে। বর্ষা কাল আপন অধিকার প্রাপ্ত হইয়া ইত্যাদি নানা প্রকার আনন্দ জনক ব্যাপার বিধান পূর্ব্বক ভূমণ্ডলে পদার্পণ করিতেছে।

মনুষ্যের সুখের অবস্থা কথন।

যখন আমাদিগের শরীরে ও মনোমধ্যে কোন প্রকার পীড়া বা চিন্তা থাকেনা তখন তাহাকে সুখাবস্থা বলাযায়।ভূমণ্ডলে দুর্ল্লভ মানব দেহ ধারণ করিয়া যদ্দ্বারা চিরসুখী হইতে পারা যায় এমত বিষয়ে চেষ্টা পাওয়া মানব জাতির নিতান্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু ইহা অতিশয় দুঃখের বিষয় বলিতে হইবেক, কারণ এমন এক ব্যক্তিও আমাদিগের নয়ন পথের পথিক হয় না যে তিনি সুস্থ হইয়া পরম সুখেও নিরুদ্বেগে কালাতিপাত করিতেছেন। ফলতঃ সুখাবস্থা স্বপ্ন সদৃশী দুঃখাবস্থা প্রায় দীর্ঘ কাল স্থায়িনী এক্ষণে ইহা বিলক্ষণ সপ্র-মাণ হইতেছে। আর এই রূপ অনেক লোক আছে, যে তাহারা অশেষ দোষাকর পাপরাশি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিকে অতিমাত্র তেজস্বিনী করিয়া নানা প্রকার অধর্ম্মাচরণ পূর্ব্বক মনে২ বলিয়া থাকেন, এই

অখিল ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে আমার অপেক্ষা সুখ, সৌভাগ্য শালী ব্যক্তি আর কে হই নাই। কেহবা মধুপানে মত্ত হইয়া স্বীয় শরীরকে এরূপ বিকৃত করিয়া ফেলেন যে তাহা অনির্ব্বচনীয় তথাপি তিনি আপনাকে জগৎস্থ সমস্ত ব্যক্তি অপেক্ষা ধন্য, ও সুখী বোধকরেন। কেহবা দস্যু বৃত্তি অবলম্বন করিয়া পরদ্রব্যাপহরণে মানস প্রকাশ পূর্ব্বক কাল ক্ষেপণ করিতে বাঞ্ছা করেন। কেহবা শরীর পুষ্টির নিমিত্ত অপরিমিত ভোজন করিয়া শরীরকে শীর্ণ ও চিররুগ্ন করিয়া ফেলেন। অতএব পষ্ট প্রতীতি হইতেছে তাহাদের সেই সকল আলোচনা অলীক মাত্র যে হেতুক যিনি যৌবন সুখে সুখী অথবা সুরাপানোন্মত্ত হয়েন তিনি প্রায় চিররোগী তাহার জীবন ধারণ কেবল বিড়ম্বনা মাত্র, হয়ত তাহাকে অচিরাৎ সমনভবনে গমন করিতে-হয়। যিনি চৌর্য্য বৃত্তি অবলম্বন করিয়া পরস্বাপহরণেজীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে ইচ্ছুক হনতিনিঅবশ্যই অবশেষে রাজ পুরুষ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া করারুদ্ধ হইতে হয় নচেৎ একবারে তাহাকে কৃতান্তের করাল কবলে নিপতিত হইতে হয় সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ মনুষ্যের সুখের অবস্থা কখন ইহা বিবেচনা করিতে হইলে প্রথমতঃ ইহাই বিবেচনা করা উচিত, যৎ কালে আমাদি-গের মনে কোন প্রকার চিন্তা ও রোগ রূপ বিষম শত্রুর সঞ্চার নাথা-কে অথবা ভক্ষণের নিমিত্ত লালায়িত না হইতে হয় কিম্বা মূর্খ বলিয়া মনোমধ্যে ঘৃণা রসের উদ্রেক না থা-কে তদবস্থাকেই সুখাবস্থা বলাযায়। জগদীশ্বরের অভিপ্রায় যে আমরা চিরকালই সুখেথাকিঁকিন্তু মনুষ্যেরা তাঁহার অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া না আপনাদিগকে তাঁহার নিকট যাবজ্জীবন অপরাধী হয়। কাহাকেও এরূপ দেখাযায়না যে তিনি আপনি সুখী হইব বলিয়া চেষ্টা পাইতেছেন। যাহাহউক স্বাস্থই সকল সুখেরমূল শরীর সুস্থ থাকিলে সমস্ত ধর্ম্ম কর্ম্ম সুচারু রূপে সম্পন্ন হইতে পারে যদ্যপি এই পৃথিবীস্থ মানবগণ স্বাস্থ রক্ষায় তৎপর হইত তাহা হইলে বোধ হয়জগতে সকলেই সুখী হইতে পারিতেন। হায় কি দুঃখের বিষয়, যিনি আমাদিগের স্রষ্টা, যিনি অমাদিগের নিমিত্ত কত স্থানে কত প্রকারই আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য বস্তুর ও আহারোপযোগী উপাদেয় দ্রব্যের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা এক মুখে বর্ণন করিয়া শেষ করা যায় না। কিন্তু অধিকাংশ লোকে সেই করুণা কর পরমেশ্বরের আদেশ উল্লঙ্ঘন করিয়া অন্তরাত্মাকে দূষিত ও কলূষিত করিতেছে। হা পৃথিবীস্থ মানবগণ তোমরা কেন কি নিমিত্ত অন্ধকূপে নিপতিত হইয়া রহিয়াছ

এইটী কি মানব জন্মগ্রহণ করার সার্থকতা।

প্রেরিত পত্র।

মান্যবর শ্রীযুক্ত বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

সম্পাদক মহাশয় নিম্ন লিখিত কতিপয় পদ্য পংক্তি সংশোধনানন্তর আপনার জগন্মান্য বিখ্যাত পত্রেক পার্শ্বে যৎকিঞ্চিৎ স্থানবিতরণ পূর্ব্বক উৎসাহদানেচিরবাধিত করিবেন।

কোন নায়ক স্বীয় প্রিয়তমার বিয়োগে কিয়ৎ কালাবধি উন্মত্ত প্রায় থাকিয়া সম্মুখে বসন্ত কাল প্রভাবে পরতন্ত্র এবং স্বজাতীয়া কোন নব যুবতী বিধবা নারীর কটাক্ষ বাণে মোহিত হইয়া স্বীয়াভিলাষ প্রকাশ করিতেছেন॥

নায়কোক্তি।

বিধুমুখী তবরূপ হেরিয়েনয়নে।
অস্থির হতেছে প্রাণ তব অমিলনে॥
অপরূপ রূপ তবসন্দর্শন করি।
ব্যাকুল হতেছি সদাযেন মত্ত করী।
ধৈর্য্য রজ্জু নাহি মানে এপাপ নয়ন।
সতত হে অভিলাষী তব দরশন॥
একে তুমি কুলবালা তাহে রূপবতী
নিরন্তর নিরীক্ষণে না হয় শকতি॥
পাছে কেহ দেখেশুনে অহেসুবদনী।
হিতেবিপরীতহবে এই ভয় গণি॥
কটাক্ষের বাণ প্রিয়ে যখন হেনেছ।
প্রাণ পাখী শশিমুখী তখনি হরেছ॥
সুধাময় বাক্য তব শুনিয়া শ্রবণে।
মানস চকোর মোর সদামত্ত পানে॥
এক বার মনে করি যাই তব পাশে।
মানস প্রকাশ করি মনের হরিষে॥
আবার বিরত হই অন্তরে বিচারি।
প্রমাদ ঘটিবে পাছে তুমি কুলনারী॥
মিলন চন্দ্রের কিসে হইবে উদয়।
দিবানিশী চিন্তা করি তাহার উপায়॥
ইহাতে যদ্যপি তুমি হওহে সম্মত।
বিনামূলে কিনিবে হে জনমের মত॥
বিধবা নারীর দুঃখ বিনাশের তরে।
জন্মেছে নবিদ্যাসিন্দু পৃথিবী ভিতরে॥
শাস্ত্র বেত্তা দিয়াছেন অনুমতি বাণী।
বিধবার বিবাহেতে নাহিকোনহানি॥
সবিনয়েবিনোদিনী কহিযে তোমারে।
সানুকূলা হয়ে প্রিয়েবরহ আমারে॥
সৌদামিনীজিনিরূপ, সুধাময়ীভাষা।
প্রদানেতে নিবারহ বিরহ পিপাসা॥
তব বিরহেতে মোর জীবন কমল।
দহন হতেছে প্রিয়ে যেন দাবানল॥
শুভ প্রত্যুত্তর বারি করবরিষণ।
সুশীতল হয় যেন অনল ভীষণ॥

কস্যচিত প্রেমাকাঙ্ক্ষী জনস্য।

বিজ্ঞাপন।

বিজ্ঞাপন।

সমাচার সুধাবর্ষণ প্রাত্যহিক পত্র। হিন্দীতে ও বাঙ্গালাতে বিরচিত হইয়া প্রতিদিন প্রকাশ হইতেছে, তাহা যদ্যপি কোন ব্যক্তির আবশ্যক হয়, তিনি বড় বাজারে সুধাবর্ষণ যন্ত্রালয়ে শ্রীশ্যাম সুন্দর সেনের নিকট পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। যাঁহারা পারস্য ভাষার অনুশীলন করেন, তাঁহারদিগের ও ব্যবসায়িদিগের পক্ষেও ইহা বিশেষ উপকারে আসিবেক। মাসিক মূল্য এক তঙ্কা অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৮ তঙ্কা মাত্র।

পুস্তকালয়।

আমি হাবড়ার গবর্ণমেণ্ট ইস্কুলেতে এক পুস্তকালয় সংস্থাপন করিয়াছি, তাহাতে নানাবিধ ইংরাজি ও বাঙ্গালা ইস্কুলবুক এবং কাগজ কলম প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়াছি যে কোন ব্যাক্তির প্রয়োজন হইবে তথায় মূল্য কিম্বা লোক প্রেরণ করিলে সুলভমূল্যে পাইতে পারিবেন।

শ্রীশ্রীনাথ দত্ত

এই পত্রিকার মাসিক মূল্য ৵০ ও অগ্রীম বার্ষিক ১ টাকা এবং উপস্থিত ক্রেতাদিগের নিমিত্তে প্রতি সংখ্যার চারি আনা মাত্র নির্দ্দিষ্ট করা গেল। আমরা কেবল সর্ব্ব সাধারণের উপকারার্থ এবং বঙ্গ ভাষার প্রতি অনুরাগ বশতঃই এই পত্রিকা প্রকাশে প্রবৃত্ত হইয়াছি। নচেৎ এত অল্প মূল্যে আমাদিগের বিশেষ লাভের প্রত্যাশা নাই। অতএব গুণজ্ঞ বিজ্ঞ গ্রাহকগণ সমীপে সবিনয়ে এই নিবেদন করিতেছি যে তাঁহারা প্রতি মাসে এই পত্রিকা প্রাপ্ত হইয়াই অনুকম্পা পূর্ব্বক মূল্য প্রদান করিবেন, কেননা ৵০ আনার নিমিত্তে সর্ব্বদা সরকার গতাআত করিতে হইলে আমাদিগের অনেক ব্যয় হইয়া কেবল ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। অতএব আমারা ভরসা করি, যে বিদ্যানুরাগি বিবেচক গ্রাহক মহাশয়েরা এবিষয়ে বিবেচনা করিবেন

ইংরাজি ১৭৯৩ সাল অবধি ১৮৫০ সাল পর্য্যন্তের সমস্ত দেয়ানি আইন ও কনেষ্টকসন, মূল্য ৮ টাকা।

বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা পত্রিকা

১৯ সংখ্যা।

নির্ঘণ্ট।

কলিকাতা।

বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা যন্ত্রে মুদ্রিত হইল।
সন ১২৬৩ সাল।

মূল্য ৵ আনা।

বিজ্ঞাপন।

বাঙ্গালা পুস্তক

আরবীয়োপাখ্যান ১ নং টি ১
ঐ দ্বিতীয় খণ্ড টি ১
ঐ তৃতীয় খণ্ড টি ১
অপূর্ব্বোপাখ্যান ..... বা ২
অঙ্ক পুস্তক পু বা ১
অষ্টাদশ মহাপুরাণীয় অনুক্রমণিকা টি ॥০
অজ্ঞান তিমির নাশক পু টি ॥০
আদি পুস্তক বা ১
ইংরাজি হিতোপদেশ বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ বা ১
ঋতু সংহার টি ।০
ত্রিতাপ হারিণী টি ॥০
কবিতা রত্নাকর বা ॥০
কৌতুক তরঙ্গিণী. বা ॥০
গৌড়ীয় ভাষার ব্যাকরণ বা ।৴০
গণিতাঙ্ক পু বা ॥০
গীতাবলি টি ।০
গঙ্গার খালের বিবরণ টি ॥০
গোলেবেসেনুয়া . . বা ১॥০
চাহারদরবেস . বা ১
চাণক্য শ্লোক বা ॥০
জ্ঞান কিরণোদয় পু বা ১
জ্ঞানপ্রদীপ প্রথম খণ্ড পু বা ॥০
যিহূদীয় লোকদিগের বৃত্তান্ত টি ১
দায় কৌমুদি .... বা ৪
ধারাপাত টি ৵০
নীতি কথা প্রথম ভাগ টি ৴৫
ঐ দ্বিতীয় ভাগ টি ৴১
ঐ তৃতীয় ভাগ টি ৴১৫
পঞ্জাবেতিহাস বা ১
পুরুষোত্তম চন্দ্রিকা টি ১
প্রশ্নাবলী টি ।০
পতিতোদ্ধার টি ১
পাঠশালার বিবরণ টি ১
পাঁচালী .... বা ॥০
পরমার্থ সংগীতসার টি ॥০
ফারমেসি বাঙ্গালা টি ॥০
বেতালপঞ্চবিংশতি গদ্য বা ১।
ঐ ঐ পদ্য টি ॥০
ব্যাকরণ বঙ্গভাষার ॥০
বর্ণমালা বা ৵০
বাঙ্গালার ইতিহাস বা ২
বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিক পত্রিকা ১ খণ্ড টি ১
বর্ণমালা ২৪ পেজে ভা ৵০
বর্ণমালা অর্থ সংযুক্ত টি ।০
বিধবা বিবাহ নিষেধ নং২টি ॥০
ব্যাকরণের উপক্রমণিকা টি ১
ভূগোল সূত্র পু বা ।০
ভূগল বৃত্তান্ত পু বা ১।০

১ খণ্ড।] মাসিক পত্রিকা। [১৬ সংখ্যা।

পরমেশ্বরের মহিমা।

পঙ্কজপরাগ পুঞ্জে পিঞ্জরিত দেহ।
কৃপাকরি কৃপাসিন্ধু হর মম মোহ ॥
মায়ারূপ মহাপাশ করিয়া সৃজন।
যাবতীয় প্রাণিপুঞ্জে করেছে বন্ধন ॥
অনিত্য বিষয় সুখ করি নিরীক্ষণ।
ভীতহয়ে তবপদে সঁপিতেছি মন ॥
সংসার জলধি জলে অধর্ম্মতরঙ্গ।
হুতাস বাতাস দেখেহয়েছে আতঙ্ক ॥
জ্ঞানসিন্ধু দীনবন্ধু তুমিহে কাণ্ডারী।
দয়াকরি কর পার পাপে ডুবেমরি ॥
পিতার হয়েছে পিতা দেবের দেবতা।
পর হতে পর তুমি বেধার বিধাতা।
সৃষ্টির পূর্ব্বেতে তুমিঅদ্বিতীয়ছিলে।
সৃষ্টিআশে গুণ ত্রয়ে বিভক্ত হইলে ॥
সলিল ভিতরে বীজ করেছ বপন।
অতএব তমি হয় বিশ্বের কারন ॥
স্থূলসূক্ষ্ম লঘুগুরু তুমি হও বিভু।
যেতমাবেভজে তারদুঃখনাহিকভু ॥
ইচ্ছায় করহে সৃষ্টি ইচ্ছায় প্রলয়।
কেজানে মহিমা তবঅহে দয়াময় ॥
ধরিয়ে বরাহ রূপ দন্তসহ কারে।
জলহতে মোচন করিলে পৃথিবীরে ॥
কৃতাঞ্জলিপুটে এই করি নিবেদন।
চিরকাল থাকে যেন তব পদেমন ॥

নির্ধনতা।

ধন হীন হইলে জ্ঞানোপদেশ, ধর্ম্মোপদেশ, সদালাপ, সৎপরামর্শ, জিতেন্দ্রিয়তা, দয়ালুতা, প্রভৃতি সমুদায় সদ্গুণ এক বারে বিলুপ্ত হইয়া যায়, হিতাহিত বিবেচনা কিছু মাত্র থাকেনা, বিষম বিষময়ী চিন্তা উপস্থিত হইয়া শরীরকে রুগ্ন, শীর্ণ, ও শ্রীভ্রষ্ট করে, অনর্থ অর্থের নিমিত্ত, প্রবঞ্চনা, শঠতা, চৌর্য্যবৃত্তি, প্রভৃতি সমস্ত পাপ কর্ম্ম করিতে মনের সতত বাসনা জন্মে, ধর্ম্ম জনিত বিশুদ্ধ সুখ চিত্তকুটীর হইতে দূরে পলায়ন করে, চাটুকারিতা দোষের স্রোতঃ ক্রমে ক্রমে, প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতে থাকে, এবং কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, প্রভৃতি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি, সমুদায়, ধর্ম্ম পথ অবরোধ করিয়া জ্ঞান শক্তি বিবেক শক্তি, ও বুদ্ধি শক্তিকে বিলুপ্ত করে ইহা হস্তপদাদি বিশিষ্ট ব্যক্তি মাত্রেই জ্ঞাত আছেন। যেমন দুর্গন্ধ সলিল ও গলিত ফল ভক্ষণে মানব জাতির নৈস্বর্গিকী ঘৃণা রসের উদ্রেক হয়, নির্ধনী হইলে সেই রূপ, সুশীতল বিমল, জ্যোতিঃ সুধাময় পূর্ণচন্দ্র, সুচারু নবীন পল্লব ও সুগন্ধ সুকুমার কুসুম শোভিত তরু ও লতা তুষারাবৃত অত্যুচ্চ

শৈল শিখর, ভীষণ তরঙ্গ গর্ব্বগভীর সমুদ্র প্রভৃতি কত মনোহর ও বিস্ময় রসোৎপাদক পদার্থ দেখিতে মনের অনিচ্ছা জন্মে। পরমহিতকারী প্রেমাস্পদ, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, প্রভৃতি আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব, ও অপর সাধারণ লোকে ভালরূপে কথাকহেন না। অতএব বিলক্ষণ বোধ হইতেছে যে ধনহীন হওয়া বিবিধ দুর্দ্দশা ও গুরুতর পাপ রাশির মূল কারণ। নির্ধনতার বিষয় বর্ণন করিতে হইলে কাষ্টলে নী আড়ষ্ট হইয়াথাকে, অতএব হে মানবগণ! আপনারা সৎপথে থাকিয়া বিশুদ্ধ দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করিলে যাবজ্জীবন সুখী হইতে পারি বেন। নীচ লোকের কিরূপস্বভাব সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় নীচলোকে প্রিয় বাক্য বড় ভাল বাসে। অর্থাৎ মিষ্ট বাক্য কহিলে তাহারা অতি প্রীত ও সন্তুষ্ট হয়, এবং সযত্নে ও প্রসন্ন চিত্তে আদেশ প্রতিপালন করে কিন্তু প্রিয় বাক্য পরিহার পূর্ব্বক তাহাদিগকে কর্কশ ও নিষ্ঠুর বচন বলিলে তাহারা দুই চারি বার সহ্য করিয়া পরিশেষে উক্ত বচনের প্রত্যুত্তর প্রদানকরে ইহা সকলেই জ্ঞাত আছেন। কোন কোন নীচলোকের স্বভাব, স্বভাবতঃ এত মন্দ যে পথে চলিবার সময়, ইচ্ছাক্রমে গাত্রে গাত্রে সংস্পর্শ পূর্ব্বক মিছামিছি বিবাদ উপস্থিত করিয়া পথিক ব্যক্তিকে চেখোচিত কটু ও অনচার্য্য বাক্য কহে এবং সর্ব্বদাই দৃষ্ট হইয়া থাকে যাত্রা বিবাহ, পূজা, প্রভৃতি সমস্ত আমোদ জনক ব্যাপারে নীচলোকেরা কুড়ি পঁচিশ জনে একত্রিত হইয়া বিবাদ করিবার অভিপ্রায়ে উক্ত সন্তোষ জনক ক্রিয়াব্যাপার ভঙ্গে সমৎসাহী হয় এবং অধিকাংশই সুরা প্রভৃতি মাদক দ্রব্য সেবন করিয়া পাগলের ন্যায় নিরর্থক শব্দসকল বলেও মধ্যে২ মনোমত দুই একটী গান গায়

পরিশ্রম।

পরিশ্রম সৌভাগ্যের প্রসুতি স্বরূপ। শ্রম রূপ মহীরুহ মূলে যত্ন বারিসেচন দ্বারা তাহাকে বর্দ্ধিত করিলে উক্ত বৃক্ষ হইতে যে সমস্ত অমৃতময় ফল উৎপন্নহইতে পারে, তাহা বর্ণন করিয়া শেষ করা অসাধ্য। কত প্রকার শুভ ব্যাপার মনেতে কল্পনা করা যাইতে পারে এবং যে সমস্ত মঙ্গল কামনা মনুষ্যের মনে উদয় হওয়া সম্ভব, সে সমস্তই এক শ্রম রূপ মহোদধি মন্থন করিলে উত্থিত হইতে পারে। পরিশ্রম মনুষ্য জাতির সমস্ত সুখ সৌভাগ্যের কারণ এবং পৃথিবীর অশেষ কল্যাণের হেতু। জগদীশ্বর মনুষ্যকে যে সমস্ত উৎকৃষ্ট সুখের অধিকারী করিয়াছেন, এবং তিনি মনুষ্যের জন্য যে সমস্ত মঙ্গল ব্যাপার পৃথিবীতে স্থাপন করিয়াছেন, যেপর্য্যন্ত

মানব গণ পরিশ্রম অবলম্বন না করিবে সে পর্য্যন্ত কখনই তাহারা ঐ সমস্ত সুখ আহরণ করিতে সমর্থ হইবে না। বিনা শ্রমে মনুষ্য কোন মতেই সম্পূর্ণ মনুষ্য নামের উপযুক্ত হইতে পারে না।

মনুষ্যের অবস্থা।

যেমন নলিনী দলগত জল বিন্দু ক্ষণকাল স্থায়ী, তদ্রূপ মানব জাতির অবস্থা ক্ষণভঙ্গুর ও বিনশ্বর। সর্ব্বদা চক্রনেমির ন্যায় ঘুরিতেছে। অদ্য যে ব্যক্তিকে প্রচুর ধনশালীও প্রসন্নবদন দেখিলাম পর দিন সেই ব্যক্তিকেই দীন হীন দরিদ্রও বিষম বিপত্তি নিমগ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। অবস্থা কদাচ একস্থানে নিয়ত বস বাস, ও এক ব্যক্তির সহিত প্রণয় পবিত্র আন্তরিক স্নেহ প্রকাশ করেনা সর্ব্বদা স্বৈরবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক স্বৈরিণী কামিনীর ন্যায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া আশ্রিত ব্যক্তিকে অশেষ উৎপাতে পতিত করে। আর বিলক্ষণপ্রতিপন্ন হইতেছে যে, মনুষ্যের দোষে অবস্থার পরিবর্ত্ত হইয়া থাকে। মনুষ্যবর্গ যদ্যপি নিষ্পাপ ও দোষ শূন্য হইয়া স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম প্রতিপালন করেন তাহা হইলে, অবস্থা তাহার সম্বন্ধে কদাচ দুরবস্থা ঘটায় না বরং ক্রমে ক্রমে তাহাকে উচ্চপদারূঢ় করে তাহার সন্দেহ নাই। যিনি ইচ্ছা ক্রমে পরম করুণাকর পরমেশ্বরের সৃষ্ট নিয়ম সকল অবহেলন করেন তাহাকেই অসহ্য বিষম বিপাক সমূহ সহিতে হয়। অবস্থার অবস্থা বর্ণন করিতে হইলেচিত্ত অতি গভীর বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হয় ইন্দ্রীয় সকল অবশ হয় এবং লেখনী লেখনে অশক্তা হইয়া পড়ে।

বুদ্ধিই প্রকৃত বল।

অবনীমণ্ডলে যে সমস্ত মহৎ মহৎ সুখ বিদ্যমান আছে, প্রকৃত বুদ্ধির আলোচনা ব্যতিরেকে সে সমস্ত সুখভোগ করা দূরে থাকুক, বুদ্ধির অভাব হইলে মানব জাতির সংসার যাত্রা সম্বরণ করা অসম্ভব হইয়া উঠে। বুদ্ধিবিহীন মনুষ্য অশেষ দুঃখের কারণ। বুদ্ধি অভাবে অনেক মনুষ্য অনেক প্রকার দুঃখ ভোগ করিয়া অনর্থক আপন অদৃষ্টকে নিন্দা করিয়া থাকে। কেবল এক নির্বুদ্ধিতার তারতম্য হেতুই যে মনুষ্যের সুখ দুঃখের ইতর বিশেষ হয় সকলস্থান হইতেই তাহার বিলক্ষণ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। বুদ্ধির অভাব হেতুই মনুষ্য উপযুক্ত বাসস্থান অভাবে অরণ্য বা পর্ব্বতে পর্ব্বতে পর্য্যটন করিয়া কাল যাপন করে, যথানিয়মে অন্ন ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিবার ক্ষমতা অভাবে কটু তিক্ত কষায় প্রভৃতি বন্যফল মূলাদি বা বনচর ও জলচর জীব জন্তুর আম মাংস প্রভৃতি অনায়াস লভ্য দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া জীবিকা

নির্ব্বাহ করে বস্ত্র, বয়ন করিবার শক্তির অভাবে দিগম্বর বেশ ধারণ করিয়া বৃক্ষের বল্কল পরিধান পূর্ব্বক অবস্থিতি করে এবং বুদ্ধি প্রভাবে মনুষ্যগণ বহুবিধ কৌশল পূর্ব্বক জ্যোৎস্নাময়ী সুশোভিত অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে অপূর্ব্ব পর্য্যঙ্কোপরি দুগ্ধফেনী সদৃশ শয্যায় শয়ন করিয়া যামিনী যাপন করিতেছে। চর্ব্ব্য চোষ্য, লেহ্য পেয়ের চতুর্বিধ উপাদেয় খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া সুখে ভোজন করিতেছে, এবং লোম, কার্পাস, ও পট্ট বস্ত্র প্রভৃতি বিবিধ প্রকার বস্ত্র দ্বারা অপূর্ব্ব পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক কত শত রাজসভা ও উৎসবালয়কে শোভিত করিতেছে। বুদ্ধির অভাবে মনুষ্য সকল বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া পদব্রজে গমন না করিলে একস্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতে পারে না, সূর্য্যের উদয়াস্ত ব্যতীত অন্য কোন উপায় দ্বারা দিঙ নিরূপণ করিতে সক্ষম হয় না, এবং দিবা রাত্রের গণনা ভিন্ন অন্য কোন উপায় উদ্ভাবন করিয়া কাল নিরূপণ করিতে পারে না, এবং বুদ্ধি বলে অক্লেশে অপূর্ব্ব বাষ্পীয় যানারোহণে ক্ষণেক কালের মধ্যে বহুদূর গমন করিতেছে, তাড়িত বার্ত্তাবহ যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া নিমেষের মধ্যে মাস দ্বয়ের সংবাদ প্রাপ্ত হইতেছে দিগদর্শন যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া অপার সাগরের মধ্য দিয়া রজনীযোগে ও দিঙনির্ণয় পূর্ব্বক স্বীয় স্বীয় বাঞ্ছিত পথে গমনাগমন করিতেছে ঘটিকাযন্ত্রের সাহায্যে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে কাল বিভাগ করিতেছে। কেবল এক বুদ্ধি প্রভাবে মনুষ্য মধ্যে সুখ, সৌভাগ্যের, রীতি নীতির এমন ইতর বিশেষ দৃষ্ট হইতেছে, যে উহাদিগকে এক জাতীয় জীব বলিয়া স্বীকার করা কঠিন হইয়া উঠে। ফলতঃ যে দেশে যে রূপ বুদ্ধির বিমল জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হয় সে দেশে সেই রূপে লোকে সুখ সৌভাগ্য ভোগ করে। বুদ্ধি প্রসাদে এক্ষণে যে সকল দেশ মহত্ত্বের আস্পদ বলিয়া পরিগণিত হয়, বুদ্ধি অভাবে প্রাচীন কালে তদ্দেশীয় লোকে যে রূপ অসহ্য যাতনা ভোগ করিয়াছিল তাহা মনে করিলে মন একেবারে বিষাদ সমুদ্রে নিমগ্ন হয়। বুদ্ধি প্রভাবে অপর সাধারণ লোকে পরিষ্কৃত স্থানে বাস ও বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিতে যত যত্নশীল হইয়াছেন ততই তাহারদিগের সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু বৃদ্ধি পাইতেছে শারীরিক সুস্থতা ও চিরায়ুঃ প্রাপ্ত হইবার জন্য সর্ব্বদা বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করা এবং নির্ম্মল স্থানে বাস করা যে কত দূর পর্য্যন্ত কর্ত্তব্য তাহা অসামান্য জ্ঞানালোক সম্পন্ন মহাত্মারাই অবগত আছেন। ফলতঃ শারীরিক সুস্থতা সাধনের পক্ষে নির্ম্মল স্থানে বাস ও বিশুদ্ধ বায়ু সেবনের তুল্য মহোপায় আর কিছুই নাই। পরমেশ্বর জলকে জীবন ও

বায়ুকে আমাদিগের যথার্থ প্রাণ স্বরূপ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু ইহা কিপর্য্যন্ত দুঃখের বিষয় বলিতে হইবে যে বুদ্ধির অভাবে অবোধ মনুষ্যেরা জলকে মলিন করিয়া এবং বায়ু কে বিকৃত করিয়া আপনাদিগের নাশক করিয়া তুলিয়াছে। পরিশ্রম স্বীকার করিয়া বিদ্যা শিখিলে যে মনুষ্যের কিপর্য্যন্ত উপকার হইতে পারে তাহা বর্ণন করিয়া শেষ করা যায়না। পূর্ব্ব কালে মনুষ্যেরা বুদ্ধি বলে আপনার দুঃখ নিবৃত্তি করিয়া আসিয়াছে উত্তর কালেও যত বুদ্ধিবৃত্তির পরি চালনা হইতেছে ততই মানব জাতির দুঃখ নিবৃত্তি হইয়া সুখোৎপত্তি হইতেছে সন্দেহ নাই। অতএব যাহাতে প্রকৃত বুদ্ধির আলোচনার দ্বারা মনের অন্ধকার দূরীভূত হইয়া যায়, এমত বিষয়ে যত্নশীল হওয়া কর্ত্তব্য বুদ্ধিই মনুষ্যের সকল দুঃখ হরণের কারণ, এবং বুদ্ধি প্রসাদে মনুষ্য সকল সম্পদ লাভ করিতে সমর্থ হয়। যে ভাগ্যবান ব্যক্তি সর্ব্বতোভাবে আপনার বুদ্ধি বৃত্তিকে পরিচালিত করিয়া সর্ব্বাগ্রগণ্য হয়েন তাহারই মনুষ্য দেহ ধারণ করা সার্থক, এবং মনুষ্য জাতির মধ্যে সেই ব্যক্তিই যথার্থ মহৎ ও প্রকৃত পূজনীয়। আরও লোকে সচরাচর কহিয়া থাকেন। যথা।

বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য
অবোধস্য কুতো বলং।
পশ্য সিংহোমদোন্মত্তঃ
শশকেন নিপাতিতঃ॥

বুদ্ধিমান ব্যক্তিই বলবান, তাহার এক বিলক্ষণ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, দেখ সিংহ বিষম বিক্রমশালী হইলেও শশক স্বীয় বুদ্ধি কৌশলে অক্লেশে তাহাকে বিনাশ করিল। অতএব বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে জগদীশ্বরের এই দৃশ্যমান সংসারে বুদ্ধি যে অশেষ হিত কারিণী ও সর্ব্বাপেক্ষা প্রধানা ইহা চক্ষুকর্ণ বিশিষ্ট ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন।

নীতিশাস্ত্রের ফল কি।

যে সমস্ত সদ্গুণ সম্পন্ন সাধু মনুষ্যদিগের মন, কোন মতেই পাপ পঙ্কে লিপ্ত হইবার সম্ভাবনা থাকেনা, যাঁহারা শৈশব বধি অত্যাচার জনিত বিষদূষিত ফলের বিষয় অবগত হইয়া আসিতেছেন, এবং যাঁহারা অধর্ম্ম রূপ অস্পৃশ্য পঙ্ক হইতে পৃথক করিবার জন্য স্বয়ং বহু জনকে সদুপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন, তাঁহারাই যৎকিঞ্চিৎ নীতি শাস্ত্রানুশীলনের ফল বর্ণনা করিতে পারেন। অশ্লীল রসপূর্ণ গ্রন্থের অনুশীলন, যেমন গুরুতর অমঙ্গলের প্রবল কারণ নীতিশাস্ত্রানুশীলন, সেইরূপ অসীম সুখ সৌভাগ্যের অসম্ভাবী সদুপায়॥ প্রথমতঃ। নীতিশাস্ত্রানুশীলনে অনুরাগী হইলে সামান্যগুণবিশিষ্ট ব্যক্তি অপেক্ষা সমধিক

শিষ্ট,ও বিনীতহওয়ার। আরবাক্যের সার যেমন সত্য, অর্থের সার যেমন সৎপাত্রে নিক্ষেপ, মনষ্য দেহের সারতেমনিশিষ্ট ও নম্র হওয়া,যাঁহারা অবনীমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়া শিষ্ট শান্ত না হয়েন তাঁহাদিগের জন্ম গ্রহণ করা কেবল বঞ্চনামাত্র। নীতি বিদ্যা ব্যতিরেকে আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তির মার্জ্জনা এবং বিবেচনা শক্তির বৃদ্ধি হয় না। বিবেচনা সহকারে সমুদায় কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনষ্ঠান করিবার বাসনা থাকিলে নীতি শিক্ষায়যত্নশীল হওয়া আবশ্যক, যেহেতুক জ্ঞানালোক ব্যতিরেকে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বোধ হয় না। কিসে আমাদিগের জ্ঞানালোক বৃদ্ধি হইতেপারে এই বিষয়ের পর্য্যালোচনায়প্রবৃত্ত হইলে প্রথমতঃ ইহাই বিবেনা করা কর্ত্তব্য, যে নানা বিষযের তত্ত্বানুসন্ধান, দৃষ্ট, অথবা শ্রুত বিষয়েরসঙ্গতা সঙ্গতি বিবেচনা করিয়া অসঙ্গত অংশের পরিত্যাগ এবং সঙ্গত অংশের গ্রহণ, প্রাচীন এবং নব্য গ্রন্থকার দিগের গ্রন্থ অধ্যয়ন এবং এই সকল গ্রন্থের দোষ গুণ অনু সন্ধান ইত্যাদি কার্য্য দ্বারা আমাদিগের জ্ঞানালোক ক্রমশ পৌর্ণমাসীর পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে থাকে। কোন কোন ব্যক্তি এতাদৃশ জ্ঞানহীন যে তাহারা যাবতীয় বিষয়ে নিতান্ত অনভিজ্ঞ। কিন্তু ইহা বড় দুঃখের বিষয় যে তাহারা একবারও মনো মধ্যে দুঃখ করে না। যে এই দুর্ল্লভ মানব দেহ ধারণ করিয়া পৃথিবীস্থ সমস্ত বস্তুর অণুমাত্র অনুসন্ধানে অক্ষম হইলাম। যাহা হউক এই জগন্মণ্ডলে যিনি জড়পিণ্ডের ন্যায় নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকেন তিনি মনুষ্য চর্ম্মাবৃত চতুষ্পদ পশু তাহার সন্দেহ নাই।

ফলতঃ নীতি শিক্ষা করিলে মনুষ্যের অন্তঃকরণের রূঢ়তা ও অসভ্যতা দূরীকৃত হয়। যদ্রূপ বিদ্বান ব্যক্তিদিগকে সর্ব্বদা বিনীত ও নম্র দেখিতে পাওয়া যায় বৃক্ষকে পুষ্পফল ভরে ভূমিতলে অবনত দেখিতে পাওয়া যায় তদ্রূপ নীতিশাস্ত্র পারদর্শী ব্যক্তি দিগকে সদা সমধিক শিষ্ট ও সহাস্য বদন অবলোকন করি। যিনি সৎপথ পরিত্যাগকরিয়া কুপথে পদার্পণ করেন, তাঁহাকে পরিশেষে যে কিপর্য্যন্ত দুঃখভাগী ও অধোগামী হইতে হয়তাহা একাননেব্যাখ্যা করা দুঃসাধ্য। অন্যের অভিপ্রায়ানুরূপ কর্ম্ম করা উচিত বটে, কিন্তু অন্যে সন্তুষ্ট হইবে বলিয়া চাটকারের ন্যায় মনোরঞ্জক বাক্য বিন্যাস করা কাহার উচিত নহে নীতি শাস্ত্রানুশীলনে মন দয়ারসে আর্দ্র হইতে থাকে, কোন ব্যক্তিকে বিপদাপন্ন দেখিলে সাধ্যানুসারে তাহাকে সেই বিপদহইতে মক্ত করিবার জন্য চিত্তউৎসুকও সাতিশয় সমুৎসুক হয়, যদ্যপি তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে না পার

য়ায় তাহা হইলে মনোমধ্যে যে কী দৃশ দুঃখের সঞ্চার হয় তাহা বাকপথাতীত ও অনির্ব্বচনীয়। অতএব বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে যে নীতি শাস্ত্রে নুশীলনে তৎপর হওয়া মনুষ্য মাত্রেরই কর্ত্তব্য।

বিশ্ববিধাতা বিশ্বম্ভরের আদেশের বশবর্ত্তী না হইয়া কিপর্য্যন্ত দুষ্কর্ম্ম নাকরিতেছ এবং আপন দোষে চিরকাল কষ্ট ভোগ করিতেছ। অতএব তোমরা একাগ্র চিত্ত হইয়া করুণা নিধি পরমোপকারী জগদীশ্বরের আজ্ঞা প্রতি পালনে তৎপর হয়, তাহা হইলে তোমরা নিঃসন্দেহসুখ স্বচ্ছন্দে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হইবে সন্দেহ নাই॥

জীবনের সাফল্য।

চিরজীবী হইয়া সুখ স্বচ্ছন্দে কাল যাপন করিতে সকলেই বাসনা করেন। জীবনের অল্পতা জন্য অতিশয় দুঃখিত না হয়েন পৃথিবী মধ্যে প্রায় এই রূপ মনুষ্য দৃষ্ট হয় না। কিন্তু ইহা অতিশয় আশ্চর্য্যের বিষয় বলিতে হইবেক যে প্রিয় জীবনের পলার্দ্ধ মাত্রন্যূনতা কোন মতেই মনুষ্যের সহ্য হয় ন, অনেকে সেই প্রিয়তম জীবন কে স্বহস্তে অবলীলা ক্রমে ধ্বংশ করিয়া কিছু মাত্রদুঃখকরেন না। যদি কোনব্যক্তির আয়ুকে ত্রিশভাগে বিভক্তকরা যায়, তাহা হইলে বিলক্ষণ বোধ হয় যে সেই আয়ুর ঊনত্রিশ ভাগ নিরর্থক গত হইয়াছে। নিদ্রায় এ আলশ্যে কালক্ষেপকরা যেমন ন্যায় বিরুদ্ধকার্য্য, মন্দকর্ম্ম ও কদর্য্যলাপদ্বারা কালক্ষেপণ করা তদপেক্ষা সমধিক অনিষ্টকর। আমাদিগের জীবন সুধাপূরিত গৃহের স্বরূপ, অতএব এই সুধাপূর্ণ গৃহকে সৎকর্ম্মরূপ রত্ন শ্রেণীতে সুশোভিত না করিয়া কুকর্ম্মরূপ পঙ্কদ্বারা মলিন করা বুদ্ধিশক্তি বিশিষ্ট জীবের কদাচউচিত নহে। বিশ্ববান্ধব এমত আশ্চর্য্য কৌশলে নির্ম্মাণ করিয়াছেন, যে কোন রূপে আমাদিগের যৎকিঞ্চিৎ কালবৃথা যাইতে পারে না। অবনীমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়া অর্থরূপ জল দানে দুঃখীব্যক্তির দুঃখানল শান্তি করা অজ্ঞানাচ্ছন্ন মূঢ়ব্যক্তির প্রতি সদুপদেশ প্রদান করা, বিপগ্রস্ত ব্যক্তিকে বিপদ হইতে মুক্তকরা, মানীব্যক্তির প্রতি যথোচিত সমাদর করা ক্রোধান্বের ক্রোধানল নির্ব্বাণ করা, যেমন মনুষ্য জাতির নিত্য কর্ত্তব্য। সেইরূপ আপনার জীবনকে নির্দ্দোষে অতিবাহিত করা অবশ্য কর্ত্তব্য তাহার সন্দেহনাই কর্ম্মশ্রম হইতে বিরক্ত হইয়া ন্যায়ানুগত আমোদ প্রমোদে কালক্ষেপ নিতান্ত আবশ্যক। অতএব অবকাশের সময়ে মনোহর তানলয় বিশুদ্ধ স্বর সংযোগ বর্ত্তী সংগীতের মধুরালাপ শ্রবণে কর্ণযুগলকে চরিতার্থ করিবেক। সঙ্গীতের অনুপম

আনন্দ দায়ক রসভোগ করা অপেক্ষা নির্দ্দোষ আমোদ আর কিছুই নাই। সুশীতল বারি পূর্ণ সরে বর তটে বিচিত্র সুগন্ধি পুষ্প শোভিত মনোহর কাননে বন্ধুজনের সহিত ভ্রমণ করা অপেক্ষা আর কি সুখ দায়ক আছে। জনসমাজে যিনি অবস্থিতি করিয়া অবিরত কর্ম্ম শ্রম হইতে বিরত হইয়া উল্লিখিত স্থানে পরিভ্রমণ করিয়াছেন তিনি বিলক্ষণ সব অবগত আছেন। অসদুপায় দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিয়া ধর্ম্ম কর্ম্ম করা কোন কালেই সঙ্গত বোধ হয় না। কিন্তু অনেকে মনে করিয়া থাকেন যে কুকর্ম্ম দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিয়া সৎকর্ম্ম করিলে কখনই পাপ পঙ্কেমগ্ন হইতে হয় না এইটী মনে করিয়া এতাদৃশ অসদ্ব্যবসায় অবলম্বন করা কোন মতেই উচিত নহে। যাহাহউক এক্ষণে বিলক্ষণ জ্ঞান হইতেছে এই সকল বিবেচনা করিয়া যিনি জীবন ক্ষেপকরেন তিনিই জীবনের যথার্থ সাফল্য লাভ করেন।

রাজাকৃষ্ণচন্দ্ররায়ের জীবন চরিত্র।

কিয়ৎ কালানন্তর ভবানন্তর রায় মজুমদারের তিনটী সন্তান হইল। রায় মজুমদার কুমারদিগের সুকুমার সহাস্য মখচন্দ্র অবলোকনে আপনাকে চরিতার্থ ও কৃতার্থ মন্য বোধ করিয়া মহাবমারোহ পূর্ব্বক যথাবিধি অন্নপ্রাশন-সংস্কার সম্পাদন করিয়া জ্যেষ্ঠের নাম গোপাল, মধ্যমের নাম গোবিন্দ ও সর্ব্বকনিষ্ঠর নাম শ্রীকৃষ্ণ রাখিলেন। এইরূপে কিয়দ্দিবস অতীত হইলে রায়মজুমদার পুত্রদিগকে বিবাহযোগ্য দেখিয়া তাহাদিগর পরিণয় সংস্কার নির্ব্বাহ করিবার জন্য দেশে দেশে ঘটকদিগকে প্রেরণ করিলেন। এব সর্ব্বলক্ষণ-সম্পন্না পরম-রূপবতী পাত্রী স্থির করিয়াপুত্রগণের বিবাহ স স্কার সম্পন্ন করিলেন কাল ক্রমে গোপাল রায়ের এক পুত্র জন্মিল.। ভবানন্দ রায় পৌত্রের মুখ কমল সন্দর্শন করিয়া মনেং বিবেচনা করিলেন, এই সন্তান জগতমান্য ও সকলের পূজনীয় হইবে এই স্থির করিয়া পৌত্রের অধ্যায়নের নিমত্ত এক সুশিক্ষিত শিক্ষক নিযুক্ত করিলেন,। পৌত্রও মনোনিবেশ পূর্ব্বক অধ্যায়ন করিয়া স্বল্পকাল মধ্যেই সর্ব্ব শাস্ত্রে পারদর্শী হইলেন।

মহাভারড।

গরুড়ের জন্ম।

গরুড এই কথা শ্রবণ করিয়া প্রফুল্ল ব মনে মাতৃ সন্নিধানে কৃতাঞ্জলি পটে নিবেদন করিল। জননি আপনি মনোমধ্যে কোন ভাবনা করিবেন না। আমি অমৃত আনিয়া আপনাকে দাসীত্ব শৃঙ্খল হই তে মোচন করিব। এক্ষণে ক্ষুধায় অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছি কৃপা করিয়া আমাকে কিঞ্চিৎ আহার প্রদান কর। জননী পুত্রের এইরূপ কাতর বচন শ্রবণে বলিলেন বৎস আমার নিকট এমন কিছু খাদ্য দ্রব্য নাই যদ্দারা তোমার ক্ষুধা নিবৃত্তি

ও পরিতৃপ্ত হয়। তুমি শীঘ্র ঐ সমুদ্র তীরে গমন কর সেস্থানে প্রস্থান করিলে অনায়াসে পরমপরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করিতে পারিবে সন্দেহ নাই। কিন্তু বাপ একটী কথা বলি মনোভিনিবেশপূর্ব্বক শ্রবণ কর। উহাদিগের মধ্যে এক পরম ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ বাস করেন, দেখ, ক্ষুধায় হিতাহিত বিবেচনা শূন্য হইয়া যেন তাঁহাকে বিনাশ কর না। শাস্ত্রে ইহার অনেক বিভীষিকা প্রদর্শিত আছে। যে বিষম বিষানল প্রদীপ্ত কালভুজঙ্গে দংশন করিলে বরং আরোগ্য হওয়া সম্ভব, কিন্তু ব্রহ্মকোপানল হইতে রক্ষা পাইবার আর উপায়ান্তর নাই। গরুড় মাতৃবাক্য শ্রবণে সাতিশয় শঙ্কিত হইয়া বিনীত বচনে কহিল, জননি, তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া আমি কি প্রকারে জানিতে পারিব অবিলম্বে ইহার উপায় আমাকে বলিয়া দেও। বৎস, যৎকালে তুমি তাঁহাকে ভক্ষণ করিবে তোমার গলদেশাবধি কুক্ষি পর্য্যন্ত প্রজ্জ্বলিত অগ্নি শিখার ন্যায় জ্বলিতে থাকিবেক, আর বিলম্ব করিবার কোন প্রয়োজন নাই। আশীর্ব্বাদ করি জগদীশ্বর তোমাকে চিরজীবী ও নিরাপদ করুন। তোমার বাহুবলে ইন্দ্র প্রভৃতি সমস্ত দেবগণ অবশ্যই পরাজিত হইবেন এক্ষণে তুমি নিঃশঙ্কে ও নিরুদ্বেগে গমন কর, গরুড় মাতার চরণকমলে প্রণাম করিয়া পবনবেগে আকাশ মণ্ডলে গমন করিতে লাগিল। পক্ষের বায়ুভরে প্রলয় জলধির ন্যায় সসাগরা সপ্তদ্বীপা পৃথিবী কম্পিতা হইতে লাগিল, কত শত উচ্চ পর্ব্বতের শৃঙ্গ সকল গগণমণ্ডলে তুলারাশির ন্যায় উৎক্ষিপ্ত হইয়া অবনীমণ্ডলে পড়িতে লাগিল। এই রূপে পক্ষযুগল বিস্তার করিয়া কিয়দ্দূরে গমন করিলে সম্মুখে এক নগরী নিরীক্ষণ করিয়া নিশ্বাসবায়ু সহকারে তাহাকে গ্রাস করিল। এবং ইহার মধ্যে এক জন ব্রাহ্মণ ছিলেন একারণ গরুড়ের উদর জ্বলিতে লাগিল, তখন মাতৃবাক্য গরুড়ের স্মৃতি পথে অতিথ হওয়াতে গরুড় উচ্চৈঃস্বরে বলিল, ব্রাহ্মণ তুমি আমার উদর হইতে শীঘ্র নিঃসৃত হও নচেৎ অবিলম্বে ভস্মসাৎ হইবে। ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ কহিলেন, আমি কি রূপে তোমার উদর হইতে নির্গত হইতে পারি তুমি আমার প্রাণাধিকা প্রেয়সীকে ভক্ষণ করিয়াছ তদ্বিরহে আমি উন্মত্ত প্রায় হইয়াছি যদ্যপি তাহাকে প্রত্যার্পণ কর তবে আমি তোমার উদর হইতে নির্গত হইতে পারি নচেৎ আমার জীবন ধারণের কোন ফল নাই। ব্রাহ্মণের বিলাপ বাক্য শ্রবণ করিয়া গরুড় কহিল ব্রাহ্মণ তোমার প্রণয়িনী আমার বধ্য নহেন তুমি স্বীয় ভার্য্যার সহিত আমার উদর হইতে নিঃসৃত হও। ব্রাহ্মণ হৃষ্ট চিত্তে তৎক্ষণাৎ সহ ধর্ম্মিণীর সহিত কুক্ষি মধ্য হইতে বহির্গত হইলেন।

ক্ষুধায় অতিশয় ব্যাকুল হইয়া ইতস্ততঃ আহার অন্বেষণ করিতেং গমন করিতে লাগিলেন, যে এমত সময়ে পথি মধ্যে কশ্যপ মুনির সহিত সাক্ষাৎ হইল কশ্যপ গরুড়কে দেখিয়া হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিয়া কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। গরুড় সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া প্রত্যুত্তর করিল মহাশয় কুশলসংবাদ আর কি বলিব ক্ষুধায় নিরন্তর অন্তরদাহ হইতেছে, ক্ষুধা পরবশ হইয়া আমি বিবেক শক্তি, বুদ্ধি শক্তি, ও জ্ঞান

শক্তি, প্রভৃতি সমস্ত লোক মান্য সদ্গুণ রাশি জলাঞ্জলি দিয়াছি। অগ্রে এমন কোন উপায় বলিয়া দিন যদ্দ্বারা আমার ক্ষুধা শান্তি হয়। তখন কশ্যপ কহিলেন বিশ্বাবসু ও সুপ্রতীক নামে দুই ব্যক্তি প্রচুর ধনশালী এক মুনি কুমার ছিলেন। তাঁহাদিগের পিতা লোকান্তর প্রাপ্ত হইলেপর অনর্থের মূল অর্থ নিমিত্ত পরস্পর ঘোরতর বিসম্বাদ উপস্থিত হইল। জ্যেষ্ঠ অতি ন্যায় পরায়ণ ছিলেন, এজন্য কনিষ্ঠকে বিভাগানুসারে পিতৃ সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ দিলেন। তথাপি কনিষ্ঠ শক্র বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনশ্চ বিবাদ করিতে মানস করিলে, জ্যেষ্ঠ অতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার প্রতি অভিশাপ দিলেন তুমি শক্র বাক্য যথার্থ মনে করিয়া আমার সহিত যেমন অকারণে কলহ করিলে, অরণ্যচারী গজ হইয়া সেইরূপ ইহার সমুচিত শাস্তি ভোগ কর। কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠ সহোদরের এইরূপ নিষ্ঠুর বচন শ্রবণ করিয়া বলিলেন তুমি জ্যেষ্ঠ হইয়া যখন এমন নিষ্ঠুর বাক্য আমার প্রতি প্রয়োগ করিলে তবে আমিও তোমাকে বলিতেছি যে তুমি বৃহদাকার কচ্ছপ হইয়া জল মধ্যে অবস্থিতি কর। এইরূপে উভয়ের প্রতি অভিশম্পাত করাতে কনিষ্ঠ পর্ব্বতাকার হস্তী হইয়া বনে ভ্রমণ করিতে লাগিল, জ্যেষ্ঠও তৎক্ষণাৎ কচ্ছপ হইয়া জলে অবস্থিতি করিতে লাগিল। দৈবযোগে ঐ হস্তী এক দিবস পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া জলপানাভিলাষে সরোবরে অবতীর্ণ হইলে কচ্ছপ প্রবল বেগে ধাবমান হইয়া গজের উপর আক্রমণ করিয়া পড়িল। এবং উভয়ের পরাক্রম সমান হওয়াতে কেহ কাহাকে বিনাশ করিতে নাপারিয়া অদ্যাবধি দেবগণ বিস্ময় কারক ঘোরতর সংগ্রাম করিতেছে। অতএব তুমি তথায় যাইয়া উভয়কে ভক্ষণ কর, তাহা হইলে তোমার অনায়াসে ক্ষুধা নিবৃত্তি হইবে।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

রামায়ণ।

অথ কাণ্ডর মুনির অস্থি গঙ্গায় পতনে বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের শেষ।

অনন্তর ভগীরথ কৃতাঞ্জলিপুটে স্তব করিতে লাগিলেন। তুমি বিষ্ণু তুমি ব্রহ্মা তুমি ত্রিলোচন, তোমার অপার মহিমা বর্ণন করিয়া শেষ করে এমত ব্যক্তি কে আছে। সগর-রাজার ষষ্টি সহস্র পুত্র কপিলের দারুণ কোপানলে ভস্মময় হইয়াছে। তোমার উদর হইতে গঙ্গা অবতীর্ণ হইয়াছেন, অতএব হে জগদীশ, কিরূপে আমার পূর্ব্বপুরুষেরা মুক্ত হইবেন আমি কিছুই তাহার স্থির করিতে পারিতেছি না, আপনি অধীনের প্রতি কোপ পরিত্যাগ করিয়া সানুগ্রহ হউন জহ্নু মুনি ভগীরথের এতাদৃশ কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া কোপ পরিহার পূর্ব্বক মনে মনে বিবেচনা করিলেন যদ্যপি আমি গঙ্গাকে মুখমণ্ডল হইতে বহিষ্কৃত করি তাহা হইলে লোকে উচ্ছিষ্ট বলিয়া মনে করিবেক, এই ভাবিয়া স্বীয় দক্ষিণ জানু বিদীর্ণ করিয়া তন্মধ্য হইতে গঙ্গাকে বহিষ্কৃত করিলেন। গঙ্গাদেবী কিয়ৎকাল জহ্নু মুনির উদরে ছিলেন বলিয়া ত্রিভুবনে জাহ্নবী নামে বিখ্যাতা হইলেন। গঙ্গাদেবী যে স্থানে শাপ ভ্রষ্টা হইয়াছিলেন, সেই স্থান দিয়া উত্তর বাহিনী হইলেন। অতি পূর্ব্বকালে কাণ্ডর নামে এক মুনি

ছিলেন। তাহার তুল্য পাপী ত্রিভুবনে নয়ন গোচর হয় না, তিনি জন্মাবধি বেশ্যার সেবায় নিযুক্ত ছিলেন, এবং ঐ বেশ্যার বশীভূত হইয়া অকার্য্য কার্য্য সকল অনায়াসে সম্পন্ন করিতেন, দৈবাৎক্রমে তিনি এক দিবস কাষ্ঠ আহরণার্থে নিবীড় অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করাতে ব্যাঘ্রের করালকবলে নিপতিত হইলেন। এমত সময়ে দুর্দ্দান্ত যমদূত উপস্থিত হইয়া তাহাকে দুর্ভেদ্য শৃঙ্খলে গাঢ়রূপে নিবদ্ধ করিয়া শমন ভবনে লইয়া গেল ব্যাঘ্র পরিতৃপ্ত হইয়া উক্ত দ্বিজাতা মুনির সমস্ত শোণিত ও মাংস ভক্ষণ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল। এবং অস্থি সকল সেই স্থানে রহিল। এই রূপে কিয়দ্দিবস অতীত হইলে এক কাক ঐ মুনির অস্থি স্বীয় চঞ্চুপুট সংস্থাপন করিয়া উড্ডীয়মান হইল, ইহা দেখিয়া শৃগাল তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল কাক শৃগালের ভয়ে ঐ অস্থি স্বীয় চঞ্চুপুট হইতে গঙ্গা নীরে নিক্ষেপ করিল অস্থি গাঙ্গা জলে পড়িবামাত্র অনাথনাথ বৈকুণ্ঠ স্বামী যমদূতদিগকে প্রহারকরিয়া মুনিকে আপন ভবনে আনিলেন। যমদূত সকল ক্রন্দন করিতে করিতে যমের নিকট উপস্থিত হইয়া বিনীত বচনে জিজ্ঞাসা করিল।

হে প্রভো অদ্য আমরা অত্যন্ত লজ্জা পাইয়াছি, অতএব এককর্ম্ম আর আমরা করিব না। কাণ্ডর নামেতে এক মুনি চির কাল দুষ্কর্ম্ম করিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছে। হরি তাহাকে কিগুণে বৈকুণ্ঠ ধামে আনিলেন। এই কথা শুনিয়া যম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন, এবং তথায় যাইয়া ক্রন্দন করিতে২ প্রভুর চরণ কমল ধারণ করিয়া কহিতে লাগিলেন। হে ভূতভাবন, ত্রিলোকীনাথ, পাপি লোকের উপর দণ্ড বিধান করিবার আমার অধিকার আছে, অদ্য আপনি তদুপরি দণ্ডধারী হইলেন। অতএব আমি স্বীয় অধিকার পরিত্যাগ করিলাম। কাণ্ডর মুনি অতিশয় দুষ্ক্রিয়াসক্ত ছিল ইহা ত্রিভুবনস্থ সমস্ত ব্যক্তিই অবগত আছে আপনি কি গুণে তাহাকে বৈকুণ্ঠে আনিলেন। জগদীশ্বর যমের বাক্য শ্রবণ করিয়া সহাস্য বদনে কহিলেন। যখন গঙ্গাদেবী ভূমণ্ডলে অবতীর্ণা হইয়াছেন, তখন তাহার পাপরাশি একবারেই নিঃশেষিত হইয়াছে। হে ধর্ম্মরাজ তুমি মনোনিবেশ পূর্ব্বক গঙ্গার মহিমা শ্রবণ কর, যতদূর পর্য্যন্ত গঙ্গার বায়ু গমনাগমন করিবেক ততদূর পর্য্যন্ত তোমার অধিকার নাই যেব্যক্তি গঙ্গাতীরে অবস্থিতি করে, ও গঙ্গার জলপান করে সেব্যক্তি আমার সমান ইহাতে সন্দেহ নাই। অতএব তুমি শীঘ্র যাইয়া তোমার দূতদিগকে নিষেধ কর, যে যেপর্য্যন্ত গঙ্গা সমীরণ প্রবাহিত হইতে থাকিবেক সে পর্য্যন্ত কদাচ যেন গমন না করে।

কমলনাথের বদন কমল নিঃসৃত এই রূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া যম অতিশয় ভীত ও কম্পিত কলেবর হইয়া স্বভবনে গমন করিলেন।

অথ সগরবংশ উদ্ধার।

গঙ্গা দেবী কাণ্ডর মুনিকে মুক্তি পদ প্রদান করিয়া গৌড়ের সমীপে উপস্থিত হইলেন। এমত সময়ে পদ্মনামে এক মুনি পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিতেছিলেন, গঙ্গা তাহাকে ভগীরথ জ্ঞান করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগি

লেন, ইহা দেখিয়া ভগীরথ কৃতাঞ্জলি পুটে নিবেদন করিল। মাতঃ পূর্ব্ব দিকে গমন করিলে কিরূপে আমার পূর্ব্ব পুরুষেরা মুক্ত হইবেন। এই কথা শ্রবণ করিয়া গঙ্গা দেবী পদ্মমুনিকে শাপ দিলেন। দেখ তুমি যেমন কর্ম্ম করিয়াছ তদনুরূপ ফল ভোগকর, তুমি চিরকাল নরকে বাস কর তোমার কদাচ মুক্তি হইবেনা। এই রূপে শাপ দিয়া গঙ্গা ভগীরথের পশ্চাৎগামিনী হইলেন। দেবগণ গঙ্গার সুবিমল সলিল সন্দর্শনে শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। যে ব্যক্তি নিবিষ্ট মনা হইয়া গঙ্গাজলে স্নান করে সেব্যক্তি দশ সহস্র বৎসর স্বর্গ লোকে বাস করে তাহার পুণ্যের সীমা থাকেনা। ইন্দ্রদেব গঙ্গাকে ভগীরথ প্রবর্ত্তিনী নয়ন গোচর করিয়া যেস্থানে স্নান করিয়া ছিলেন অদ্যাপি তাহার নাম ইন্দ্রতীর্থ বলিয়া বিখ্যাত আছে। ইন্দ্রেশ্বর তীর্থে যে ব্যক্তি স্নান করে তাহার আর জন্ম হয়না সে ব্যক্তি অনাময় ব্রহ্ম লোক প্রাপ্ত হয় তাহার সন্দেহ নাই। এইরূপে ক্রমে ক্রমে গঙ্গা দেবী নবদ্বীপে উপস্থিতা হইলেন সপ্তদ্বীপের মধ্যে নবদ্বীপ অতিউৎকৃষ্ট স্থান তথায় গঙ্গা এক দিবস অবস্থিতি করিলেন। এবং সেস্থান হইতে গঙ্গা সপ্ত গ্রামে উত্তীর্ণ হইলেন, সপ্তগ্রাম প্রয়াগ সমান এক মুখে মাহাত্ম্য বর্ণন করা যায় না। এই প্রকারে দুই চারি দিবস অতীত গঙ্গা ভগীরথকে জিজ্ঞাসা করিলেন বাপ্‌ ভগীরথ তোমার জন্মভূমি কত দূরে আছে তোমার সহিত প্রায় এক বৎসর ভ্রমণ করিতেছি কিন্তু ভস্মময় সগর সন্ততি যে কোথায় আছে তাহার কিছু মাত্র অনুসন্ধান করিতে পারিতেছিনা, ভগীরথ এই কথা শ্রবণ করিয়া উত্তর করিলেন।

ক্রমশঃ প্রকাশ।

আরব্য উপাক্ষণ।

গর্দ্দভ, বলীবর্দ্দ ও কৃষকের কথা।

দুজনের অবস্থার করিলে তুলনা।
তোমা হতে শতগুণ পেতেছি যাতনা॥
যদ্রূপ সুখেতে তুমি থাক দিবানিশী।
তদ্রূপ দুঃখ সাগরে সদা আমি ভাসি॥
নিরন্তর অন্তর কাতর শোকানলে।
মনে করি প্রাণত্যাজি জলধির জলে॥
নাহতে যামিনী শেষ যত ভৃত্যগণ।
লাঙ্গলেতে ধরে আমায় করয়ে বন্ধন॥
যদ্যপি শ্রান্ত হয়ে চলিতে না পারি।
ভৃত্যগণ কশাঘাত করে মমোপরি॥
কথায় কি কাজ আছে দেখ স্বনয়নে।
স্কন্ধচর্ম্ম কিলাঙ্কিত হল আকর্ষণে॥
এইরূপে শ্রম করি রজনী অবধি।
হারাই আহারাভাবে প্রাণ রূপ নিধি॥
এত ব্যতীত আরও অন্য ক্লেশ আছে।
মন দিয়া শুন আমি বলি তোর কাছে॥
কুৎসিত দ্রব্য যত ভক্ষণ করিয়ে।
আপন বিষ্ঠায় থাকি শয়ন করিয়ে॥
দুই জনে এক গৃহে করি অবস্থিতি।
উভয়ের অবস্থার তারতম্য অতি॥
করিতেছ পরম সুখেতে কাল ক্ষয়।
দেখিয়ে তব সুখ কি প্রাণে সহ্য হয়॥
বৃষভের বাক্য শুনি গর্দ্দভ কহিল।
সব লোকে কয় তোরে বিষম পাগল॥
বোধ করি একলক্ষ সত্যাই হইবে।
প্রকাশ হতেছে তব আপন স্বভাবে।
তুমি অতি মূঢমতি জ্ঞান বুদ্ধি হীন।
পর মতে হয়ে বশ চল চির দিন॥
অসহ্য যাতনা বৃদ্ধ করিতে ছেদন।
অদ্যাপি উপায় তাসি না কর ধারণ॥

গৃহস্থের তবুপরি এত অনাদর।
তথাপিও নিশ্চিন্ত হয়ে থাক নিরন্তর॥
সবল শরীর তব অতি সুবিমল।
অন্যের সুখের আশে হয়েছে বিকল॥
গৃহস্থের যত্ন দেখি তোমারি উপরে।
সতত ব্যাকুল থাকি অন্তর বিদরে॥
স্বীয় সুখে গৃহীগণ মত্ত অতিশয়।
বারেক না ভাবে তব দুঃখের বিষয়॥
এখন বিষাদ আর কর কেন বৃথা।
মনোযোগী হয়ে শুন মম হিত কথা॥
অসংখ্য অকূল সিন্ধু যাতনা তরঙ্গ।
বহিছে হুতাশ বায় অধর্ম্ম ভুজঙ্গ।
সাহসী হইয়ে তুমি ধৈর্য্য ধর মনে।
উপদেশ বলীবর্দ্দ শুন তুমি কাণে॥
তাহা হলে দুঃখ মুক্তি হবে সুখোদয়॥
গৃহস্থের নিষ্ঠুরতা পাইবে হে ক্ষয়॥
তোমাকে একটা আমি কথা জিজ্ঞাসিব।
তাহা হইলে সমুচিত নিতে পারিব॥
ভোজ্য বস্তু ভৃত্যেরা যখন আনি রাখে।
কিরূপ আচার কর তাদের সম্মুখে॥
তখন বিশাল শৃঙ্গ বারেক ঘুরিয়ে।
কদর্য্য সামগ্রী কেন না দেও ফেলিয়ে॥

ক্রমশঃ প্রকাশ.

গোলেবেসেনুয়ার।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের শেষ।

দেলারাম সহচরীর এতাদৃশ বিনীত বচন কর্ণগোচর করিয়া তুর্ক রাজকুমার মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। এই প্রিয় সখী সহবাস রূপ সুখ সম্ভোগ লালসায় মদীয় প্রেম পাশে আবদ্ধ হইয়াছে। ইহাঁর নিকটে মনোবেদনা প্রকাশ করিলে আমার কোন অপচয় হইবার সম্ভাবনা নাই। ইতি বিবেচনায় এলমাছরুবকুস সেই প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণী সীমন্তিনীকে পিকলজ্জিত স্বরে কহিলেন হে নীল নীরজ নয়নি। আমি কি কারণে দারুণ দুঃখ সহ্য করিয়া এই সুরম্য স্থানে আগমন করিয়াছি তাহা মনোযোগ পূর্ব্বক কর্ণপাত কর। আমি তুর্কাধিপতি মহারাজ সমসাদ লালপোষের সর্ব্ব কনিষ্ঠ সুতা লোচনানন্দদায়িনী ধরণী ধন্যা চীন রাজনন্দিনীর নিরতিশয় রূপ লাবন্য মাধুরী শ্রবণ করিয়া চমকিত ও বিমোহিত হইয়া আমি স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমীচীন চীনরাজ্যে আসিয়াছি। ফলতঃ আমি তদীয় লোকাতীত সৌন্দর্য্য সমীক্ষণ করিয়া পরিনয়োন্মত্ত হইয়াছি। পরন্তু অশেষ রূপশালী রাজতনয় তাঁহার কন্দর্পদর্পদমন রূপমাধুর্য্য আকর্ণনা করিয়া বিবাহাভিলাষে নিজ নিজ চিত্তহর রাজ্য পরিহার পুরঃসর এই সুন্দর স্থলে আসিয়া গোলেবেসেনুয়ার বৃত্তান্তের যথার্থ উত্তর প্রদান না করিবায় তরুণ বয়সে ক্রুর অরুণাঙ্গজের ভয়ানক হস্তে অমূল্য জীবন ধন অর্পণ করিয়াছেন। যদি তুমি করুণা কটাক্ষ ঈক্ষণ করিয়া আমাকে তদ্বিবরণ আনুপুর্ব্বিক উল্লেখ কর তাহা হইলে আমি চিরকালের নিমিত্ত বাধিত হই। ইহা শ্রবণ করিয়া সঙ্গিনী রাজনন্দনকে কহিতে লাগিল। হে হৃদয়াধিক প্রাণবল্লভ অনেক নৃপকুমার সেই জটিল প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রদানে পরাঙ্মুখ হইয়া শমন ভবনে গমন করিয়াছেন। আমি সরলা অবলা হইয়া কি প্রকারে তদ্বিষয় অবগত হইব। কিন্তু এই মাত্র গোলেবেসেনুয়ার বিবরণ জ্ঞাত আছি যে এক নিশাচর ওকাফ নগর হইতে আসিয়া মনোমোহিনী রতি তুল্য চীন রাজকুমারীর আশ্রিত হইয়াছে। সেই দুর্ম্মতি কি হেতু বশতঃ এই মনোহারিণী রাজধানীতে সমাগত হইয়া গুপ্ত ভাবে অবস্থান করিতেছে তাহা কিছুই বুঝিতে পারি না. রাজকন্যা নিজ গৃহে সেই দুরাচারকে গোপন ভাবে রাখিয়া তদুপরে রত্নরাজিরাজিত সিংহাসন সংস্থাপন করিয়া অনবরত উপবেশন করেন। সেই দুষ্টমতি ঋজু স্বভাবা নৃপকুমারীকে গোলাবেসেনুয়ার সমস্ত আখ্যায়িকা বিজ্ঞাপন করিয়া নরহত্যা রূপ পাপ বদ্ধর্ন করিয়াছে। কোন্ ব্যক্তি ওকাফ নগরে গমন করিয়া গোল নাম্নী রাজবালার ব্যবহার পরিজ্ঞাত আছেন। অধুনা তুমি সেই অনালোকিত অপূর্ব্ব প্রদেশে প্রায়ণ পূর্ব্বক তদ্বৃত্তান্ত সবিশেষ জ্ঞাত হইয়া পুনর্ব্বার এই দেশে আসিয়া তজ্জিজ্ঞাস্যের অবিকল উত্তর পরিদানে সক্ষম হইলেই তোমার আশা পরিপূর্ণ হইবে। যদ্যপি তুমি সে দেশে যাইতে অক্ষম হও তথাপি আমি যাহা বলি তাহা তুমি সম্পন্ন কর। যদি আমাকে এই অনুমতি করেন. যে রাজদুহিতাকে শীঘ্র করিয়া যমালয়ে প্রেরণ কর তাহা হইলে আমি গরল বিমিশ্রিত আহারীয় দ্রব্য তাঁহাকে ভক্ষণ করিতে প্রদান করি। সুতরাং সেই ভুবনমোহিনী কামিনীলতা অজ্ঞাতসারে তদাহারান্তে বিষজ্ব

লায় ছুট্ ফটক রিয়া তনুত্যাগ করিবেন ফলতঃ কেহ এ বিষয় জানিতে পারিবে না। এতচ্ছ্রবণে জ্ঞান নিষ্ঠ যুবরাজ রোমাঞ্চিত হইয়া স্বকীয় কর্ণ দ্বয়ে দুই হস্ত দিয়া কহিলেন প্রবঞ্চনা পূর্ব্বক কোন প্রাণী বিনাশ করিলে নিতান্ত নরকাগ্নির দুঃসহ তাড়না সহ্য করিতে হইবে সন্দেহ নাই। অধিকন্তু আমার অপযশ দিগ দিগন্ত পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া এই বিশাল জগতীপুরে বিরাজমান থাকিবে।

রাজপুত্রের ওকাফ নগরে গমন।

যাহা হউক এক্ষণে আমি মুক্তকণ্ঠে তোমার নিকটে এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিতেছি যতক্ষণ আমি ওকাফ নগরে গমন না করিব ততক্ষণ এদেশে অন্ন জল একান্ত ভক্ষণ করিব না। পরন্তু আমি গোলেবেসেনুয়া সংক্রান্ত বিবরণ জ্ঞাত হইয়া নয়নানন্দদায়িনী চীন রাজনন্দিনীর জটিল জিজ্ঞাস্যের যথার্থ উত্তর প্রদান করিয়া তোমার মনোবাঞ্ছা পরিপূরণ করিব। অতএব তুমি কোন ব্যক্তির নিকটে আমার একথা প্রকাশ করিবে না। কদাচ আমার বাক্য লঙ্ঘন হইবে না। ইহা কহিয়া তুর্করাজসুত দেলারাম সহচরী সমীপে শীঘ্র বিদায় গ্রহণ করিয়া পুনর্ব্বার সেই গুপ্ত পথ অবলম্বন পুরঃসর দোকানের আবাসে আসিয়া সমুপস্থিত হইলেন। এবং তাঁহারও নিকটে আশু গমনানুমতি পরিগ্রহ পূর্ব্বক সমীচীন চীনরাজ্য অতিক্রম করিলেন। রাজকুমার ঘোটককে কশাঘাত করিলেন। অশ্বদৈহিক যাতনায় কাতর হইয়া বায়ুবেগে ধাবমান হইল। তুর্করাজতনয় ওকাফ নগরের বর্ত্ম না জানিয়া অন্যমত অপরিচিত মার্গাবম্বনে কোন নিবিড় দাবে সহসা উপনীত হইলেন। তদনন্তর মনোহর তুরগ হইতে অবতীর্ণ হইয়া অশ্বের রজ্জু নিজ করকমলে ধরিয়া পদব্রজে বিজন বিপিনের অভ্যন্তরে চলিলেন। রাজনন্দন পদসঞ্চরণে অক্ষম হইয়া উপায়ান্তর ভাবিতে ভাবিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এমত কালে অনতিদূরে অকস্মাৎ এক অতি ধীর বৃদ্ধকে বিলোকন করিলেন। তাঁহার প্রশান্ত আকৃতি অবলোকন করিলে বোধ হয় যেন মহামঙ্গলময় ভূতভাবন ভগবান ভবানীপতি কৈলাস পর্ব্বতের পরম রমণীয় শিখর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পথহারী পান্থদিগকে পথ প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত নির্জ্জন কাননে অবস্থান করিতেছেন। নৃপাত্মজ প্রাচীনকে যথা নিয়মে প্রণাম করিয়া ওকাফ দেশের পথ জিজ্ঞাসিলেন। হে অভ্যাগত মহাশয়। আমি বর্ত্ম হারিয়া এই দুর্গম বনে প্রবেশ করিয়াছি। মহাভাগ যদি কৃপাকটাক্ষ ঈক্ষণে আমাকে ওকাফ নগরের মার্গ প্রদর্শন করেন তাহা হইলে আমি যৎপরোনাস্তি পুলকিত ও চিরবাধিত হই। ইহা শ্রবণ করতঃ স্থবির সচিন্তিত হইয়া কহিলেন। কোন্ ব্যক্তি শাত্রবতা প্রকাশ করিয়া তোমাকে ওকাফ প্রদেশে গমন করিতে প্রেরণ করিয়াছ। একে দুর্গ পরিবেষ্টিত পথ তাহে তুমি প্রয়াণ করিলে পুনরাগমন করিতে পারিবে না। সেই দেশে জননিকরের সমাগম বিরহে অশেষ নিশাচর ও গন্ধর্ব্ব বাস করিতেছে। নরগণ নিরীক্ষণ করিলে তাহারা আহার করিতে ক্ষান্ত হয় না। তথায় নির্যাণ করিলে তুমি কিরূপে আপন প্রাণ রক্ষা করিবে। তুমি কি প্রয়োজন বশতঃ সেই স্থানে গমন করিবে। এই অসাধ্য কার্য্য সাধনে পরাঙ্মুখ হইয়া অন্ন চিন্তায় ব্যাকুল হইলে তোমার কোন অপচয় হইবার অসম্ভাবনা নাই। প্রাচীনের এইরূপ বাক্য কর্ণপাত করিয়া কুমার অম্লান আননে কহিলেন। আপনি এই দীন হীন জনকে ওকাফ নগরে গমন করিতে নিবারণ করিবেন না। আমি সেই দেশে নির্যাণ না করিলে তনুত্যাগ করিব। অতএব আমি যথাযোগ্য বিনয় পুরঃসর নিবেদন করিতেছি যে আপনি অপর্য্যাপ্ত কৃপাবারি বর্ষণে আমার হৃদয় চাতককে পরিতৃপ্ত করুন। ফলতঃ আমি কোন্ বর্ত্ম অবলম্বন করিলে ওকাফ মহানগরে সমুপগত হইব। তুর্করাজতনয়ের এতাদৃশ প্রোরীচিত বচন শ্রবণ করিয়া বৃদ্ধ বিষণ্ণ বদনে বলিলেন। তুমি এই সম্মুখস্থ মার্গ পর্য্যবলম্বন পূর্ব্বক অধিক দূরে প্রস্থান করিয়া দেখিবে যে এদ্বর্ত্মের শাখাদ্বয় স্বরূপ দুই পথ দুই দিকে ব্যাপ্ত আছে। তুমি দক্ষিণ পথ পরিহার করিয়া দিবারাত্রি বাম বিমার্গে প্রস্থান করিলে এক মন্দির সমীক্ষণ করিবে। সেই পথপার্শ্বস্থিত অতি উচ্চতর মন্দিরের অভ্যন্তরে এক মনোহর সিংহাসন সংস্থাপিত আছে তথায় তুমি প্রবেশ করিয়া মনোযোগ পূর্ব্বক সন্দর্শন করিবে যে তত্রস্থ অপূর্ব্ব সিংহাসনে পথের উদ্দেশ লিখিত আছে। তৎপাঠে বিলক্ষণ পথের উদ্দেশ প্রাপ্ত হইবে। সুতরাং ভবদাশাতরু অচিরাৎ ফলভরে নত শাখা হইবে অবশেষে তুর্ক রাজকুমার গললগ্নীকৃত বাসে অঞ্জলিবদ্ধ কর যুগলে সেই আগন্তুক স্থবিরকে নমস্কার করিয়া গমনানুমতি পরিগ্রহণানন্তর ওকাফে যাত্রা করিলেন।

প্রেরিত পত্র।

অশেষ গুণসাগর শ্রীযুক্ত বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু।

সম্পাদক মহাশয় নিম্ন লিখিত কয়েকটি গদ্য ও পদ্য পংক্তি সংশোধন করিয়া আপনকার জগদ্বিখ্যাত পত্রের পার্শ্বে যৎকিঞ্চিৎ স্থান দানে অনুগৃহীত ও চির বাধিত করিবেন।

চিত্ত চঞ্চল, সখে সুকোমল, এক দিবস আমি বন্ধুগণ সমভিব্যাহারে কোন গুরুতর কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে যাইতে ছিলাম, এমত সময়ে পথিমধ্যে এক সুরম্য অট্টালিকার অলিন্দোপরি রমণী দ্বয়ের রসভাব সম্বৃত মধুর বচন পরম্পরা আমার শ্রোত্রপথের পথিক হইল। এবং পরস্পরের কথাবার্ত্তা দ্বারা জানিতে পারিলাম এক জনের নাম সুধাময়ী, ও অপর জনের নাম বিদ্যুৎপ্রভা।

রমণী দ্বয়ের কথোপকথন।

সুধাময়ী। প্রিয় সখী, তুমি দিবা নিশী কি চিন্তা কর, কি জন্যই বা এতাদৃশী বিসদৃশী দশা প্রাপ্ত হইয়াছ, জগজ্জনের বশীকরণ মন্ত্র স্বরূপ অলৌকিক রূপ লাবণ্য সকল কোথায় গেল, তন্ত্রী নিনাদসদৃশতাদৃশ মৃদুমধুর স্বর একেবারে কাংস্য স্বরের ন্যায় বিকৃত হইয়া গিয়াছে, শরীর এমন দুর্ব্বল ও ক্ষীণ, যে প্রতিপাদ প্রক্ষেপে স্খলিত পদা ও বায়ুভরে ফলশালিনী তরু শাখার ন্যায় অবনী মণ্ডলে অবনতা হইতেছ, তোমার সহাস্য আস্য কমল সন্দর্শন করিলে বোধ হইত যেন ভগবান শারদীয় পূর্ণশশী তোমার অধর যুগলের অমৃত পান আশয়েই আকাশ মণ্ডল পরিত্যাগ করিয়া নভ নির্গত কিরণ ছলে কর প্রসারণ পূর্ব্বক বারম্বার চরণ কমল ধারণ করিতেন। এক্ষণে সে সকল স্বপ্ন সদৃশ বোধ হইল, আহা! কি আক্ষেপের বিষয় তোমার এই অবস্থা দর্শন করিয়া হিমগ্রস্ত কমলনীর ন্যায় আমার সর্ব্ব শরীরের শোণিত শুষ্ক ও হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। শীঘ্র শীঘ্র এই সমস্ত বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণন করিয়া আমার বিস্ময়াপন্ন চিত্তকে পরিতৃপ্ত কর।

বিদ্যুতপ্রভা। সুধাময়ী তুমি আমার দ্বিতীয় প্রাণ, তোমার নিকট আমার কিছুই গোপনীয় নাই যদি কথা প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলে তবে বলি। কিন্তু বিনয় বাক্যে তোমার নিকট এই প্রার্থনা করি যে এ বিষয় অতি গোপনে রাখিবে প্রাণান্তেও কাহার নিকট প্রকাশ করিবে না। প্রাণ সখী, একদা মধু মাসের সমাগমে আমি পল্লি নিবাসী সমবয়স্ক কামিনী জনের সহিত অনাথনাথ ত্রৈলোক্যনাথের পাদপদ্ম দর্শন করিতে গিয়াছিলাম, দৈব যোগে তথায় মনোহর এক যুবা পুরুষ আমার নয়নপথের পথিক হয়েন, এবং উভয়ের চারি চক্ষুঃ একত্রি হওয়াতে তিনি আমার প্রতি অতি নির্দ্দয় হইয়া ঈষৎ হাস্য রূপ গুণযুক্ত চাপভ্রূ দ্বারা কটাক্ষ শর যদবধি নিক্ষেপ করিয়াছেন, তদবধি তদাসক্ত চিত্ত হইয়া অহির্নিশি বিরহে দিনে২ ঈদৃশ কৃশ হইতেছি, তাঁহার নাম ধাম কিছুই জানি না কি উপায় অবলম্বন করিলে যে তাঁহাকে প্রাপ্ত হইব তাহারও কিছু মাত্র স্থির করিতে পারিতেছি না। কেবল সেই মোহন মূর্ত্তি মনে মনে চিন্তা করিয়া জীবন ধারণ করিতেছি। অধিক কি কহিব তাহার বিচ্ছেদানল ক্রমে প্রবল হইয়া আমার প্রাণ হরিণীকে গ্রাস করিতে শিখারূপ মুখ বিকাশ করিতেছে। বুঝি সেই মনো-

হরকে আমার প্রাণ হর হইলেন। আহা পুরুষ কি পাষাণ হৃদয়, শরীরে দয়ার লেশ মাত্রও নাই, অনায়াসে অবলার কুলে কলঙ্কার্পণ করিতে পারে এবং দুরাত্মা দগ্ধ কন্দর্প ও অক্লেশে শান্ত স্বভাব ব্যক্তিকে উপহাসাস্পদ অবজ্ঞাস্পদ করিতে পারে উহার প্রভাবে কত শত কুলবালা কুলে জলাঞ্জলি দিয়া স্বয়ং প্রিয়তমের অনুগামিনী হয়। যাহা হউক এক্ষণে পরাধীন কামিনী জনকে রণেয় পর রশ করিয়া বিধি কি বিড়ম্বনা করিলেন। লজ্জা ধৈর্য্য কুলমর্য্যাদা প্রভৃতি সমস্ত রমণীগণের স্বাভাবিক ভূষণ পরিত্যাগ করিয়াছি প্রাণ ধারণের আর কিছু মাত্র ফল দৃষ্ট হয় না মৃত্যু হইলে দুঃসহ যাতনার হস্ত হইতে মুক্ত হই।

মজেছে আমার মন দুর্লভ জনেতে।
লজ্জা অতি বলবতী পরাধীনা তাতে॥
প্রণয় বিচ্ছেদানল সহ্য নাহি হয়।
মরণ শরণ কেবল জেনেছি নিশ্চয়॥

সুধাময়ী। প্রিয়সখী যখন তিনি তোমার মন হরণ করিয়াছেন, বোধকরি অবশ্যই তিনি অসামান্য সৌন্দর্য্যের উদাহরণ স্থল, হইবেন সন্দেহ নাই।

বিদ্যুৎপ্রভা। ভাই তাঁহার রূপের কথা আমি একাননে কি বলিব, যদি শত সহস্র বদন হইত তবে যৎকিঞ্চিৎ বলিতে পারিতাম।

রূপ বর্ণনা।

বুঝি বিধাতা প্রথমতঃ তাঁহাকে চিত্রপটে চিত্রিক করিয়া মনে মনেই তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলিন্ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহা না হইলে এতাদৃশ রূপ লাবন্যের মাধুরী কদাচ সম্ভাবিত হইত না যাহা-হউক সখীরে সে এক অলৌকিক রূপ রত্নের সৃষ্টি।

লোকে কয় শশাঙ্কে কলঙ্ক দৃষ্ট হয়।
এসব অলীক কথা সত্য কিছু নয়॥
তাঁহারি বদন শশী উদিত দেখিয়ে।
রোহিণী রমণী ভয়ে ব্যাকুলিতা হয়ে॥
স্বপতি সন্দেহ সতী বিনাশ কারণে।
কজ্জলেরি চিহ্ন দিল প্রিয়েরি নয়নে॥
বর্ণিতে না পারি তাঁর কেশেরি মহিমা।
অবনীতে নাহি দেখি তাহারি উপমা॥
হেরিয়ে কেশেরি শোভা নবজলধর।
বর্ষণেরি ছলে অশ্রু ব্যজে নিরন্তর॥
তিন বাণে জয়করি ত্রিলোকী মদন।
দুই বাণ নেত্রাম্বুজে করিল অর্পণ॥
দিনকর সুধাআশে হয়ে ব্যাকুলিত।
অধর যুগলে বুঝি হয়েছে উদিত॥
নবীন গোঁফেরি রেখা চিত্ত আকর্ষণী।
কমলে বসেছে যেন ভ্রমরেরি শ্রেণী॥
অধর যুগলে সদা সুমধুর হাসি।
বোধ হয় উদিত হয়েছে পূর্ণ শশী॥
মুক্তাবলী সুশোভন দন্ত পংক্তি হেরে।
লজ্জা পেয়ে মগ্ন হল সমুদ্রের নীরে॥
সেতো নয় রোমাবলী,কাম হয়ে কুতূহলী,
সপ্ত নলী লইয়ে করেতে।
ধরিতে মানস পাকী,নাভি রূপ গর্ত্তে থাকি,
সচেষ্টিত নল চালাইতে।
যে জন তাহারি স্বর কানে না শুনেছে।
কর্ণ ধারণেরি ফল সে নাহি পেয়েছে॥
বচন বিন্যাসে সদা সুধারাশি খসে।
বদ্ধ রহিয়াছে লোক প্রণয়েরি পাশে॥
সুচারু মোহন রূপ হেরিয়ে চপলা।
অপমানে স্থির নহে সদাই চঞ্চলা॥

অধিক কি কহিব জন্মাবধি এমন রূপ আমার নয়ন পথে কদাচ নিপতিত হয় নাই।

বিজ্ঞাপন।

মাজিষ্ট্রেটীয় উপদেশ	বা ৬
মহাভারত অষ্টাদশ পর্ব্ব	বা ৪
মান ভঞ্জন পু	বা ।০
মনোহরা উপাখ্যান	বা ১
মনোতত্ত্ব সারসংগ্রহ	বা ১
মনোরঞ্জনেতিহাস	টি /০
রামায়ণ সপ্তকাণ্ড	বা ২
রস তরঙ্গিণী	বা ১
রসমঞ্জরী	টি ১
শান্তীশতক	টি ।০
শব্দ সাধন মুক্তাবলী	বা ১॥০
শিশুশিক্ষা দ্বিতীয় ভাগ	টি ৵০
শ্রীমদ্ভাগবত তৃতীয়স্কন্ধ	টি ৸০
শিশুবোধক	টি ৶০
শিশুসেবধি	টি /০
স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক	টি ৸০
শকুন্তলার উপাখ্যান	টি ।৵
স্ত্রীগণের বিদ্যাশিক্ষাবিষয়	টি ১
সত্য নারায়ণোপাখ্যান	টি ।০
সত্যনারায়ণ ব্রত কথা	টি ।০
সর্ব্বজ্ঞ জ্ঞান মুঞ্জরী	বা ॥০
সার কৌমুদি	বা ২
হিত কথা	টি ।০
হিতোপদেশ	বা ৫
হরিভক্তিবিলাস সটীক	বা ২

নাগরি পুস্তক

মেটরা মেটিকা	বা ৬
বাহারিস্ক	বা ১
ফারমেসি	টি ॥০
১ বিনয় পত্রিকা ১ খানা	॥০
২ সুদ্যমাচরিত্র ১ খানা	।৵
৩ সুকবহত্তরি ১ খানা	।০
৪ শ্রীকৃষ্ণরত্নাবলি ১ খানা	॥/
৫ রসরাজ ১ খানা	।৵
৬ সিংহাসনবত্তীসী ১ খানা	।০
৭ কবিত্ত রামায়ণ ১ খানা	।৵
৮ রাজনীতি ১ খানা	।৵
৯ সঙ্গীতরাগকল্পদ্রম ১ খানা	।০
১০ প্রেমসাগর ১ খানা	২॥০
১১ তুলসীশব্দার্থপ্রকাশ ১ খানা	৸০

দিবাজ্ঞাপক।

ঘড়ির ন্যায় নূতন এক দিবাজ্ঞাপক ও ডেলি ইণ্ডিকেটর ইংরাজী ও বাঙ্গালা বৃহদক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে তাহাতে ১২৬২ অবধি ১২৭০ পর্য্যন্ত, ইংরাজি ১৮৫৭ অবধি ১৮৬১পর্য্যন্ত সন মাস, বার, ও দিন, সর্ব্বক্ষণ দৃষ্ট হইবে, ইহার ঘড়ির ন্যায় কাঁটা আছে ইহার মুল্য স্বাক্ষর কারির প্রতি ॥০ আট আনা এবং বিনা স্বাক্ষর কারির প্রতি ৸০ আনা মাত্র নির্দ্ধারিত হইল।

বিজ্ঞাপন।

সমাচার সুধাবর্ষণ প্রাত্যহিক পত্র। হিন্দীতে ও বাঙ্গালাতে বিরচিত হইয়া প্রতিদিন প্রকাশ হইতেছে, তাহা যদ্যপি কোন ব্যক্তির আবশ্যক হয়, তিনি বড় বাজারে সুধাবর্ষণ যন্ত্রালয়ে শ্রীশ্যাম সুন্দর সেনের নিকট পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। যাঁহারা পারস্য ভাষার অনুশীলন করেন, তাঁহারদিগের ও ব্যবসায়িদিগের পক্ষেও ইহা বিশেষ উপকারে আসিবেক। মাসিক মূল্য এক তঙ্কা অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৮ তঙ্কা মাত্র।

পুস্তকালয়।

আমি হাবড়ার গবর্ণমেণ্ট ইস্কুলেতে এক পুস্তকালয় সংস্থাপন করিয়াছি, তাহাতে নানাবিধ ইংরাজি ও বাঙ্গালা ইস্কুলবই এবং কাগজ কলম প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়াছি যে কোন ব্যক্তির প্রয়োজন হইবে তথায় মূল্য কিম্বা লোক প্রেরণ করিলে সুলভমূল্যে পাইতে পারিবেন।

শ্রীশ্রীনাথ দত্ত

এই পত্রিকার মাসক মূল্য ৵০ ও অগ্রীম বার্ষিক ১ টাকা এবং উপস্থিতক্রেতাদিগের নিমিত্তে প্রতি সংখ্যার চারি আনা মাত্র নির্দ্দিষ্ট করা গেল। আমরা কেবল সর্ব্ব সাধারণের উপকারার্থ এবং বঙ্গ ভাষার প্রতি অনুরাগ বশতঃই এই পত্রিকা প্রকাশে প্রবৃত্ত হইয়াছ। নচেৎ এত অল্প মূল্যে আমাদিগের বিশেষ লাভের প্রত্যাশা নাই। অতএব গুণজ্ঞ বিজ্ঞ গ্রাহকগণ সমীপে সবিনয়ে এই নিবেদন করিতেছি যে তাঁহারা প্রতি মাসে এই পত্রিকা প্রাপ্ত হইয়াই অনুকম্পা পূর্ব্বক মূল্য প্রদান করিবেন, কেননা ৵০ আনার নিমিত্তে সর্ব্বদা সরকার গতায়াত করিতে হইলে আমাদিগের অনেক ব্যয় হইয়া কেবল ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। অতএব আমারা ভরসা করি, যে বিদ্যানুরাগি বিবেচকগ্রাহক মহাশয়েরা এবিষয়ে বিবেচনা করিবেন।

ইংরাজি ১৭৯৩ সাল অবধি ১৮৫০ সাল পর্য্যান্তের সমস্ত দেয়ানি আইন ও কনেষ্ট্রকসন, মূল্য ৮ টাকা।

বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা পত্রিকা

২০ সংখ্যা।

নির্ঘণ্ট।

কলিকাতা।

বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা যন্ত্রে মুদ্রিত হইল।

সন ১২৬৪ সাল।

মূল্য ৵ আনা।

বিজ্ঞাপন।

বাঙ্গালা পুস্তক

আরবীয়োপাখ্যান ১ নং টি ১
ঐ দ্বিতীয় খণ্ড টি ১
ঐ তৃতীয় খণ্ড টি ১
অপূর্ব্বোপাখ্যান ..... বা ২
অঙ্ক পুস্তক পু বা ১
অষ্টাদশ মহাপুরাণীয় অনুক্রমণিকা টি ।।০
অজ্ঞান তিমির নাশক পু টি ।।০
আদি পুস্তক বা ১
ইংরাজি হিতোপদেশ বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ বা ১
ঋতু সংহার টি ।০
ত্রিতাপ হারিণী টি ।।০
কবিতা রত্নাকর বা ।।০
কৌতুক তরঙ্গিণী. বা ।।০
গৌড়ীয় ভাষার ব্যাকরণ বা ।/০
গণিতাঙ্ক পু বা ।।০
গীতাবলি টি ।০
গঙ্গার খালের বিবরণ টি ।।০
গোলেবেসেনুয়া . . বা ১।।০
চাহারদরবেস . বা ১
চাণক্য শ্লোক বা ।।০
জ্ঞান কিরণোদয় পু বা ১
জ্ঞানপ্রদীপ প্রথম খণ্ড পু বা ।।০
যিহুদীয় লোকদিগের বৃত্তান্ত টি ১
দায় কৌমুদি .... বা ৪
ধারাপাত টি ৵০
নীতি কথা প্রথম ভাগ টি /৫
ঐ দ্বিতীয় ভাগ টি /১
ঐ তৃতীয় ভাগ টি /১৫
পঞ্জাবেতিহাস বা ১
পুরুষোত্তম চন্দ্রিকা টি ১
প্রশ্নাবলী টি ।০
পতিতোদ্ধার টি ১
পাঠশালার বিবরণ টি ১
পাঁচালী .... বা ।।০
পরমার্থ সংগীতসার টি ।।০
ফারমেসি বাঙ্গালা টি ।।০
বেতালপঞ্চবিংশতি গদ্য বা ১।
ঐ ঐ পদ্য টি ।।০
ব্যাকরণ বঙ্গভাষার ।।০
বর্ণমালা বা ৵০
বাঙ্গালার ইতিহাস বা ২
বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিক পত্রিকা ১ খণ্ড টি ১
বর্ণমালা ২৪ পেজে তা ৵০
বর্ণমালা অর্থ সংযুক্ত টি ।০
বিধবা বিবাহ নিষেধ নং২টি ।।০
ব্যাকরণের উপক্রমনিকা টি ১
ভূগোল সূত্র পু বা ।০
ভূগল বৃত্তান্ত পু বা ১।০

বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা পত্রিকা।

২ খণ্ড।] মাসিক পত্রিকা। [২০ সংখ্যা

জগদীশ্বরের মহিমা।

হে কৃপাসিন্ধু পরমবন্ধু পরমেশ্বর। তোমার প্রেমের অন্ত নাই করুণারও পার নাই। চন্দন যেমন গন্ধময় নিশান্ত যেমন শৈত্যময়, বসন্ত যেমন মাধুর্য্যময় এবং পৌর্ণমাসী যেমন সুধাময়ী হইয়া প্রতীয়মান হয়, এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড সেইরূপ তোমার প্রেমময় হইয়া প্রকাশ পাইতেছে। তোমার অনির্ব্বচনীয় মহিমা ও অলৌকিকী শক্তি সন্দর্শন করিলে চিত্ত একবারে বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হইতে থাকে। যখন আমরা তোমার সৃষ্টি শক্তি ও পালন শক্তির প্রতি একবার গাঢ়রূপে মনোযোগ করি তখন আর কি আমরা তোমাকে মনের সহিত জ্ঞানের আকর ও দয়ার সাগর না বলিয়া কোন মতে নিরস্ত থাকিতে পারিনা। তুমি এই অসীম জগন্মণ্ডল নির্ম্মাণ করিয়া প্রাণিপুঞ্জের জীবিকা নির্ব্বাহ হিতসাধন ও শারীরিক স্বাস্থ্য রক্ষা নিমিত্ত যে কত স্থানে কতকত আশ্চর্য্য২ বস্তুর সৃষ্টি করিয়াছ তাহা আমি কি প্রকারে ব্যক্ত করিব তাহা বাক্যেতে ব্যক্ত করা দূরে থাকুক মনেতেও ধারণ করিতে সক্ষম নহি আমি বসন্তকালে সুগন্ধি কুসুম সেবিত মন্দমন্দ মলয় মারুত প্রাপ্ত হইয়া যে অনুপম সুখ সমুদ্রে নিমগ্ন হই তাহা কি স্মরণ করিব গ্রীষ্মাবসানে নব নীরদনির্গত বারিধারা প্রাপ্তে শরীর শীতল করিয়া যে অনির্ব্বচনীয় সুখে সুখী হইতে থাকিত তাই কিবা মনে করিব, তোমার সৃষ্ট বিস্ময় কর বিদ্যুৎ পদার্থের বিচিত্র রূপ অবলোকন করিয়া যে বিস্ময়াপন্ন হইতে থাকি, কি তাহা মনে করিয়া তোমার প্রেম রসে প্লাবিত হইব। অতএব হে প্রেমসিন্ধু দীনবন্ধু। আমার লেখনী যেন তোমার মহিমা বর্ণন করিতে২ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, বাক্য যেন তোমার অসীম কীর্ত্তি কীর্ত্তন করিতে করিতে শেষ হয় আর নেত্রযুগল যেন তোমাকে অহর্নিশ দর্শন করিয়া প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করে, এবং চিরদিনের নিমিত্ত তুমি যেন আমার হৃদয় ভাণ্ডারে নিরন্তর অবস্থিতি করুন।

প্রাণদণ্ড করা উচিত নহে।

সবিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে বোধ হয় প্রাণদণ্ড করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। প্রাণদণ্ড করিতে আদেশ দেওয়া ক্রোধের কার্য্য, কদাচ দয়ার কার্য্য নহে যে ব্যক্তি যত গুরুতর কুকর্ম্ম করে তাহার প্রতি তদনুরূপ দণ্ড বিধান করা উচিত। কিন্তু যাঁহারা কুকর্ম্মীর চরিত্র সংশোধন ও জন সমাজে অনিষ্ট নিবারণ করিতে বাসনা করেন তাঁহারা প্রাণদণ্ড বিষয়ক বিধি বিহিত বলিয়া বিবেচনা করিতে পারে না। অপরাধী ব্যক্তির প্রাণদণ্ড না করিয়া তাহাকে অন্ধকারাচ্ছন্ন কারাগারে চিরজীবন রুদ্ধ করিয়া রাখিলে তাহার চরিত্র শোধন ও যথেষ্ট শাস্তি প্রদান করা হয়। ফলতঃ প্রাণ বধ করা আবশ্যক করে না। প্রাণদণ্ড পাষাণহৃদয়ের কার্য্য প্রাণদণ্ডের প্রণালী প্রচলিত থাকিলে তন্নিমিত্ত প্রাণঘাতক নিযুক্ত রাখিতে এবং যে ব্যক্তি ঐ কুৎসিত ব্যবসায় অবলম্বন করে তাহার হৃদয়ে দয়াঙ্কুর পাপাগ্নি শিখায় ভস্মীভূত হইয়া যায়। দুর্ল্লভ মানবদেহ ধারণ করিয়া এতাদৃশ ঘৃণিত কর্ম্মে ব্রতী হওয়া অপেক্ষা শূকরীর গর্ব্ভে জন্মগ্রহণ করা শ্রেয়স্কর অতএব এই নিয়ম প্রচলিত থাকিলে যখন এতাদৃশ নিন্দনীয় ব্যবহার প্রচলিত রাখিতে হয়, তখন ইহাকে সমূলে উৎপাটিত করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য তাহার সন্দেহ নাই। অনেকেই মনে করিয়া থাকেন যে প্রাণদণ্ড বিষয়ক নিয়ম প্রচলিত থাকিলে লোকে জীবনের ভয়ে বধরূপ মহাপাতকের অনুষ্ঠান হইতে নিরস্ত থাকিতে পারে। কিন্তু সম্যক্রূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে এ আপত্তি একেবারে খণ্ড খণ্ড হইয়া যায় যে ব্যক্তির মনে জিঘাংসা বৃত্তি বলবতী হইয়া উঠে তাঁহার হৃদয়ক্ষেত্রে কিছুমাত্র আশঙ্কা বা চিন্তার উদয় হয় না। অতএব বিলক্ষণ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, মনের যে অবস্থা উপস্থিত হইলে আত্মহত্যার উৎসাহ জন্মে সে অবস্থার প্রাণদণ্ড ভয়ে নরহত্যায় নিবৃত্ত হওয়া কোনরূপেই সম্ভব নহে। প্রাণদণ্ড অতিজঘন্য কার্য্য। যাহা দেখিলে নিকৃষ্ট লোকের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল চরিতার্থ ব্যতিরেকে কদাচ শাসিত হয় না। রাজবিচারানুসারে কাহারও প্রাণদণ্ড উপস্থি

তহইলে, রিপুপ্রধান নিকৃষ্ট লোকেরাই তাহা প রম কৌতুকের বিবেচনা করিয়া দেখিতে যায়, এবং দেখিতে গিয়া আল্হাদিত হইয়া প্রফুল্লচিত্তে গৃহে প্রত্যাগমন করে। ইহা অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় বলিতে হইবেক। অতএব দোষীদিগের প্রাণদণ্ড নাকরিয়া তাহদিগকে রুদ্ধ করে রাখা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে তাহাদিগেরও জন সমাজের অনিষ্ট বারণ করা হয়। যাহারা স্বদেশে রুদ্ধ থাকিলে কারাবাস হইতে মুক্ত হইয়া গুরুজনের ভয়ে আ ত্মীয় জনের ভয়েও লোকলজ্জা ভয়ে অনেক প্রকা র অসৎকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত থাকিতে পারে, কিন্তু দেশান্তরিত হইলে সেই সমস্ত ভয়ঙ্কর বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া স্বেচ্ছাচারিকুৎকর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হয়। কুকর্ম্মশালী লোকেরা যাহাতে আপনাদের কুপ্রবৃ ত্তি চরিতার্থ করিয়া আপনারও জনসমাজের অ নিষ্টোৎপাদন করিতে সমর্থ না হয় এবং তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায় যাহাতে চালিত উত্তেজিত ও বর্দ্ধিত হইয়া কর্ম্মন্য হয় তাহার উপা য় করা উচিত। এতন্নিমিত্ত তাহাদিগকে রুদ্ধ রা খার শিক্ষা প্রদান করা এবং শ্রমসাধ্য কর্ম্মে নিযু ক্ত করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে তাহাদিগের নিকৃ ষ্ট প্রবৃত্তি শান্তিরূপ তীক্ষ্ণতর বানে ছিন্ন ভিন্ন হই য়া যায়, কদাচ তেজস্বিনী হইয়া উঠিতে পারে না। যাহাহউক এই সমস্ত প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা বিল ক্ষণ বোধ হইতেছে যে প্রাণদণ্ড করা কোন রূপেই সঙ্গত বোধ হয় না।

মনুষ্য জাতি।

পৃথিবী মণ্ডলে যত প্রকার জীব জন্তু বাস করে, তন্মধ্যে মনুষ্যজাতিই সর্ব্বপ্রধান। মনুষ্যের বুদ্ধিশক্তি, বিবেকশক্তি, ও পরিণাম দর্শনশক্তি, সন্দ র্শন করিলে বোধ হয় পরম কারুণিক পরমেশ্বর মনুষ্যগণকে মর্ত্তালোক নিবাসী অপরাপর প্রাণি পুঞ্জের অধীশ্বরকরিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। মনুষ্য গণ জ্ঞান প্রসাদে ও বুদ্ধি কৌশলে যে কতশত দুষ্কৃত কার্য্য সুশৃঙ্খলা পূর্ব্বক সমাধা করিতেছে, তাহা লেখনী দ্বারা নির্দ্দেশ করা সুকঠিন। প্রথ মতঃ মনুষ্য বুদ্ধি দ্বারা সন্তান প্রসূত হইবার পূ র্ব্বলক্ষণ অবগত হইয়া সূতিকাগৃহের সমস্ত আ য়োজন প্রস্তুত করিয়া রাখে এবং সন্তান জন্মিলে তাহার শয়ন জন্য সুকোমল শয্যা প্রভৃতি বিবি ধ দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ মনুষ্য কোন বিঘ্নবন্ধনে বদ্ধ হইলে স্বীয় জ্ঞানরূপ অ স্ত্রাঘাতে সেই বিঘ্নবন্ধনকেছিন্ন ভিন্নকরিয়া ফেলে এবং বুদ্ধি কৌশলে অন্য ব্যক্তিকেও দুস্তীর্ণ বি পদসাগর হইতে পার করিয়া দেয়। এবং শরীর মন্দিরে কোন প্রকার পীড়া বা রোগের সঞ্চার হইবার পূর্ব্বলক্ষণে জানিতে পারিয়া ঔষধ সেবনে সেই রোগরূপ রাহুর কবল হইতে রক্ষিত হয়। তৃতীয়তঃ কুৎসিত দুর্গন্ধময়স্থানে বাস করিলে স্বা স্থ্যরূপ অমূল্য নিধি লাভ করা দুঃসাধ্য এই বিবে চনা করিয়া পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন সুস্থানে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া বাটীর চতুর্দ্দিকে সুগন্ধীয় কুসুম মণ্ডিত পুষ্পকাননের সৃষ্টি, ও সুশীতল জলযুক্ত স রোবর খনন করিয়া থাকে। এবং যে সময়ে নিবি ড় মেঘাবলী দ্বারা আকাশ মণ্ডল আচ্ছন্ন ও বিদ্যুৎ শিখা নিঃসৃত হইতে থাকে সে সময়ে মনুষ্য মাত্রেই প্রাণ নাশের আশঙ্কায় তরুমূলে কদাচ দ ণ্ডায়মান থাকে না। এই সমস্ত প্রত্যক্ষ বুদ্ধি শ ক্তির মহিমা অবলোকন করিলে বিলক্ষণ প্রতীতি হয় যে অনন্ত জ্ঞানময় আদিপুরুষ মনুষ্যকে জল চর ও স্থলচর যাবতীয় প্রাণীর অধিপতি করিয়া মর্ত্ত্য লোকে প্রেরণ করিয়াছেন তাহার সন্দেহ নাই।

নীতি বাক্য।

যে ব্যক্তি ধর্ম্মপথ পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয় পরবশ হয়, তাহাকে চিরদিনের নিমিত্ত অধোগা মী ও দুঃখভাগী হইতে হয়। বিশ্রামকালে বন্ধুগণে পরিবেষ্টিত হইয়া নির্দ্দোষ আমোদ, প্রমোদ, করা উচিত। বিপদ্ সময়ে ব্যাকুলিত চিত্ত না হইয়া যদ্দ্বারা সেই বিপদ, হইতে মুক্ত হওয়া যায় এমত বিষয়ে চেষ্টা পাওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য। তৈল মার্জ্জন করিয়া স্নান করিলে শরীর স্নিগ্ধ সুশীতল হয়, সত্য কথা কহিলে মনঃ শুদ্ধি হয়, বিদ্যা শিক্ষা করিলে আত্ম শুদ্ধি হয়, জ্ঞানোপার্জ্জন করিলে বুদ্ধি শুদ্ধি হয়। দয়ার সমান ধর্ম্ম নাই, যে ব্যক্তির শরীরে দয়া আছে, পরমেশ্বর তাহার প্রতি প্রসন্ন রহিয়াছেন স্ত্রীপুরুষের পরস্পর প্রণয় থা কিলে, লক্ষ্মী কদাচ স্থানান্তরে গমন করেন না কাহাকেও মিথ্যা প্রিয় ও হিতবাক্য কহিবেক না সর্ব্বদা অপ্রিয়হিত জনক বাক্য বলিবেক। যৌবনের প্রারম্ভে ইন্দ্রিয় সকল, বলবান্, ও বুদ্ধিবৃত্তি তেজস্বিনী হয়, একারণ যত্ন পূর্ব্বক সচ্চরিত্র ও ন্যায় পরায়ণ হইতে সতত বাসনা করিবেক।

যিনি পরস্ত্রীকে মাতৃসম জ্ঞান করেন, যিনি পর দ্রব্যকে লোষ্ট্র সদৃশ বোধ করেন, যিনি মাৎ সর্য্য হীন হয়েন, তিনি তিনলোককে জয়করিয়া ছেন আমি একাকী আছি বলিয়া মনে কদাচ দুঃখ করিবেক না, কারণ জগদীশ্বর সকলের হৃদয়ে নিত্য অবস্থিতি করিতেছেন। যদ্যপি ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া সংসার নির্ব্বাহ করিতে হয় সেহ ভাল তথাপি অসদুপায়ের দ্বারা অর্থোপার্জ্জন ক রা কোন মতে উচিত নহে যে রাজা পিতার ন্যায় প্রজাপুঞ্জকে রক্ষণাবেক্ষণ করেন, তাহার রাজ্য

চিরস্থায়ী হয়। যাঁহার বাক্য নিষ্ঠা ও মন সর্ব্বদা সুস্থির থাকে, তিনি অবিলম্বে পরম পদ প্রাপ্ত হয়েন।

চরিতদর্শীর কথিত উপাখ্যান।

অমুক নগরের বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বহু দিবসের পর গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছেন শুনিয়া, অদ্য চারি দিবস হইল, আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। তিনি অতিপ্রধান লোকের সন্তান ও আপনিও বিলক্ষণ কৃতী। ষোড়শ বৎসর সময়ে বিষয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, আর এখন প্রায় চত্রিশ বৎসর বয়ক্রম হইল ইহার মধ্যে একদিবসের নিমিত্তও বিষয় কার্য্য হইতে পদচ্যুত হয়েন নাই। তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়া দীন, দরিদ্র, অনাথ প্রভৃতি দুঃখী ব্যক্তিদিগকে অকাতরে ব্যয় করিয়াছেন। দাতা, ভোক্তা, সম্ভ্রান্ত, সর্ব্বাংশেই উত্তম। দোল দুর্গোৎসবাদি নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপের বিচ্ছেদ নাই। ধর্ম্ম পরায়ণ মান্য ব্যক্তিদিগের মধ্যে গণ্য হইবেন বলিয়া চিরকাল চলিয়াছেন। ফলতঃ গ্রামের মধ্যে কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া ক্রিয়া করিতে সমর্থ হয় না ব্রাহ্মণ গণ যখন তাঁহার গৃহে চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় বিবিধ সামগ্রী ভোজন করিয়া ভোজনাবশিষ্ট মিষ্টান্ন সমুদায় হস্তে লইয়া বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জয় হউক বলিয়া প্রস্থান করেন তখন তাঁহার আহ্লাদের আর সীমা থাকে না। এই রূপে উপার্জ্জিত অর্থ অপেক্ষা অধিকতর ব্যয় হওয়াতে সম্প্রতি দায়গ্রস্ত হইয়াছেন লজ্জাভয়ে কাহারও সহিত উত্তমরূপে কথা বার্ত্তা কহেন না। কর্ম্মস্থানে যৎকিঞ্চিৎ ভূমিসম্পত্তি আছে, তাহাও বন্ধক দিয়া এত দিন মান সম্ভ্রম রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার যে বেতন নিরূপিত আছে। সুদ পরিশোধ করিতেই তাহার সমুদায়াংশ নিঃশেষিত হয়। যাহা কিছু ঔপাধিক আয় আছে তাহাতে বাসার ব্যয় নির্ব্বাহ হওয়া সুকঠিন। শুনিতে পাই তথায় দুই বেলায় ন্যূন সংখ্যা দুইশত পাত পতিত হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন, আমোদ, প্রমোদ, যাত্রা প্রায় প্রতিদিন হইয়া থাকে। চিরকাল অকাতরে ব্যয় করিয়া আসিয়াছেন এক্ষণে আর কোন রূপেই অস্বীকার করিতে পারেন না। তৎ পল্লি নিবাসী কেহ কেহ কহিয়া থাকেন, "যদি উল্লিখিত ভূসম্পত্তির কিয়দংশ বিক্রয় করিয়া ঋণ পরিশোধ করিতেন, ও নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়ার কিঞ্চিৎ লাঘব করিয়া চলিয়া আসিতেন তাহা হইলে অনায়াসে ঋণ পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারিতেন সন্দেহ নাই। এক দা একবার তাঁহার নিকট প্রস্তাবিত হইয়াছিল। তাহাতে তিনি কহিয়াছিলেন। যে লোক সমীপে নির্ধন বলিয়া পরিচিত হইবার অপেক্ষায় মৃত্যু বরং শ্রেয়স্কর। অতএব বিক্রয় করা কোন মতেই বিধেয় নহে। যাহাহউক এখন সে পথ একবারে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। নিজ বাটীতে বৎসরাবধি এক কপর্দ্দক মাত্রও প্রেরণ করিতে না পারাতে এখানে সমূহ অপ্রতুল উপস্থিত। এক বৎসর পরিজন দিগের আহার ব্যবহার ও নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াকাণ্ড ঋণ করিয়া নির্ব্বাহিত করিতে হইয়াছে কিন্তু এরূপে সম্ভ্রম রক্ষা সম্ভব পড়ে না দেখিয়া রাজ কোষ হইতে কয়েক সহস্র মুদ্রা গ্রহণ পূর্ব্বক তাহার কিয়দংশ নিজ বাটীতে প্রেরণ করিলেন, এবং কিয়দংশ দিয়া কলিকাতার অহিফেণ ক্রয় করিয়া চীন রাজ্যে পাঠাইয়া দিলেন। যাহাহউক তিনি এই রূপ বিপদ্গ্রস্ত শুনিয়া আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। কিন্তু তাঁহার ভাব ভক্তি দর্শন করিলে, কে কহিতে পারে, ইনি বিপদগ্রস্ত হইয়াছেন। দেখিলাম সৌরভ সংযুক্ত সুচিক্কণ বস্ত্র পরিহিত, সহচর ও প্রতিবাসী গণে পরিবেষ্টিত, এবং অশেষ কর্ম্মকারী পরিচারক গণ দ্বারা পরি সেবিত হইয়া বহুমূল্য আস্তরণে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। লক্ষ্মীনারায়ণের পরমান্নভোগ এবং সত্যনারায়ণের শীরিণি দিবার পরামর্শ হইতেছে। এবং দুর্গোৎসবের উদযোগার্থে লোক জন ও দাস দাসী গণ ব্যস্ত সমস্ত হইয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছে। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে যথেষ্ট সমাদর করিয়া আপনার দক্ষিণ পার্শ্বে উপবেশন করাইলেন। এবং পরস্পর আলিঙ্গন ও কুশল জিজ্ঞাসা সম্পন্ন হইলে পর, আমি তাঁহাকে অতি আত্মীয় জ্ঞান করিয়া অনেক সদুপদেশ দিলাম। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আপনি গৃহস্থলোক এত দাস দাসী রাখিবার কোন প্রয়োজন নাই, নির্দ্দোষে সংসারযাত্রা সম্বরণ করিতে পারিলে দুর্ল্লভ মানব দেহ ধারণের যথার্থ সার্থকতা লাভ করা হয়। কিন্তু তিনি আমার কথায় একবার কর্ণ পাত করিলেন না এক্ষণে তাহার বিলক্ষণ ফল ভোগ করিতেছেন।

কৌলীন্য।

আমাদিগের দেশে এক্ষণে যে রূপ কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রচলিত আছে, ইহাতে শত শত অনর্থের প্রধান কারণ বলিয়া গণনা করিতে হইবেক, ইহা প্রথমতঃ কোন অভিপ্রায়ে প্রচলিত হইয়াছিল এবং আপাততঃ কৌলীন্য স্থাপনের মর্ম্মোদ্ভেদ করিতে না পারিয়া কেবল ইহাকে বংশ পরম্পরাগত করায় প্রত্যহ যে রাশি রাশি অনিষ্ট উৎপন্ন হইতেছে তদ্বিষয় সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে। শ্রোতা মহাশয়েরা পক্ষপাত শূন্য হইয়া মনোনিবেশ পূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া দেখুন ইহা রহিত করা উচিত কি না অধিক পূর্ব্বে কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রচলিত ছিল না। বৈদ্য বংশোদ্ভব নৃপতি বল্লাল

সেনই আপন অধিকারের সময়ে সকলের গুণ দোষাদি পরীক্ষা করিয়া যাঁহারা সচ্চরিত্র, ধার্ম্মিক ও সুশীল তাহাদিগকেই মর্য্যাদা সূচক কুলীন উপাধি প্রদান করেন। এবং যাঁহারা অপেক্ষাকৃত উক্ত গুণাদি বিহীন তাঁহাদিগকে অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিদূন মৌলিকাদি উপাধি দান করেন ইহাতে স্পষ্টরূপে দৃষ্ট হইতেছে যে তিনি সকলকেই অসামান্য মান্য সূচক কৌলীন্য মর্য্যাদা লাভ করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়া সুখে অবস্থিতি করিবে এই প্রত্যাশায় "আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থ দর্শনং নিষ্ঠাবৃত্তি স্তপো দানং নবধা কুললক্ষণং ইত্যাদি যে সমস্ত কুলীনের লক্ষণ আছে তদনুগামী হইবে তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে অধার্ম্মিক ও দুষ্ক্রিয়াসক্ত ব্যক্তি গণের সংখ্যা হ্রাস হইয়া যত ধার্ম্মিক ও সুশীলের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে থাকিবেক ততই সংসাররূপ জলধি হইতে দুষ্কৃতিকর্ম্ম প্রবাহ মন্দীভূত হইয়া সকলে কাল ক্ষেপণ করিতে পারিবে এই জন্যই সকলকে শ্রেণীবদ্ধ করেন। এই অভিপ্রায়কে অতিউত্তম অভিপ্রায় বলিতে হইবেক সন্দেহ নাই। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ দোষগুণাদি পর্য্যালোচনা না করিয়া কেবল কুলীনের পুত্র হইলেই আপন পিতার পদের উত্তরাধিকারী হইবে যদ্যপি সহস্র দোষের আধার হয় তথাপি জন সমাজে তাহার পিতার ন্যায় মান্য ও আদরাতিশয়ের কোন হানি হইবে না। এইরূপে কৌলীন্য মর্য্যাদা কুলক্রমাগত হইবার পূর্ব্ব লিখিত কুলীন শ্রেণী স্থাপন কর্ত্তার সদভিপ্রায় বিপরীত হইয়াছে সকলের ভদ্র হইবার উৎসাহ বৃদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক বরং যাহারা বাল্যকালাবধি প্রগাঢ় পরিশ্রম ও অর্থব্যয়াদি স্বীকার করিয়া বিদ্যোপার্জ্জন পূর্ব্বক ভদ্রতা পদবীতে সমারূঢ় হইয়াছেন তাহারা আপন অপেক্ষা অনেকাংশে নিকৃষ্ট সর্ব্বতম অধার্ম্মিক কুলীন সন্তানদিগের মান গৌরবাদি এবং আপনাদিগের অনাদরাদি দর্শন করিয়া অত্যন্ত ভগ্নোৎসাহ হয়েন। আর তাহাদিগের পূর্ব্ববৎ বিদ্যা শিক্ষার বিশেষ যত্ন ও অনুরাগ থাকে না আহা অস্মদ্দেশীয় লোকেরা কি অমানুষ্য ও বদ্ধমূল কুসংস্কার। অস্মদ্দেশীয় লোক অসংশোধিত চির পরম্পরা বশতঃ ও কুসংস্কার বশতঃ লোকেরা অশেষ দোষের আকর স্বরূপ কুলীন তনয়ের পদানত হইয়া ও নানাবিধ অর্থব্যয় পূর্ব্বক কন্যাদান করিয়া "আমি অদ্য কৃতার্থ হইলাম আমা অপেক্ষা আর ভাগ্যশালী লোক ভুবনে পাওয়া ভার অদ্য চতুর্দ্দশ পুরুষ পর্য্যন্ত স্বর্গে গমন করিল, ইত্যাদি বিবেচনা করিতে থাকেন। আর এক ব্যক্তি বিদ্বান্ সুশীল রূপবান্, ধার্ম্মিক মৌলিকাদিগের বিবাহ করিতে হইলে প্রচুর অর্থ প্রয়োজন করে এবং অর্থাভাবে শত শত ব্যক্তিও বিবাদ করিতে পারে না, এই সকল অবিচার অন্যায় আচরণ দর্শন করিয়া কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি দুঃখিত না হইবেন বর্ত্তমান কৌলীন্য মর্য্যাদা বর্ত্তমান থাকিলে কেবল পূর্ব্ব প্রদর্শিত অবিচার কলাপ ঘটে এরূপ নহে ইহা দ্বারা আরও ভয়ানক কার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। কুলীন মহাশয়েরা অর্থলাভ প্রত্যাশায় অথবা কন্যাকর্ত্তার আগ্রহাতিশয়ে বশীভূত হইয়া এক এক জন শত শত স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করেন, তাহারা এমত কোন ক্ষমতা বিশেষ প্রাপ্ত হয়েন নাই যে স্ত্রীর ধর্ম্ম রক্ষাও মনোরক্ষা করিতে পারেন কেহ কেহ দশ কি দ্বাদশ বৎসরের পর শ্বশুরালয়ে পদার্পণ করিয়া যদ্যপি মর্য্যাদ টাকা না পান তবে স্বীয় প্রণয়িনীর সহিত প্রিয় সম্ভাষণাদি পরিহার পূর্ব্বক অবিলম্বে ক্রোধ ভরে স্থানান্তরে প্রস্থান করেন। ইহাতে সেই স্ত্রী সকল যে কি পর্য্যন্ত দুঃখে কাল যাপন করে তাহা বাক্‌পথাতীত। কোন কোন স্ত্রী দুঃসহ যৌবন যাতনা সহ্য করিতে না পারিয়া ব্যভিচার দোষে দূষিতা হয়। এবং এইরূপে ক্রমে ক্রমে বেশ্যার সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে যে কুলীন মহাশয় স্ত্রীকে বিবাহ করেন তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিলে একেবারে তাঁহার সকল পত্নী বৈধব্যদশাগ্রস্ত হয় তখন তাহারা আর যথেচ্ছ উপভোগাদি করিতে পারে না, কেবল প্রাণধারণোপযোগী একসন্ধ্যা যৎকিঞ্চিৎ ফল মূলাদি ভক্ষণ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে এবং তিথিবিশেষে জল গণ্ডূষ পান করিতে পারে না। আহা তাহাদিগের এই সমস্ত যাতনা অবলোকন করিয়াও কেহ পরম কারুণিক পরমেশ্বরের অনভিপ্রেত অতিশয় নিষ্ঠুর কার্য্যের নিরাকরণ বিষয়ে সাহস পূর্ব্বক হস্তক্ষেপণ করেন না যদ্যপি এক্ষণে অনেক ব্যক্তির মনোমধ্যে কৌলীন্য প্রথা রহিত বিধবাদিগের পুনঃ বিবাহ প্রচলন, এবং একস্ত্রী বিদ্যমানে পত্ন্যন্তর পরিগ্রহ নিষেধাদি পরম মঙ্গলাকর কার্য্য বলিয়া অনেকে স্থির সিদ্ধান্ত বোধ করিয়াছেন তথাপি লোকনিন্দা ভয়ে এতদনুষ্ঠানে কেহ সাহসী হইতেছেন না ফলতঃ যদবধি সকলে সাহস করিয়া ঐকমত্য অবলম্বন পূর্ব্বক এই সকল বিষয় প্রচলিত না করিবেন তাবৎকাল পর্য্যন্ত অস্মদ্দেশের দুরবস্থা সকল কদাচ নির্ব্বাসিত হইতে পারিবেক না, অতএব বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে যে, হিতকর নিয়ম সংস্থাপনে যত্নবান্ হওয়া সকলেরই কর্ত্তব্য।

ভূতত্ত্ববিদ্যা।

আমেরিকা খণ্ডে মিসোরি নামক স্থানে এক প্রকাণ্ড লৌহের পর্ব্বত প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত লৌহ পর্ব্বতও জার্ক নাম প্রসিদ্ধ পর্ব্বতেরই এক অংশ, উহার আয়তন অতি বৃহৎ। শিখরদেশ ৫০০ হস্তের অধিক উচ্চ এবং উহা ১৫০০ বিঘা পরিমিত ভূমি পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়া রহিয়াছে। উল্লিখিত পর্ব্বতের পর মৃত্তকার ভাগ অত্যল্প দেখিতে পাওয়া যায়, প্রায় এক ফুটের নিম্নেই লৌহ প্রকাশ পায়, কিন্তু ইহার মধ্যে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ঐঅল্প ভাগ মৃত্তিকার উপরেই উৎকৃষ্ট রূপে নানা প্রকার উদ্ভিদ জন্মায়। উক্ত পর্ব্বতের শিখর ও পার্শ্বদেশ ভিন্ন প্রায় সর্ব্বত্র হইতে ৮। ৯ সের পরিমাণের খণ্ড খণ্ড লৌহ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু উল্লিখিত দুই স্থানে লৌহ পর সকল দৃঢ় রূপে সম্বদ্ধ হওয়াতে একেবারে উহা একীভূত হইয়া রহিয়াছে। আমেরিকা দেশীয় প্রসিদ্ধ খনি খনন কারীরা পরিমাণ করিয়া দেখিয়াছেন যে পুরুষানুক্রমে খনন করিলেও উল্লিখিত পর্ব্বতের লৌহ শেষ হইবেনা। উক্ত স্থানের খনন কারীরা এক্ষণে ঐ পর্ব্বতের এক পার্শ্ব দেশ খনন করিয়াই প্রচুর লৌহ প্রাপ্ত হইতেছেন। উক্ত পর্ব্বতে যে কত লৌহ বিদ্যমান আছে তাহা নির্দ্দিষ্ট হইবার উপায় নাই, খনন কারীরা ঐ পর্ব্বতের মূলে কূপ খনন করিবার সময় ১২০ হস্তের নিম্ন ও ক্রমাগত লৌহ প্রাপ্ত হইয়াছেন বিশেষতঃ উল্লিখিত লৌহ পর্ব্বত একটী চুম্বক লৌহের পর্ব্বত বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে।

অয়স্কান্তমণি।

ভারতবর্ষীয় পূর্ব্বতন পণ্ডিতগণ চুম্বক লৌহকে অয়স্কান্তমণি বলিয়া বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। এই চুম্বক কত দিন পর্য্যন্ত যে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা, বর্ণন করা দুঃসাধ্য চুম্বক, লৌহ প্রভৃতি কতিপয় ধাতুকে আকর্ষণ করে, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা লৌহকেই অধিক আকর্ষণ করিয়া থাকে। চুম্বক এবং লৌহ এই উভয় পদার্থের মধ্যে অপর কোন বস্তু ব্যবধান থাকিলেও চুম্বক লৌহকে আকর্ষণ করে। যদি এক খণ্ড কাগজের উপর একটী লৌহময়ী সূচী সংস্থাপন পূর্ব্বক সেই কাগজের নিম্ন প্রদেশে চুম্বক মণি ধরাযায়, তখন দৃষ্ট হয় যে, যে দিকে সেই চুম্বককে লইয়া যাওয়া যায় কাগজের উপরিস্থিত সূচীও অমনি সেই দিকে গমন করিতে থাকে। এই রূপ কাষ্ঠাদি,অন্যান্য পদার্থ ব্যবধান থাকিলেও চুম্বকের আকর্ষণের প্রতি কোন ব্যাঘাত জন্মে না। চুম্বক ও লৌহের মধ্যে যে কোন পদার্থ ব্যবধান থাকুক, চুম্বক লৌহকে অবশ্যই আকর্ষণ করিবেক। চুম্বক মণির এই আকর্ষণ শক্তি প্রভাবে পূর্ব্বকালে অনেক অনেক প্রকার কুহক ক্রীড়া দ্বারা লোক দিগকে বিস্ময়াপন্ন ও বিমোহিত করিত। অনেকে একটী ক্ষুদ্র মনুষ্যের প্রতি মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া তদ্দারা যথা নিয়মে বর্ণ যোজনা পূর্ব্বক ব্যক্তি বিশেষের নাম লেখাইয়া সমস্ত লোককে চমৎকৃত করিত। ঐ কৃত্রিম মনুষ্যের হস্তে একটী লৌহ মুখ লেখনী অর্পণ করিয়া যে কাষ্ঠ ফলকে নাম লিখিতে হইবেক, তাহার নিম্ন দেশে কোন ব্যক্তিকে গোপন ভাবে অবস্থিত করিত এবং

তথাহইতে সে, চুম্বক মণির সঞ্চালন দ্বারা সেই কাষ্ঠ ফলকের নিম্ন ভাগে যথা প্রয়োজন বর্ণ সমূহ বিন্যাস করত ঐ পুত্তলিকা দ্বারা উল্লিখিত নাম সমাধা করাইত। কেহ কেহ কৃত্রিম রাজ হংস নির্ম্মাণ করিয়া গূঢরূপে তাহার মস্তকের মধ্যে লৌহ রাখিয়া দিত। এবং কোন দণ্ডাগ্র ভাগে গোপনে চুম্বক মণি প্রবিষ্ট করিয়া সেই হংসের সম্মুখে ঐ দণ্ড ধারণ করিত পরিশেষে যে দিকে সেই দণ্ড লইয়া যাইত, হংস ও তৎপশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিত, যখন ঐ দণ্ডের অগ্রভাগে মৎস্যাদি কোন প্রকার খাদ্য দ্রব্য সংযুক্ত করিয়া দিত, তখন দেখিতে আরও আশ্চর্য্য বোধ হইত। কেহবা কোন কৃত্রিম মৎস্যের মুখ মধ্যে এক খণ্ড চুম্বক মণি নিবিষ্ট করিয়া তাহাকে জল মধ্যে করিত, পরে সেই জলে কোন আমিষ ময় লৌহ বড়িশ মগ্ন করিলে, সহজেই আকর্ষণ শক্তি সহকারে সেই মৎস্য মুখ স্থিত চুম্বক ও আমিষান্তর্ভূত লৌহ বড়িশ উভয়েই একত্র সংযুক্ত হইয়া যাইত, এবং তদ্দৃষ্টে সামান্য লোকেরাও অনায়াসে মুগ্ধ হইয়া যাইত,। পূর্ব্বকালীন লোকেরা এইরূপে চুম্বক দ্বারা নানা প্রকার কুহক ও কৌতুক দ্বারা কালক্ষেপণ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তদ্দ্বারা তাঁহাদিগের কেবল আমোদই সম্পন্ন হইত, অন্য কোন বিশেষ উপকার দর্শিত না। হস্তিনাপুরে যে শূন্য সিংহাসনথা কবার প্রবন্ধ আছে, তাহাও বোধ হয়, এই চুম্বকমণি দ্বারা হইয়া থাকবেক। কত পরিজনের চুম্বকমণি কতদূর হইতে যে কত বৃহৎ লৌহাদি পদার্থকে আকর্ষণ করিতে পারে। পদার্থবিৎ পণ্ডিতেরা পরীক্ষা করিয়া সে বিষয় স্থির করিয়া গিয়াছেন মুসে ব্রোক সাহেব দেখিয়াছেন, যে অর্দ্ধ ছটাক পরিমাণের চুম্বক এক অঙ্গুলি দূর হইতে ১৮ রতি লৌহ আকর্ষণ করিতে পারে এবং ছয় অঙ্গুল দূর হইতে তিন রতি মাত্র আকর্ষণ করে। ইহাতে তিনি স্থির করিয়াছেন যে লৌহ চুম্বকের নিকট হইতে যত দূরে অবস্থিতি করে, চুম্বক তাকে তত অল্প তেজে আকর্ষণ করিয়া থাকে। অর্থাৎ এক অঙ্গুলি দূরস্থিত লৌহ খণ্ডকে যত আকর্ষণ করে, তাহার দুই অঙ্গুলি দূরস্থিত লৌহকে তাহার অর্দ্ধেক আকর্ষণ করে, এবং তিন অঙ্গুলি দূরস্থিত লৌহকে তাহার তিন ভাগের এক ভাগ আকর্ষণ করিয়া থাকে ইত্যাদি। ইহা কোন পরীক্ষার অধীন রহিয়াছে। ইচ্ছা হইলে মুসে, বুকি সাহেবের এই পরীক্ষা সকলেই প্রত্যক্ষ দেখিতে পারেন।

ছাত্র হইতে প্রাপ্ত।

পরম করুণাময় জগৎ প্রসবিতা মানবকে দয়াগুণ প্রদান করিয়া নিজ অনির্বচনীয় মহিমা প্রকাশ করিয়াছেন। দয়ার ন্যায় ধর্ম্ম ইহ সংসারে প্রাপ্ত হওয়া অতি দুর্ঘট দয়াবান মনুজ সর্ব্বসুখ নিজ করতলে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তিনি দয়া প্রভাবে দুষ্প্রবৃত্ত্যাদি দলন করিয়া নিরন্তর নির্ম্মলানন্দনীরে নিমগ্ন হন। দয়ার প্রভায় অসহ্য শোক তাপ দূরীভূত হয়। দয়াশীল মহাত্মারা কখন রিপু পরবশ হইয়া অসৎক্রিয়া সমাধা করেন না তাঁহারা শত্রু মিত্র প্রিয়াপ্রিয় দিগেকে সম ভাবে ভাবেন। তাহারা প্রাণান্তে পরানিষ্ট সাধনে তৎপর হন না। বৈরির দারুণ ক্লেশ দর্শন করিলে তাঁহাদিগের অন্তঃকরণ

ব্যথিত হয়, তাঁহারা অকাতরে সর্ব্বস্ব নিঃস্ব করিয়াও সর্ব্বদা সৎকর্ম্ম নির্ব্বাহ ও অন্যের দুঃখ হ্রাস করিতে সততই যত্নশালী থাকেন। যেজন দয়াতরঙ্গিনীর বেগ বিহীন তরঙ্গে সানন্দ মনে সন্তরণ প্রদান করেন সেই ব্যক্তি দেহান্তরে স্বর্গ লাভ করিয়া মুক্তিপদে অধিরূঢ় হন সন্দেহ মাত্রই নাই। অপিচ অতিপাষণ্ড নৃশংসের হৃদয়ও দয়াপ্রবাহে প্রবাহিত হয়। ইহা বিচিত্র নহে, কারণ দয়া ঈশ্বর প্রদত্ত গুণ বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত হইয়াছে বিবণীস্থ সমস্ত দেশীয় লোকদিগের হৃদয়ক্ষেত্রে দয়ালতিকা সমভাবে বর্দ্ধিতা আছে কি সভ্য কি অসভ্য কি ধনি কি নির্দ্ধন কি বিদ্বৎ কি নিপুণ কি মানি কি অপমানি কি ধার্ম্মিক কি অধার্ম্মিক ইত্যাদি ব্যক্তিমাত্র দয়ারূপ অমিয়ার আস্বাদ গ্রহণ করিয়াছে এমত কোন নর অদ্যাপিও আমারদিগের দৃষ্টি পথে পতিত হইল না যিনি জন্মাবচ্ছিন্নে কোন প্রকার দয়ার কার্য্য করেন নাই। অতএব দয়া এক স্বভাবসিদ্ধ পবিত্র ধর্ম্ম। সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বাধার সর্ব্বভুত সর্ব্বসাক্ষি সর্ব্বেশ্বরের প্রভাবে এই বিচিত্র জগৎ সংসার সৃজন পালন প্রলয় হইতেছে। অতএব ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম কর্ম্ম সমাধার জন্য ভিন্নভিন্ন পদার্থচয়ও উৎপত্তি করিয়াছেন। তাহাতে বিশিষ্ট প্রকারে নিপুণ হইলে অমালিন্য চিত্ত সত্য পরায়ণ তথা সর্ব্বত্রাভিমান্য ধন্যাগ্রগণ্য হইয়া ব্যক্তিব্যূহ সর্ব্বকর্ম্মে প্রতিপন্ন ও সখ্যাতাপন্ন হয়েন। সুতরাং ঈশ্বর কর্ত্তৃক যে সকল ধর্ম্মপথ নিদর্শন হইয়াছে তন্মধ্যে দয়াকে বলিতে হয়।

বন্ধু হইতে প্রাপ্ত।

দেশের কুরীত।

সম্পাদক মহাশয়, আপনি ১ এক সংখ্যক পত্রিকায় অস্মদ্দেশের কতপয় কুরীতর বিষয় লিখিয়াছেলেন, বোধকরি সাধারণের তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত হইয়া থাকিবেক, এবং অনেকে তত্তৎ কুব্যবহার নিবারণের চেষ্টাও করিতে পারেন, সম্প্রতি আমি অস্মদ্দেশীয় প্রচলিত আর একটী কুব্যবহার বিষয়ে কিঞ্চিৎ লিখিলাম, অনুগ্রহ পূর্ব্বক পত্রোপান্তে স্থান দানে বাধিত করিবেন।

এদেশের সর্ব্বজাতি মধ্যে লৌকতা প্রদান আদানের যে এক রীতি প্রচলিত আছে তাহা অতিশয় দুঃখাবহ অন্নপ্রাসন যজ্ঞোপবীত বিবাহ ও দুর্গোৎসবাদি পূজা এবং শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াকাণ্ডে ধনী দুঃখি সকল নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগকে সঙ্গতী মত লৌকত টাকা প্রদান করিতে হয় কর্ম্ম বিশেষে কর্ম্মকর্ত্তা লৌকত প্রাপ্ত টাকা প্রত্যার্পণ এবং সাধ্যমত ঔপাধিক বস্ত্র ও তৈলসাদি দিয়া থাকে, তাহাতে উভয় পক্ষের ক্লেশ হয়, কেননা ধনী কুটুম্বের বাটীতে নম্র লোকেরা এপ্রকার ক্রিয়াকাণ্ডে নিমন্ত্রণ পাইলে লৌকতার টাকার জন্য মনান্তরিত হইয়া সঙ্গতি না হইলে কর্জ্জ করিয়াও দিতে বাধ্য হয়, না দিলে অপমান ও লজ্জা ভয়ে নিমন্ত্রণে যাওয়া হয় না না গেলেও লোকে বলে লৌকত দিবার ভয়ে অমুক নিমন্ত্রণে আইসে নাই।

পক্ষান্তরে নিঃসঙ্গতিপন্ন লোকেরা কোন ক্রিয়া কাণ্ডোপলক্ষে ধনী কুটুম্বকে নিমন্ত্রণ করিলে ধনীরা অনায়াসে এক টাকার স্থলে দুই চারি টাকা লৌকত দিয়া ঠেসেন কর্ম্মকর্ত্তা দুঃখি কুটুম্ব অপ্রতুল বশতঃ তৎক্ষণাৎ ঐ টাকা ব্যয় করে ভয়ে কর্ম্ম সমাধান্তে ঐ লৌকত টাকা প্রত্যার্পণ করিতে ও তদুপযুক্ত ঔপাধিক

বিদায় দিতে মহা ক্লেশার্ত্ত হয়, না দিলে আত্মীয় স্বজনের নিকট নিন্দার পরসীমা থাকে না অতএব এই প্রকার লৌকিক আদান প্রদানীয় ব্যবহার যে উভয় পক্ষের কষ্টদায়ক ইহা কেন স্বীকার করিবেন ব্রাহ্মণ ও কুটুম্ব স্বজন গণকে ভোজন করাইবার মুখ্য উদ্দেশ্য পুণ্য সঞ্চয়, এমত স্থলে দুই চারি আনার ভোজ্য দান করিয়া তদর্দ্বিগুণ চতুর্গুণ বা ততোধিক লৌকিক গ্রহণ করা যুক্তি বিরুদ্ধ কার্য্য তাহাতে ভোজ্য দানের ফল বিফল হইয়া যায় অন্য কোন দেশীয় লোকের মধ্যে এপ্রকার ব্যবহার প্রচলিত নাই অতএব দেশহিতৈষি সভ্য মহাশয়েরা এ প্রস্তাবের আদ্যোপান্ত বিশেষ মনোযোগের সহিত বিবেচনা করিয়া যদি এপ্রথা রহিত করা কর্ত্তব্য করেন তবে রহিত করণার্থে সচেষ্ট হউন।

সম্পাদক মহাশয় যদি আপনার পাঠক মণ্ডলীতে আমার এই প্রস্তাব গৃহীত হয় তবে আমি সময়ে এতদ্দেশের বদ্ধমূল কুসংস্কার বিষয়ে লেখনী সঞ্চালন করিব অলমতি॥

বাল্য বিবাহ।

বর্ত্তমান সময়ে আমাদিগের দেশে যে সমস্ত কুৎসিত প্রথা প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে বাল্য বিবাহই একটী সামান্য কুপ্রথা নহে। বিশেষ রূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে বোধ হয় ইহা নানা অনিষ্টের মূল। মাতা, পিতা, পুত্রের পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রম হইতে না হইতেই কিরূপে কন্যাসাৎ করিবেন এই চিন্তায় সর্ব্বদা ব্যাকুল থাকেন; কেবল চিন্তিত থাকেন এমত নহে অতীব যত্ন সহকারে কুলাচার্য্যকে আহ্বান করিয়া কন্যা অন্বেষণে নানা দিগ্‌দেশে প্রেরণ করেন। জননী, সুন্দরী পুত্রবধূর বদন কমল নিরীক্ষণাভিলাষে বিবিধ দেবালয়ে নানা বিধ মানসিক করিয়া থাকেন, ফলতঃ মাতা, পিতা, শীঘ্র শীঘ্র বধূর সহিত পুত্রের মুখপদ্ম সন্দর্শন করিতে পারিলে আপনাকে অত্যন্ত ভাগ্যশালী ও চরিতার্থ বোধ করেন। ইহা অপেক্ষা বৈদিক মহাশয়দিগের পাণিগ্রহণের বিষয় ভাবিয়া দেখিলে কোন হস্তপদাদি বিশিষ্ট ব্যক্তি বিস্ময়াপন্ন না হইবেন। অপরাপরে পুত্র কন্যা ভূমিষ্ঠ হইলে তাহার বিবাহের চেষ্টা করিয়া থাকেন, কিন্তু বৈদিক মহাশয়েরা গর্ভে গর্ভেই বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়া থাকেন। ফলতঃ ইহা দ্বারা যে নানা অনর্থের উৎপত্তি হয় তাহা তাঁহারা একবারও মনে করেন না। অনন্তর বিষয় বিবেচনা করিতে হইলে প্রথমতঃ ইহাই সম্যক্ রূপে বিবেচনা করা কর্ত্তব্য, যে প্রাণিগণের জীবিত কাল অবস্থা ত্রয়ে বিভক্ত হইয়াছে, যথা বাল্য যৌবন এবং বার্দ্ধক্য কোন কোন অবস্থায় কি কি কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য, ইহা নীতিশাস্ত্রে নিরূপিত আছে যথা শৈশবাবস্থায় বিদ্যাভ্যাস, যৌবন কালে অর্থোপার্জ্জন, বার্দ্ধক্যে পুণ্য সঞ্চয় যদ্যপি বাল্যকাল ব্যতীত অন্য সময়ে বিদ্যাভ্যাস হইতে পারে, কিন্তু বাল্যকালে মেধা সমধিক থাকে সে সময়ে যত শিক্ষা করিতে পারা যায় যৌবনে ও বার্দ্ধক্যে তত শিক্ষা করিতে হইলে প্রগাঢ় পরিশ্রম অপেক্ষা করে এবং তাদৃশ সুচারুরূপে শিক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠে। উপযুক্ত সময়ে ক্ষেত্রে বীজ বপন করিলে যত শস্য জন্মে, অসময়ে কি সে রূপ হয়,

অতএব(বাল্য কালেই বিদ্যাভ্যাস করা সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর, কিন্তু অস্মদ্দেশে ইহার সকলি বিপরীত। দেখ বাল্যকালে পানি গ্রহন সম্পন্ন হইয়া যখন উত্তরোত্তর স্ত্রী পুরুষের প্রণয় বদ্ধমূল হইয়া উঠে তখন বিদ্যাভ্যাসাদিতে অপেক্ষাকৃত অনেক অযত্ন ও বিস্তর ব্যাঘাৎ জন্মে তাহার সন্দেহ নাই। এই রূপে অস্মদ্দেশীয় মানব গণ অপেক্ষাকৃত অন্য দেশবাসী লোক হইতে সম্যক্ রূপে মূর্খতা জালে নিবদ্ধ রহিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ। বাল্যকালে বিবাহ হইলে হীন বীর্য্য হইতে হয়, তাহার প্রমাণ অস্মদ্দেশীয় লোকেরা অন্য দেশীয় লোক হইতে সমধিক দুর্ব্বল ও কৃশ হইয়া থাকে, সুতরাং দুর্বল হইলে ইহারা যে কোন কালে স্বাধীন হইবে তাহার কিছু মাত্রও সম্ভাবনা থাকে না। তৃতীয়তঃ বাল্য বিবাহ দরিদ্রতার এক প্রধান কারণ। দেখ যৎকালে পুত্রের বয়ঃক্রম অল্প তখন সে ভবিষ্যতে বিদ্বান হইবে কি মূর্খ হইবে কি সুশীল হইবে কি দুঃশীল হইবে কি ধনসম্পন্ন হইবে কি দীন হইবে তাহা জানিতে পারা যায় না। সেই সময়ে তাহার বিবাহ দিলে যদ্যপি সে উপার্জ্জন করিতে অসমর্থ হয়, তবে তাহাকে যে পুত্রকলত্রাদি ভরণ পোষণ করিতে যে কি পয্যন্ত কষ্ট হয় অস্মদ্দেশীয় অনেক লোকেই বিলক্ষণ অবগত আছেন বর্ণনা করা বাহুল্য মাত্র। আহা তাহার স্ত্রী পুত্রাদি পয্যাপ্ত অন্নাচ্ছাদনাদির অভাবে অসহ্য ক্লেশ সহ্য করে, অতএব যখন কৃতবিদ্য হইয়া অর্থোপার্জ্জনাদি করিতে সক্ষম হইবে তৎকালে বিবাহ দেওয়া মাতা, পিতার, যথার্থ স্নেহের কার্য্য। চতুর্থতঃ। স্ত্রী পুরুষের মধ্যে যে পরস্পর অপ্রণয় দৃষ্ট হয় বাল্য বিবাহ তাহারও এক প্রবল কারণ। কারণ, বিবাহ সময়ে বর, কন্যা, অতি শিশু, পরাধীন, হিতাহিত বিবেচনা শূন্য, সুতরাং মাতা পিতা যদ্যপি পাত্রাপাত্র বিবেচনা করিয়া বিবাহ দেন, তবে উত্তর কালে কি রূপে দম্পতি সুখ স্বচ্ছন্দে কাল যাপন করিবে। কি রূপেই বা তাহাদিগের পরস্পর ঐকমত্য থাকিতে পারে। পঞ্চমতঃ। বাল্য কালে বিবাহ দেওয়ায় এক ভয়ানক ঘটনা উপস্থিত হইতে পারে। বিজ্ঞ বিজ্ঞ চিকিৎসকেরা কহেন এবং স্বচক্ষে প্রত্যক্ষও করা যাইতেছে, যে বাল্যকালে অধিক পীড়াদি হইয়া সম্পূর্ণ সম্ভাবনা এবং তদ্দ্বারা অনেকেই কাল করালে নিপতিত হয়, সুতরাং পতির কাল হইলে অস্মদ্দেশীয় বর্ত্তমান নিয়মানুসারে পুনরুদ্বাহ না থাকায় বিধবা দিগকে যাবজ্জীবন দুঃসহ বৈধব্য যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয়। অতএব এই সকল দোষ পর্য্যালোচনা করিয়া সাতিশয় অনিষ্টকর বাল্য বিবাহ যদদ্বারা রহিত হয় এমত বিষয়ে চেষ্টা পাওয়া সকলেরই কর্ত্তব্য ॥)

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

মহাভারত।

গরুড়ের জন্ম।

গরুড় কশ্যপমুনির উপদেশানুসারে নিমিস মধ্যে সরোবর তীরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, গজ ও কূর্ম্ম উভয়ে ঘোরতর সংগ্রাম করিতেছে। গরুড় এতদ্দর্শনে প্রফুল্ল চিত্তে এক নখে গজ ও অন্য নখে কচ্ছপ গ্রহণ পূর্ব্বক উড্ডীয়-

মান হইয়া যোজন শত বিস্তৃত রৌহিণ বৃক্ষশাখায় উপবিষ্ট হইলেন। এবং গরুড়ের ভরে বৃক্ষের শাখা ভগ্ন হইয়াগেল ইহা দেখিয়া বিনতানন্দন অত্যন্ত শঙ্কিত চিত্তে ওষ্টপুটে শাখা ধারণ পূর্ব্বক আকাশ মণ্ডলে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। দৈবযোগে কশ্যপমুনিদর্শন করিয়া গরুড়কে বলিলেন, বৎস, তুমি অতি কুৎসিত কর্ম্ম করিয়াছ, একবার চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখ যষ্টীসহস্র ঋষিগণ বৃক্ষশাখায় লম্বমান আছেন শীঘ্র ইহার উপায় কর ইহা বলিয়া কশ্যপমুনি মুনিদিগকে স্তুতিবাদ দ্বারা প্রসন্ন করিলেন। মুনি সকলে স্তুতি পাঠ শ্রবণে সাতিশয় হৃষ্ট হইয়া হিমালয়ে গমন করলেন। গরুড়ও কশ্যপের আদেশানুসারে শাখা সহিত পর্ব্বত উপরে উপবিষ্ট হইয়া সুখস্বচ্ছন্দে গজ ও কূর্ম্মকে উদরস্থ করিলেন। এবং অমৃতানয়নে মানস করিয়া পুনর্ব্বার গগণ মণ্ডলে উড্ডীয়মান হইলেন। পক্ষের বায়ু প্রভাবে কত শত পর্ব্বত শিখর ভগ্ন হইয়া মেদিনী মণ্ডলে পতিত হইতে লাগিল, চতুর্দ্দিক অন্ধকার, দিনকর আর দৃষ্টিগোচর হয় না, এই সকল অমঙ্গল ব্যাপার দেখিয়া ইন্দ্রদেব বৃহস্পতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে গুরো কি নিমত্তে এত অমঙ্গল দেখিতেছি। বৃহস্পতি ইন্দ্র দেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন। তোমার পূর্ব্বজনিত পাপরাশির ফল এক্ষণে উদিত হইল গরুড় অমৃতাহরণের নিমিত্ত আসিতেছে সাবধান হও। ইন্দ্র বৃহস্পতির দারুণ বচন শ্রবণ করিয়া অনুচরদিগকে যুদ্ধ করিবার জন্য সুসজ্জিত হইতে আদেশ করিলেন। একদা মুনিগণ সূতকুমারকে জিজ্ঞাসা করিলেন হেসৌতি কি জন্য ইন্দ্রদেবের এত পাপ হইল ইহার কারণ কি, আর কিনিমিত্ত ত্রিলোক বিদিত ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ট কশ্যপেরই বা পক্ষী পুত্র হইল এই সমস্ত তুমি আমাদিগকে ব্যক্ত করিয়া বল। সৌত মুনিদিগের বাক্য শুনিয়া বলিলেন, যদ্যপি আপনারা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তবে সংক্ষেপে বর্নন করি সকলে মনোযোগী হইয়া শ্রবণ করুন। পূর্ব্বকালে কশ্যপ নামে মুনি তপস্যা করিতেন। ইন্দ্র, সোম, সূর্য্য, যম, প্রভৃতি দেবগণ তাঁহার অনুচর ছিলেন॥

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

রামায়ণ।

আদিকাণ্ড।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের শেষ।

হরিদ্বারে ও পাতালেও ত্রিবেণীতে গঙ্গার ভ্রমণ।

গঙ্গা, ভগীরথের সহিত কৈলাস পর্ব্বতে মিলিত হইয়া প্রবল বেগে অবনী মণ্ডলে অবতীর্ণা হইতে লাগিলেন, বসুমতী গঙ্গার দুঃসহ ভীষণ প্রবাহ সহ্য করিতে না পারিয়া ভয়ে কম্পমান কলেবরা হইলেন। গঙ্গাদেবী পৃথিবীকে সাতিশয় কাতরা দেখিয়া পাতালাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। ভগীরথ গঙ্গাকে পাতালাভিমুখী নিরীক্ষণ করিয়া কৃতাঞ্জলি পুটে বিনীত বচনে কহিলেন। জননি, আপনি পাতালে চলিলেন, অতএব কি রূপে আমার পূর্ব্ব পুরুষেরা দুস্তীর্ণ পাপ সমুদ্র হইতে মুক্ত হইয়া অনাথনাথ ত্রৈলোক্য নাথের পাদপদ্ম প্রাপ্ত হইবেন। গঙ্গা ভগীরথের কাতর বচন শ্রবণ করিয়া বলিলেন। বৎস আমি কি প্রকারে ভূমণ্ডলে অব-

স্থিতি করিতে পারি। পৃথিবী আমার বেগ সম্বরণ করিতে পারিতেছেন না। এতন্নিমিত্ত তোমাকে একটী কথা বলি, মনোনিবেশ পূর্ব্বক শ্রবণ কর, মহাদেবকে আরাধনা দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া এ স্থলে আনয়ন কর, তিনি আমার বেগ অনায়াসে ধারণ করিতে পারিবেন। ভগীরথ গঙ্গার এই হিতোপদেশ শ্রবণ করিয়া মহাদেব অরাধনায় নির্গত হইলেন। এক বৎসর যথা নিয়মে আরাধনা করিয়া দেবদেব মহাদেবকে পরম পরিতুষ্ট করিলেন। মহাদেব ভগীরথের আরাধনায় এমত সন্তুষ্ট হইলেন যে স্বয়ং ভগীরথের নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিলেন আর তোমার আরাধনা করিবার কোন প্রয়োজন নাই। আমি তোমার ভক্তি-রজ্জুতে আবদ্ধ হইয়া তোমাকে বর প্রদান করিতে আসিয়াছি। ভগীরথ সাক্ষাৎ ত্রিলোক পাবন মৃত্যুঞ্জয়ের পাদপদ্ম সন্দর্শ পূর্ব্বক বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিলেন। হে জগদীশ্বর বিশ্ববিন্দ্ যদ্যপি এই দীন হীনের উপর সানুগ্রহ হইয়াছেন। তবে এই বর আমি প্রার্থনা করি। যদি অধীনের প্রতি দৃষ্টি করিয়া গঙ্গার বেগ ধারণ করেন তাহা হইলে পৃথিবীতে গঙ্গা প্রকাশিতা হন। মহাদেব ভগীরথের ভক্তি সাগরে নিমগ্ন হইয়া গঙ্গার বেগ ধারণ করিতে চলিলেন। এবং দুঃসহ তরঙ্গাকুল গঙ্গার প্রবাহ স্বীয় শিরোহের জটা মধ্যে সংস্থাপন করিলেন গঙ্গা বহির্গমনের পথ না পাইয়া দ্বাদশ বৎসর জটায় পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন ভগীরথ এই সমস্ত দেখিয়া বিষন্ন বদনে বলিলেন। মাতঃ যদ্যপি আপনি হরজটায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন তবে আমার পূর্ব্ব পুরুষেরা উদ্ধার কি রূপে হইতে পারে। গঙ্গা বলিলেন বাপু, আমি কি করিব বহির্গমনের পথ প্রাপ্ত হইতেছি না। তৎকালে ভগীরথ গললগ্নবাস ও কৃতাঞ্জলিপুটে মহাদেবকে ধ্যান করিতে লাগিলেন। ভগীরথের তপস্যা দ্বারা মহাদেবের ধ্যান ভঙ্গ হইল। এবং স্বহস্ত দ্বারা জটা উৎপাটন করাতে গঙ্গা পথ প্রাপ্তা হইয়া গমন করিতে লাগিলেন এবং সেই স্থান হরিদ্বার বলিয়া বিখ্যাত হইল। যে ব্যক্তি হরিদ্বারে স্নান, কিম্বা দান করে তাহার পুণ্য রাশির পরাকাষ্টা নাই। একটী প্রবাহ পাতাল মধ্যে গমন করিয়া ভোগবতী নাম ধারণ করিলেন। এই রূপে ভগীরথকে পুরঃসর করিয়া ত্রিবেণীতে উপস্থিত হইলেন। গঙ্গা, যমুনা, ও সরস্বতী এই তিনটীতে একত্রিত হওয়াতে ত্রিবেণী বলিয়া সকলে বলেন। মকর কিম্বা প্রয়াগে যে ব্যক্তি স্নান করে সে সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া স্বর্গ লোকে গমন করে। ভগীরথ শঙ্খধ্বনি করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন, গঙ্গা তৎ পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া বারাণসীতে উপস্থিত হইলেন। সকলেই মনোভিনিবেশ পূর্ব্বক বারাণসীর উপাখ্যান শ্রবণ করুন। যদ্ দ্বারা বারাণসী তীর্থ লিখিত হইল। কোন সময়ে হর ক্রুদ্ধ হইয়া ব্রাহ্মণের শিরচ্ছেদন করিলেন, সকল পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায় কিন্তু ব্রাহ্মণ হত্যার পাতক হইতে মুক্ত হইবার আর উপায়ান্তর নাই। গিরীশকে ব্রহ্মবধ পঙ্কে পঙ্কিত দেখিয়া গণেশ, কার্ত্তিকেয়, ও কাত্যায়নী, রোদন করিতে লাগিলেন। মহাদেব ইহাদিগের রোদন শব্দ শ্রবণ করিয়া হাসিতে হাসিতে বলি-

লেন, গঙ্গা ভূমণ্ডলে যৎ কালে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তখন কত শত পাপ নাশ করিতে পারিবেন। হর গৌরী বৃষভারোহণে গঙ্গাতটে দণ্ডায়মান হইয়া পরম পবিত্র গঙ্গাজল স্পর্শ করিলেন। এবং তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে মুক্ত হইলেন। হর, পঞ্চক্রোশ পর্য্যন্ত গণ্ডি রেখা দিলেন সেই পঞ্চক্রোশ তীর্থ বারাণসী নামে বিখ্যাত হইল। এই তীর্থে যে ব্যক্তি প্রাণ ত্যাগ করে চিরকাল শিবপুরে বাস করে। গঙ্গা তথায় এক রজনী অবস্থিতি করিয়া ভগীরথের সহিত গমন করিতে লাগিলেন। এইরূপে গমন করিতে করিতে জহ্নুমুনির সমীপে উপস্থিতা হইলেন। জহ্নুমুনির পর্ণ কুটীর পাতা লতা দ্বারা নির্ম্মিত সুতরাং গঙ্গাস্রোতে ভাসমান হইতে লাগিল। জহ্নুমুনি সমাধি ভঞ্জন করিয়া চক্ষুরুন্মীলন পূর্ব্বক দেখিলেন, গঙ্গা স্বীয় বেগ প্রভাবে প্রবাহিত হইয়া ভীষণ শব্দে গমন করিতেছেন। এই দেখিতে পাইয়া জহ্নুমুনি গঙ্গাদেবীকে পান করিয়া ফেলিলেন। ভগীরথ কিয়দ্দূরে গমন করিয়া পশ্চাদ্ভাগে দৃষ্টিপাৎ করিবা মাত্র গঙ্গাকে দেখিতে পাইলেন না তখন ভগীরথ এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিয়া আশ্চয্য সাগরে নিমগ্ন হইলেন। এবং এক মুনি বট বৃক্ষের তলে আসীন হইয়া ধ্যান করিতেছেন। ভগীরথ বিনয় বাক্যে মুনিকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ভগবন্ গঙ্গাদেবীকে পথি মধ্যে কোন ব্যক্তি হরণ করিল। মুনি বলিলেন ভগীরথ তুমি আর পথ পাইলে না আমার গৃহ ভঙ্গ করিয়া আনিতেছিলে অতএব আমি তাঁহাকে পান করিয়া ফেলিয়াছি ভগীরথ বজ্রপাত সদৃশ এতাদৃশ বচন শ্রবণ করিয়া স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

আরব্যোপাখ্যান।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের শেষ।

গর্দ্দভ, বলীবর্দ্দ, ও কৃষকের কথা।

দিন কত এইরূপ কর আচরণ।
অবশ্য পাইবে তুমি তাহাদের মন॥
পরিশেষে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিবে।
মম উপদেশ ফল সফল মানিবে॥
গর্দ্দভের হিত বাক্য শুনিয়া শ্রবণে।
কহিতে লাগিল বৃষ বিনয় বচনে॥
পরমহিতৈষী তুমি দয়ার আকর।
সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শী জ্ঞানের সাগর॥
তব উপদেশফল কল্যাণ দায়িনী।
অগ্নিহূতঘৃত মত অশুভ নাশিনী॥
অদ্যাবধি সতত শুনিব তব কথা।
কদাচ না করিব হে ইহার অন্যথা॥
কি হে কালু কোন স্থানে করেছ প্রয়াণ।
কি কারণে দেখি তব সহাস্য বয়ান॥
কালু। শুনিয়ে ব্রাহ্মণ বাণী কালু করপুটে।
প্রণিপাত করিগেল তাঁহার নিকটে॥
কি লাগিয়ে দাসেরে ডাকেন মহাশয়
গুরুবারে ক্ষৌর কর্ম্ম অবিধেয় হয়॥
গুরুবারে ক্ষৌরী হলে হয় মান ভ্রংশ।
অখ্যাতি সাগরে ডুবে চন্দ্র তুল্য বংশ॥
ভৃত্য। অন্য কোন নাপিত দৃষ্ট নাহওয়াতে
বসেছেন ঠাকুর আজি পাজী দেখিতে।
কালু হয় অতিশয় ক্ষৌরকার্য্যেদক্ষ।
লাজে বিমুখ আছে নাপিত কত লক্ষ॥
কালু। ছিল তব জন্মস্থানে রেবতী নক্ষত্র।
সুতরাং পাপগ্রহ প্রবল অতি মাত্র॥
মহাশয় ক্ষুরিকার্য্য অতীব কঠিন।
কেশ, বর্ণ নাসিকাদি ইহার অধীন॥
গ্রহ গণের সঞ্চার বিবেচনা করি।

তবেতো কঠিন কার্য্যে হাত দিতে পারি ॥
যেহেতুক ক্ষুরিকার্য্য সাধারণ নহে।
পাছে তব দেহ হতে রক্ত নদী বহে ॥
চন্দ্র। বোধ হয় হয়েছিল কোন দুঘটনা।
তা না হলে কর কেন এত বিবেচনা ॥
কালু। গত বৎসরে এক ক্ষত্রিয় কুমার।
ক্ষৌরী হতে আইলেন নিকটে আমার ॥
দেখিয়া রাহুর ফল অত্যন্ত অশুদ্ধ।
মৎ কর্ত্তৃক বারম্বার হইলেন নিষিদ্ধ ॥
তথাপি একার্য্যেতে নিযুক্ত করিলেন।
উচিত ফল তিনি ভাল রূপে পাইলেন ॥
নাসা হীন শোনিতাক্ত সকল শরীর।
অবিলম্বে যাইলেন শমন মন্দির ॥

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের জীবন চরিত্র।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের শেষ।

রাজা রুদ্ররায় সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া পরমসুখে কাল যাপন করেন, এমত সময়ে এক দিবস পাত্র, মিত্র, ও কর্ম্মচারী দিগকে আদেশ করিলেন, যে তোমরা মাটিয়ারী পরগণায় গমন করিয়া এক সুরম্য অট্টালিকা নির্ম্মাণ করহ, আমি তথায় বাস করিব। পাত্র মিত্র ও সভাস্থ সমস্ত কর্ম্মচারী লোকে রাজার আদেশ শ্রবণ করিয়া কহিলেন। মহারাজ, আপনি সত্য কহিয়াছেন, আপনকার উপযুক্ত স্থান বটে, অতএব আপনকার আদেশানুসারে আমরা তথায় গমন করি, এই কথা বলিয়া সকলে প্রস্থান করিল। এবং অচিরাৎ এক জ্যোৎস্নাময়ী অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া রাজার নিকট সম্বাদ পাঠাইলেন। মহারাজ সপরিবারে উক্ত স্থানে বসবাস করিলেন। কালক্রমে নৃপতির তিনটী পুত্র জন্মিল জ্যেষ্টের নাম রামচন্দ্র, মধ্যমের নাম রামকৃষ্ণ, কনিষ্ঠের নাম রামজীবন, রাখিলেন। তন্মধ্যে রামচন্দ্র প্রবল প্রতাপ সম্পন্ন ও অতীবমান্য ছিলেন, ক্রমেক্রমে নিজ বাহুবলে অশেষ দেশ জয় করিয়া বহুতর সাম্রাজ্যের অধিপতি হইলেন এইরূপে রামচন্দ্র সুখস্বচ্ছন্দে রাজ্য পালন করিয়া লোকান্তর প্রাপ্ত হইলে, তৎ কনিষ্ট রামকৃষ্ণ পৈতৃক সিংহাসন অধিকার করিয়া স্বীয় বুদ্ধিশক্তি সহকারে ঢাকা রাজধানীর অধীশ্বর হইলেন। এমৎ সময়ে মুরসদালিখাঁ ঢাকা পরিত্যাগ পূর্ব্বক এক মনোহর নগর সংস্থাপন করিয়া মুরসুদাবাদ নাম রাখিলেন। রামকৃষ্ণ সচ্চরিত্র ও ন্যায় পরায়ণ ছিলেন, এবং সবার নিকট অতিশয় মান্য হইয়াছিলেন, পূর্ব্বে যে রাজকর নির্দ্ধারণ ছিল, তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ ন্যূন করিয়া দ্বিগুণ রাজ্য করিলেন। এই রূপে বাইশ লক্ষ টাকার জমীদারী করিয়া ঈশ্বরধাম প্রাপ্ত হয়েন। এই রূপে পর্য্যায় ক্রমে রামজীবন রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া রাজা রামকৃষ্ণের কৃষ্ণ নগর নামে যে এক প্রসিদ্ধ আছে তথায় নিজ রাজধানী করিলেন। রামজীবন রায় স্বীয় বাহুবলে রাজ্য শাসন করিয়া প্রজাপুঞ্জকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। এমত সময়ে মহারাজের দুই পুত্র হইল জ্যেষ্ঠের নাম রঘুরাম কনিষ্ঠের নাম রামগোপাল রাখিলেন। কিয়ৎ কালানন্তর রামজীবন রায় মর্ত্তালীলা সম্বরণ করিয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

গোলেবেসেনুয়া।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের শেষ।

তুর্করাজকুমার হর্ষিত চিত্তে পথ পর্য্যটন করিয়া কতিপয় দিবসের মধ্যেই নিরূপিত বিশাল সুশোভনীয় মন্দিরের নিকটে সমুত্তীর্ণ হইয়া অ-

নন্দ পয়োধিতে নিমগ্ন হইলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া নৃপনন্দন অপূর্ব্ব মন্দিরের নয়নানন্দদায়িনী শোভা সন্দর্শনে বিমোহিত হইলেন। এবং ক্ষণকাল পরে তন্মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক এক বিচিত্র রত্নময় সিংহাসন সমীক্ষণ করিলেন। সেই সিংহাসন সটীক হীরা পান্না চুনি মুক্তা প্রবল মাণিক্যাদিতে পরিরঞ্জিত হইয়া বিনোদ দ্যুতি প্রকাশ করিতেছে। তদুপরিভাগে স্ফটিকে রচিত এই লিখিত আছে যে কেহ কখন দক্ষিণ পথে গমন করিবেন না। যদিও সহস্রজীবী উক্ত বর্ত্মে নির্যান করেন তাহা হইলে তিনি অচিরাৎ কালের করাল কবলে পতিত হইবেন। ইহা পাঠ করিয়া তুর্কেশ্বর রাজতনয় সচিন্তিত ও সশঙ্কিত হইয়া উল্লিখিত পথ পরিহার পুরঃসর অন্যতম বর্ত্মে গমন করিবায় এক বিজন বিপিনে প্রবেশ করিলেন। এবং কিয়দ্দূরে গমন করিয়া নিরীক্ষণ করিলেন, যে অরণ্য নানা জাতীয় তরু লতাচয়ে পরিশোভিত হইয়া মোহন ভাতি ব্যক্ত করিতেছে। তরস্থ বৃক্ষ সকল এতাদৃশ উন্নতর বোধ হয় যেন গগণ স্পর্শ করিতেছে। নিবিড় পুষ্পবনের অভ্যন্তরে রবি শশীর কিরণ মালা প্রবেশ করিতে পারে না বিষদ্বিকাসত প্রসূন গণের সুসৌরবে মনঃপ্রাণ মোহ প্রাপ্ত হয়। এতদ্দর্শনান্তর তুর্কনৃপনন্দন সহসা পুষ্পোদ্যানের স্ফটিক বিনির্ম্মিত দ্বারে সমুপনীত হইয়া দেখিলেন, যে এক বিকটাকার নিশাচর পঞ্চাস্ত্র সহ দ্বারদেশস্থ প্রস্তরের শয্যোপরিতে সুখে নিদ্রা যাইতেছে। তাহার অঙ্গার সম বর্ণের প্রভাবে পুষ্পবন প্রায় তমোময় হইয়াছে। অবশেষে কুমার সাহসী হইয়া পুষ্পোদ্যানের অভ্যন্তরে প্রবশিলেন। তথায় অশেষ অপরূপ কুরঙ্গ কুরঙ্গী মনোহর ভূষণে বিভূষিত হইয়া চরিতেছে নৃপাত্মজ মনোহর আক্রীড়া দর্শনাবধি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন। কোন্ জন এই নবীন পুষ্পোদ্যানের অধিকারী তাহা আমি স্থির করিতে পারিলাম না। বোধ হয় পরি কিম্বা গন্ধর্ব্ব এই সুরম্য স্থানের অধিকারী হইবেন। অতঃপর সুবর্ণরূপী মৃগগণ রাজসুতকে দর্শন করিয়া ইঙ্গিত ভাবে কহিতেছে। হে ঋজুস্বভাব রাজপুত্র। তুমি এই ভীষণ স্থান হইতে পলায়ন কর। নচেৎ তোমার জীবনধন নিধন হইবে। রাজকুমার কুরঙ্গ চয়ের ইঙ্গিত ভাব বুঝিতে না পারিয়া আনন্দিত মনে উদ্যানের অভ্যন্তরে গমন করিতে লাগিলেন।

লতিফাবানু নাম্নী পরীর উদ্যানে কুমারের অবস্থিতি।

তদনন্তর তুর্করাজকুমার অপরূপ পুষ্পের বন মনোলোভা শোভা সন্দর্শন করিতে করিতে এক জলমোহন জলাশয়ের নিকট উপনীত হইয়া অবলোকন পূর্ব্বক বিমোহিত হইলেন। যে ব্যক্তি সেই সুচারু সরোবরের কমনীয় দীপ্তি দর্শন করিয়াছেন সেই জন এই সুবিমল ধরাধামে ধন্য পঞ্চভৌতিক দেহ ধারণ করত কাল যাপন করিতেছেন সেই সুশোভনীয়া সরসী সন্দর্শন করিলে বোধ হইবে যেন ভগবান স্মরদেব কোন সুরসিকা নায়িকার অপূর্ব্ব হাব ভাব বিলোকন করিয়া দ্রবীভূত হইয়াছেন সেই সরসীর এক পার্শ্বে মণিময় বিচিত্র সিংহাসন সংস্থাপন পুরঃসর পরমা সুন্দরী এক পরী নিজ প্রিয় সহচরী গণে পরিবেষ্টিতা হইয়া তদুপরে উপবেসন করিয়া বিরাজ করিতেছিলেন। বিদ্যাধরী পরীর অলৌকিক রূপ মাধুর্য্য গুণে সুশোভিত কুসমকানন আলোকময় হইতেছে। দান্ত ব্যক্তিরাও সেই নবযুবতী মনোমোহিনী তরীষী তুল্যা তরললোচনার তনুতরু ও অকলঙ্ক চন্দ্রবদন সমীক্ষণ করিলে কামানলে বিদগ্ধ হয়েন। যখন পরম রূপবান্ রাজকুমার পরীর নবীন পুষ্পোদ্যানের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন তখন সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী সীমন্তিনী তাঁহার ভুবনমোহন মূর্ত্তি নয়নগোচর করিয়া মদন বানে আহত হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন। আহা মরি মরি কি অপরূপ। বোধ হয় যেন কেবল প্রেমরসের কূপ। বুঝি বিশ্ববিধাতা বিরল স্থলে বসিয়া সকল ভুবনের অসামান্য সৌন্দর্য্যরাশি একত্র করিয়া এই অমূল্য পুরুষ নিধিকে মনে মনে অশেষ কল্পনা করত সৃজন করিয়া থাকিবেন ইতি চিন্তায় মগ্ন হইয়া কিয়ৎকাল কর্ত্তন করত সুরূপা ধনী স্বীয় সঙ্গিনী চয়কে সুমধুর বচন বলিতে লাগিলেন। কোন্ প্রাণী এই স্থানে আগমন করিলেন তাহা আমি জানিতে পারি না। আমার উদ্যানাগারে কি দেবতা বা গন্ধর্ব্ব বা নর কিম্বা কিন্নর আসিল, গগণবিহারী বিহঙ্গমেরাও এই অপূর্ব্ব আক্রীড়ে প্রবেশ করিতে পারে না। দেখ দেখি, কোন্ জন এতাদৃশ স্থলে সহসা উপস্থিত হইল, এবং তাহাকে সঙ্গে করিয়া আমার নিকট আনয়ন কর। পরীর এই রূপ অমৃতায়মান বাক্য শ্রবণ গোচর করিয়া এক সহচরী সত্বর রাজনন্দন সন্নিধানে সমুপগতা হইল। নবীন নাগরের মোহন মূর্ত্তি পর্য্যাবলোকন করিয়া সেই নারী মূর্চ্ছিতা হইল। ক্ষণকাল পরে সহচরী সচেতন প্রাপ্ত হইয়া নৃপাত্মজকে কহিতে লাগিল হে রসরাজ, তোমার লোকাতীত সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিয়া সুরূপসী পরী বিমুগ্ধা হইয়া তোমাকে আবাহন করিতেছেন।

সহচরী এই রূপ আমিয়াময় বাক্য সমাপ্ত করিয়া নবীন নাগরের কর কমল ধারণ পূর্ব্বক অতি সমাদরে পরীর সদনে আনয়ন করিল। এতদ্দর্শনে লতিফাবানু নামী রূপবতীপরী কামবাণেমূর্চ্ছিতা হইলেন। সহচরীগণ পরীর এতাদৃশ স্মরদশা সন্দর্শন করিয়া ক্রোড়ে তুলিয়া চামর ব্যজন করিতে লাগিল। ক্ষণকাল পরে বীর্ষদ্বিকসিতা বিদ্যুল্লতা সমা পরী চেতন শক্তি প্রাপ্ত হইলেন। অতঃপর সখীরা নাগরবরকে এক দিব্যাসনে বসাইলেন। পরী নম্রমুখী হইয়া কুমারকে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। হেঃস্বরূপ পুরুষ। আপনি কোন্ স্থান হইতে আগমন করিলেন এবং কি কারণে একাকী আসিলেন। কুমার পরীর এইরূপ বচন রচনা আকর্ণত করিয়া আনুপূর্ব্বিক পূর্ব্বাপর সমস্ত আত্ম বিবরণ ব্যক্ত করিলেন। এতচ্ছ্রবণে পরীরাজকুমারকে অশেষ বিনীত বচনেকহিতেলাগিলেন। হে রসময় রাজনন্দন। যে দেশে যাইবার জন্য এত কষ্ট স্বীকার পুরঃসর তনুতরুকেদিন দিন ক্ষীণ করিতেছেন সেই যমালয় সমান প্রদেশে গমন করিলে তোমার প্রাণ বিহঙ্গম অনিত্য দেহ পিঞ্জর পরিহার পূর্ব্বক আশু উড্ডীয়মান হইবে সংশয় মাত্র নাই। মহাঘোর বনে অশেষ হিংসক পশু বিচরণ করিতেছে ও স্থানে স্থানে অনেক নিশাচরের বিভীষণ অনুচরেরা নরধরিবার জন্য অবস্থিতি করি তেছে। আমি যাহা তোমাকে করিতে বলি তাহা তুমি মনোযোগ করিয়া কর্ণগোচর কর। এই দানহীন অবলা তোমার গমন বিষয়ে নিতান্ত ভয় বিহ্বলা হইয়াছে। তুমি এই সুখময়কাননে অনায়াসে সুখ স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারো। এই কুসম ময় উদ্যানে ঋতুরাজ বসন্তমলয় সমীরণ ইত্যাদি বীর্য্যশালী সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে বিরাজমান করিতেছেন কখন তাঁহার মদনোৎসাহী প্রভা মন্দীভূত হয়না সে যাহা হউক, এক্ষণে আমি সহচরী হইয়া তোমাকে হৃদয়োপরে রাখিয়া এই যৌবন রাজ্য অর্পণ করিব। আমি অনূঢ়া পরী হইয়া দিবা নিশি কেবল সহচরী গণের সঙ্গে উদ্যানে বাস করি। আমি তোমার সুবিমলচন্দ্রানন দর্শনে অধৈর্য্যান্বিতা হইয়া চির বিরহিণী হইয়াছি। যদি আপনি সম্মত হইয়াআমাকে ভার্য্যা করেন তাহা হইলে আমরা দুই জনে কুতুহলে কাম ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়া কাল ক্ষেপ করিব। নরেন্দ্রকুমার কামাতুরা পরীর এই রূপ মনোমত বাক্য শ্রবণ করিয়া সবিনয়ে নিবেদন করিলেন। যদবধি আমি সেই লোচনানন্দদায়িনী চীনরাজনন্দিনীর দুরবগাহ প্রেম পুরীতে না পারিব তদবধি আমার চিত্ত অপার সুখ সাগরেও নিমগ্ন হইতে বাসনা করে না।

লতিফার ঔষধীর বলে কুমারের মৃগদেহ প্রাপ্তি।

নৃপকুমারের প্রগাঢ় প্রতিজ্ঞা সবি শষ রূপে শ্রবণগোচর করিয়া লতিফা নিরাশ নীরে নিমজ্জিতা হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন। আমি কোন ক্রমে এই সুরসিক নায়ককে মদীয় অন্তরের অন্তর করিব না। ইহাঁর মোহনমূর্ত্তি নিরন্তর আমার হৃদয়াকাশে জাজ্বল্যমান হইতেছে অতএব আমি ঔষধ বলে এই লোচনানন্দকর কন্দর্প তুল্য ব্যক্তিকে বশীভূত করিব। ইহা ভাবিয়া বিদ্যাধরী পরী স্বকীয় সখী গণকে একত্র করিয়া এক ভুবনমোহনী সভা সংস্থাপন পূর্ব্বক তুর্করাজকুমারকে অধীন করণোপায়ে আন্দোলন করিতে লাগিলেন। অবশেষে কামাতুরা পরী এই যুক্তিমূলক সিদ্ধান্ত শিরোধার্য করিলেন। যে বিচিত্র ঔষধ বলে কুমারকে প্রেমপাশে আবদ্ধ করিব। পরে সুস্বাদ্য সুরায় প্রেমাধীন করণীয় ঔষধ মিশ্রিত হইলে সুচতুরা সহচরীরা নানা প্রকার উপহার দ্রব্য যত্ন সহকারে আনয়ন পূর্ব্বক তুর্কেশ্বর রাজতনয়কে ভোজন করিতে প্রদান করিল। অতঃপর সখীরা স্ব স্ব করকমলে বাদ্যযন্ত্র ধারণ করত অশেষ রাগ রঙ্গে বাদ্যোদ্যম পুরঃসর নৃপনন্দনকে প্রমোদ মদিরা পান করিতে বিস্তর স্তুতি মিনতি করিতে লাগিল। তাহাতে রাজকুমার অনিচ্ছুক হইয়া তিন দিবস কর্ত্তন করিলেন। কেবল সখীদত্ত আবশ্যকীয় আহারোপযোগী দ্রব্য সকল ভক্ষণ করিয়া কাল যাপন করিতেন অনন্তর যুবরাজ চতুর্থ দিবসে পরীকে কুতুহলাবিষ্ট চিত্তে কহিলেন। হে কুরঙ্গনয়নে। তুমি অনুকম্পা প্রকাশ করিয়া আমাকে ওকাফ নগরে গমন করিতে বিদায় প্রদান কর। রাজকুমারের এতাদৃক্ দুঃখজনক বাক্য আকর্ণন করিয়া পরী অতিশয় কাতরান্বিতা হইয়া নিজ সহচরী গণকে ঔষধ আনয়ন করিতে অনুজ্ঞা প্রদান করিলেন। এতচ্ছ্রবণে কোন সখী শীঘ্র করিয়া ঔষধ আনিয়া যুবরাজের হস্তে এক রতি মাত্র প্রদান করিল। ইহা সমীক্ষণ করত পরী রাজকুমারকে পিকলজ্জিত স্বরে কহিলেন। যদি তুমি এই ঔষধ গাত্রে সেবন কর তাহা হইলে তোমার পথশ্রম মন্দীভূত হইবে নরেন্দ্রনন্দন পরীর এতাদৃশ বচন কর্ণগোচর করিয়া ঔষধ সেবন করিবা মাত্র মৃগদেহ প্রাপ্ত হইয়া ধরা তলে অবলুণ্ঠিত হইলেন। এতদ্দর্শনে পরী ব্যস্ত সমস্ত হইয়া নিজ স্থান হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক এক বিচিত্র গৃহে গমন করিলেন।

অনন্তর পরমাসুন্দরী পরী তত্রস্থ বিনোদিনী শয্যা হইতে নানা নয়ন প্রফুল্লকর বর্ণে বিচিত্রিত এক ক্ষুদ্র কাষ্ঠ খণ্ড তুলিয়া আনয়ন করত মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক নরেন্দ্রনন্দনের সুকোমল তনুতরুতে সংস্পর্শ করিলেন। তাহাতে নবীন নাগর মানব দেহ পরিত্যাগ পুরঃসর মৃগকায় প্রাপ্ত হইয়া ধরা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। কিয়ৎ ক্ষণ পরে মৃগরূপী নৃপসুত নানা প্রকার সুবর্ণালঙ্কার অলঙ্কৃত হইয়া মনোহর উদ্যানে চরিতে লাগিলেন। রাজকুমার যথায় অশেষ অপরূপ এণ বিচরণ করিতেছিল তথায় সহসা উপনীত হইয়া তন্মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক সচিন্তিত হৃদয়ে কাল হরণ করিতে লাগিলেন। দিবা নিশি কেবল সেই পরমোপকারী জগচ্চিন্তামণির চিন্তাজালে জড়ীভূত হইয়া আত্ম বিপদ বিমোচন করিবার উপায় ভাবিতেন। যদিও তুর্করাজতনয় এতাদৃশ ঘোরতর সঙ্কটে নিপতিত হইয়া নিরন্তর নয়নন রে অভিষিক্ত হইতেন তথাপি নিজবুদ্ধি বলে সুশোভনীয় পুষ্পোদ্যানের চতুর্দ্দিকে পরিশ্রম করিয়া পলায়ন করিবার পথান্বেষণ করিতেন। এইরূপ অবস্থায় কতিপয় দিবস অতিবাহিত হইলে রাজনন্দন সৌভাগ্য ক্রমে এক ভগ্ন প্রাচীর প্রতীক্ষণ করিলেন। অতঃপর কুরঙ্গবেশী রাজকুমার সবল সহকারে প্রাচীর উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক এক বিশাল নয়নানন্দদায়ক ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া ইতস্ততঃ অবলোকন করিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন। হাঁ। আমি লতিফার মনোরম উদ্যান অতিক্রম করিয়া এই নির্জ্জন স্থানে আগমন করিয়াছি। পরন্তু এই সুদৃশ্যমান ক্ষেত্রে অবস্থান করা হইবে না অতএব অন্য স্থলে গমন করাই সম্যক্‌প্রকারে বিধেয়। ক্ষণকাল পরে রাজকুমার সেই বিচিত্র ক্ষেত্র হইতে পবন বেগে পলায়ন পরায়ন হইয়াও পুনর্ব্বার পরীর উপবনে উত্তীর্ণ হইলেন। রাজনন্দন কামার্ত্তা পরীর অখণ্ডনীয় মন্ত্রপাশে পরিবদ্ধ হইয়া সপ্ত বার পুষ্পোদ্যান পরিত্যাগ ও প্রবেশ করিলেন। অবশেষে নৃপেন্দ্রকুমার নিকটস্থিত সরোবর নীরে অবতীর্ণ হইয়া সন্তরণ দ্বারা পর পার স্থিত তীরে আরোহন করিলেন।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

পদার্থ বিদ্যা।

নদীর জোয়ার ও ভাটার সহিত চন্দ্র সূর্য্যের যে সংযোগ সম্বন্ধ নিবদ্ধ রহিয়াছে, তাহা এক্ষণে প্রায় অনেকেই জ্ঞাত আছেন। কিন্তু চন্দ্র সূর্য্য ভিন্ন বায়ুর সহিতও যে জোয়ার ভাটার সম্বন্ধ আছে, তাহারও বিলক্ষণ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। লণ্ডন, লিবরপুল, এবং ব্রেষ্ট, প্রভৃতি কতিপয় স্থানে উক্ত বিষয়ের বারম্বার পরীক্ষা দ্বারা স্থির হইয়াছে, যে যখন যে জলে বায়ু বিস্তৃত ও লঘু হয়, সে সময়ে সেই স্থানে জোয়ারের কিঞ্চিৎ প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে, এবং তত্রস্থ নদীর জল বৃদ্ধি হইয়া থাকে। আর বায়ু যত সংহত ও ভারী হইতে থাকে, ততই জোয়ারের হ্রাসতা হয়। অতএব পদার্থবিৎ পণ্ডিতেরা অনেকে স্থির করিয়াছেন। যে এক্ষণে বায়ু পরিমাণ যন্ত্র দ্বারা জোয়ার ভাটার হ্রাসতা ও বৃদ্ধি জানা যাইবেক।

আমেরিকা দেশীয় কোন স্ত্রী লোক বস্ত্র ধৌত করিবার এক অভিনব সুলভ উপায় প্রকাশ করিয়াছেন। সাবানের সহিত যৎ কিঞ্চিৎ সোহাগা মিশ্রিত করিয়া দিলে তদ্দ্বারা অতি সহজে এবং উৎকৃষ্ট রূপে বস্ত্র ধৌত হইতে পারে। অর্দ্ধসের সাবানের সহিত প্রায় অর্দ্ধ ছটাক সোহাগা মিশ্রিত করিতে হয়, তাহা হইলে যে বস্ত্র ধৌত করিতে পাঁচ সের সাবান লাগিত, সেই বস্ত্র তাহার অর্দ্ধেক সাবান দ্বারা সুন্দর রূপে সুভ্র হইয়া উঠে। তাহাতে পরিশ্রমেরও অনেক লাঘব হয়। প্রায় চারি ভাগের এক ভাগ মাত্র শ্রম করিলেই কর্ম্ম সম্পন্ন হয়। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যে সকল বস্ত্র ধৌত করা যায়, তাহার্পণ করিলে রেসমের বস্ত্রের ন্যায় মসৃণ বোধ হয়।

কোন কোন পদার্থবিৎ পণ্ডিতেরা পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন, যে বায়ুতেও চুম্বকের গুণ বিদ্যমান আছে চুম্বক যেপ্রকার লৌহাদি ধাতুকে আকর্ষণ করিতে পারে, বায়ুর অন্তর্গত অক্সজন নামক বাষ্পেরও সেই প্রকার আকর্ষণ করিবার শক্তি আছে।

আগরার নিকটবর্ত্তী কোন কোন স্থানে উপর্য্যুপরি ৩। ৪ দিবস শর্করাবৎ এক প্রকার পদার্থ বর্ষণ হয়, উহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা সকল দেখিতে বালুকার মত এবং উহার বর্ণ ঈষৎ ধূষর। রসায়ন বিদ্যাবিৎ পণ্ডিত ডাক্তর মেকনামেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, উহাতে শর্করা ওষ্ঠার্চ্চ নামক পদার্থ আছে। লোকে জুরণাদিগ্রন্থ মধ্যে কেবল এপর্য্যন্ত অমৃত বর্ষণের কাল্পনিক গল্প শ্রবণ করিয়া আসিতেছিলেন, এক্ষণে শূন্য হইতে শর্করা বৃষ্টি অনেকের প্রত্যক্ষ দৃষ্টিগোচর হইয়াছে।

উপরে উক্ত পদার্থবিদ্যা সমূহ সর্ব্ব সাধারণ মনুষ্য গণের পঠনে যথার্থ বিশ্বাস হইবেক না যেহেতুক অস্মদ্দেশীয় সুপণ্ডিত মহাশয়েরা পদার্থবিদ্যা শব্দে কেবল শুদ্ধ সংস্কৃত পদের অর্থকে পদার্থবিদ্যা ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। অতএব এতদ্বিদ্যা দুরূহ।

বিজ্ঞাপন।

মাজিষ্ট্রেটীয় উপদেশ	বা	৬
মহাভারত অষ্টাদশ পর্ব্ব	বা	৪
মান ভঞ্জন পু	বা	।০
মনোহরা উপাখ্যান	বা	১
মনোতত্ত্ব সারসংগ্রহ	বা	১
মনোরঞ্জনেতি হাস	টি	৵০
রামায়ণ সপ্তকাণ্ড	বা	২
রস তরঙ্গিণী ..	বা	১
রসমঞ্জরী .	টি	১
শান্তীশতক	টি	।০
শব্দ সাধন মুক্তাবলী	বা	১।০
শিশুশিক্ষা দ্বিতীয় ভাগ	টি	৵০
শ্রীমদ্ভাগবত তৃতীয়স্কন্ধ	টি	৶০
শিশুবোধক	টি	৶০
শিশুসেবধি	টি	৵০
স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক	টি	৶০
শকুন্তলার উপাখ্যান	টি	।৵
স্ত্রীগণের বিদ্যাশিক্ষাবিষয়	টি	১
সত্য নারায়ণোপাখ্যান	টি	।০
সত্যনারায়ণ ব্রত কথা	টি	।০
সর্ব্বজ্ঞ জ্ঞান মুঞ্জরী	বা	।।০
সার কৌমুদি........	বা	২
হিত কথা	টি	।০
হিতোপদেশ	বা	৫
হরিভক্তিবিলাস সটীক	বা	১২

নাগরি পুস্তক

মেটরা মেটিকা	বা	৬
বাহারিস্‌ক	বা	১
ফারমেসি	টি	।।০

১ বিনয় পত্রিকা	১ খানা	।।০
২ সুদ্যমাচরিত্র	১ খানা	।৵
৩ সুকবহত্তরি	১ খানা	।।০
৪ শ্রীকৃষ্ণরত্নাবলি	১ খানা	।।৵
৫ রসরাজ	১ খানা	।৶
৬ সিংহাসনবত্তাসী	১ খানা	।।০
৭ কবিত্ত রামায়ণ	১ খানা	।৵
৮ রাজনীতি	১ খানা	।৵
৯ সঙ্গীতরাগকল্পদ্রুম	১ খানা	।।০
১০ প্রেমসাগর	১ খানা	২।।০
১১ তুলসীশব্দার্থপ্রকাশ	১ খানা	৶০

দিবাজ্ঞাপক।

ঘড়ির ন্যায় নূতন এক দিবাজ্ঞাপক ও ডেলি ইণ্ডিকেটর ইংরাজী ও বাঙ্গালা বৃহদক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে তাহাতে ১২৬২ অবধি ১২৭০ পর্য্যন্ত, ইংরাজি ১৮৫৭ অবধি ১৮৬১পর্য্যন্ত সন মাস, বার, ও দিন, সর্ব্বক্ষণ দৃষ্ট হইবে, ইহার ঘড়ির ন্যায় কাঁটা আছে ইহার মূল্য স্বাক্ষর কারির প্রতি ।।০ আট আনা এবং বিনা স্বাক্ষর কারির প্রতি ৶০ আনা মাত্র নির্দ্ধারিত হইল।

বিজ্ঞাপন।

সমাচার সুধাবর্ষণ প্রাত্যহিক পত্র।

হিন্দীতে ও বাঙ্গালাতে বিরচিত হইয়া প্রতিদিন প্রকাশ হইতেছে, তাহা যদ্যপি কোন ব্যক্তির আবশ্যক হয়, তিনি বড় বাজারে সুধাবর্ষণ যন্ত্রালয়ে শ্রীশ্যাম সুন্দর সেনের নিকট পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। যাঁহারা পারস্য ভাষার অনুশীলন করেন, তাঁহারদিগের ও ব্যবসায়িদিগের পক্ষেও ইহা বিশেষ উপকারে আসিবেক। মাসিক মূল্য এক তঙ্কা অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৮ তঙ্কা মাত্র।

পুস্তকালয়।

আমি হাবড়ার গবর্ণমেণ্ট ইস্কুলেতে এক পুস্তকালয় সংস্থাপন করিয়াছি, তাহাতে নানাবিধ ইংরাজি ও বাঙ্গালা ইস্কুলবৈ এবং কাগজ কলম প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়াছি যে কোন ব্যাক্তির প্রয়োজন হইবে তথায় মূল্য কিম্বা লোক প্রেরণ করিলে সুলভমূল্যে পাইতে পারিবেন।

শ্রীশ্রীনাথ দত্ত

এইপত্রিকার মাসিক মূল্য ৵০ ও অগ্রীম বার্ষিক ১ টাকা এবং উপস্থিতক্রেতা দিগেরনিমিত্তেপ্রতি সংখ্যার চারি আনা মাত্র নির্দ্দিষ্ট করা গেল। আমরা কেবল সর্ব্ব সাধারণের উপকারার্থ এবং বঙ্গ ভাষার প্রতি অনুরাগ বশতঃই এই পত্রিকা প্রকাশে প্র. বৃত্তহইয়াছি। নচেৎ এত অল্প মূল্যে আমাদিগের বিশেষ লাভের প্রত্যাশা নাই। অতএব গুণজ্ঞ বিজ্ঞ গ্রাহকগণ সমীপে সবিনয়ে এই নিবেদন করিতেছি যে তাঁহারা প্রতি মাসে এই পত্রিকা প্রাপ্ত হইয়াই অনুকম্পা পূর্ব্বক মূল্য প্রদান করিবেন, কেননা ৵০ আনার নিমিত্তে সর্ব্বদা সরকারগতায়াত করিতে হইলে আমাদিগের অনেক ব্যয় হইয়া কেবল ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। অতএব আমারা ভরসা করি, যে বিদ্যানুরাগি বিবেচকগ্রাহক মহাশয়েরা এবিষয়ে বিবেচনা করিবেন।

ইংরাজি ১৭৯৩ সাল অবধি ১৮৫০ সাল পর্য্যন্তের সমস্ত দেয়ানি আইন ও কনেষ্ট্রকসন, মূল্য ৮ টাকা।

বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা পত্রিকা

২১ সংখ্যা।

নির্ঘণ্ট।

কলিকাতা।

বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা যন্ত্রে মুদ্রিত হইল।

সন ১২৬৫ সাল।

মূল্য ১ টাকা বাৎসরিক।

বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা পত্রিকা।

২ খণ্ড।] মাসিক পত্রিকা। [২১ সংখ্যা।

পরমেশ্বরের মহিমা।

যার পদাম্বুজ ধূলী, ব্রহ্মা হয়ে কুতূহলী,
শির দেশে রেখে সযতনেতে।
করে বহু শত স্তুতি, অহে ত্রিভুবন পতি,
স্থান দাও শ্রীপদপদ্মেতে॥
পঞ্চানন পঞ্চাননে, যাঁকে ডাকে সদা মনে,
জগন্নাথ প্রসীদ কিঙ্করে।
অহে জীবের জীবন, সকল মূল কারণ,
বায়ুরূপে ধরেছ ক্ষিতিরে॥
তুমি জল তুমি স্থল, তুমি অনাথের বল,
সর্ব্বময় সর্ব্বশক্তি ধর।
ঘোরতর বিপদেতে, প্রাণ সঁপেযে তোমাকে
তার তুমি হও দুঃখ হর॥
স্থাবর জঙ্গম আদি, আছে যত নদ নদী,
সসাগরা ধরণী মণ্ডলে।
ইহাতে সুপ্রকাশিকা, তব মহিম বীথিকা,
সাধ্য নাই কে হ মুখে বলে॥
বেদান্তে তোমাকে কয়, অদ্বিতীয় জ্যো তময়
পরাৎপর ব্রহ্ম সনাতন।
অচ্যুত অক্ষয় অতি, তুমি চরাচর গতি,
তব তত্ত্ব জানে কোন জন॥
তব প্রণয় অনল, হয়ে ক্রমেতে প্রবল,
মম বক্ষস্থলে যেন জ্বলে।
নাহিক অন্য বাসনা, এই আমার প্রার্থনা,
প্রণতি সতত পদমূলে॥

জ্ঞান।

করুণা নিধান দয়াসাগর বিশ্বেশ্বর এই বিশাল জগতী পুরে যে সমস্ত বস্তু সৃজন করিয়া স্বকীয় অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতা অনির্ব্বচনীয় মহিমা ও অলৌকিক সৃষ্টি কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন তন্মধ্যে জ্ঞান পরম পদার্থ বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত হইয়াও সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে। যিনি জ্ঞান অঙ্গীকার করিয়া তদনুযায়ী কার্য্য অপ্রতিবাধে নির্ব্বাহ করেন তিনি এই অসার সংসার মধ্যে সার্থক মানব জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন তিনি দীর্ঘ কাল জীবিত থাকিলে অনেক প্রাণী ভুরভূরি সদুপদেশ গ্রহণ করিয়া সুচারুরূপে দেহ যাত্রা সমাধা করিতে পারেন। তাঁহার সদবস্থা সমীক্ষণ করিলে কোন জীব না প্রফুল্লিত হয় সেই মহাত্মাই অনবরত সন্তোষ সলিলে ভাসমান হয়েন। তাঁহার হৃদয়াকাশে জ্ঞানচন্দ্রিমা কখন মন্দকার্য্য রূপ রাহু দ্বারা গ্রসিত হয় না। ইহা অতি আনন্দকর বিষয় বলিতে হইবে। কেননা অবিকল রাহু মধ্যে মধ্যে প্রকৃত শশাঙ্ককে পরিগ্রাস করিয়া থাকে। জ্ঞানীরা জীবনান্তে কোন প্রকার অসদ্ব্যবহার সাধনে প্রবৃত্ত হয়েন না। তাঁহারা বিশেষরূপে অবগত আছেন, যে কি প্রকারে অমূল্য জীবন যাত্রা সমাপন করিলে লোকসমাজে প্রতিষ্ঠিত হইতে হয়, ইতি বিবেচনায় তাঁহারা কস্মিন কালেও এতাদৃশ নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি আশ্রয় পুরঃসর নিজকার্য্য ধার্য্য করে না যে ভবিষ্যতে তাহাদিগের অপযশ দিগদিগন্ত পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইবে জ্ঞানালোক যোগে হৃদয় মন্দির অনবরতই সমুজ্জ্বলন হইয়া বিশ্ববিভু সনাতনের বাস স্থান হয়। ইহা জ্ঞাননিষ্ঠ ধাক্ত

মাত্র বিলক্ষণ পরিজ্ঞাত আছেন। জ্ঞান ইহ পরলোকের সমস্ত সুখ প্রদান করিতে সম্যক্ প্রকারে সমর্থ হয়। যে অমূল্য জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে জগদ্ব্যাপক জগচ্চিন্তামনের চিন্তাজালে জড়ীভূত হইতে পারা যায় অতএব জ্ঞানই সর্ব্বতোভাব সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সমাদরণীয়। হে অবোধ জীব তুমি কি নিমিত্ত অজ্ঞানান্ধকারে অন্ধীভূত হইয়া সময় অতিবাহন করিতেছ তাহা তুমি সবিশেষ জানিতেছ। অন্য লোক তোমার মনোভাব পরিজ্ঞাত হইয়া তদনুরূপ কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে। ইহা কোন ক্রমেই যুক্তি পথে পতিত হয় না। তোমার সম্যক্‌কার্য্যকলাপে অবলোকনে অখিল ব্রহ্মাণ্ডনাথ সততই অসন্তুষ্ট আছেন। তোমার তমোন্বিত মানস ক্ষেত্রে যে সকল ভাবতরু উৎপন্ন হয় তাহা বর্ণনা করিলে বর্ণময়ীদেবী বিবর্ণা হইয়া অস্তম্ভিতা হয়েন। যখন তুমি একাগ্র চিত্তে তমোরাশি বিনাশী জ্ঞানাসি যোগে অজ্ঞানভাব কর্ত্তন করিবে তখন তুমি অবশ্য পরম প্রেমময় জগদীশ্বরের ভুবন বরাজমান মূর্ত্তি সমীক্ষণ করিতে পারিবে সন্দেহ মাত্র নাই।

স্বপ্ন বিবরণ।

সম্পাদক মহাশয় অনুগ্রহ করি।
স্থিরমনে পান কর নিবেদন বারি॥
এক দিনে বহু কর্ম্ম করি সম্পাদন।
শ্রান্ত হয়ে করিলাম শয্যায় শয়ন॥
অচিরেতে নেত্রে নিদ্রা উপস্থিত হয়ে।
ক্রমে মম বাহ্যজ্ঞান লইল হরিয়ে॥
দেখিয়ে আশ্চর্য্য স্বপ্ন এমন সময়।
অনুপম আনন্দের হইল উদয়॥
রমণীর শিরোমণি কামিনী নবীনা।
শিরঃ সন্নিধানে আসি হইল আসীনা॥
কিঞ্চিৎ বর্ণিতে নারি সে রূপের মাধুরী।
ত্রিলোকী জিনিতে বুঝি গড়েছেন হরি॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালাদি ভুবন ত্রয়েতে।
উপমার উপমান হয়েছে মনেতে॥
গঙ্গার জলে যেমনি গঙ্গা আরাধনা।
তদ্রূপ আপনি সে আপনার তুলনা॥
কারণ সামগ্রী বিধি একত্রিত করে।
বিজনে বসয়ে মনে সৃজিল তাহারে॥
হৃদয় নিহন্তা মম সেই সুবদনী।
হাসি হাসি ধীরে ধীরে কহিলেক বাণী॥
শিরীষ কুসুম সম পুরুষ শরীর।
বৃন্ত বিষ চিত মন শঠতা মন্দির॥
মধু লোভে মধুকর করে নানা ছল।
চূত তরু সহ করে প্রণয় প্রবল॥
যখন দেখিল হল কর্ম্ম সমাপন।
তৎক্ষণে কমলেতে করহে গমন॥
যদি মধুপের লাগি চূত তরু মরে।
মধুকর এক বার মনে নাহি করে॥
তেমনি পুরুষ জাতি পাষাণ হৃদয়।
পরের দুঃখেতে দুঃখী কখন না হয়॥
শুনিয়ে বিনোদিনী বাণী মুগ্ধ হল মন।
সবিশেষ সমাচার জিজ্ঞাসি তখন॥

কুসংস্কার।

জ্ঞানসুধাকরের সুধাময় কিরণ হৃদয় প্রাঙ্গনে বিকীর্ণ না হইলে যে কত দূর পর্য্যন্ত দুঃখভাগী ও অধোগামী হইতে হয় তাহা বর্ণনা করা যায় না। মনুষ্য অবোধ হইলে যে কেবল দুঃখী হয় এমন নহে তদ্দ্বারা তাহাকে নানা প্রকার অপর ক্লেশও ভোগ করিতে হয়। যিনি অজ্ঞ লোকদিগের চরিত্র বিশেষ রূপে আলোচনা করিয়া দেখিয়াছেন, তিনিই বিলক্ষণ জ্ঞাত আছেন, যখন কোন বিস্ময়জনক অতীব অদ্ভুত ঘটনা দর্শন করিয়া তাহার প্রকৃত কারণ বুঝিতে না পা-

রে, তখন তাহার কল্পনা শক্তি উদ্ভূত হইয়া নৃত্য আরম্ভ করে এবং সেই ঘটনার অব্যবহিত পূর্ব্ব অন্য কোন ব্যাপারকে তাহার কারণ বলিয়া বসে। এই রূপ অমূলক প্রত্যয়কে কুসংস্কার বলে। এই কুসংস্কার রূপ কৃতান্ত ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অবনীমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছে এবং কত স্থানে যে কত প্রকার অনর্থ উৎপাদন করিয়াছে, তাহা নির্দ্দেশ সুকঠিন। কিন্তু যে ইহা অজ্ঞানতার সহিত বাস করে তাহার সন্দেহ নাই। অজ্ঞান উহাকে সমভিব্যাহারী করিয়া ভূমণ্ডলের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে এবং অজ্ঞানতাই উহাকে চির দিন প্রতিপালন করিতেছে। এক্ষণে যাহারা পৃথিবীমণ্ডলে মনুষ্য জাতি মধ্যে উৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন, তাহাদিগের কীর্ত্তি পতাকা ভূমণ্ডলের চতুঃপার্শ্বে উড্ডীন হইতেছে যাহারা গভীর জ্ঞান সমুদ্র হইতে বিবেচনারূপ অমূল্য রত্ন আরোহণ করিয়া দেহ মন্দিরকে সসজ্জিত করিয়াছে, এবং যাহারা মহত্ত্ব রূপ রঙ্গমঞ্চে আরোহণ করিবার জন্য যতরূপ সোপান প্রস্তুত করিয়াছে তাহারাও শৈশবাবস্থায় কুসংস্কারের অধীন ছিলেন। যাহাহউক কুসংস্কার আমাদিগের পরম রিপু বলিয়া গণনা করিতে হইবেক, কারণ কত শত লোক উহার প্রণয়পাশে বদ্ধ হইয়া বিবেক রূপ পরম ধনে বঞ্চিত হইয়াছে। কেহ বা কুসংস্কার বশতঃ ছদ্মবেশী ব্যক্তিকে দূরদর্শী প্রশংস দৈবজ্ঞ বোধ করিয়া সমুচিত সম্মান পূর্ব্বক সব আহ্বান পূর্ব্বক নিজালয়ে লইয়া আইসিয়া মহাশ্রদ্ধা করিতে থাকেন কেহবা তিমিরাবৃত ঘোরা রজনীকে শুভক্ষণ বলিয়া স্থির করেন কেহ বা মেঘাদি বাত্যাদি বির্জ্জিত অতি রমণীয় সময়কে মন্দ ও অশুভকর আশঙ্কা করিয়া স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইতে বিরত হইয়া জড়পিণ্ডের ন্যায় নিশ্চিন্ত থাকে। কি ইতর, কি ভদ্র, কি দরিদ্র, কি নির্ধনী, কি যুবা, কি বৃদ্ধ, সকলের মধ্যেই এই কালকূট বিষের সঞ্চার আছে। হায় কি আক্ষেপের বিষয় অদ্যাবধিও কুসংস্কার সকলের শিরোদেশে পদার্পণ করিয়া পরম সুখে কাল যাপন করিতেছে, এক্ষণে সচরাচর অনেক লোক এমত কুসংস্কারাবিশিষ্ট দৃষ্টিগোচর হয় যে তাহারা অন্ধকারাচ্ছন্ন রজনীতে কোন বৃক্ষ কিম্বা লতাদির ছায়া সন্দর্শন পূর্ব্বক ভূত জ্ঞানে ভয়ে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া উন্মূলিত কদলী বৃক্ষের ন্যায় ভূমণ্ডলে নিপতিত হয় কেহ বা উৎকট রোগে আক্রান্ত হইলে ও ভৌতিক ভাব মনে করিয়া প্রকৃত চিকিৎসা অভাবে প্রাণ রূপ অমূল্য ধন বিসর্জ্জন করেন। ইহা বুদ্ধি চৈতন্য বিশিষ্ট জীব মাত্রেই বিদিত আছেন বর্ণনা করা বাহুল্যমাত্র। জ্ঞানের কি আশ্চর্য্য শক্তি জ্ঞানানল যত প্রজ্বলিত হইতেছে ততই ভ্রমান্ধকার দূরীভূত হইতেছে এক্ষণে যে সমস্ত ব্যক্তি পরিশ্রম স্বীকার করিয়া জ্ঞানোপার্জ্জন করিয়াছেন তাঁহারা কুসংস্কার রূপ বিষম রিপুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছেন এবং এতদ্দেশে দিন দিন যত জ্ঞান কিরণ বিকীর্ণ হইতে থাকিবেক ততই এস্থান হইতে সর্ব্বপ্রকার কুসংস্কার প্রস্থান করিবেক সন্দেহ নাই।

শীতকাল।

অন্যকাল অপেক্ষা শীতকাল অতি অপকৃষ্ট; শীত কালে শরীর কৃশ, ও শুষ্ক হইয়া যায়. আলস্যরূপ বিষম শত্রু স্বস্থান বিসর্জ্জন পূর্ব্বক শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া আপন আধিপত্য বিস্তার করিতে থাকে বৃদ্ধেরা ... সর্ব্বদা কাতর

সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতে অক্ষম হয়। এবং শীতকালে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে হইলে অতিশয় কষ্ট ও হিমবিন্দুনিপতনে শরীরে পীড়া উপস্থিত হয়। বিশেষতঃ শীতঋতু দীন দরিদ্র ব্যক্তির পক্ষে সাতিশয় কষ্টদায়ক হয় কারণ অনেক বস্ত্রাদির প্রয়োজন করে তাহা না হইলে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ ভোগ করিতে হয় ইহা সকলেই অবগত আছেন।

মানবজাতি শীতে অতি হইয়ে কম্প্রিত।
জানু, ভানু, কৃশানু, হয় অনুগত ॥ ১ ॥
কেহ জীর্ণ কন্থা লয়ে দেহেতে জড়ায়।
কেহ অগ্নিকুণ্ড জ্বেলে রজনী কাটায় ॥ ২
মখলন্দোপরি কেহ শয়ন করিয়ে।
কাশ্মীরী শালের যোড়া গায়ে লাগাইয়ে
প্রেয়সীর মুখাম্বুজে করে মুখ দান।
মনোমত খেয়ে সুধা সুখে নিদ্রা যান ॥ ৪
কোন কোন পুণ্যবান বস্ত্র ক্রয় করে।
করিছেন দান দীন দুঃখী অনাথেরে ॥ ৫
সরু চাদর গায়ে দিয়ে কোন ব্রাহ্মণ।
বনাত আশয়ে যান শিষ্যের ভবন ॥ ৬ ॥
শিরোদেশে সমর্পণ করিয়ে কুসুম।
সকলেতে রক্ষা করে বাবুর হুকুম ॥ ৭ ॥
প্রাতঃ স্মরণীয় তব পিতা মহাশয়।
এক্ষণে এমন লোক আর নাহি হয় ॥ ৮ ॥

শীতকাল উপস্থিত হইল ব্রাহ্মণদিগের চাটুকারিতা দোষের স্রোত প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতে থাকে তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই এবং শীতকালে বর্ষা পতিত না হওয়াতে হ্রদ, ও নদ, নদী, সমূহের জল সকল জমিয়া যায়।

হিতোপদেশ।

সত্য কথন দ্বারা প্রাণান্তও ভাল তথাপি মিথ্যা কথা কহা উচিত নহে, সত্য পরম ধর্ম্ম সত্য অপেক্ষা ভূমণ্ডলে প্রকৃষ্ট বস্তু আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। যিনি মনোযোগ দিয়া জ্ঞানোপার্জ্জন করেন তিনি লোকপ্রিয়, কর্ম্মক্ষম, ও কৃতজ্ঞ, হয়েন সন্দেহ নাই। সাধু ব্যক্তি কখন কাহার উপর রাগ করেন না যেমন চন্দ্রদেব রাহু কর্ত্তৃক বারম্বার গ্রসিত হইলে তাহার গৃহে স্বীয় বিমল কিরণ প্রদান করেন। হতবুদ্ধি লোকেরা আলস্য পরবশ হইয়া মিছামিছি আপনার অদৃষ্টকে নিন্দা করেন। কাহারও সহিত বিরোধ করিবেক না কারণ বিপৎ সময়ে অনেকের সাহায্য অপেক্ষা করে। চঞ্চল না হইয়া স্থিরচিত্তে কোন কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলে সেই কার্য্য অনায়াসে সবাল হয়। মন্দলোকের সংসর্গ পরিত্যাগ করা উচিত। জল অনল সংযোগে সুতপ্ত হইলেও গৃহ দাহ করিতে পারে না। চাতক কদাচ সরোবরের জল পান করে না। মনুষ্যের অবস্থা সর্ব্বদা চক্রনেমির ন্যায় ভ্রমণশীল। মুষ্টি ভিক্ষা করিয়া পরিবার পোষণ করিবেক প্রাণান্তেও পরদ্রব্যে হস্ত স্পর্শ করিবেক না। মহাত্মা ব্যক্তির নিকট প্রার্থনা বিফল হওয়া বরং ভাল নীচ ব্যক্তির নিকট সফল হইলেও কিছু নয়। মূর্খের চিরকাল দুঃখ ও অপ্রতুল। মূঢ়ব্যক্তির সহবাসে সমূহ মোহের উৎপত্তি হয়। যে ব্যক্তি সাধু লোকের হিতোপদেশে কর্ণপাত না করিয়া অসাধু ব্যক্তির মতাবলম্বী হয়, তাহার আত্মীয় ও বন্ধুগণ তাহাকে অচিরাৎ বিপদগ্রস্ত দেখিয়া অনেক শোক করেন। সন্তাপে শরীর শুষ্ক হয়, সন্তাপে বল যায় সন্তাপে পীড়াগ্রস্ত হয়। অজ্ঞলোক অসন্তোষ পরায়ণ আর বিজ্ঞ লোকেরা সর্ব্বদা

সন্তোষ পরায়ণ সন্তোষবারি বিষয়তৃষ্ণা নিবারণের মূল কারণ। পদ্ম কখন শুষ্ক সরোবরে জন্মে না। ভ্রমর কখন চম্পক পুষ্পের মধু পান করে না। তৃণের সহিত বহ্নির মিত্রতা অসম্ভাব্য। চন্দনবৃক্ষ কাননকে সবাসিত করে। মধুকরী কোটর সম্ভবা হইলেও পদ্মমধু পানে অভিলাষ করে। অহঙ্কার কখন ধনে থাকে না সর্ব্বদা চিত্তপিঞ্জরে বাস করে। অধিক বয়স হইলে বিজ্ঞ হয় না জ্ঞান দ্বারাই বজ্ঞ হয়। যিনি পৃথিবীতে দেহ ধারণ করিয়া মনুষ্যত্ব প্রকাশ করেন তিনিই কীর্ত্তিরূপ রত্নশ্রেণী দ্বারা দেহমন্দিরকে সসজ্জিত করিতে পারেন। রত্নে ধূলী মাখিলে তাহার মূল্য কমে না। যে যেমন লোক তাহার সহিত তদনুরূপ আচরণ করা কর্ত্তব্য। বিপদ উপস্থিত হইলে তাহাতে ব্যাকুল না হইয়া স্থির-চিত্তে ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক তাহার তাহার প্রতি বিধানচেষ্টা পাওয়া কর্ত্তব্য। অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিরা ইন্দ্রিয় পরবশ হইয়া ধর্ম্মপথ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক অন্তরাত্মাকে বিষয়দোষে দূষিত করে। যে ব্যক্তি পিতা মাতার আদেশ অগ্রাহ্য করে সে কুপুত্র পড়িবার সময় অন্যদিকে মন দিলে উত্তম রূপে পাঠাভ্যাস হয় না হইলেও চিরদিন মনে থাকে না। উত্তম ক্ষেত্রে বীজ বপন করিলে অপর্য্যাপ্ত শস্য উৎপন্ন হয়। স্ত্রীরা গৃহের শ্রী স্বরূপ স্ত্রীতে আর শ্রীতে কিছুই বিশেষ নাই। জ্যেষ্ঠ সহোদরকে পিতৃ তুল্য মান্য করিবেক স্ত্রী ও পুত্র আপনার শরীরের স্বরূপ কন্যা অতিরূপা পাত্র এজন্য অতিশয় বিরক্ত হইলে তাহাদিগকে কিছু বলিবেক না। যিনি গুণরূপ কিরণে কুলরূপ অন্ধকার পুরীকে উজ্জ্বল করেন তিনিই সৎপুত্র ও তাহার জীবন ধারণ সার্থক। যে ব্যক্তি পরান্ন সেবায় জীবন ক্ষেপণ করে সে নিতান্ত অসার ও অপদার্থ। হংস যেমন জল হইতে স্বীয় চঞ্চুপুট দ্বারা দুগ্ধ গ্রহণ করিয়া থাকে সাধু ব্যক্তি তেমন পরের দোষ গ্রহণ না করিয়া সতত গুণ সংকীর্ত্তন করেন। তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তি যেমন নির্জ্জল জলাশয়ে গমন করে না। যে উৎকোচ গ্রহণ করিয়া শাক্ষ্য দেয় সে মনুষ্য চর্ম্মাবৃত রাক্ষস। অন্যের অভিপ্রায়ানুরূপ কার্য্য করা উচিত কিন্তু অন্যে সন্তুষ্ট হইবে বলিয়া অন্যায় কার্য্যে ও খোসামোদ করা অকর্ত্তব্য কারণ তাহা হইলে চাটুকারী হইতে হয় চাটুকারী ব্যক্তি ভদ্র সভার নিতান্ত অনুপযুক্ত। কন্যা সুপাত্রের হস্তগতা হইলে সুশিষ্য পরিগৃহীতা বিদ্যার ন্যায় পিতা মাতা ও বন্ধুজনের অশোচনীয়া হয়। স্বীয় স্বীয় কর্ম্ম সমাপনান্তে কিয়ৎকালের নিমিত্ত নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদ ও সুশীতল বায়ু সেবন করিবেক। বাঁশ সপক্ক হইলে তাহাকে নত করা সুকঠিন। চির রোগীর জীবন ধারণ চঞ্চলা মাত্র। মূর্খের মনমত কথা কহিলে অতিশয় সন্তুষ্ট হয়॥

স্নেহ।

হে স্নেহ। তোমার কি আশ্চর্য্য মহিমা তোমার কি অদ্ভুত শক্তি, তুমি যে কি অনির্ব্বচনীয় কৌশল প্রকাশ পূর্ব্বক পৃথিবীস্থ যাবতীয় জীব জন্তুকে মায়াজালে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছ এবং কি অভাবনীয় উপায় দ্বারা আমাদিগকে মমতার অধীন করিয়াছ তাহা বাক্‌পথাতীত ও আমরা যখন তোমার মহিমার বিষয় আলোচনা করিয়া দেখি তখনই বিস্ময়াপন্ন হই তোমার বিস্ময়করী শক্তি প্রতিক্ষণেই অ

মাদিগকে বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন করিতেছে তুমি না থাকিলে সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টিপ্রয়াস বিফল হইত তাহার সন্দেহ নাই। তোমার এমত প্রভাব যে অশীতি বর্ষ বয়ঃক্রম পুরুষেরাও মরণ সময়ে পুত্র কলত্র ও আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের নিমিত্তে নেত্রযুগল হইতে বারিধারা বর্ষিতা হয় বোধ হয় বুদ্ধি চৈতন্য বিশিষ্ট জীব মাত্রেই অবগত আছে। দয়ার সাগর পরমেশ্বর স্নেহকে এমত আকর্ষণী শক্তি প্রদান করিয়াছেন যে উহা দ্বারা প্রাণিপুঞ্জ মাত্রেই বিষম বিপদ সুরা পানে উন্মত্ত হইয়া হিতাহিত বিবেচনা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক জিঘাংসা, অপচিকীর্ষা চৌর্য্যবৃত্তি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির পরবশ হইয়া জগদীশ্বরের শাসন অবহেলন করিতেছে। এই কর্ম্ম করিলে চরমাবস্থায় গিয়া পরলোকে সমুচিত শাস্তি পাইতে হইবে ইহা একবারও মনে মধ্যে উদিত হয় না। আরও কোন কোন পুস্তকে ইহা বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইয়াছে যে জন্মাবধি সংসার পরিত্যাগী মুনি ঋষিরাও স্বহস্ত প্রতিপালিত সতত সহচর মৃগশাবকের নিমিত্ত বিলক্ষণ উৎকণ্ঠিত ও গৃহস্থাশ্রমী ইতর জনের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ ও ক্রন্দন করিয়াছেন। অতএব হে স্নেহ তোমার মর্ম্ম বুঝা ভার তুমি যে কি অচিন্তনীয় শক্তি প্রকাশ করিয়া যাবতীয় প্রাণি সমূহের শিরোদেশে পদার্পণ করিয়া অনায়াসে স্বীয় শাসন প্রচারিত করিয়া পরমসুখে রাজ্য করিতেছ তাহা সহস্র লেখনী ধারণ করিয়াও বর্ণনা করিয়া শেষ করিবার কাহারও ক্ষমতা নাই॥

রঘুবংশ।

পঞ্চদশ সর্গ।

সসাগরা সপ্তদ্বীপা ধরণীর একাধিপতি শ্রীরামচন্দ্র স্বীয় প্রণয়িনী সহধর্ম্মিণী বিসর্জ্জন পূর্ব্বক বিষণ্ণ মনে সমুদ্র রসনা পৃথিবী পালন করিতেছেন এমত সময়ে যমুনা-তীরবাসী মুনিগণ লবণাসুর কর্ত্তৃক সাতিশয় তাড়িত হইয়া অযোধ্যাধিপতি শ্রীরামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া স্ব স্ব দুর্দ্দশা আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিলেন। রাম তাহাদিগের দুরবস্থা শ্রবণে সাতিশয় দুঃখিত ও দয়ার্দ্র চিত্ত হইয়া কনিষ্ঠ সহোদর শত্রুঘ্নকে আদেশ করিলেন। শত্রুঘ্ন জ্যেষ্ঠ সহোদরের অনুমতি সুগন্ধি পুষ্পমাল্যের ন্যায় শিরোদেশে নিবেশিত করিয়া বিবিধ মৌক্তিক মণি খচিত সাংগ্রামিক অস্ত্র শস্ত্র পরিপূর্ণ রথে আরোহণ পূর্ব্বক মুনিগণ সমভিব্যাহারে যুদ্ধ যাত্রায় নির্গত হইলেন। তাঁহার রথচক্র শব্দে বাল্মীকীয় তপোবনবাসী যাবতীয় মৃগকুল অতিশয় ব্যাকুলিত ও উদ্গ্রীব হইয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। শত্রুঘ্ন পথি মধ্যে মুনিগণের মুখবিগলিত ধর্ম্মশাস্ত্র শ্রবণ করিতে করিতে সেই আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। মুনিগণ তপোবনে বন্যায় ফল সামগ্রী সকল সঙ্কলন করিয়া সমাদর পূর্ব্বক শত্রুঘ্নের সমুচিত সম্মান করিলেন। ঐ রজনীযোগে সীতা দেবী পৃথিবীর কোশদণ্ডের ন্যায় দুই পুত্র করিলেন। শত্রুঘ্ন এই কুশল সম্বাদ শ্রবণ করিয়া অতিহৃষ্ট চিত্তে মুনিগণের নিকট বিদায় লইয়া লবণাসুর বধে গমন করিলেন। ইতি মধ্যে কিয়দ্দূর গমন করিয়া দেখিলেন। কুম্ভীনসীতনয় লবণাসুর অরণ্য হইতে নানা প্রকার বন্য জীব জন্তু সংহার পূর্ব্বক রাক্ষস গণে পরিবেষ্টিত হইয়া বায়ুবেগে আসিতেছে, ইহা প্রত্যক্ষ করিবা মাত্র শরাসনে শর সন্ধান

পূর্ব্বক দুর্ব্বৃত্ত নষ্টমতি নিশাচরের গমন পদ্ধতি আক্রমণ করিলেন ॥

পদার্থবিদ্যা।

বিজ্ঞান শাস্ত্র পণ্ডিতদিগের অসামান্য পরিশ্রম দ্বারা এক্ষণে কত স্থানে কত প্রকার বিষয় প্রকাশ পাইতেছে। সম্প্রতি ভূতত্ত্ববং ডি, সি, ব্রেক সাহেব আমেরিকা দেশের মধ্যে খান সমস্কো স্থানের নিকটবর্ত্তী ক তিপয় পর্ব্বতে কত কগুলি অদ্ভুত শিলা জন্তুর প্রস্রবণ প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ ধাতু প্রস্রবণ সকল পর্ব্বতাভ্যন্তরস্থ ভূগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়া তন্নিকটস্থ অনেক স্থানে প্লাবিত করিয়া রাখিয়াছে। আমেরিকাস্থ লোকে ঐ সকল প্রস্রবণকে তারের প্রস্রবণ বলিয়া উল্লেখ করে। কখন কখন প্রশান্ত মহাসাগরের জলেও ঐ প্রকার শিলাজতু ভাসিতে দেখা যায়, ইহাতে কেহ কেহ অনুমান করেন, যে হয় সাগরের নিম্নে ঐ ধাতুর খনি বিদ্যমান আছে, নতুবা ঐ ধাতু স্থল হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীর স্রোতে ভাসিয়া ক্রমে সাগরে আসিয়া উপনীত হয় ॥

সর্ব্বদা পরিষ্কৃত শয্যায় শয়ন করা উচিত।

শরীরের ঘর্ম্মাদি দ্বারা শয্যার আস্তরণ মলীন হইলে, অতিশয় অস্বাস্থ্য জনক হয়। এবং তাহা হইতে যে এক প্রকার দুঃসহ দুর্গন্ধ নির্গত হইয়া থাকে, তাহা নাসিকারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইলে পীড়া উপস্থিত হয়। অনেকের শয্যা এরূপ মলীন ও দুর্গন্ধ যে কস্মিন্ কালে রজকের দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল এমত বোধ হয়, না। উহা প্রতি রজনী স্বেদরূপ গরলযুক্ত হইয়া তাহাদিগের স্বাস্থ্য সুখ হরণ করে ইহা তাহারা জানিতে পারে না। অতএব শয্যা পরিষ্কৃত রাখা বিশেষতঃ তাহার আস্তরণ সতত প্রক্ষালন ও পরিবর্ত্তন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া, উহার আস্তরণাদি উত্তোলন পূর্ব্বক বায়ুসেবিত করা এবং শয়ন গৃহের দ্বার ও বাতায়ন উদ্ঘাটন করিয়া তন্মধ্যে বায়ু প্রবাহ প্রবাহিত হইতে দেওয়া সর্ব্বদা কর্ত্তব্য ॥

বসন্তবীজ।

অস্মদ্দেশীয় বসন্তচিকিৎসকেরা মনুষ্য শরীর হইতে বসন্তবীজ লইয়া টীকা দেয়, কিন্তু ইহা দ্বারা যে ভয়ঙ্কর ব্যাপার উপস্থিত হয়, উহাতে করিয়া অনেক সময় অনেক ব্যক্তির প্রাণ পর্য্যন্ত নষ্ট হয় ইহা আবাল বৃদ্ধ অবধি সকলেই বিলক্ষণ অবগত আছেন, অতএব ঈদৃশী কুপদ্ধতিকে উৎসন্ন করিয়া তৎপরিবর্ত্তে অন্য কোন নিয়ম প্রচলিত করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। পূর্ব্বকালে ইউরোপ খণ্ডের মধ্যে এইরূপ নিয়ম প্রচলিত ছিল এবং ইহা দ্বারা সর্ব্বদা তাহাদিগকে নানাপ্রকার বিঘ্ন প্রাপ্ত হইতে হইত। মধ্যে মধ্যে এই রূপ বিষম বিপদ উপস্থিত বলিয়া ইউরোপীয় প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ অধ্যাপকগণ সচেষ্টিত ও উপায়ান্তর অবলম্বনে ব্রতশীল হইয়া গোবীজ দ্বারা টীকা দিবার পদ্ধতি প্রচলিত করিয়াছেন। এবং সমুদায় বিঘ্ন একবারে দূরীভূত হইয়াছে। ইহা অতিশয় সুখের বিষয় বলিতে হইবেক যে অস্মদ্দেশীয় কেহ কেহ গোবীজ দ্বারা টীকা দিবার গুণ সুচারুরূপে জ্ঞাত হইয়া এই প্রথা অবলম্বন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং যে সমস্ত লোক উক্ত রূপ টী-

কা লইয়া থাকেন তাহাদিগের মধ্যে কখন কেহ বিপদ্গ্রস্ত হয়েন না। সকলকেই নির্ব্বিঘ্নে উত্তীর্ণ হইতে দৃষ্টিগোচর হয়। অতএব বিলক্ষণ বোধ হইতেছে যে গোবীজ দ্বারা টীকা দিলে কোন প্রকার বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা নাই এবং উক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া যে ব্যক্ত টীকা লয় তাহাকে কোনরূপ ক্লেশ প্রাপ্ত হইতে হয় না কিন্তু ইহা অতিশয় আক্ষেপের বিষয় বলিতে হইবেক যে এতদ্দেশীয় কোন কোন লোক শাস্ত্রীয় প্রমাণ না পাইয়া অদ্যাবধি উল্লিখিত নিয়ম অবধারিত করিতে পারেন নাই। কিন্তু শাস্ত্রে ইহা বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইয়া যে ধন্বন্তরি বৃত্ত এক খানি পূর্ব্বতন চিকিৎসা শাস্ত্রের মধ্যে গোবীজ দ্বারা টীকা দিবার রীতি নির্দ্ধারিত আছে। ঐ প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়া সম্প্রতি হিন্দু সমাজাগ্রগণ্য মহামান্য মহাশয় লোকেরা স্বীয় পরিবারের মধ্যে গোবীজ দ্বারা টীকা দিবার নিয়ম প্রচারিত করিতে অতীব যত্নশীল হইয়াছেন। সম্প্রতি অস্মদ্দেশীয় মহাত্মাদিগের সমীপে আমি বিনয় বাক্যে এই প্রার্থনা করি যে তাঁহারা সকলে শাস্ত্রীয় ও যুক্তিযুক্ত উল্লিখিত পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া বসন্ত রোগ জনিত অশুভ ও অনর্থকর নিয়ম অবহেলন পূর্ব্বক সুপদ্ধতি রূপ সুধা পানে মানব রসনা বিস্তার করুন।

দেশীয় লোকেরা কোন প্রকার শাস্ত্রীয় প্রমাণ না পাইয়া কুসংস্কার বশতঃ ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয় ফলতঃ এতন্নিমিত্ত চরমাবস্থায় তাঁহাদিগকে যে বিশেষ ক্লেশ ভোগ করিতে হয় তৎকালে ইহা তাঁহাদিগের মনোমধ্যে কদাচ একবারও উদিত হয় না।

গুণের আতিশয্যই দোষের মূল।

যে সকল ব্যক্তি সত্য পথের পথিক হইয়া নিষ্পাপে জীবন ক্ষেপ করেন, তাঁহাদিগকে যে কত সতর্ক ও সঙ্কুচিত হইয়া থাকিতে হয় তাহা বর্ণন করা সুকঠিন। কি রূপে কোন সময়ে মনুষ্যদিগের মনোরূপ পবিত্র ক্ষেত্রে পাপবীজ পতিত হইয়া অঙ্কুরিত হইতে থাকে তাহা কিছুমাত্র বলা যায় না। ক্রোধাদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি প্রবল হইলে মনুষ্য যে কলঙ্কিত ও দূষিত হয় এমন নহে যে সকল সদ্গুণ না থাকিলে মনুষ্যত্বে ও পশুত্বে কিঞ্চিৎ মাত্র প্রভেদ প্রতীয়মান হয় না সেই সমস্ত গুণের আতিশয্য হইলেও দোষের উৎপত্তি হয়। যাঁহারা বিশেষ রূপে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিয়াছেন তাঁহারাই সচারুরূপে অবগত আছেন, যে কোন কোন সদ্গুণের আতিশয্য হেতু মানব জাতিকে দোষরূপ কণ্টক শয্যায় শয়িত হইতে হয়। ইহা মুখ নাসিকা বিশিষ্ট ব্যক্তি মাত্রেই অঙ্গীকার করিবেন। যে বিনয় ও সভ্যতা দ্বারা মনুষ্যদিগকে যথোচিত সমাদর ও গৌরব করা মনুষ্য জাতির সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য এবং উক্ত গুণ বর্জ্জিত হইলে সকলেই হেয় জ্ঞান করে কিন্তু ইহা সচরাচর দৃষ্ট হয়, যে ব্যক্ত অন্যের মনোরঞ্জনার্থে নম্র ও সুশীল হইয়া সর্ব্বদা সন্তোষ সাধন করিতে যত্নবান হয় তাহাকে পরিণামে বিবিধ দোষ দূষিত ও কলঙ্কহ্রদে নিমগ্ন হইতে হয় তাহার সন্দেহ নাই। যাঁহারা শৈশবাবস্থাবধি অসৎ সংসর্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বদা সাধু সঙ্গে বাস করিয়াছেন এবং কুপথগামী ব্যক্তিদিগকে হিতোপদেশ দ্বারা অধর্ম্মের হস্ত হইতে মুক্তিক

রেন অথচ আপনার মত সকল প্রাণীকে অবলোকন করেন কাহার সহিত বিবাদ করেন না, এতাদৃশ মনুষ্য বর্ত্তমান সময়ে দর্শন হওয়া দুরূহ কারণ এক্ষণকার মনুষ্য স্বকার্য্য সাধনে অতিশয় তৎপর হইয়া থাকেন; কিন্তু পর কার্য্য সাধনে তদ্রূপ হয়েন না পাঠক মহাশয়েরা বিবেচনা করিবেন সত্য কি না।

মহাভারত।

আদিপর্ব্ব।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের শেষ।

অতএব যজ্ঞকাষ্ঠ আনয়ন নিমিত্ত মুনিবরের কাননে প্রবেশ কালিন ইন্দ্র, যম, সূর্য্য, বায়ু, প্রভৃত সমস্ত দেবতারা মুনিবরদিগের সহায়তা করণ মানসে তাঁহাদের সহিত গমন পূর্ব্বক কাষ্ঠ ভাঙ্গিয়া মস্তকে ধারণ করিলেন, বিশেষতঃ পুরন্দর পর্ব্বত সম বোঝা মস্তকে ধারণ করিয়া শীঘ্র গমনে কাষ্ঠবোঝা রাখিয়া স্বধামে গমন করত পথি মধ্যে বালখিল্য মুনি গণ শিরোদেশে পলাশপত্র সংস্থাপন পূর্ব্বক ধীরে ধীরে গমন করিতেছেন, কিয়দ্দূরে তাঁহারা গমন করিয়া গোক্ষুর সন্দর্শন পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন। ইহা দেখিয়া দেবরাজ উপহাস করিলে বালখিল্য মুনি ক্রোধে আরক্ত নয়ন ও কম্পিত কলেবর হইয়া ইন্দ্রকে বলিতে লাগিলেন, ওরে দুরাচার, নষ্টমতি তুই ব্রাহ্মণ দেখিয়া উপহাস করিলি ইহার সমুচিত শাস্তি পাইবি ইহা বলিয়া ঘোরতর যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। এতদনুষ্ঠানে ইন্দ্র কশ্যপের নিকট গিয়া সবিনয়ে আদ্যোপান্ত নিবেদন করিলেন তাহাতে কশ্যপ যজ্ঞ সমীপে গমন করিয়া মুনি গণকে বিনয় বাক্যে কহিলেন হে মুনিগণ আপনারা কি নিমিত্ত অন্য ব্যক্তিকে ইন্দ্রত্বপদে অভিষিক্ত করিবার জন্য চেষ্টা পাইতেছেন, দেবরাজ কত শত বৎসর প্রজাপতির আরাধনা করিয়া ইন্দ্রত্ব পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন অতএব সে পদ উচ্ছেদ করিবার জন্য আপনারা বৃথা পরিশ্রম স্বীকার করেন কেন, শীঘ্র শীঘ্র এই অধ্যবসায় হইতে অবসৃত হউন। এবং আপনাদের বিবেচনায় যাহা ভাল হয় আমাকে সত্বর বলুন। বালখিল্য মুনি উত্তর করিলেন আমরা বহুকষ্ট স্বীকার করিয়া যজ্ঞ করিতেছি তোমার বাক্য রক্ষা করিতে হইলে আমাদিগের সকল শ্রম ব্যর্থ হয়। এতদ্বাক্য শ্রবণে কশ্যপ কহিলেন কি নিমিত্ত আপনাদিগের পরিশ্রম বিফল হইবে এমত একপক্ষীন্দ্র হউক যে তদ্দ্বারা ত্রিভুবন পরাজিত হইবে বলিয়া মুনি গণের নিকট বিদায় লইয়া পুরন্দর সমীপে উপস্থিত হইলেন, এবং কহিলেন কদাচ ব্রাহ্মণ দেখিয়া উপহাস করিবেন না সকল পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায় কিন্তু ব্রহ্মকোপানল হইতে উত্তীর্ণ হইবার আর উপায়ান্তর নাই। এই প্রকারে ইন্দ্রকে নানা প্রকার হিতোপদেশ প্রদান পূর্ব্বক আলিঙ্গনবিধি সমাপনান্তে বিনতাকে কহিলেন হে গুণবতী তোমার গর্ভে প্রবল পরাক্রমশালী এক খগেন্দ্র জন্মগ্রহণ করিবেক, তাহার সন্দেহ নাই এই শুভ সম্বাদ শ্রবণে বিনতা আনন্দে পুলকিত হইল। এই রূপে গরুড় কশ্যপের পুত্র হইলেন।

অথ গরুড়ের সহিত দেবতার সংগ্রাম।

যৎকালিন মহাবীর বিনতানন্দন অমরপুরীতে উপনীত হইলেন, তৎকালিন

দেবতারা তাঁহার ভীষণ মূর্ত্তি অবলোকন করত অত্যন্ত ভয়যুক্ত হইলেন। কিন্তু স্ব২ ঐশ্বর্য্য অপহরণ আশঙ্কায় শেল, শূল, জাঠা, শক্তি, ভুষণ্ডি, তোমর, পরিঘ, পরশু, চক্র, মুষল, মুদ্গর, প্রভৃতি বহু অস্ত্র শস্ত্র প্রলয়ের মেঘের ন্যায় চতুর্দ্দিগ হইতে বরিষণ করিতে লাগিলেন, পরন্তু তাহাতেও কামরূপী নির্ভয় শরীর পক্ষিরাজ ভীত না হইয়া দেবতাদিগের চরিত্র অবলোকন করিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন, এবং জ্বলন্তানলে যে রূপ ঘৃতের আহুতি দিলে অগ্নির শিখা প্রজ্বলিত হয় তদ্রূপ দেবতাদিগের ক্রোধান্বিত অস্ত্রাঘাত গরুড়ের শরীরে স্পর্শ হইবা মাত্র তাঁহার বিক্রম, প্রবক্রম প্রাপ্ত হইত। চির-কাল দেবতাদিগের সহিত ঘোর সংগ্রাম পূর্ব্বক মেঘগর্জ্জন শব্দকে অতিক্রম করিয়া হুঙ্কার করত মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, যে ইন্দ্রাদি দেবতারা অতি অবোধের কার্য্য করিতেছেন, কারণ আমি কাহারো ঐশ্বর্য্য নষ্ট অথবা অপহরণ করিতে আসি না তবে আমার সহিত বৃথা সংগ্রাম করা অনুচিত, আমি নিমিষের মধ্যে সকলকে পরাভব করিতে পারি, কিন্তু সংগ্রামে আমার কোন আবশ্যক নাই, মাতার আজ্ঞা প্রতিপালন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়, যেহেতু "স্বকার্য্য মুদ্ধরেৎ প্রাজ্ঞঃ কার্য্য ধ্বংশেচ মূর্খতা,,।

এই সকল চিন্তা করিয়া বিনতানন্দন পাখসাটে ধূলিতে গগনমণ্ডল পরিপূর্ণ করিলেন। এবং উড্ডীয়মান ধূলিতে দেবতারা অনিমেষ নয়নে ধূলিময় শরীরে ব্যাকুল হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। এদিগে গরুড়ের পাখসাটে ইন্দ্রের অমরাবতী পুরীতে যে নানা রত্ন ছিল তাহাও ধূলিধূষর হইয়া ভগ্নসাৎ হইল এমত সময়ে দেবরাজ পবনকে ধূলি উড়াইয়া দিতে অনুমতি প্রদান করিলেন, পবন প্রভুআজ্ঞানুসারে সমস্ত রজ আত্ম বেগানুপ্রভাবে দূরীভূত করিলেন। তখন ভুয়ঃ সমস্ত দেবতারা দলবদ্ধ হইয়া পক্ষিরাজকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক চতুর্দ্দিগ হইতে নানা প্রকারের অস্ত্র শস্ত্র প্রহার করিতে লাগিলেন।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

রামায়ণ।

আদিকাণ্ড।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের শেষ।

সগর বংশের উদ্ধার।

ভগীরথ কৃতাঞ্জলি পুটে কহিলেন মাতঃ আমি জননী প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়াছি, যে স্থানে মহর্ষি কপিলমুনির আশ্রম ছিল সেই স্থানে আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষের বাসস্থান। ভগীরথ কথা কহিবা মাত্র গঙ্গা দেবী শতমুখী হইয়া ভীষণ বেগে প্রবাহিত হইলেন। সগর রাজার বংশ ভস্মরাশি হইয়াছিল, গাত্রে গঙ্গাজল সংলগ্ন হওয়াতে দিব্যরথে আরোহণ করিয়া বৈকুণ্ঠ ধামে গমন করিলেন। তৎকালে গঙ্গাদেবী হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক ভগীরথকে কহিলেন, দেখ ভগীরথ, তোমার পূর্ব্ব পুরুষেরা প্রফুল্লচিত্তে স্বর্গারোহণ করিতেছেন, কেবল এক জন জলাধিকারী হইয়া রহিলেন। ভগীরথ দারুণ পাপানল হইতে পূর্ব্ব পুরুষগণকে মুক্ত দেখিয়া পরমানন্দে নৃত্য করিতে করিতে গঙ্গাদেবীর চরণ কমলে নিপতিত হইলেন। ভাগীরথী ভগীরথকে আজ্ঞা

করিলেন তুমি আপনার রাজধানীতে গমন করিয়া রাজ্যভার গ্রহণ পূর্ব্বক প্রজাপুঞ্জের প্রতিপালন কর আমি তোমার পূর্ব্বপুরুষদিগের সহিত চলিলাম, অদ্যাবধি সাগর সঙ্গম মহাতীর্থ হইল যে ব্যক্তি এই মহাতীর্থে স্নান করিবে সে সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া নিরুদ্বেগে স্বর্গ পুরে গমন করিতে পারিবেক সন্দেহ নাই ॥

অথ গঙ্গার মহাত্ম্য কথা।

গঙ্গাদেবী অবনীমণ্ডলে অবতীর্ণা হওয়াতে পাপরাশি ভস্মীভূত হইল। বসুমতী গঙ্গাজল স্পর্শে আপনাকে চরিতার্থা ও কৃতার্থমন্যা বোধ করিলেন। এবং শত যোজন হইতে যে ব্যক্তি গঙ্গা গঙ্গা বলিয়া ডাকে, যম তাহার নিকট কদাচ প্রাণান্তে গমন করেন না। গয়া, বারাণসী, দ্বারকা, মথুরা, ও কাশীপ্রভৃতি যে সমস্ত তীর্থ অবনীমণ্ডলে বিদ্যমান আছে, তন্মধ্যে গঙ্গা সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

সগর বংশ উদ্ধার সমাপ্ত।

অথ গঙ্গা স্পর্শনে সৌদাসের মুক্তি।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ভগীরথ যাটি হাজার বৎসর গঙ্গা দেবীর আরাধনা করিয়া পুনর্ব্বার অযোধ্যা নগরে আগমন পূর্ব্বক রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া প্রজার লালন পালনকরিতে লাগিলেন, এইরূপে কিয়ৎ দিবস গত হয় পরে সুলগ্নে তাঁহার সৌদাস নামে এক পুত্র উৎপন্ন হয়। যখন পুত্র ষোড়শ বৎসরের হইল তখন তাহাকে অযোধ্যার রাজা করিয়া ভগীরথ ভাগীরথী তীরে বাস করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল ভগীরথ ঐ স্থানে পরমাত্মার আরাধনা করিয়া সংসার সঙ্কট হইতে মুক্ত হইলেন। রাজা সৌদাস অভিষেকারোহ পূর্ব্বক পিতার শ্রাদ্ধ করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে বহু ধন ও ভূমি প্রদান করিলেন। হে মহারাজ অতঃপর সৌদাসের চরিত্র শ্রবণ করুন। এত চরিত্র শ্রবণে প্রাণীর সমূহ পাতক দূরিভূত হইয়া শরীর অতিপবিত্র হয়।

এক দিবস সৌদাস ভূপতি মৃগয়া করণার্থে বনে প্রবেশ করিয়া মৃগ অন্বেষণ করিতেছিলেন, এমত সময়ে এক রাক্ষস জায়াকে সঙ্গে লইয়া রাজার সমীপে উপনীত হইল। কিঞ্চিৎ কালানন্তর ঐ রাক্ষস রাক্ষসী স্ববপু পরিত্যাগানন্তর ব্যাঘ্র ব্যাঘ্রী স্বরূপ ধারণ করত প্রভাসের তীরে স্ত্রী পুরুষে ক্রীড়া করিতে লাগিল, হেন কালে সৌদাস নৃপতি ব্যাঘ্রকে অবলোকন করত শৃঙ্গারের সময়ে ধনুতে তীক্ষ্ণ শর যোজনা করিয়া তাহাকে নষ্ট করিলেন। রাক্ষসী এতচ্চরিত্র অবলোকন করিয়া দুঃখিত মনে অথচ কিঞ্চিৎ ক্রোধানল প্রকাশ পূর্ব্বক রাজাকে কহিতে লাগিল। হে রাজন্ বিনাপরাধে আমার স্বামিকে শৃঙ্গারের সময় নষ্ট করিলে, অতএব পরিণামে যে পাপ অর্শিবেক তাহা জানিতে পারিবে, এবং এই মহাপাপ ভোগ করিয়া ব্রহ্মশাপে পতিত হইতে হইবেক। ইহা বলিয়া রাক্ষসী গহনকাননে প্রবেশ করিল। রাজাও মনোদুঃখে প্রত্যাগমন করিয়া সভাস্থ সমস্ত পাত্র মিত্র বন্ধু বান্ধব জন গণকে আহ্বান করিয়া সকলের সাক্ষাতে বশিষ্ট মুনির অগ্রে করপুটে স্তুতিমিনতি পূর্ব্বক মৃগয়ার সমস্ত বিবরণ নিবেদন ক-

রিয়া কহিলেন, হে গুরো আমি এ পাপ হইতে কিরূপে মুক্ত হইব। বশিষ্ট মুনি অশ্বমেধের ব্যবস্থা দিলেন রাজা মুন আজ্ঞানুসারে বিধি বৎ যজ্ঞ করিয়া পুরোহিত, ও গুরু প্রভৃতিকে যজ্ঞের দক্ষিণা দিয়া সকলকে বিদায় দিলেন, আনন্দ পূর্ব্বক সকলে স্ব২ ধামে প্রস্থান করিলেন।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

আরব্যোপাখ্যান।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের শেষ।

ভানুমতী চিত্ত বিলাস।

মূঢ় লোক হিতাহিত বিবেচনা শূন্য।
ঐশী শক্তি তৃণ সম সদা করে গণ্য॥
সকলে আমায় কহে ক্ষৌরি কর্ম্মে পটু।
ইহা দ্বারা বলা হয় সাতিশয় কটু॥
চন্দ্র। শুনিয়া তোমার কথা কম্পমান প্রাণ
ভীত। এস্থান হইতে তুমি করহে প্রয়াণ॥
কালু। হয়েছিল এরূপ ঘটনা এক বার।
তাহাতে অপযশ হয় অশেষ প্রকার॥
পিতৃ হীন অগ্নিহোত্র বিপ্র এক জন।
মম সন্নিধানে আসি দিল দরশন॥
একোদ্দিষ্ট দিবসে কহিলেন আমায়।
শীঘ্র করি ক্ষৌর কর অহে কালু রায়॥
সাবধানে কর কায্য দিয়ে মনোযোগ।
শরীরেতে নাহি হয় শোণিত সংযোগ॥
প্রাণপনে বিপ্রবাক্য সর্ব্বথা শুনিবে।
কদাচ ইহার নাহি অন্যথা করিবে॥
এজন্যে হয়েছিলাম কর্ম্মেতে নিযুক্ত।
কর্ণ হীন হল বিপ্র নাসিকা বিযুক্ত॥
শোণিতেতে দিগ্ধদেহ ব্রাহ্মণকুমার।
অপাত্র হইল শ্রাদ্ধে আপন পিতার॥
চন্দ্র। কালুরায় ক্ষান্ত হও চাহিনে শুনিতে
অদ্য পড়িলাম আমি ঘোর বিপত্তিতে॥
কালু যেখানে উপায় আছে অপায় সেখানে
মন দিয়া কর্ণপাত করুন বচনে॥
চন্দ্র। ক্ষমা কর কালু তুমি চঞ্চল হয়েছি।
স্থানান্তরে যাইতে আমি নিযুক্ত আছি॥
অতএব সত্য কথা কহি হে তোমারে।
কদাচ বিরক্ত তুমি না কর আমারে॥
কালু। কারণ ব্যতীত কভু কায্য নাহি হয়।
এক পুষ্পের নাম করুন মহাশয়॥
চন্দ্র। কিবিপদে পড়িলাম তোমারে ডাকিয়ে
শান্ত শিষ্ট হয়ে যাও গৃহেতে চলিয়ে॥
স্থলপদ্মের উল্লেখ করিলাম আমি।
ইহার বিশেষ ফলে বল দেখি তুমি॥
কালু। দুই তিন সাত হতে অর্ণব যাইল।
প্রেমিক বিষয় বলি নিশ্চয় হইল॥

(চন্দ্র সেন ঈষদ্ধাস্য)

চন্দ্র। তাইবটে এক্ষনে বিদায় হয়ে যাও।
কেউ আসি বিলম্বের গলে হাত দাও॥
ভৃত্য। যেআজ্ঞা মহাশয় সেবক উপস্থিত
কি আজ্ঞা হয় আপনি বলুন ত্বরিত॥

কালুরায় ও ভৃত্য প্রস্থান করিল

চন্দ্র। লক্ষপতির প্রাসাদেতে করি গমন।
চারুদত্ত চিত্ত বিলাস ব্যস্ত এক্ষণ॥
আমিও চিন্তিত আছি চিত্ত সমুৎসুক।
ভগবৎ স্বেচ্ছায় তাহা সম্পূর্ণ হউক॥

চন্দ্রসেন প্রস্থান করিল

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

তৃতীয় অঙ্ক।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত্র।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের শেষ।

তৎপুত্র রাজা রঘুরাম রায় অতিশয় বদান্য ও প্রজারঞ্জন হওয়াতে পরমসুখে সংসার লীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন কিন্তু এই অসার সংসার মধ্যে সারভুত তনয়ের মুখকমল নিরীক্ষণে অক্ষম হইয়াছিলেন বলিয়া আপনাকে নিরন্তর দুরদৃষ্ট ও কুলনাশক বলিতেন। এক দিবস রাজা

মনেং চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন যে ঈশ্বরের আরাধনা ব্যতিরেক কদাচ উত্তমরত্ন লাভ হয় না। অতএব আইস আমরা দুইজনে ঈশ্বরোপাসনায় প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে তিনি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া সর্ব্বগুণান্বিত পুত্র দিবেন। ইহা বিবেচনা করিয়া রাজা ও রাণী উভয়েই পরমেশ্বরের আরাধনায় নিযুক্ত হইলেন প্রাতে গাত্রোত্থান করিয়া স্নান আহ্নিক সমাপনান্তে মহাসমারোহ পূর্ব্বক পূজা করিতে বসিতেন, এই রূপে এক বৎসর অতীত হইলে গ্রামস্থ সমস্ত প্রজাপুঞ্জ ও যাবতীয় ভদ্র লোক তাঁহাদিগের সমাধি সন্দর্শন করত অতিশয় চমৎকৃত ও বিস্ময়াপন্ন হইয়া ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এক বৎসর নিয়ম নির্দ্ধারিত ছিল পূর্ণ হইলে রঘুরাম রায় মহতী ঘটা করিয়া দীন দরিদ্র অনাথ, প্রভৃতি ব্যক্তিদিগকে বহু ধন দান করিয়া যজ্ঞ সমাপন করিলেন। এক দিবস রাজা রঘুরাম রায় অন্তঃপুরে রাণীর সহিত শয়নীয়ে শয়ন করিয়া আছেন, এমত সময়ে রাণী এক অপূর্ব্ব স্বপ্ন সন্দর্শন পূর্ব্বক রাজার নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত স্বপ্ন বৃত্তান্ত আবেদন করিলেন। রাজা এই কথা শ্রবণ করিয়া হৃষ্ট চিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রেয়সী তুমি কি স্বপ্ন দেখিয়াছ, রাণী বলিলেন মহারাজ, আমি নিদ্রাবস্থায় আছি এমত সময়ে এক জন মহাপুরুষ আসিয়া আমাকে কহিলেন, আমি তোমার পুত্র হইব আমা হইতে তোমার অনেক সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইবে এবং পৃথিবীস্থ যাবতীয় লোক তোমাকে রত্নগর্ভা বলিবে। তদ্বাক্যশ্রবণে আমি পরম উল্লাসিত মনে কহিলাম আপনি কে এতৎ কহনান্তর এক জন পুরুষ আমার নিকট দণ্ডায়মান হইয়া কহিতে লাগিলেন তোমরা যাঁহার আরাধনা করিয়াছ আমি তাঁহার অনুগৃহীত ব্যক্তি তোমারপুত্র হইতে তিনি আমাকে আদেশ করিয়াছেন ইহা বলিয়া ঐ ব্যক্তি ক্ষুদ্র মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক আমার মুখ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। রাজা রঘুরাম রায় স্বপ্ন বিবরণ শ্রবণ করিয়া প্রফুল্ল চিত্তে স্বীয় সহধর্ম্মিণীকে কহিলেন প্রেয়সী অদ্যাবধি তোমার গর্ভের সঞ্চার হইল, এবং এই মনোহর হৃদয় বিহারী তোমার উদরে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন দেখ প্রাণান্তেও একথা কাহার নিকট ব্যক্ত করিবে না। কিয়ৎ কালানন্তর রাণীর গর্ভ প্রকাশিত হইলে, পাত্র, মিত্র, ও আত্মীয় বন্ধু গণের আনন্দের সীমা রহিল না প্রত্যহ নানা প্রকার আনন্দোৎসব হইতে লাগিল। সময় উপস্থিত হইলে রাজমহিষীর প্রসব বেদনা উপস্থিত হইল এই সম্বাদ শ্রবণ করিয়া মহারাজ রঘুরাম রায় জ্যোতিষ্ শাস্ত্রে বিচক্ষণ সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শী পণ্ডিত গণকে আনয়ন পূর্ব্বক অন্তঃপুরে সূতিকাগৃহের নিকট বসিয়া রহিলেন, ভৃত্য গণ করপুটে রাজ সমীপে দণ্ডায়মান হইয়া রহিল কি জানি মহারাজ কখন কাহাকে কি আজ্ঞা করেন। এমত সময়ে শুভলগ্নে একপুত্র ভূমিষ্ঠ হইল পুত্রের সৌন্দর্য্য প্রবাহে তত্রস্থ যাবতীয় লোক বিস্ময়াপন্ন ও পুরী আলোকময় হইল চতুর্দ্দিকে জয়ধ্বনি অট্টালিকার উপরে ঘণ্টা, ঘড়ী তুরী, ভেরী, ঢক্কা, দামামা, ঢোল, মৃদঙ্গ, এবং বীণা, প্রভৃতি বিবিধ বাদ্যযন্ত্রের কোলাহল শব্দে নগরস্থ যাবতীয় কামিনীগণ

রাজভবনে উপস্থিত হইয়া পরমানন্দে হুলু হুলু ধনি করিতে আরম্ভ করিল। রাজা অকাতরে শত শত স্বর্ণ পরিপূর্ণ পাত্র দীন দরিদ্র ব্রাহ্মণ অনাথ, অন্ধ এবং খঞ্জদিগকে প্রদান করিতে লাগিলেন। নগরস্থ সমস্ত লোকের আনন্দের আর সীমা থাকিল না রাজা পাত্র মিত্রদিগকে আদেশ করিলেন আমার নগরবাসী লোকদিগের বাটীতে ভারে ভারে মৎস্য দধি, এবং সন্দেশ বিতরণ কর, পাত্র, মিত্র ও কর্ম্মচারী লোকেরা রাজাজ্ঞানুসারে সকলের বাটীতে এই সকল দ্রব্য দিয়া পরিশেষে রাজ সমীপে গমনকরিয়া নিবেদন করিলেন মহারাজ, এই অসার সংসার মধ্যে সারভূত তনয়ের মুখকমল নিরীক্ষণে অন্তর ত্যাকে চরিতার্থ করুন রাজা এই কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন হাঁ যথার্থ বলিয়াছ আমি পুত্র দর্শনে চলিলাম এই বলিয়া রাজা অন্তঃপুরে গমন পূর্ব্বক দাসীদিগকে আজ্ঞা করিলেন পাত্র মিত্র প্রভৃতি যাবতীয় ভৃত্যেরা পুত্র দর্শন করিতে আসিতেছে তোমরা সকলে তাঁহাদিগকে পুত্র দর্শন করাও দাসীরা রাজার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া পুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া সকলকে দেখাইল। পুত্র দর্শনান্তর সকলেই অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইয়া রাজসভায় উপবিষ্ট হইলেন এমত সময়ে ব্রাহ্মণেরা বেদধনি করিতে লাগিলেন। তদনন্তর জ্যোতিষ শাস্ত্রবেত্তা পণ্ডিতেরা নানাশাস্ত্র আলোচনা করিয়া দেখিলেন যে অপূর্ব্ব বালক জন্মগ্রহণ করিয়াছে রাজার সমীপে নিবেদন করিলেন। মহারাজ এই যে রাজপুত্র হইয়াছেন ইঁহার পরমায়ু অতদীর্ঘ হইবেক অথচ সর্ব্বশাস্ত্র পারদর্শী ও বুদ্ধিতে দেবগুরু বৃহস্পতির তুল্য অধিকন্তু ধর্ম্ম বিষয়ে ইঁহার শ্রদ্ধা হইয়া অতিধর্ম্মাত্মা হইবেন সকল লোক ইঁহার বাহুল্য রূপে দিগদিগন্তর যশ গান করিবেক আর মহারাজ চক্রবর্ত্তী হইয়া বহু কাল রাজ্য করিবেন।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

গোলেবেসেনুয়া।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের শেষ।

কুমার জামিলাখাতুন নাম্নী পরীর আলয়ে পুনর্ব্বার মানব দেহ পাইবার বিবরণ।

অতঃপর নৃপতিনন্দন এক মনোহর উদ্যানের ভুবনমোহিনী শোভা সমীক্ষণ পূর্ব্বক নিরতিশয় আনন্দ হইয়া চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অপ-পুষ্পবনের অনুপম সৌন্দয্য সন্দর্শন করিলে কাহার হৃদয় না আহ্লাদ হিল্লোলে ভাসমান হয়, তত্রস্থ মনোরম বিটপ চয় নানাবিধ বীগন্ধিকশিত প্রসূনকলাপে ও সুমিষ্ট ফলনিচয়ে সুশোভিত হইয়া মোহনভঙ্গি প্রকাশ করিতেছিল। মকরন্দ পানাভিলাষী অলিকুল দল বদ্ধ হইয়া ব্যাকুলিত চিত্তে গুন্ গুন্ গুঞ্জরে ঝঙ্কার করত শ্রবণ করিতে ছিল। তথায় মন্দ২ মলয় পবন বহমান হইয়া ঋতুকান্ত বসন্তরাজের অসম প্রভাব ব্যক্ত করিতে ছিল। শত শত জনমোহন জলাশয় শ্বেত রক্ত পীত প্রভৃতি নানা পঙ্কজে প্রপূরিত হইয়া পরম রমণীয় হইতে ছিল। অনেক বিহঙ্গম বহু বৃক্ষের শাখার উপরিভাগে বসিয়া অনবরত গান করিতে ছিল। বিশেষতঃ চিত্তহর পিকবর গণের সুমধুর কলনায় পুষ্পকানন আন্দোলিত হইতে ছিল। সেই বিনোদ

আক্রীড় মধ্যে এক নয়নানন্দদায়িনী অট্টালিকা অপূর্ব্ব দ্যুতি ধারণ পূর্ব্বক দিক্ সকলের শোভা সম্পাদন করিতে ছিল। ফলতঃ সরম্য হর্ম্ম প্রবাল মুক্তা মণি মানিক্যাদিতে এতাদৃশ পরিশোভিত হইয়াছে ইন্দ্রপুরী লজ্জা বোধ করিত। সেই সুশোভিনীয় প্রসাদের অনেক দ্বার অবরুদ্ধ অবলোকন করিয়া নৃপসুত নিতান্ত ক্ষিণ্ণ হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগল হায়, কোন্ ব্যক্তি এই নবীন পুষ্পোদ্যানের অধিকারী হয়েন, এবং ইহার মধ্যে প্রাণী মাত্র দেখিতেছি না। আমি কি প্রকারে ইহার তথ্যানুসন্ধান করিব তাহা ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারি না। রাজকুমার এই রূপ ভাবিতে ভাবিতে কমনীয় উদ্যানের চতুর্দ্দিকে বিচরণ পুরঃসর সন্ধান করিতে লাগিলেন। অতঃপর নরেন্দ্র নন্দন অকস্মাৎ নিরীক্ষণ করিলেন যে এক বিশাল দ্বার উদঘাটিত রহিয়াছে নৃপাত্মজ সেই প্রকাণ্ড দ্বার অবলম্বন করিয়া অবলোকন করিলেন, এক মনোমোহিনী কামিনীলতা অপূর্ব্ব বেশ ভূষায় বিভূষিতা হইয়া বিচিত্র মণিময় সিংহাসনোপরি উপবেশন পূর্ব্বক বিরাজমান করিতে ছিলেন। সেই সুরূপসীর অতিচমৎকার রূপ মাধুর্য্য বিলোকন করিয়া গগণবিহারী চন্দ্রিমা আকাশ মণ্ডলে কলঙ্কিত অবস্থায় অবস্থান করিতেছেন। যে ব্যক্তি সেই রতিবিনিন্দিতা রমণী রত্নের কমনীয় কান্তি ও অসামান্য রূপরাশি একাগ্র চিত্তে বীক্ষণ করিয়াছেন সেই সৌভাগ্যশীল জন ভবমোহিনী ভবানীর অনালোকিত লাবন্য মাধুরী সন্দর্শন করিতে বাসনা করিবেন না। কুমার রূপবতী নারী নিরীক্ষণ করিয়া ভয়ে থর থর কম্পবান হইয়া মনে চিন্তা করিলেন। এবার আমার পরিত্রাণের উপায়ান্তর নাই। অনুমান করি, এ বামলোচনা লতিকা পরির ন্যায় কি এক অঘটন ঘটনা ঘটায় আমি এক বিপদ হইতে উদ্ধার না হইবায় অন্য আপদ দেখিতেছি।

প্রেরিত পত্র।

সর্ব্বজন সমাদৃত শ্রীল শ্রীযুক্ত বঙ্গবিদ্যাপ্রকাশিকা পত্রিকা সম্পাদক মহাশয় মান্যবরেষু।

মহামহিম সম্পাদক মহোদয়, এই নব লেখকের প্রতি করুণা কটাক্ষ ঈক্ষণ পূর্ব্বক পশ্চাদ্বর্ত্তী কতিপয় পদ্যময়ী রচনা বিশেষ মনোযোগ করিয়া সংশোধন করত আপনকার অজ্ঞাননাশিনী পত্রিকার এক পার্শ্বে যৎকিঞ্চিৎ স্থান দানে যৎপরোনাস্তি বাধিত করিবেন।

কোন নায়ক স্বকীয় প্রাণাধিকা প্রিয়তমার দারুণ বিরহানলে দগ্ধীভূত হইয়া তাহার আবাসে গমন করিয়া স্বাভিপ্রায় নিম্নে প্রকাশ করিতেছেন।

বল বল বিনোদিনী কিসের কারণ।
দেখিতেছি আজ তব বিরস বদন॥
কেন হলে প্রাণকান্তা এরূপ বিরূপ।
কহ কহ কহ প্রিয়ে কহনা স্বরূপ॥
পাগলিনী প্রায় কেন পড়ে ধরাতলে।
ভাসাতেছ হৃদপদ্ম নয়নের জলে॥
ওগো সুরূপসী দেখি তব মন্দ দশা।
হতেছে লাঘব মম জীবন ভরসা॥
কহ বিধুমুখি কে কি বলেছে তোমায়।
তাহে কি দিতেছ তুমি যাতনা আমায়॥
যে জন বলেছে তোমায় একুটিল বাণী।
এখনি করিব আমি তার প্রাণ হানি॥
হয়েছে কি তার বড় জীবনের ভার।
জানিয়াছে সেই কিহে যমপুরী সার॥

ওলো ধনি কেন হও বলিতে বিমুখ।
বলি শীঘ্র নিবারণ কর মম দুঃখ॥
যদি আমা হতে হয়ে থাকে এযাতনা।
সাধ্যমতে করিব হে তাহার শান্তনা॥
ও চন্দ্রবদনি তব ভাব দরশনে।
প্রবোধ মানেনা ধনি এ দীনের মনে॥
মনে করি ত্যজি গিয়া জীবনে জীবন।
পুনর্ব্বার মনে হয় হবে হে মিলন॥
অতএব ওলো ধনি হেরি সুনয়নে।
কর কর স্নিগ্ধ কর মম প্রাণধনে॥
তোমারে ত্যজিয়া বল যাইব কোথায়।
কহ কহ কমলাক্ষি কহনা আমায়॥
কোকিলের কুহুস্বরে দহে মম প্রাণ।
তাহে রতিপতি সদা হানে পঞ্চবাণ॥
প্রফুল্ল কুসম বন গন্ধে আমোদিত।
তোমা বিনে সমুদয়ে হয়েছি বঞ্চিত॥
আর তোমা বিনে দেখি সব শূন্যময়।
বাঁচি কিনা বাঁচি প্রাণে কি হয় কি হয়॥
কৃপা কর প্রাণ প্রিয়ে নিশি যায় যায়।
উদয় হইবে রবি হায় হায় হায়॥

নায়িকার উক্তি।

কহি ওহে প্রাণনাথ মম নিবেদন।
মন দিয়া শুন এ দুঃখিনীর বচন॥
রতি বিনা রতিপতি থাকিতে কি পারে।
যে যাহারে ভালবাসে এমত প্রকারে॥
তাহারাই লভ্য করে প্রেম রত্ন ধন।
যথার্থ যথার্থ তারা প্রেমিক সুজন॥
তাদৃশ তোমার নহে ওহে নটবর।
তোমার এ রীতি নীতি যেন মধুকর॥
সূর্য্যকান্তা কমলিনী থাকে সরোবরে।
যায় ভৃঙ্গ নানা রঙ্গে তাহার সত্বরে॥
নানা রূপে ভুলাইয়া করে সুধা পান।
অবশেষ ফাঁকি দিয়া করে সে প্রস্থান॥
আর নাহি যায় ভৃঙ্গ কমলিনী স্থলে।
পুড়ে মরে কমলিনী বিরহ অনলে॥
পুনঃ সেই রূপ করি অন্য ফলে যায়।
তাহারেও সেই রূপ দায়েতে ঠেকায়॥
এই রূপ করি ভৃঙ্গ ডুবায় সকলে।
সহিবেনা নারি প্রাণে সে রূপ করিলে॥
আমি হে অবলা হই সরলা সজনী।
অতিভীত বিরহেতে হই গুণমণি॥
দেখ মনে প্রাণেশ্বর করোনা বিরহ।
এই নিবেদন আমি করি অহরহ॥
এরূপ করিয়া রামা বলয়ে নাগরে।
তুষ্ট হয়ে রসরাজ করে তারে ধরে।
বলয়ে নাগরবর নিজপ্রিয়া প্রতি।
তোমা বিনে প্রাণপ্রিয়ে জানিনা কাহারে
তা রূপ ধ্যান করি কাটাই দিবস।
তুমি মম সত্য সত্য কহিনু নির্যশ॥
শুনিয়া মধুর বাণী কামিনী তখন।
কামেতে প্রমত্ত হয়ে বলয়ে বচন॥
তুমি ওহে প্রাণকান্ত মম প্রাণধন।
অধিক তোমারে আর কি কব এখন॥
পরে কামযজ্ঞ হেতু আপুনি নাগর।
পাতিলেন নিজ উরু শয্যার উপর॥
কুচ রূপী মহাদেবে পঞ্চদল দিয়ে।
সন্তোষ করয়ে তারে হর্ষান্বিত হয়ে॥
হোমকুণ্ডে আহুতি নাগর দান করে।
আচমন সর্ব্বক্ষণ করিয়া অধরে॥
পূর্ণাহুতি রসরাজ করিল প্রদান।
কামানল ক্রমে ক্রমে হইল নির্ব্বাণ॥
পরেতে হইল সেই নিশি অবসান।
স্বস্থানেতে রসরাজ করিল প্রস্থান॥

অহং রসপাগলা।
সাকিম বাঁকুড়া।

রসপাগলা লেখক আদিরস ঘটিত বিষয়ে যে রূপ পরিশ্রম ব্যয় স্বীকার করিয়াছেন সেই রূপ অন্যান্য সুরসে রচনাকে অভিষিক্ত করিতে পারিলে সুখের বিষয় বটে সন্দেহ কি।

বং চিং প্রং জং সং।

বিজ্ঞাপন।

সকল ব্যক্তিকে জ্ঞাপন করিতেছি যে কোন ব্যক্তির পশ্চাল্লিখিত বিলাতি কাপড়ের আবশ্যক হয় তাহারা সাং বড়বাজারে মনোহর দাসের চকের পূর্ব্বাংশে ৯ নং দোকানে আড়িসিল নামে পত্র লিখিলে অথবা লোক প্রেরণ করিলে অতি সুলভ মূল্যে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন ইতি।

ধুয়া নয়নসুখ	নানাপ্রকার।
কোরা নয়নসুখ	ঐ
ঐ মারকীন	ঐ
ধুয়া লাঙ্কেলাত	ঐ
চুনরি সাড়ি	ঐ
মল মল ধোয়া	ঐ
ঐ কোরা	ঐ
ধুয়া বিলাতি সাদা ধুতি	ঐ
ঐ পাড়ওয়ালা ধুতি	ঐ
ঐ উড়োনী	ঐ
ঐ একলাই	ঐ
লাল মল মল	ঐ
সালু	ঐ
ফরাসীসি ছিট	ঐ
বিলাতি ঐ	ঐ
এস্কচ কেমরিখ	ঐ
ধুয়া কেমরিখ	ঐ
মুসারির থান	ঐ
নিনু	ঐ
লেট	ঐ
কোরা মাটাপোলাম	ঐ
ঐ জীন	ঐ
সিটিন	ঐ
সাদা সিমটি	ঐ

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্ব সাধারণ জন গণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে কোন ব্যক্তি অতিউত্তম মারকিন তামাকু ও ঘড়ি এবং পশ্চাল্লিখিত জিনিস সকল ডোমটুলির ১০ নং বাটীতে তত্ত্ব করিলে বা পত্র লিখিলে অতি সুলভ মূল্যে পাইতে পারিবেন।

মারকিন তামাকু।

২	ইস্টক পনফেলা		৸৹	পোন
৪	ঐ	কেভেনডিস	১৸৹	ঐ
১০	ঐ	১নং	১৴	ঐ
১৬	ঐ	২নং	।৶৹	ঐ
১৮	ঐ	৩নং	।৶৹	ঐ
২০	ঐ	৪নং	।৶৹	ঐ
সেগ তামাকু			।৹	বাণ্ডিল

ঘড়ি।

৮ দিনে ফিরাবে দাম ১৪ টাকা
১ „ ঐ „ ৮ টাকা

বারসাবান।

১ বাক্স „ ৪॥৹ আনা

মফঃসলস্থ গ্রাহকমহাশয়েরা নিয়মিত পত্র পানকিনা

বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা পত্রিকা

২২ সংখ্যা।

নির্ঘণ্ট।

কলিকাতা।

বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা যন্ত্রে মুদ্রিত হইল।

সন ১২৬৫ সাল।

মূল্য ১টাক বাৎসরিক

বিজ্ঞাপন।

বাঙ্গলা পুস্তক।

আরবীয়োপাখ্যান ১ নং	টি ১
ঐ দ্বিতীয় খণ্ড	টি ১
ঐ তৃতীয় খণ্ড	টি ১
অপূর্ব্বোপাখ্যান	বা ২
অঙ্ক পুস্তক	পু বা ১
অষ্টাদষ মহাপুরাণীর অনুক্রমণিকা	টি ॥
অজ্ঞান তিমির নাশক	পু টি ॥
আদি পুস্তক	বা ১
ইংরাজি হিতোপদেশ বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদ	বা ১
ঋতু সংহার	টি ।
ত্রিতাপ হারিণী	টি ॥
কবিতা রত্নাকর	বা ॥
কৌতুক তরঙ্গিণী	বা ॥
গৌড়ীয় ভাষার ব্যাকরণ	বা ।৵০
গণিতাঙ্ক	পু বা ॥
গীতাবলি	টি ।
গঙ্গার খালের বিবরণ	টি ॥
গোলেবেসেম্নুয়া	বা ১॥
চাহার দরবেস	বা ১
চানক্য শ্লোক	বা ॥
জ্ঞান কিরণোদয়	পু বা ১
জ্ঞান প্রদীপ প্রথম খণ্ড	পু বা ॥০
যিহূদীয় লোকদিগের বৃত্তান্ত	টি ১
দায় কৌমুদি	বা ৪
ধারাপাত	টি ৶০
নীতি কথা প্রথম ভাগ	টি /৫
ঐ দ্বিতীয় ভাগ	টি /১
ঐ তৃতীয় ভাগ	টি /১৫
পঞ্জাবেতীহাস	বা ১
পুরুষোত্তম চন্দ্রিকা	টি ১
প্রশ্নাবলী	টি ।০
পণ্ডিতোদ্ধার	টি ১
পাঠশালার বিবরণ	টি ১
পাঁচালী	বা ॥০
পরমার্থ সংগীতসার	টি ॥০
ফারসেসি বাঙ্গলা	টি ॥০
বেতালপঞ্চবিংশতি গদ্য	বা ১।০
ঐ ঐ পদ্য	টি ॥০
ব্যাকরণ বঙ্গভাষার	॥০
বর্ণমালা	বা ৶০
বাঙ্গালার ইতিহাস	বা ২
বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা পত্রিকা ১খণ্ড	টি ১
বর্ণমালা ২৪ পেজে	তা ৶০
বর্ণমালা অর্থ সংযুক্ত	টি ।০
বিধবা বিবাহ নিষেধ নং ২	টি ॥০
ব্যাকরণের উপক্রমণিকা	টি ১
ভূগোল সূত্র	পু বা ।০
ভূগোল বৃত্তান্ত	পু বা ১।০
মাজিস্ট্রেটীয় উপদেশ	বা ৬
মহাভারত অষ্টাদশ পর্ব্ব	বা ৪
মান ভঞ্জন	পু বা ।০
মনোহরা উপাখ্যান	বা ১
মনোতত্ত্ব সারসংগ্রহ	বা ১
মনোরঞ্জনেতিহাস	টি ।০
রামায়ণ সপ্তকাণ্ড	বা ২
রস তরঙ্গিণী	বা ১
রস মঞ্জরী	টি ১
শান্তিশতক	টি ।০
শব্দ সাধন মুক্তাবলী	বা ১॥
শিশু শিক্ষা দ্বিতীয় ভাগ	টি ৵
শ্রীমদ্ভাগবত তৃতীয়স্কন্ধ	টি ৸০
শিশু বোধক	টি ৶০
শিশু সেবধি	টি ।০
স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক	টি ৸০
শকুন্তলার উপাখ্যান	টি ।৵
স্ত্রীগণের বিদ্যাশিক্ষাবিষয়	টি ১
সর্ব্বজ্ঞ জ্ঞান মঞ্জরী	বা ॥০

বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা পত্রিকা।

৩ খণ্ড।] মাসিক পত্রিকা। [২২ সংখ্যা।

তত্ত্ব প্রকরণ।

হে সর্ব্ব নিয়ন্তা সর্ব্ব ভূতেশ্বর। তুমি সর্ব্ব সময়ে সর্ব্বস্থানে সমভাবে বিরাজমান থাকিয়া প্রাণী পুঞ্জের সুখ কলাপ বর্দ্ধন করিতে অনবরত সচেষ্টিত আছ। তোমার মহীয়সী করুণা প্রভাবে এই বিশাল বিশ্বধাম নানা প্রকার অত্যাশ্চর্য্য মহা মহোপকারক পদার্থ নিচয়ে পরিপূরিত হইয়া অশেষ সুখাকর হইয়াছে। আমরা যে দিগে নয়ন নিক্ষেপ পূর্ব্বক অবলোকন করি সেই দিগেই তোমার অনুপম অনির্ব্বচনীয় সৃষ্টি কার্য্য দেদীপ্যমান হয়। তোমার এই মহতী কীর্ত্তি কলাপের অচিন্তনীয় কৌশল কদম্ব এবং বিনোদ বিশ্ব যন্ত্রের অসামান্য সৌন্দর্য্য সমূহ সম্যগ রূপে সন্দর্শন পুরঃসর সততই অসীম সন্তোষ স্বরূপ সুশোভন সলিলে আভিষিক্ত হইতেছি। কিন্তু অতিশয় আক্ষেপের বিষয় এই যে সবিশেষ রূপে বিবেচনার আলোচনা সহযোগে এই অত্যদ্ভুতময় ভব কার্য্য অবধার্য্য করত তাৎপর্য্য পরিগ্রহণে যৎপরোনাস্তি অসমর্থ হইয়াছি। তুমি পঞ্চ ভূতের অতীত হইয়া কি এক অব্যক্তনীয় মহোপায়ে পঞ্চ ভূতের পরিচালনা করিতেছ। জগতীয় যাবতীয় বস্তু পঞ্চভূতে বিনির্ম্মিত হইয়া তোমার অপার কারুণ্য শক্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে। আমরা এই অনন্ত অবনী মণ্ডল মধ্যে এমত কোন পদার্থ নয়ন গোচর করি নাই যে তোমার অলৌকিক কৌশল ব্যতীত অন্য কোন উপায় দ্বারা সৃজিত হইয়াছে। তুমি একবার কটাক্ষপাত করিলে কত শত বিচিত্র জগৎ সংসার সৃজন পালন ও প্রলয় করিতে পার তাহা কোন্ জীব বলিতে পারে? অতএব স্পষ্ট রূপে প্রতীয়মান হইতেছে যে ভবদীয় সাধ্যাতীত কর্ম্ম কলাপ কিছুই নাই। সুতরাং তুমি যে কি এক অব্যক্তনীয় পরম পদার্থ তাহা জ্ঞান গুরু আচার্য্য গণও নিরূপণ করিতে অসমর্থ হয়েন। হে মহা মঙ্গলময় মহেশ্বর. তোমার মাঙ্গলিক ব্যাপার ব্যূহ বিলোকন করিলে কাহার না অন্তর অসীম আহ্লাদ হিল্লোলে ভাসমান না হয়? কে না ত্বদীয় অপূর্ব্ব বিশ্ব রচনা অবলোকন করিয়া নয়নের সার্থকতা সাধন করে? তুমি তোমার পরম প্রেমাস্পদ বিশ্ব মন্দি-

রকে অশেষ সুকৌশল অবলম্বন পুরঃসর সুন্দর করিয়াছ । কিন্তু অকৃ-তজ্ঞ জীবচয় তোমার দ্বারা মহাঽ উপ কার প্রাপ্ত হইয়া ভ্রান্তি ক্রমে ভবন্নাম স্মরণ করেনা । তাহারা কেবল ক্ষণ স্থায়ী বিষয় বাসনায় ব্যাসক্ত থাকিয়া দারুণ পাপ পঙ্কে পতিত হইয়া চরমে পরম পদ আকাঙ্ক্ষা করে না । ইহা অপেক্ষা অতিশয় পরিতাপের বিষয় আর কি আছে ? তোমার পবিত্র নাম স্মরণ রূপ নিশিতাঙ্কুশ দ্বারা মায়া রূপিণী মত্ত করিণীকে বশীভূত করিতে পারিলে নিদারুণ সংসার তাপ হইতে অন্তর হইয়া নির ন্তর নির্ম্মলানন্দ সম্ভোগ করা যায় । হে অপরিচ্ছিন্ন বস্তু, আমি ভবদীয় বিরচিত বিচিত্র বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের বহির্ভাগের বিশেষঽ বিনোদময় বিপুল ব্যাপার বিলোকনে বিমো-হিত হইয়া অনুক্ষণ সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টির সঞ্চার করিতেছি। কিন্তু ইহা-র অভ্যন্তরের নিগূঢ় মর্ম্ম অবগত হইতে না পারিবায় সততই অস-ন্তোষ রূপ অনলে দগ্ধীভূত হইতে-ছি । আমার জীবন বিহঙ্গম এতন্মায়া মণ্ডিত ক্ষণ ধ্বংসী দেহ রূপ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে অবস্থান পূর্ব্বক দিনঽ ক্ষয় হইতেছে, তথাচ একবার তোমার সর্ব্ব শুভকরী সেবায় নিযুক্ত হয় না । হে গুণাতীত সর্ব্ব গুণময় মহা পুরু-ষ ? তুমি কৃপাকটাক্ষে ঈক্ষণ পূর্ব্বক বারেক এ অধীন জনের প্রতি দয়া প্রকাশ কর, অর্থাৎ এই ভীষণ ভবা-র্ণবের কাণ্ডারী হইয়া চরণ তরী প্রদান কর ।

সম্পাদকীয় বিজ্ঞাপন ।

এতদ্দ্বারা গুণজ্ঞ বিজ্ঞ পাঠক ও গ্রাহক মহোদয়দিগকে জ্ঞাপন করিতেছি যে আমরা এই পত্রের মূল্য যত অল্প হইতে পারে তাহাই নির্দ্ধারণ করিয়া একাল যাবৎ যথা সাধ্যমতে পত্র সম্পাদন করি-তেছি, এতদ্দ্বারা আমরা যত লাভ করিয়াছি ও করিতেছি তাহা অন্যা-ন্য যন্ত্রাধ্যক্ষের ও সাধারণের অবিদি-ত নাই, আমরা ইহার মূল্য অগ্রিম গ্র হণেও ইচ্ছুক নহি, মাসেঽ পাইলেই যথেষ্ট জ্ঞান করি কিন্তু ইহাতেও গ্রাহক শ্রেণীমধ্যে কোনঽ মহাশয়এই কিঞ্চিৎ মাসিক মূল্য প্রদানে কার্পণ্য ও গতিক্রিয়া করেন, দুই আনা মূল্য আদায় করিতে সরকারকে দুই আনা কখনঽ ততোধিক পারিশ্রমিক দিলে ও তাঁহাদের নিকট আদায় হয় না, এই রূপে আমরা অনেক ক্ষতি সহ্য করিয়াছি, কিন্তু পুনঃঽ সহ্য করা অ-সহ্য বোধে তাঁহারদিগকে মিনতি পূর্ব্বক জানাইতেছি যে তাঁহারা স্বীয় স্বীয় বাকী দাতব্য অবিলম্বে প্রদানে বাধিত করিবেন যদি ত্রিংশৎ দিনের মধ্যে প্রদান না করেন তবে আমরা তাঁহাদের নাম ধাম ও গুণ গ্রাম

পত্রস্থ করিয়া সাধারণের জ্ঞাপন করিব।

ঠাকুরঘরে কি সর্ব্বনাশ।

আমরা অবগত হইয়া গভীর শোকসাগরে অবগাহন পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি, পাতুরিয়াঘাটা নিবাসী ধনরাশি ঠাকুর বংশীয় মহামান্য পূজ্যপাদ বাবু হরকুমার ঠাকুর মহাশয় বিগত বৈশাখ মাসের চরম দিবসীয় রজনী শেষ প্রহরে ত্রিদশ তরঙ্গিনী তীরে নীরে নিমগ্ন হইয়া সজ্ঞানে করুণাময় জগদীশ্বরের সুধাময় নাম মুক্তকণ্ঠে উচ্চারণ করিতেং এই অনিত্য মায়াময় পাঞ্চভৌতিক কলেবর পরিহার পুরঃসর যোগ্য ধামে গমন করিয়াছেন ঠাকুর বাবু নিদারুণ ওলাউঠারোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন এবং তাহাতেই তিনি স্বকীয় শরীর পরিত্যাগ করেন উক্ত বাবু যেরূপ স্বধর্ম্মের উপযুক্ত কার্য্য কলাপ নির্ব্বাহ পূর্ব্বক মানব লীলা সম্বরণ করিয়াছেন তদ্রূপ ঠাকুর বংশোদ্ভব অন্য কোন পুরুষ জীবন যাত্রা সমাধা করিতে পারেননাই। মৃত মহাত্মা নানাপ্রকার গুণালঙ্কারে পর্য্যলঙ্কৃত হইয়া সর্ব্বজন সমাদৃত ছিলেন। তিনি সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শী হইয়া তদ্বিদ্যার আমোদে আমোদী হইতেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ যাদৃশ তাঁহার নিকট সমুচিত সম্মান প্রাপ্ত হইয়া আপনাপনকে চরিতার্থ জ্ঞান করিতেন তাদৃশ তাঁহারা তাঁহার বিয়োগ শোকে কাতর হইয়াছেন। ঠাকুর বাবুর বদান্যতা, সৌজন্যতা ইত্যাদি সদ্গুণ সকল স্মরণ করিলে কাহার হৃদয় ক্ষেত্র না পরিতাপ রসে অভিষিক্ত হয়। দেশ হিতৈষী গুণরাশি অবিদ্বেষী মহোদয়গণ দুরন্ত কৃতান্তের করালকরে নিপতিত হইলে অন্তন্ন নিরন্তর বিদীর্ণ হইতে থাকে। হাঃ নিষ্ঠুর কাল, তোমার কি হিতাহিত বিবেচনা কিছুই নাই। তুমি নির্ব্বোধের ন্যায় স্বীয় প্রভুত্বকরিতেছ। যাহারা জীবিত থাকিলে দেশের মহতিউন্নতি হইবার বিশেষ সম্ভাবনা তাহাদিগকেই তুমি সর্ব্বাগ্রে গ্রাস করিতে নিতান্ত ক্ষান্ত হও না। যাহা হউক ঠাকুর বংশীয় এক প্রধান চূড়া ভঙ্গ হইবায় ঠাকুর ঘর শোভা বিহীন হইয়াছে। স্বর্গীয় সদাসয় বাবু হরকুমার ঠাকুর তপন কুমারের ত্রাস হইতে বিমুক্ত হইয়াছেন।

পরিমিতাচার।

শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্যই জীবদিগের প্রধান সুখ, অপর সমস্ত সুখ এক স্বাস্থ্য হইতেই উৎপন্ন হয়, শরীর সুস্থ না হইলে বিদ্যা ধন ধর্ম্মলাভ হয় না চিত্ত স্থির থাকে না এবং সাংসারিক কোন কর্ম্মই অনায়াসে নিষ্পন্ন করা যায় না, ভগ্ন স্বাস্থ্য লোক রূপ গুণ ধন মান রাজ্যৈশ্বর্য,

স্ত্রী পুত্রাদি প্রভৃতি সাংসারিক সমস্ত সুখাকর দ্রব্য সংযুত হইলেও তিলা. র্দ্ধের নিমিত্ত সুখ পায় না।

প্রাকৃতিক নিয়মানুগামী হইয়া পরিমিতাচার করিলে প্রায়শই শরীর সুস্থ ও সবল থাকে, অপরিমিতা চারী হইলেই শরীর সদা রুগ্ন ও অকালে অমূল্য জীবন ধন নাশ হয়। যাহারদের স্নান ভোজন শয়ন মৈথু নাদি কার্য্যের নিয়ম ও আহারাদি দ্রব্যের পরিমাণ নাই তাহারা সর্ব্বদা নানারোগে আক্রান্ত হইয়া অকালে কাল গ্রাসে পতিত হয়। আর যাহা- রদের ঐ সকল বিষয়ের নিয়ম আছে তাহারা সুস্থ শরীর দীঘ জীবী সুখী ও পরিশ্রমী হয়. প্রাকৃ- তিক নিয়ম রক্ষাই দীঘ জীবিত র মূল কারণ. অতএব তত্তন্নিয়মানুবর্ত্তী হওয়া মনুষ্যদিগের অতীব কর্ত্তব্য। মনুষ্য মাত্রেই সুস্থ শরীরে দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করে. এতদুভয় বাসনা মধ্যে দীর্ঘজীবী হওয়া যদিও আমারদিগের সাধ্যাতীত তথাচ শরীর সচ্ছন্দ রাখা আয়ত্ব বটে, কিন্তু শরীর সর্ব্বদা সুস্থ ও নিরোগ হইলে প্রাণিরা কাযে কাযেই দীর্ঘজীবি হয় এবং মারি ভয় বা কোন আকস্মিক দৈব ঘটনা ভিন্ন প্রায় অপরিণত অবস্থায় কাল গ্রাসিত হয়না। স্বকৃত কার্য্যই মনুষ্যদিগের আধি ব্যাধি ঘটনের মূল কারণ. আমারদের অভ্যাস অর্থাৎ মাদক দ্রব্য ব্যবহার অতি মৈথুন, অতি ভোজন, রাত্রি জাগরণ প্রভৃতি অকার্য্য দ্বারাই অকালে জীবন নাশ হয়। আর অম- ত্ততা ও শারীরিক সাচ্ছন্দ্যই দীর্ঘ কাল জীবিত থাকনের মুখ্য কারণ পরিমিততার সীমা অতিক্রমণ করি- লেই নানা রোগ ও ক্লেশ উপস্থিত হইয়া থাকে। কোন প্রাচীন গ্রন্থ কর্ত্তা লিখিয়াছেন, তিন শত বর্ষ পূর্ব্বে ইটালি দেশে অপরিমিত আহার দ্বারা যে সংখ্যক মনুষ্য নাশ হইয়াছিল, দুর্ভিক্ষ অগ্নিদাহ বা দীর্ঘকালের রণে তত প্রাণি বিনাশ হইতে পারে না। পরিমিত আহার পান এবং সমুদয়ইন্দ্রিয়ের উপভোগে পরিমিতাচার, নিয়মিত রূপে শরীর মনকে কর্ম্মে নিযুক্ত রাখন ও শারীরি ক মানসিক অতি শ্রম ত্যাগকেই অ- মত্ত জীবন বলা যায়। যে আহারে স্বাভাবিক পরিশ্রমের ব্যাঘাত জন্মা- য় বা শরীর ভার ও জড়বৎ করে এম- ত আহার কর্ত্তব্য নহে। লঘু পাক ও তৃপ্তি জনক সদ্যোজাত দ্রব্য ভক্ষণ করিবে, বহুবিধ ও অত্যুপাদেয় দ্রব্য পীড়াকর। দ্রব্য গুণ, ভোক্তার বয়ক্রম শক্তি এবং শারীরিক অবস্থা বিবে- চনায় আহারের পরিমাণ নিরূপণ করা বিধেয়। ক্ষুধাদ্বারাই আহারের সুন্দর পরিমাণ হয়। শারীরিক কোন অভ্যাস পরিবর্ত্ত করা আব- শ্যক হইলে শনৈঃ২ বিবেচনা পূর্ব্বক করা কর্ত্তব্য, ব্যস্ত হইলেই

অনিষ্ট ঘটে। উপরোক্ত মতে আহারের নিয়ম থাকিলে শরীর সচ্ছন্দ থাকে। এ রূপ নিয়ম রক্ষা করা যদি ও প্রথমে ক্লেশকর বোধ হয় তথাচ সুখ পাওয়া যায়। উপরোক্ত নিয়মাধীনে থাকিলে বুদ্ধি সতেজ রিপু ও ইন্দ্রিয় দমন, স্মরণ শক্তি উত্তম হয়, মন এবং শরীর সবল ও পরিস্কার রাখে, এবং আয়ু বর্দ্ধনকরে।

বীজদ্বারা যেমন জীবন ও শরীরের সমুদায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ উৎপন্ন হয় তেমন পরিমিততা দ্বারা শারীরিক সচ্ছন্দতা, মনঃপ্রফুল্লতা, শারীরিক ও মানসিক শ্রম শক্তি এবং মনুষ্যকে সুশিক্ষিত ও সভ্য করণার্থ যাহা যাহা আবশ্যক তাহা সমুদায় উৎপন্ন হয় এবং ঐহিক ও পারত্রিক উভয় সুখকরস্থ থাকে। পরিমিততা দ্বারা অজীর্ণ অতি বুভুক্ষা ব্যয়বাহুল্যতা কুস্বভাব রোগ এবং মৃত্যুকালিন আত্যন্তিক যন্ত্রণা নিবারণ হয়। পরিমিতত্তা সধন নির্ধন যুবা বৃদ্ধ স্ত্রী পুরুষ সকলের পক্ষেই মহোপকারক, পরিমিততা ধনী ও নিঃস্ব লোককে পরিমিত ব্যয়, পুরুষকে আত্ম দমন ও রমণীকে শীলতা শিক্ষা দেয়, যুবাকে দীর্ঘজীবি ও বৃদ্ধকে পরমার্থ চিন্তার পথ প্রদান করে। পরিমিতাচারে চিত্ত নির্ম্মল শরীর লঘুবুদ্ধি সজীব মনঃ প্রফুল্ল স্মরণ শক্তির প্রাখর্য্য এবং সর্ব্ব কর্ম্ম সম্পাদনে তৎপরতা হয়, শরীর জড়তা বিমুক্ত হইয়া স্বাভাবিক সুখ ভোগ করে।

মজ্জা ও রক্ত শিরা মধ্যে সুন্দর রূপে প্রবাহিত, এবং সমুদয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্ববশ ও ইন্দ্রিয় সকল সুনিয়মে থাকে। ইহা হইতে প্রধান দুই সুখ উৎপন্ন হয়। প্রথমতঃ শারীরিক সচ্ছন্দতা, দ্বিতীয়তঃ দীর্ঘজীবিতা। শারীরিক সুস্থতা বিষয়ে এক্ষণে কোন উল্লেখ করা গেলনা কারণ সকলেই তাহার গুণাগুণ এক প্রকার পরীক্ষা করিয়াছেন সম্প্রতি দীর্ঘ জীবিতা বিষয়ে কিঞ্চিৎ লেখা আবশ্যক, তৎ প্রস্তাবে হস্ত ক্ষেপ করিতে হইলে আদৌ তিন প্রশ্ন পূরণ করিতে হয়।

ভারতবর্ষের অবস্থা।

আমারদের দেশের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তম হইতেছে কি নিকৃষ্ট হইতেছে ইহার বিচার করিতে হইলে পূর্ব্ব বৃত্তান্ত স্মরণ করিতে হয় কিন্ত হিন্দু রাজাদিগের সময়ে এ দেশের অবস্থা কি রূপ ছিল তাহার সবিশেষ বৃত্তান্ত ঘটিত পুরাবৃত্ত ইতিহাস পর্য্যায় মত পাওয়া যায় না, হয় যবন রাজত্বকালে ঐ সকল ইতিহাস পুস্তক বিলুপ্ত হইয়াছে অথবা তৎকালে রীতি মত দেশের অবস্থা ঘটিত বৃত্তান্ত লিখনের প্রথা ছিলনা, যাহা হউক ইহা নিশ্চয় রূপে কহা যাইতে পারে যে

তৎকালে এ দেশের লোকেরদের অবস্থা উত্তম ছিল কেননা স্বদেশীয় ও স্বজাতীয় রাজার অধীনে প্রজারা অবশ্যই সুখী হয়, বিশেষ তৎকালিক অবস্থার যে সংক্ষেপ বৃত্তান্ত পুরাণাদি শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় তাহাতে প্রতীতি হয় তৎকালে এ দেশের প্রজারা সম্পূর্ণ সুখী ছিল, সকল জাতীয় লোকেরা স্ব২ ব্যবসায়াবলম্বনে সচ্ছন্দে দিনপাৎ করিত ব্রাহ্মণেরা যজন যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপনা তপস্যা ভিন্ন অন্য কোন কার্য্যে সংলিপ্ত হইতেন না, রাজদত্ত বৃত্তি দ্বারা অবাধে দিনপাত হইত। ক্ষত্রিয়েরা অস্ত্র ব্যবসায়ে বৈশ্যেরা বাণিজ্য ব্যবসায়ে এবং শূদ্র জাতিরা কৃষি ইত্যাদি নানা ব্যবসায়ে জীবন যাপন করিত, তাহাতে সকলেরি সুসার হইত, কাহারু অনির্বৃতি হইত না। রাজারা প্রজার নিকট ভূমির উৎপন্নানুসারে বিবেচনামত রাজস্ব গ্রহণ করিতেন দৈব উৎপাতে কোন বর্ষ শস্য নষ্ট হইলে সে বর্ষের রাজস্ব ক্ষমা দিতেন এই রূপ অনেক প্রকার সুখের বৃত্তান্ত দেখিতে ও লোক পরম্পরা গত বাক্যে শুনা যায়। পরে যবন রাজ্য কালে এ দেশের হিন্দু প্রজাদিগের অবস্থা যে রূপ বিলপনীয় কষ্টকর হইয়াছিল তাহা সাধারণের অবিদিত নাই। পরিশেষে আমারদের সৌভাগ্যবশাৎ এ দেশ দুরন্ত নিষ্ঠুর যবন জাতির কাল হস্তচ্যুত হইয়া সুসভ্য দয়াবান প্রজা বৎসল গবর্ণমেণ্টের অধীন হওয়াতে এ দেশের প্রজারা আহরীয় কষ্ট ব্যতীত পূর্ব্ববৎ সকল বিষয়ে সুখী এবং পূর্ব্বাপেক্ষাও নিরাপদ হইয়াছে। রাজ্যের শান্তি রক্ষা বিচার প্রণালী ক্রমে২ উত্তম হইতেছে, সর্ব্বত্রে ইংরাজী বাঙ্গালা বিদ্যার প্রবলতর চর্চ্চা হইতেছে, দিন২ বাণিজ্য কার্য্যেরও উন্নতি হইতেছে, সর্ব্বত্র গতায়াতের সচারু পথাদি প্রস্তুত হইয়াছে এই মত কত প্রকারে প্রজারা সুখ সম্ভোগ করিতেছে তাহা সমাসে বর্ণনা করা যায় না তাহাতে এ দেশে বিশেষ বঙ্গবাসি প্রজারা পূর্ব্বে স্বজাতীয় রাজার অধীনে থাকিলে যে রূপ নিরাপদও সুখী ছিল এক্ষণেও আপনারদিগকে তদ্রূপ স্বচ্ছন্দ ও সুখী জ্ঞান করিতেছে।

নীতি কুসুমাবলী।

১। উত্তম হইলে সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

২। অধম জীবচয় নিরন্তর দারুণ দুঃখ সহ্য করে।

৩। মনো নির্ম্মলতা সত্য সুখের সোপান স্বরূপ।

৪। কলুষ আশু অথবা বিলম্বে দুঃখ উপস্থিত করে।

৫। কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্ব্বাহ করা সকলের আবশ্যকীয়।

৬। সত্য কথা কথনে কোন প্রকার ক্লেশ হয় না।

৭। ধর্ম্মের প্রতি মতি রাখিলে ইহ ও পরকালে সদ্গতি হয়।

৮। আশা জীবদিগের জীবন ধারণের মূল।

৯। ক্রোধ সম্বরণ করাই জ্ঞানী ব্যক্তির এক প্রধান কার্য্য।

১০। সাধু সজ্জনের সহিত কথোপকথন করিলে মানস কমল অনবরত প্রফুল্ল হয়।

১১। কু কর্ম্ম করিলে জীবন দুঃখ জীবনে নিমগ্ন হয়।

১২। মায়ার দৃঢ়পাশে নিরবধি বদ্ধ থাকিলে নির্ম্মলানন্দ কোন ক্রমে অনুভব করা যায় না।

১৩। হিংস্রকের কুদৃষ্টি প্রভাবেই সুখীদিগের সুখ কলাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

১৪। পরনিন্দায় কর্ণপাত করা উচিত নয়।

১৫। সল্লোক সর্ব্বদা অন্যের সুখ বৃদ্ধি করণে সচেষ্টিত থাকে।

১৬। মাধুর্য্য যুবতী দিগের প্রধান অলঙ্কার।

১৭। চাতুর্য্যে মনের নীচতা প্রকাশ হয়।

১৮। সত্য বীজ হৃদয়ক্ষেত্রে বপন করা বিহিত।

১৯। মিথ্যাবাদীর বাক্যে কখন বিশ্বাস করিবে না।

২০। উত্তম বিষয় সাধনের সুবিদা অবহেলন করা যুক্তি বিরুদ্ধ।

২১। আলস্য এবং পাপ দুঃখের প্রসূ।

২২। শুদ্ধতায় শারীরিক স্বাস্থ্য ও মানসিক সুখ অনায়াসে উপলব্ধ হয়।

২৩। স্বভাবের যথার্থ অভাব সকল শীঘ্র চরিতার্থ হয়।

২৪। সন্তোষ কি এক অমূল্য নিধি?

২৫। অঙ্গীকার করিবার পূর্ব্বে বিবেচনা করিতে হইবেক।

২৬। দত্ত উপকারে গর্ব্ব করা অবিধেয়।

২৭। অহং বুদ্ধি আপদের আমূল।

২৮। ধার্ম্মিক ও গুণজ্ঞ পরিজন প্রাপ্ত হওয়া সৌভাগ্যের বিষয়।

২৯। সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বেশ্বর অতি গোপনীয় সৎকার্য্য বূহ বিলোকন করিয়াও সদয় হয়েন।

৩০। বান্ধব ব্রজের প্রতি গুণ, মান, সুখ ইত্যাদি অধিক পরিমাণে নির্ভর করে।

৩১। অতিরিক্ত ভোজন করিলে পীড়া উৎপত্তি হয়।

৩২। ধনের অসদ্ব্যবহারে অনিষ্ট ঘটে।

৩৩। লোভাতিশয্য পরিবর্জ্জন করাই সর্ব্ব প্রকারে বিহিত।

৩৪। শোক করিলে পদে২ বিপদ গ্রস্থ হইতে হয়।

৩৫। আশু সুখান্বেষনার্থীরা অকিঞ্চিৎকর সুখ ভোগ করে।

৩৬। চেষ্টার অসাধ্য কর্ম্ম নাই।

৩৭। দৈহিক রোগ উপস্থিত হইলে চিত্ত বিকল হয়।

৩৮। কৃতজ্ঞতা ঐহিক পারত্রিক সুখ প্রদান করে।

৩৯। মৌনই সম্মতি লক্ষণ।

৪০। ইহ সংসারে সত্য সুখ এক প্রকার অন্তর্হিত আছে।

৪১। জন্ম পরিগ্রহণ করিলেই মরিতে হইবেক।

৪২। অন্যের দোষ সকল স্পষ্ট রূপে দৃশ্যমান হইয়া থাকে।

৪৩। জিতেন্দ্রিয় বীজ চিত্ত ক্ষেত্রে রোপণ করা বিধেয়।

৪৪। অভ্যাস ব্যতীত বিদ্যা কোন ক্রমে উপার্জ্জন করা যায় না।

৪৫। পরানিষ্ট ত্যাগ করিলে পাপ হইতে মুক্ত হওয়াযায়।

৪৬। ইতর ভাষা ব্যবহারকরা অনুপযুক্ত।

৪৭। সভ্যতা অভাবে বুদ্ধির ক্ষীণতা প্রকাশ হয়।

৪৮। কুসংসর্গে থাকাপেক্ষা একাকী হওয়া উত্তম।

৪৯। অন্যের বিষয়ে লিপ্ত থাকা অনুচিত।

৫০। সত্যবান ব্যক্তিই বিশ্বাসের যোগ্য পাত্র।

৫১। আশা বায়ুঃ প্রবল হইলে জীব উন্মত্ত হয়।

৫২। ধর্ম্ম বিহীন মানব কেবল দ্বিপদ বিশিষ্ট পশু মাত্র।

৫৩। নির্দ্দয়ান্বিত জীবকেও দয়া বিতরণ করিবে।

৫৪। হিত সাধনই জীবনের প্রধান উদ্দেশ।

৫৫। অনেকেই অধর্ম্মের ভার বহন করিয়া জীবন ক্ষয় করে।

৫৬। অবিদ্যা অন্ধকারে জ্ঞান নয়ন অবরোধ থাকে।

৫৭। মদিরাপানে ধর্ম্ম প্রবৃত্তিথাকেনা।

৫৮। তত্ত্ব জ্ঞান জীবের পক্ষে অতিশয় শিবকর।

৫৯। রাজ বিদ্রোহিতা অতি ভয়ানক ব্যাপার।

৬০। আততায়ী মানব অন্যের অনিষ্ট অন্বেষণ করে।

প্রেরিত পত্র।

অশেষ গুণসাগর শ্রীযুত বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা সম্পাদক মহাশয়েষু।

মহাশয় নিম্ন লিখিত মহা শোককর বৃত্তান্তটি ভবদীয় বঙ্গবিদ্যা পত্রে সংশোধন পূরঃসর উদিত করিয়া বাধিত করিবেন।

৮ জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার প্রভাত অবধি নিরবধি কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বায়ু ও বৃষ্টির সৃষ্টি হওত বেলা দশ ঘটিকার পরক্ষণাবধি রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত প্রবল ঝটিকার প্রারম্ভ হয় কেবল একদা সহস্র ঘন গর্জ্জনের ন্যায় ঝঞ্ঝাবাত হইয়াছিল, সকলেই সেই ঘোর শব্দ শ্রবণে স্তব্ধ হইয়াছিলেন, কেহ কাহারো কথা বার্ত্তা শুনিতে পান নাই, মধ্যে মধ্যে খড়ুয়াঘরও

বৃক্ষাদি পতনের শব্দ মাত্রই শ্রুতি গোচর হইয়াছিল, সেই রজনীতে কাহারো এমত প্রত্যাশা ছিলনা, যে প্রভাতে আত্ম বান্ধব সহ পুনঃসন্দর্শন হইবে, সকলেই জীবনাশা ত্যাগ করিয়াছিলেন, অবশেষে রজনীযত শেষ হইতে লাগিল তত বৃষ্টি ও বাতাসের হ্রাস হইতে লাগিল, আমি অতীব কষ্টসাধ্যে মৃতকল্প হইয়া অত্রস্থ কালেক্টরি কাছারী হইতে সায়ং সময়ে স্বীয়বাসে আসিয়া মুহূর্ত্তকাল পর্য্যন্ত সংপূর্ণ রূপ ব্যাকুল ছিলাম, পরে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া জগদীশ্বরের নাম স্মরণ করিতে লাগিলাম, গৃহ হইতে বিনির্গত হইয়া দেখি খড়ুয়া ঘর মাত্রই অবনীগত, যে কএকখানা গৃহ আছে তাহাও জীর্ণ, যে দিগে নেত্রপাত করি সে দিগেই ধবলাকৃতি অকুলপাথারবৎ বিলোকন করিয়া অভিভূত হইতে লাগিলাম আমরা যেন কোন দ্বীপে অবস্থিতি করিতেছি এমনি জ্ঞান হইতে লাগিল, নগরীয় রাজপথ পর্য্যন্ত জলমগ্ন হইয়াছে, সেই জলকেবল লবণাক্ত ক্ষণকাল পরে তত্ত্ব পাইলাম নগর প্রান্তবীয় গ্রামস্থ অনেকানেক গো মহিষ মনুষ্য জলপ্লাবনে ও ঝটিকার গতিকে জীবনমাত্রা সম্বধা করিয়াছে, প্রত্যক্ষে দেখিলাম ৪টী মহিষ ভাসিয়া নগরমধ্যে আসিয়াছে বোধ হয় হাতিয়া, সুন্দীপ, বামনী, দক্ষিণশাহা, রাজপুর অঞ্চল জলমগ্ন হইয়া থাকিবেক, অদ্যই তণ্ডুলের দর ২।৵০ টাকা মোন হইয়াছে, ভবিষ্যতে কি হয় বলা যায় না অন্যান্য সংবাদ বিশেষরূপে জানিয়া পশ্চাৎ নিবেদিব ইতি সন ১২৬৫। ৯ জ্যৈষ্ঠ।

পুনশ্চ নিবেদন। এই পত্র লিখন কালীন কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তি প্রমুখাৎ অবগত হইলাম যে এতন্নগরে দুই ক্রোশ পশ্চিমে একটি স্ত্রীলোক বৃক্ষের সন্নিকটে দণ্ডায়মান থাকিবাতে বৃক্ষশাখা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া তাহার প্রাণ নাশ হইয়াছে। এবং মৃতাকার দুইটিবালক জলে ভাসিতেছে।

উং চং রং।

শ্রীযুত বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা পত্রিকা সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

গ্রীষ্ম বর্ণন।

রূপক।

সহেনা সহেনা আর বাপ্ বাপ্ বাপ্।
বাপ্ বাপ্ বাপ্ একি গুমটের দাপ্॥
অনুক্ষণ হুতাশন, দহে কলেবর।
কি করিব কোথা যাব ভাবিয়া কাতর॥
অবিশ্রাম গায়ে ঘাম পড়িছে বহিয়া।
একটুক নাই সুখ কোথাও রহিয়া॥
আরতো বাঁচিনে প্রাণে হায় হায় হায়
উহু উহু মরি মরি প্রাণ বাহিরায়॥
কোথায় লুকায়ে আছে হায়রে বরুণ।
যায় সৃষ্টি কর বৃষ্টি হইয়ে করুণ॥
ধনী দুখি আদি ভাই কেহ নাই সুখে।
হা জল জো জল রব সুধুমাত্র মুখে॥

নীরব হইয়ে আছে যত পক্ষী সব।
জল বিনা অঙ্গ যেন হইয়াছে শব॥
সুখের না হেরি মুখ কব আর কায়।
উহু উহু মরি মরি প্রাণ বাহিরায়॥
জলাশয় কতেক হোয়েছে জলহীন।
বল আর কি প্রকার বাঁচে ভেকমীন॥
চাতকী পাতকীঅতি শূন্যে করিমুখ
চাহিয়ে চাহিয়া জল কাটে তার বুক।
ভীমরূপ ধরিয়াছে গ্রীষ্ম মহাশয়।
ধরাতলে মানবেরে করিবারে ক্ষয়॥
হায় হায় কব কায় বুক ফেটে যায়।
উহু উহু মরি মরি প্রাণ বাহিরায়॥

পত্র প্রেরকের প্রতি।

"কস্যচিৎ সুরূপশ্রী সহবাসাভিলাষী জনস্য" ইতি স্বাক্ষরকারী পত্র প্রেরক অদিরস প্রকরণ বিষয়ক যে এক গদ্য পদ্য রচিত দীর্ঘ পত্র প্রেরণ করিয়াছেন তাহা আমরা এতৎ পত্রে প্রকটন করিতে অগত্যা ক্ষান্ত হইলাম। যেহেতু, প্রথমতঃ তাঁহার রচিত বিষয়ের মধ্যে বিস্তর ইতর ও অনর্থক ভাব ব্যবহৃত হইয়াছে, দ্বিতীয়তঃ তাহার রচনা উৎকৃষ্ট নহে, অনেক দোষ আছে, সংশোধন পুরঃসর অভ্যুদয় করিলে তাহার অধিকাংশই পরিবর্জন করিতে এবং প্রায় সমুদয় নূতন করিয়া তুলিতে হয়। অতএব আমরা তাঁহার লিখিত প্রবন্ধ গ্রহণ করণে পরাঙ্মুখ হইলাম। পত্র প্রেরক যদি স্বীয় রচনা প্রকাশ্য পত্রে উদিত করিতে নিতান্তই বাঞ্ছিত হইয়া থাকেন তাহা হইলে ভবিষ্যতে মনোযোগ পূর্ব্বক সৎ সন্দর্ভ লিখিলে সাদরে অবশ্য প্রকাশ হইবেক।

মান্যবর শ্রীযুত বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা পত্রিকা সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সুস্থল নামেতে এক আছিল নগর।
তথা রাজ্য করে তারাপতি নৃপবর॥
নানাগুণে বিভূষিত ছিলেন ভূপতি।
বুদ্ধিমান শিষ্ট শান্ত সদাচারী অতি॥
কি কব তাঁহার পুরী বর্ণন না হয়।
সুখ ভোগে ইন্দ্রপুরী তাদৃশ না হয়॥
বহুবিধ রত্নে পূর্ণ ছিল রাজকোষ।
হেন দেখি কুবের হন অসন্তোষ॥
কর দেয় তাঁহারে সকল নৃপগণ।
পুত্রের সমান সদা পালে প্রজাগণ॥
রাজার মহিষী ধনী নাম্নী রূপবতী।
গুণে যেন প্রায় বিদ্যাধরী সরস্বতী॥
শ্রীপতি সংজ্ঞক ছিল রাজ মন্ত্রীবর।
সর্ব্বগুণে বিভূষিত ছিল গুণাকর॥
কিন্তু এক দুঃখে কাতর হইয়া ভূপ।
পুত্র জন্য সদা দুঃখিত এবং বিরূপ॥
এক দিবস সভায় বসিয়া রাজন।
শাস্ত্রালাপ হইতেছে লয়ে সভাজন॥
হেনকালে তথা আইল এক সন্ন্যাসী।
দেখি নৃপবর অতি হইল উল্লাসী॥
ভক্তিভাবে মুনিবর পূজিল চরণ।
পাদ্য অর্ঘ্য দিল আর বসিতে আসন॥
কায়মনশ্চিত্তে রাজা পূজে যোগিবরে
পুত্রধন প্রাপ্তি বাঞ্ছা করিয়া অন্তরে।

মেগীবর বলে শুনহ নরপতি।
পাইবে সন্তান এক সুন্দর আকৃতি॥
সর্ব্বগুণে বিভূষিত হইবে নন্দন।
সপ্তদ্বীপ সসাগরা হইবে রাজন॥
মুনির হইল বর না হয় লঙ্ঘন।
কালেতে রাণীর হলো গর্ব্ভের লক্ষণ॥
গর্ব্ভের নিয়মকাল হইল পূর্ণতর।
প্রশবিল রাণী যেন পূর্ণ শশধর॥
ইতিমধ্যে একদাস অন্দর হইতে।
আসিয়াসম্ভ্রমে ভূপেলাগিল কহিতে॥
অদ্য সুপ্রভাত প্রভু হইল তোমার।
শশধর ন্যায় এক জন্মিল কুমার॥

গোলেবেশেনুয়া।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের শেষ।

এমত সময়ে সেই বিনোদিনী বামলোচনা বিলোকন করিলেন, এক সুরঙ্গ কুরঙ্গ বিচিত্র বেশ ভূষণে বিভূষিত হইয়া বিচরণ করিতেছে। প্রমদা প্রদীপ অপরূপ মৃগকে বার বার সতৃষ্ণ নয়নে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক ভাবিলেন। কাহার এ পোষিত কুরঙ্গ সহসা অত্র স্থানে আগমন করিয়াছে তাহা আমি বলিতে পারিনা। যাহা হউক, ইহাকে ধরিতে হইবেক ইতি বিবেচনায় সেই লোচনরঞ্জিনী ললনা স্বকীয় সহচরীদিগকে উচ্চৈস্বরে কহিতে লাগিলেন। যে জন এই মনোহর হরিণকে ধরিয়া আমার হস্তে সমর্পন করিতে পারিবেক সে অচিরাৎ মহা মূল্য মুক্তা মালা পারিতোষিক প্রাপ্ত হইবে সন্দেহ মাত্র নাই কিন্তু দেখ যেন মৃগ পলায়ন পরায়ণ না হয়। পরীর এই রূপ সুধাময় বচন শ্রবণে কোন সুচতুরা সঙ্গিনী কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া আহারীয় দ্রব্য আনয়ন পুরঃসর এণের সম্মুখে প্রদান করিল। ইহা দেখিয়া কুরঙ্গ দেহ ধারী রাজ কুমার সানন্দ চিত্তে দত্ত ভোজ্য ভোজন করিয়া ক্ষুধানল নির্ব্বাণ করিতে লাগিলেন। এতৎকালে সেই সখী ধীরেং হরিণ বরের পরম শোভা যুক্ত শৃঙ্গ ধারণ করিয়া সত্বর পরী সমীপে গমন করিল। পরে পরী অপূর্ব্ব এণের ধৃতাবস্থা নেত্র গোচর করিয়া সীমা শূন্য আনন্দ সাগরে অবগাহন পূর্ব্বক বয়স্যাকে অঙ্গীকৃত পারিতোষিক বিতরণ করিলেন। মনোহর হরিণ মণিময় সিংহাসনের এক পার্শ্বে থাকিয়া পরীপ্রদত্ত নানাবিধ উপহার ভক্ষণ পুরঃসর পথশ্রান্তি শান্তি করিতে লাগিলেন। মৃগের শান্ত ভাব পর্য্যবেক্ষণে পরী পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়া তাহার কমল কলেবরে স্বকীয় কর কমল বুলাইয়া সুবর্ণের শৃঙ্খল আনয়নার্থ সহচরীগণকে বলিলেন। এতদ্বাক্যাকর্ণনানন্তর কোন সঙ্গিনী শীঘ্র কাঞ্চনের শিকল আনিয়া মৃগের গলদেশে বন্ধন পূর্ব্বক সিংহাসনের একধারে সংবমন করিল। হরিণ রূপী রাজনন্দন এ রূপ সঙ্কটে নিপতিত হইয়া মনেং ভাবিলেন। এই স্থান হইতে প্রস্থান করিবার

উপায় রাজ নাই। অতএব এক্ষণে কি করি তাহা স্থির করা অতি দুঃসাধ্য। ইতি চিন্তাজ্বরে জর্জ্জরীভূত হইয়া নৃপাত্মজ নিরন্তর নয়ন নীরে নিমগ্ন হইতেন। কোন সহচরী কুরঙ্গ বেশী কুমারের রোরুদ্যমান রোদন দর্শনে কাতর হইয়া পরী সমিধানে নিবেদন করিল। কি কারণ বশতঃ এণ অনবরত ক্রন্দন করে তাহা আমি জানিনা। পরন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে মৃগ বনচর হইয়া সদা নরের ন্যায় রোদন করে। পরী সখীর প্রমুখাৎ এতাদৃশ বচন কর্ণপাত করত দেখিলেন মৃগবর সকাতরে অশ্রুপাতন করিতেছে। অনন্তর পরমা সুন্দরী পরী হরিণের সর্ব্বাঙ্গে হস্ত বুলাইতে২ প্রিয়ভাষে কহিলেন। হে কমনীয় কুরঙ্গবর! আমার আলয় তোমার যাতনা কিঞ্চিন্মাত্র হইবে না। বরং তুমি পরমানন্দে সময় অতিবাহন করিতে পারিবে। ইহা শ্রবণ করত এণ প্রচুর পরিমাণে নয়নাম্বু নির্গত করত ধরাতলে অব লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত্র।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের শেষ।

মহারাজ ইহার গুণে কুল উজ্জ্বল হইবেক রাজা জ্যোতির্ব্বিদ ভট্টাচার্য্যেরদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত হর্ষযুক্ত হইলেন কিছু কালানন্তরে নর্ত্তকীরা আসিয়া রজনীতে রাজার সম্মুখে নৃত্য করিতে প্রবর্ত্ত হইল দিবা রাত্রি সর্ব্বদাই নগরস্থ লোকের দিগের আনন্দের সীমা নাই এইরূপে কালক্ষেপণ করেন, রাজ পুত্র দিনে২ চন্দ্রের ন্যায় বৃদ্ধি পাইতেছেন নাম রাখিলেন কৃষ্ণচন্দ্র, কালক্রমে বিদ্যা অভ্যাস করিতে প্রবর্ত্ত হইলেন শ্রুতিধর যখন যাহা শুনেন তৎক্ষণাৎ অভ্যাস হয় সকল শাস্ত্রেই পণ্ডিত হইলেন পরে বাঙ্গলা ও ফারিসি শাস্ত্রেও পণ্ডিত হইয়া অস্ত্র বিদ্যাতে প্রবর্ত্ত হইয়া অল্প দিনেই অস্ত্র শিক্ষা করিয়া রাজকীয় ব্যাপার শিক্ষা করিতে লাগিলেন রাজার দিগের যেমন রীতিবর্ত্ম আছে তাহা শিক্ষা করিলেন অল্প কালের মধ্যে সকল বিষয়ে পারগ হইলেন রাজা রাম রায় দেখিলেন পুত্র সর্ব্ব গুণালঙ্কৃত হইলেন, অতএব পুত্রের বিবাহ দিয়া রাজ্য করিয়া আমি ঈশ্বরস্থানে যাইয়া নিজকর্ম্মের সাধন করি ইহাই মনোমধ্যে স্থির করিয়া সকল সভাসদজনেরদিগকে আজ্ঞা করিলেন তোমরা সকলে বিবেচনা করিয়া উত্তম বংশজাত পরম সুন্দরী কন্যা স্থির করহ আমি রাজ পুত্রের বিবাহ ত্বরায় দিব। সকলেই যে আজ্ঞা বলিয়া স্বীকার করিল পরে অনেকেই কন্যার অন্বেষণ করিতে লাগিল শত২ স্থানে মনুষ্য প্রেরিত হইল পরে সকলের বিবেচ-

নায় উত্তম বংশে পরম সুন্দরী কন্যার সহিত সম্বন্ধ নির্ণয় হইয়া বিবাহের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। রাঢ় গৌড় বঙ্গ নিবাসী যাবদীয় রাজগণ এবং পণ্ডিতগণ ও প্রধানহ মনুষ্য নিমন্ত্রণ করিলেন বিবাহের দিবস ফাল্গুণ মাসে স্থির হইল যাবদীয় মনুষ্যের কারণ নানা স্থানে ভাণ্ডার হইল প্রতি ভাণ্ডারে চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় চারি প্রকার সামগ্রী পরিপূর্ণ এবং যে যেমন মনুষ্য তাহারি মত থাকনের স্থান নির্ম্মাণ হইল রাজধানীতে যাবৎ দেশীয় লোক আগমন করিতে লাগিল রাজা আত্মজনেরদিগের প্রতি আজ্ঞা করিয়া দিলেন তোমরা সর্ব্বদা তত্ত্ব করিবা বিস্তর লোকের আগমন হইতেছে যেন কেহ অভুক্ত থাকে না যে যত লয় তাহাই দিবা রাজানু[illegible] স্বস্বকার্য্যে সর্ব্বদা সাবধানে আছে পরে রাজগণের আগমন শ্রবণ করিয়া রাজা আপনি প্রত্যেক রাজার নিকটস্থ হইয়া সমাদর পূর্ব্বক উত্তম আলয়ে থাকনের স্থান নিরূপিত করিয়া দিলেন এবং উপযুক্ত মনুষ্য রাজগণের নিকটে নিযোজিত করিলেন যে যেমন রাজা সেই রূপ সমাদর করেন এবং সামিগ্রীর আয়োজন করিয়া প্রেরিত করিলেন পরে রাজা রঘুরাম নগর ভ্রমণ করিয়া মনুষ্য দেখিলেন দেখেন অতিবিস্তর লোক আসিয়াছে এত লোকের খাদ্য সামিগ্রী কি প্রকারে যুগোয়া দিতে পারিবেক অতএব নগরস্থ যাবদীয় খাদ্য সামিগ্রীর দোকান আছে ইহাই আমি ক্রয় করিয়া সকলকে অনুমতি করি যে যত লয় তাহা দেয় ইহা মনে স্থির করিয়া পাত্রকে আহ্বান করিয়া কহিলেন যে রূপ মনুষ্য আসিয়াছে ইহাতে কেহ খাদ্য সামিগ্রী প্রদান করিয়া যশ লইতে পারিবে না কিন্তু যদি কেহ উপবাসী থাকে তবে বড় অখ্যাতি অতএব নগরে যত আহারের দ্রব্যের মহাজন লোক আছে তাহারদিগকে কহ যে যত চাহে তাহাকে তত দেয় এবং যে আপনি লয় তাহাকে বারণ না করে লোক সকল আপনং স্বেচ্ছামত দ্রব্য লউক। পরে মহাজনেরদিগের লিপিমত টাকা দেওয়া যাইবেক আর ভাণ্ডারের নিযোজিত লোককে কহ যে যত চাহে তাহার [illegible]ণ করিয়া সামিগ্রী দেয় এবং তু[illegible] সর্ব্বত্রে ভ্রমণ করিবা যেন কেহ দুঃখ না পায় পাত্র যে আজ্ঞা বলিয়া স্বীকার করিলেন অসংখ্য মনুষ্যের আগমন হইয়াছে কোলাহল নগরের লোক বধির হইল নগরের শোভার সীমা নাই সহস্রং পতাকা রক্ত পীত শুভ্র নীল ইত্যাদি উড্ডীয়মানা নানা জাতীয় বাদ্যোদ্যম রাজপুরে মহামহোৎসব অন্য রাজগণ দর্শন করিয়া ধন্যং করিতেছেন। আর অনেক পণ্ডিত লোক

আগমন করিয়া নিজ২ বিদ্যার প্রকাশ ক্ষেপণ করিতেছেন। রাজপুত্রের প্রত্যহ অপূর্ব্ব ক্রীড়া হয় যাবদীয় রাজগণ এবং পণ্ডিতগণ এবং প্রধান মনুষ্য সকলেই রাজসভায় আগমন করিয়া স্ব২ স্থানে বৈসেন নর্ত্তক নর্ত্তকী শত২ আসিয়া নৃত্য গীত বাদ্য শ্রবণ করায় এইরূপ প্রত্যহ লগ্নক্রমে রাজপুত্রের বিবাহ মহতী ঘটা পূর্ব্বক হইল পরে মহারাজ রঘুরাম রায় আহূত যে সকল লোক আসিয়াছিল তাহারদিগকে অনেক ধন দিয়া বিদায় করিলেন সকলে সুখ্যাতি করিয়া আপন২ দেশে গমন করিল পরে রাজাদিগকে উপযুক্ত মর্য্যাদা করিয়া বিদায় করিলেন পণ্ডিতদিগকে এবং প্রধান২ মনুষ্যেরদিগকে যে২ যেমত পাত্র বিবেচনা পূর্ব্বক মর্য্যাদা করিয়া বিদায় করিলেন সকলেই সুখ্যাতি করিলেন মহাশয়দিগের [illegible] পরিপূর্ণ হইল এই প্রকার মহাসমারোহ করিয়া রাজা রঘুরাম কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের বিবাহ দিলেন রাজা রাণী পুত্র এবং পুত্র বধূ প্রাপ্ত হইয়া আহ্লাদে কাল যাপন করিতে লাগিলেন এইরূপে কিঞ্চিৎকাল গত হইলে পরে মহারাজ রঘুরাম রায় কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে রাজ্যে নিযুক্ত করিয়া আপনি ঈশ্বর ভজনে প্রবর্ত্ত হইলেন পরে কৃষ্ণচন্দ্র রায় রাজা হইয়া ধর্ম্মশাস্ত্রমত প্রজা পালন করিতে আরম্ভ করিলেন রাজ্যের লোকেরদিগের কোন ব্যামোহ নাই তাবতেরা নিজ২ কার্য্য প্রাধান্য করিয়া কালক্ষেপণ করে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সুখ্যাতির সীমা নাই তৎকালে রাজধানী মুরশিদাবাদে নবাব সাহেবের নিকট মহারাজার অত্যন্ত মান সর্ব্ব প্রকারে মহারাজ চক্রবর্ত্তি রূপায় ব্যবহার।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

আইনের মুসাবিদা।

ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক কৌন্‌সেল।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ২৮ নবেম্বর।

আইনের নীচের লিখিত মুসাবিদা ইংরেজী ১৮৫৭ সালের ২৮ নবেম্বর তারিখে ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক কৌন্‌সেলে দ্বিতীয়বার পাঠ করা গেল ও বিশেষ কমিটির [illegible] অর্পিত হইল। আগামি মার্চ মাসের ২ তারিখের পর তাঁহাদের তদ্বিষয়ের রিপোর্ট করিতে হইবেক।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর আদালতে ক্ষিপ্ত লোক সম্পর্কীয় কার্য্যের বিধি করণার্থ আইনের মুসাবিদা।

(হেতুবাদ।)

কোম্পানি বাহাদুরের অধিকৃত ও শাসিত দেশের মধ্যে রাজকীয় চার্টর দ্বারা যে সকল কোর্ট স্থাপন হইয়াছে সেই২ কোর্টের ঐ২ চার্টর দ্বারা এই ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে তাঁহারা ক্ষিপ্ত লোকেরদের ও তাহারদের সম্পত্তির সংস্কারাধ্যক্ষ ও

রক্ষককে নিযুক্ত করিতে পারেন, ও যাহারদিগকে ক্ষেপা বলা যায় তাহারদিগকে দেখিয়া কিম্বা অন্য যেকোন উপায় ও কার্য্যক্রমে তাহারদের নিতান্ত ক্ষেপা হওয়া কি না হওয়ার কথা প্রকাশ হইতে ও জানা যাইতে পারে সেই২ উপায় কার্য্য করিয়া ঐ কথার সন্ধান লইতে ও তাহা শুনিয়া নিষ্পত্তি করিতে পারেন। আরও ঐ২ কোর্টের দস্তুর এই, কোন লোকের ক্ষেপা হওয়ার কথা জুরির সম্মুখে তদারক হইয়া নিষ্পত্তি হইয়া থাকে। ঐ তদারক করিবার খরচ কমাইয়া দেওয়া, ও তদারক করিবার নিয়ম পরিবর্ত্ত করা বিহিত, ও ক্ষেপা লোকেরদের সম্পত্তির উচিতমতে সরবরাহ হইবার বিধান করিতে উক্ত সকল কোর্টকে ক্ষমতা দেওয়া বিহিত এইহ কারণে নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

(যাহারদিগকে ক্ষেপা বলা যায় তাহারদের রোগের সন্ধান জজ কি মাষ্টর সাহেবের সম্মুখে হইবার হুকুম ঐ কোর্ট করিতে পারিবেন।)

১ ধারা। ইহার পরে যেমন লেখা হইয়াছে তেমনি যদি পূর্ব্বোক্ত কোন কোর্টের নিকটে তদারক করিবার দরখাস্ত করা যায়, তবে ঐ কোর্ট আপনার এলাকার অধীন যে লোককে ক্ষিপ্ত বলা যায় সে নিতান্ত অপ্রকৃতিস্থ আছে কি না ও আপনাকে রক্ষা করিতে ও আপনার বিষয়কর্ম্ম চালাইতে অপারক কি না, এই সকল কথার সন্ধান লইতে কোর্টের কোন জজ সাহেব কি মাষ্টর সাহেবকে হুকুম করিতে পারিবেন। কিম্বা যাহাকে ক্ষিপ্ত বলা যায় সেই লোক যদি রাজধানীর প্রধান নগর হইতে দেড় শত মাইলের অধিক দূরে বাস করে, তবে সেই সন্ধান করিবার জন্যে এক কি তাহার অধিক লোককে কমিস্যন দিতে পারিবেন। উক্ত জজ কি মাষ্টর সাহেবের প্রতি তদারক হইবার জন্যে ঐ কোর্ট হইতে কোন কথা অর্পণ করা গেলে আইনমতে তাহারদের যে ক্ষমতা ও শক্তি থাকে, ঐ ক্ষিপ্ত হওয়ার কথা যে জজ কি মাষ্টর সাহেব কি কমিস্যনর কি কমিস্যনরেরা সন্ধান করেন তাঁহারদের সেই ক্ষমতা ও শক্তি থাকিবেক ইতি।

মান্যবর শ্রীযুত বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা পত্রিকা সম্পাদক মহাশয়,

সমীপেষু।

পরিণয় সিন্ধু।

রাজা বলে তুমি পুত্র হয়ত অজ্ঞান।
সবার মধ্যে গৃহি ধর্ম্ম হয় প্রধান॥
প্রমাণং যথা। বায়ুং সমাশ্রিত্য
বর্ত্তন্তে সর্ব্বজন্তবঃ। তথা গৃহস্থমা
শ্রিত্যবর্ত্তন্তে সর্ব্ব আশ্রমা ইতি॥

তস্মাগ্রেযোপ্যা শ্রমিণো জ্ঞানেষা-
ন্নেন চান্বহং। গৃহস্থেনৈবধার্য্যন্তে
তস্মাজ্জেষ্ঠাশ্রমো গৃহীবিৎ॥
বায়ু বিনা কেহ নাহি রধরিতে জীবন।
তাদৃক্ গৃহী বিনা কেহ নাহয়পালন॥
অন্ন আর জলস্থান দিয়ে ভক্তি মনে।
গৃহস্থ করেণ রক্ষা অন্যাশ্রমিগণে॥
অতএব অন্যাশ্রমী হইতে প্রধান।
গৃহস্থকে বলা যায় শাস্ত্রীয় প্রমাণ॥
গৃহিণী বিনা গৃহস্থ শোভা নাহি পায়।
ধর্ম্ম কর্ম্ম আদিকরি অধঃপাতে যায়॥
প্রমাং গুরুণানুমতঃ স্নাত্বা সমা
বৃত্তো যথা বিধি। উদ্বহেত
দ্বিজো ভার্য্যাং সর্ব্বনাং লক্ষণা
ন্বিতা।
পিতার বচন তুমি শুন মতিমান।
ধর্ম্ম কর্ম্ম সব তব হবে সমাধান॥
তৎ প্রমাণং তয়োর্নিত্যং প্রিয়ং
কুর্য্যাদাচার্য্যস্ক চ সর্ব্বদা। তেষ্বেব
ত্রিষু তুষ্টেষু তপঃ সর্ব্ব সমাপ্যতে।
পিতা মাতা আর দীক্ষা[illegible]যেই জন।
এ তিনের সেবাতে করিবে প্রাণপণ॥
প্রিয় কার্য্যে ইহার যদ্যাপি তুষ্ট হন।
তাহাতেই জানিবে তপস্যা সমাধান॥
ত্রেষাং ত্রয়াণাং শুশ্রূষা পরমং তপ
উচ্যতে। নতৈরনভ্যনুজ্ঞাতো
ধর্ম্মমন্যং সমাচরেৎ।
পিতা মাতা আচার্য্যের সেবা শাস্ত্রে কয়।
পরম তপস্যা এই জানিবে নিশ্চয়॥
তাঁহাদের অনুজ্ঞা ব্যতীত কেহ আর
করিবেন। অন্য কোন ধর্ম্ম ব্যবহার॥
শুনিয়া পিতার বাক্য কহেন তখন।
ইহার উত্তর কহি শুনহ রাজন॥
জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি বেদনাভি
রূপ দ্রুতং। সংসার মিদ মুৎপন্ন
মসারমং ত্যজতঃ সুখং।
জন্ম মৃত্যু আর জরা দৈহিক বেদনা।
বিবয়ে অবশ্য ঘটে এ সব যন্ত্রণা॥
ইহাতেই হইয়াছে উৎপন্ন সংসার।
সংসার ত্যজিলে পায় সুখের ভাণ্ডার॥
তাহা আমি মহাশয় করি নিবেদন।
বিবাহ করিতে ইচ্ছা নাহি করে মন॥
এতবলি রাজপুত্র করিল গমন।
আসিলেন যথায় আপনার ভবন॥
এতেক শুনিয়া রাজা হইল দুঃখিত।
রাণীর কাছেতে ভূপ গেলেন ত্বরিত॥
হেরিয়া পতির ভাব বলেন তখন।
বলদেখি প্রাণনাথ এভাব কেমন॥
শুনিয়া রাণীর বাণি কহেন রাজন।
শুনলো প্রিয়সী তার কহি বিবরণ॥
পুত্রের কারণে হলো উৎকণ্ঠিত মন।
বিবাহ করিতে তার নাহিক মনন॥
তাইবলি বিধুমুখি করি এই নতি।
বুঝাও তাহারে শীঘ্র ওলো রসবতী॥
শুনিয়া ভূপের বাণী করে অঙ্গীকার।
বিবাহের [illegible] শীঘ্র করিব তাহার॥
[illegible] বলেন রাজরাণী।
বিবাহ করহ তুমি শুন মম বাণী॥
শুনিয়া মাতার কথা কহে সেইক্ষণ।
নিষ্ঠুর নারীদের গণ্য নাহি কোনজন॥
অবিশ্বাসী সর্ব্বনাশী বিপদের মূল।
পুরুষেরে পেলে পরে করেন্দ্র ব্যাকুল॥
নারীদের মধ্যে সতী নাহি কোনজন।
ইন্দ্রের বচন তুমি করহ শ্রবণ॥

বিজ্ঞাপন।

সার কৌমুদী	বা ২
হিত কথা	টি ।৹
হিতোপদেশ	বা ৫
হরিভক্তিবিলাস সটীক	বা ১২

নাগরি পুস্তক।

মেটরা সে টকা	বা ৬
বাহারিস ক	বা ১
ফারমেসি	টি ॥৹
বিনয় পত্রিকা	॥৹
সুদামাচরিত্র	।৶
সুকবহতরি	॥৹
শ্রীকৃষ্ণরত্নাবলী	॥৶
রসরাজ	।৶
সিংহাসন বত্তাসী	॥৹
কবিত্ত রামায়ণ	।৶
রাজনীতি	।৶
সঙ্গীতরাগকল্পদ্রুম	॥৹
প্রেমসাগর	২॥
তুলসী শব্দার্থ প্রকাশ	৸

বিলাতি কাপড় বিক্রয়।

সকল ব্যক্তিকে জ্ঞাপন করিতেছি যে কোন ব্যক্তির পশ্চাল্লিখিত বিলাতি কাপড়ের আবশ্যক হয় তাহারা শ্রীং বড়বাজারে মনোহর দাসের চকের পূর্ব্বাংশে ৯ নং দোকানে আভিসিল নামে পত্র লিখিলে অথবা লোক প্রেরণ করিলে অতি সুলভ মূল্যে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন ইতি।

ধুয়ানয়ানসুখ	নানাপ্রকার
কোরা নয়ানসুখ	ঐ
ঐ মারকীন	ঐ
ধুয়া লাঙ্কেলাত	ঐ
চুনরি সাটি	ঐ
মল মল ধুয়া	ঐ
ঐ কোরা	ঐ
ধুয়া বিলাতি সাদা ধুতি	ঐ
ধুয়া পাড়ওয়ালা ধুতি	নানাপ্রকার
ঐ ঢাকোনী	ঐ
ঐ একলাই	ঐ
লাল মল মল	ঐ
সালু	ঐ
ফরাসীস ছিট	ঐ
বিলাতি ঐ	ঐ
এমকচ কেমরিক	ঐ
ধুয়া কেমরিক	ঐ
মুসারির থান	ঐ
মিনু	ঐ
লেট	ঐ
কোরা মাটাপালাম	ঐ
ঐ জীন	ঐ
সিটিন	ঐ
সাদা সিমটি	ঐ

মারকীন জিনিস বিক্রয়।

সর্ব্ব সাধারণজনগণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে কোন ব্যক্তি অতি উত্তম এমরিকেন তামাকু ও ঘড়ি এবং পশ্চাল্লিখিত জিনিস সকল ভোমটুলির ৮০ নং বাটীতে তত্ত্ব করিলে বা পত্র লিখিলে অতি সুলভ মূল্যে পাইতে পারিবেন।

মারকিন তামাকু।

২	ইন্‌টক পমফেলা	১।	পোন
৪	ঐ, কেকেনজিস	১৸	ঐ
১০	ঐ ১নং	৸৶	ঐ
১৬	ঐ ২নং	।৶	ঐ
১৮	ঐ ৩নং	।৶	ঐ
২০	ঐ ৪নং	।৶	ঐ
	সেগ তামাকু	।৹	বাণ্ডিল

ঘড়ি।

৮ দিনে ফিরাবে		১৪ টাকা
১	ঐ	৮ টাকা
বারসোপ	১ বাক্স	৪॥৹ আনা

বিজ্ঞাপন।

আয়ুর্ব্বেদ মৃত।

এতদ্দেশীয় সভ্য ভব্য বিদ্যোৎসাহি মহোদয়দিগের নিকট আমাদিগের নিবেদন এই যে তাহারা অনবরত অনুকম্পা প্রকাশ পূর্ব্বক কোন হিত সাধক পুস্তক প্রচারিত হইলে গ্রহন করিয়া থাকেন। যাহা হউক আমরা যে পুস্তক সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হইয়াছি তাহাতে কামিনীগণের রজস্বলার নিয়ম, গর্ব্ববতী নারীর লক্ষণ, অবলারা গর্ব্ববতী হইলে কি রূপ অবস্থায় থাকিতে হইবে আরিষ্টটলের পুস্তকের সারাংশ অনুবাদাদি বিষয় থাকিবে সাক্ষরকারী মহাশয়দিগের প্রতি এই পুস্তকের মূল্য ১টাকা ও বিনা সাক্ষরকারির প্রতি ১।।০টাকা নির্দ্ধারিত হইল।

শ্রীবলাই চাঁদ সেনস্য।

সতীরঞ্জন নাটক ও পরিণয়সিন্ধু লেখক সাং আহিরীটোলা।

গাড়ি ঘোড়া বিক্রয়।

অতি উত্তম চয় ফুক্কুরে দিসি গাড়ি ও সাদা টাটু ঘোড়া বড় মেহনতি ১০ নাং ৬ টা অবধি জুড়িয়া রাখিলে সমান ভাবে কর্ম্ম দেয় ইহার দাম ৩০০ টাকা উক্ত যন্ত্রালয়ে তত্ব করিলে বা পত্র লিখিলে জানিতে পারিবেন।

হরপ বিক্রয়।

নানাপ্রকার ইংরাজী ও বাঙ্গলা পুরাতন হরপ বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে যাহার প্রয়োজন হয় তিনি সুধাবর্ষণ সম্পাদককে পত্র লিখিলে বা তথায় যাইলে জানিতে পারিবেন।

এই পত্রিকার মাসিক মূল্য ৵ আনা ও অগ্রীম বার্ষিক ১ টাকা এবং উপস্থিত ক্রেতাদিগের নিমিত্তে প্রতি সংখ্যার চারি আনা মাত্র নির্দ্দিষ্ট করা গেল। আমরা কেবল সর্ব্ব সাধারণের উপকারার্থ এবং বঙ্গ ভাষার প্রতি অনুরাগ বশতঃই এই পত্রিকা প্রকাশে প্রবৃত্ত হইয়াছি নচেৎ এত অল্প মূল্যে আমাদিগের বিশেষ লাভের প্রত্যাশা নাই। অতএব গুণজ্ঞ গ্রাহকগণ সমীপে সবিনয়ে নিবেদন করিতেছি যে তাহারা প্রতিমাসে এই পত্রিকা প্রাপ্ত হইয়াই অনুকম্পা পূর্ব্বক মূল্য প্রদান করিবেন, কেন না দুই আনার নিমিত্তে সর্ব্বদা সরকার গতায়াত করিতে হইলে আমাদিগের অনেক ব্যয় হইয়া কেবল ক্ষতি সম্ভাব না। অতএব আমরা ভরসা করি, যে বিদ্যানুরাগী গ্রাহকগণ এ বিষয় বিবেচনা করিবেন।

বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা পত্রিকা

২৩ সংখ্যা।

নির্ঘণ্ট।

কলিকাতা।

বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা যন্ত্রে মুদ্রিত হইল।

সন ১২৬৫ সাল।

মূল্য ১ টাকা বাৎসরিক।

বিজ্ঞাপন ।

বাঙ্গলা পুস্তক ।

আরবীয়োপাখ্যান — টি ১
ঐ দ্বিতীয় খণ্ড — টি ১
ঐ তৃতীয় খণ্ড — টি ১
অপূর্ব্বোপাখ্যান — বা ২
অঙ্ক পুস্তক — পু বা ১
অষ্টাদশ মহাপুরাণীর অনুক্রমণিকা — টি ॥
অজ্ঞান তিমির নাশক — পু টি ॥
আদি পুস্তক — বা ১
ইংরাজি হিতোপদেশ বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদ — বা ১
ঋতু সংহার — টি ।
ত্রিতাপ হারিণী — টি ॥
কবিতা রত্নাকর — বা ॥
কৌতুক তরাঙ্গণী — বা ॥
গৌড়ীয় ভাষার ব্যাকরণ — বা ।৶০
গণিতাঙ্ক — পু বা ॥
গীতাবলি — টি ।
গঙ্গার খালের বিবরণ — টি ॥
গোলেবেসেম্বুয়া — বা ১॥
চাহার দরবেস — বা ১
চানক্য শ্লোক — বা ॥
জ্ঞান কিরণোদয় — পু বা ১
জ্ঞান প্রদীপ প্রথম খণ্ড — পু বা ॥০
যিহূদীয় লোকদিগের বৃত্তান্ত — টি ১
দায় কৌমুদি — বা ৪
ধারাপাত — টি ৵০
নীতি কথা প্রথম ভাগ — টি /৫
ঐ দ্বিতীয় ভাগ — টি /১
ঐ তৃতীয় ভাগ — টি /১৫
পঞ্চাবেতী হাস — বা ১
পুরুষোত্তম চন্দ্রিকা — টি ১
প্রশ্নাবলী — টি ।০
পণ্ডিতোদ্ধার — টি ১
পাঠশালার বিবরণ — টি ১

পাঁচালী — বা ॥০
পরমার্থ সংগীতসার — টি ॥০
কারমেন্সি বাঙ্গলা — টি ॥০
বেতালপঞ্চবিংশতি গদ্য — বা ১।০
ঐ ঐ পদ্য — টি ॥০
ব্যাকরণ বঙ্গভাষার — ॥০
বর্ণমালা — বা ৵০
বাঙ্গালার ইতিহাস — বা ২
বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা পত্রিকা ১খণ্ড — টি ১
বর্ণমালা ২৪ পেজে — তা ৵০
বর্ণমালা অর্থ সংযুক্ত — টি ।০
বিধবা বিবাহ নিষেধ নং ২ — টি ॥০
ব্যাকরণের উপক্রমণিকা — টি ১
ভূগোল সূত্র — পু বা ।০
ভূগোল বৃত্তান্ত — পু বা ১।০
মাজিষ্ট্রেটীয় উপদেশ — বা ৬
মহাভারত অষ্টাদশ পর্ব্ব — বা ৪
মান ভঞ্জন — পু বা ।০
মনোহরা উপাখ্যান — বা ১
মনোতত্ত্ব সারসংগ্রহ — বা ১
মনোরঞ্জনেতি হাস — টি /০
রামায়ণ সপ্তকাণ্ড — বা ২
রস তরঙ্গিণী — বা ১
রস মঞ্জরী — টি ১
শান্তিশতক — টি ।০
শব্দ সাধন মুক্তাবলী — বা ১॥
শিশু শিক্ষা দ্বিতীয় ভাগ — টি ৵
শ্রীমদ্ভাগবত তৃতীয়স্কন্ধ — টি ৸০
শিশু বোধক — টি ৶০
শিশু সেবধি — টি /০
স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক — টি ৸০
শকুন্তলার উপাখ্যান — টি ।৵
স্ত্রীগণের বিদ্যাশিক্ষাবিষয় — টি ১
সর্ব্বজ্ঞ জ্ঞান মঞ্জরী — বা ॥০

৩খণ্ড।] .মাসিক পত্রিকা। [২৩ সংখ্যা।

তত্ত্ব প্রকরণ।

হে নিত্য নিরঞ্জন বিশ্ব নিকেতন সত্য সনাতন নিখিল কারণ, তোমার পূজ্যপদে কোটিং প্রণাম করি। তুমি জীবদিগের গর্ব্ব খর্ব্ব কারণ যেমন নানা রোগ সৃজনান্তে তন্নিবারণার্থে উপযুক্ত ঔষধ বিধান করিয়াছ তেমনি এই ভব রোগেরও মহদৌষধ সৃজনে ক্ষান্ত হও নাই, অন্যান্য দৈহিক রোগাপেক্ষা এ রোগ অতি গুরুতর ও দুশ্চিকিৎস্য, সামান্য ঔষধে ও সামান্য বৈদ্যের দ্বারা এ রোগ নিবারণ হয় না, তত্ত্বজ্ঞানই এ রোগের উপযুক্ত ঔষধ, মনুষ্য মাত্রেই এই রোগে আর্ত্ত আছে কিন্তু অত্যাল্প লোক রোগ নাশার্থ ঔষধি সেবনের যত্ন করিয়া থাকে ঔষধ গ্রহণ দূরের কথা চিকিৎসকের নামও গ্রহণ করে না, সদা বিষয় রসরূপ কুপথ্য সেবনেই রত হইয়া রসস্থ হয় তখন রসায়ন করিলেও নীরস হয় না। অতএব হে ভবকান্ত প্রসন্ন হইয়া এই ভবরোগে পীড়িত পাপাত্মাদিগের রোগ বিনাশকর।

বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা পত্রিকা।

বিদ্যাই মনুষ্যজাতির সমস্ত সুখপ্রদ, সংসারের সমস্ত শোভা, সম্বর্দ্ধক, বিদ্যা না থাকিলে এই বিশাল বিশ্বরাজ্য অরণ্যময় হইয়া থাকিত, সৃষ্টির প্রধান জীব মনুষ্যেরা পশুদিগের সহিত অবিশেষ হইয়া থাকিত! আহার নিদ্রা ভয় মৈথুন বংশ পালনাদি শারীরিক ধর্ম্ম সমস্ত প্রাণির একি প্রকার, তন্মধ্যে কোন ইতর বিশেষ নাই, কেবল জ্ঞান ও বিদ্যা দ্বারাই মনুষ্যেরা শ্রেষ্ঠ পদ পদবী পাইয়াছে, বিদ্যা দ্বারাই মনুষ্যেরা হিতাহিত ধর্ম্মাধর্ম্ম বোধ প্রাপ্ত হইয়া অন্যান্য জীব অপেক্ষা সুখ সাচ্ছন্দ্যে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। বিদ্যাবিহীন মনুষ্যেরা পশুতুল্য বা পশু অপেক্ষাও নিকৃষ্ট হয়, তাহারা যেরূপ নৃশংসক্রূর কর্ম্মাচরণ করে, বোধ হয় পশুজাতি তাহারদের দৃষ্টান্তেই নিষ্ঠুরাচার শিখিয়াছে। জীব মাত্রের প্রবৃত্তি স্বভাবতঃ অধর্ম্মমূলক। মনুষ্য সন্তানকে বাল্যাবধি বিদ্যা শিক্ষা না দিলে ও সৎ সঙ্গে না রাখিলে তাহার স্বভাব অন্ত্যজ

ও পশু তুল্য নিকৃষ্ট হয়, তাহার মন সহজেই পাপ পথে ধাবিত হয় অবহেলে অকার্য্য সাধনে রত হয় এবং তাহাতে কিছুমাত্র মনঃক্ষোভ পায় না, ইত্যাদি নানা কারণে অশংসয় প্রতিপন্ন হইতেছে যে বিদ্যাই মনুষ্য জাতির শ্রেষ্ঠত্ব সম্পাদনের মূল কারণ।

বিদ্যা তিন প্রধান শাখায় বিভক্ত, শাস্ত্র বিদ্যা শস্ত্র বিদ্যা ও শিল্প বিদ্যা, তন্মধ্যে শাস্ত্র বিদ্যাই প্রধান, অপর দুই বিদ্যা ইহারি অনুগত অর্থাৎ শাস্ত্র বিদ্যার বিনা সাহায্যে শস্ত্র ও শিল্প বিদ্যায় কোন লোক সুনিপুণ হইতে পারে না। শাস্ত্র বিদ্যা উভয় লোক হিত সাধিনী অর্থাৎ ইহকালে নানা সাংসারিক সুখ ও ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞান ও পরকালে অক্ষয় সুখ প্রদান করে, অস্ত্র বিদ্যায় মনুষ্যকে সম্ভ্রমের ও পদের উচ্চ সীমায় আরূঢ় করে এবং শিল্প বিদ্যায় বিপুল ধন সম্পত্ত্যাদি প্রদান করে কিন্তু পারমার্থিক সুখ দিতে পারে না। ফলতঃ শিল্প বিদ্যায় যে রূপ অর্থ ও সাংসারিক সুখ প্রদান করে শাস্ত্র ও শস্ত্র বিদ্যায় তদ্রূপ হয় না, পৃথিবীর অধিকাংশ লোক শাস্ত্র ও শস্ত্র বিদ্যা বিহীন হইয়াও কেবল শিল্প বিদ্যার আশ্রয়ে জীবন যাপন করিতেছে, শিল্প বিদ্যা অসংখ্য, তাহার যে কোন শাখা অবলম্বন পূর্ব্বক তাহাতে নিপুণ হইতে পারিলে অনির্বৃতি থাকে না কিন্তু শাস্ত্র বিদ্যার সহিত সংযোগ হইলে শিল্প বিদ্যা মনুষ্যদিগকে সভ্য ভব্য করে ও অসীম সুখ দেয়।

হিতোপদেশ।

হে মিত্র সকল, জন্ম জন্মান্তরীয় কর্ম্মফলে ভূমণ্ডলে জন্ম গ্রহণ করিয়া অবিদ্যা মায়া বশত অনিত্য কায়া জায়া পুত্র মায়ায় মুগ্ধ হইয়া অবিরত অনিত্য পদার্থ আত্ম সাত্ম জ্ঞানে সত্য ভাবিতেছে, ইহা অজ্ঞানের কর্ম্ম, দেখ এই সংসার সম্বন্ধে পুনঃই গতায়াতে কতৎ পিতা মাতা, স্ত্রী পুত্র বান্ধবাদি গত হইয়াছে এবং সপ্ত সমুদ্র, অষ্টকুলাচল, ব্রহ্ম পুরন্দর দিনকর নিশাকর মন্বাদি মহর্ষি প্রভৃতি ও গতায়াত হইতেছে ইহাতে স্বল্পায়ুযুক্ত যে স্ত্রী পুত্র পরিবার তাহার স্নেহ পরিত্যাগ করহ যাহাদিগের বাহ্য সৌন্দর্য্য দর্শন স্বপ্ন দর্শন প্রায় জানিবা যদি বল স্বপ্ন প্রত্যক্ষোৎপত্তিক্ষণের পরক্ষণেই নিদ্রা ভঙ্গে ভঙ্গ দেখিতেছি অতএব সুদীর্ঘকাল যে সংসার সুখ তৎসদৃশ কি প্রকারে কহা যায়, উত্তর, যদ্যপি সংসার সুখ স্বপ্নাপেক্ষা দীর্ঘকাল অজ্ঞান দৃষ্টে বোধ হইতেছে ফলত কালের লঘুতা গুরুতা মাত্র, ভাল যে বালক জন্মক্ষণের পরেই মরিতেছে অস্মদাদির দৃষ্টিতে তাহার সংসার আবাস ক্ষণিক স্বপ্ন প্রায় জ্ঞান

হইতে পারে তাদৃশ তদপেক্ষা দীর্ঘ কাল স্থায়ী হইয়া যাহার মৃত্যু হইবে তাহার ও স্বপ্নে নগরাদি ভ্রমণ স্ত্রী পুত্রাদি দর্শন হাস্য কৌতুকের প্রায় এই সংসার সুখ অবশ্য বোধ হইবে যেমন নিদ্রাভঙ্গে স্বপ্ন পদার্থ দৃষ্ট্যা ভাব তেমন মরণান্তর স্বীয় পরিবারাদি তাবৎ বস্তু অদৃষ্টমান থাকে অত এবকালের অল্পতা ও দীর্ঘতা জন্য স্বপ্নোপম সংসার নিত্য সুখাকর শ্রেষ্ঠতর কহিতে পারিবে না ইত্যবধানে বিবেচনা করিবা এই সংসারে জন্মিয়া স্বীয় বংশানুসারে শ্রুতি স্মৃতি অবিরুদ্ধ যে ধর্ম্ম তাহা যাজনকারি হইয়া সদা শুদ্ধাচারী হইবা এবং পিতৃআজ্ঞা পালন সত্য ভ ষন, বৈভবানুসারে বান্ধব, ইত্যাদি পালণ, ইন্দ্রিয় দমন যথা সধ্যানুসারে করিবা এবং কুসঙ্গে কুরঙ্গে রত হইবা না যে হেতু দুর্জ্জনের দোষে সজ্জনের গুণের বৈগুণ্য, জন্মে দেখ ইন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ শুদ্ধসত্ব যে মনঃ তিনিও কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদমাৎশর্য্যাদির সঙ্গের সঙ্গী হইয়া স্বীয় সত্ব গুণের বিরুদ্ধভাবাপন্ন হএন অতএব অসৎ সঙ্গ পরিত্যাগ পুরঃসর পরিনাম দর্শি পরম সাধু সঙ্গ করত সদত প্রিয়ভাষী ধর্ম্মাভিলাষী হইবা এবং নিজোপাসনা শ্রেষ্ঠ লাগিয়া পরধর্ম্মে দ্বেষ করিবা না যে হেতু দ্বেষের প্রতি দ্বেষ করিয়া স্বয়ং ভগবতী কহিয়াছেন যথা'' দ্বেষ মূল মনস্তাপ দ্বেষ সংসারবন্ধনং মোক্ষ বিঘ্ন কর দ্বেষ স্তংযত্নাৎ পরিবর্জ্জয়েৎ।

বিষয়েতে সদারত হওমোর মন।
না ভাবিলা একবার শ্রীনন্দ নন্দন॥
কিয়ৎ নিমেষকাল জীবের জীবন।
দণ্ডধারি কেশেধরি রয়েছে শমন॥
তথাচ বাসনা বাড়ে উপার্জ্জিত ধন।
সুখে রবে দারা পুত্র সদাই মনন॥
ধর্ম্ম লজ্জা কুলভয়ে দিয়া বিসর্জ্জন।
পরিবার হেতু সদা কুকর্ম্ম চিন্তন॥
যে বিষয় পরিণামে হয় বিষময়।
সে বিষয় ভাবিয়া অজপা হলো ক্ষয়॥
এই যে সংসারে ছার ধনের লাগিয়া।
কুকর্ম্ম কিবা কী আছে দেখনা ভাবিয়া॥
যে কোন মনুষ্য কর্ম্মফলে ধনবান।
তারকাছে ধন চাহ ত্যজিলজ্জামান॥
করহ ধনির সেবা করি প্রাণ পণ।
একিতব বিবেচনা না বুঝি কারণ॥
বহুবিধ বিদ্যায় গর্ব্বিত যেই জন।
তার গর্ব্ব যাচনা নাশেন অনুক্ষণ॥
অতএব ভাবি মনে হও সসত্বর।
ভাব মনে শ্রীনাথ চরণ নিরন্তর॥
শ্রীনাথ পুরুষোত্তম জগত ঈশ্বর।
তারে ভ বি সুখ মোক্ষ প্রাপ্তি হয় নর॥
অতুল্য সম্পদ পাবে অন্তে হবে সুখ।
ধনি প্রায় দয়াময় নাহয়ে বিমুখ॥
নিদয় ভক্তের প্রতি ভগবান নয়।
নিদয় হইলে কেন নাম দয়াময়॥
যাঁর নামে সর্ব্ব কর্ম্ম সিদ্ধি হয় ভবে।
সম্পদ পাইয়া সদা নিরাপদ রবে॥

ত্রিপদি।

শুনবলি সারমর্ম্ম, নামে সিদ্ধসর্ব্বকর্ম্ম

সেই নামে রাখ দৃঢ়মতি।
ঔষধি সেবনকালে, বিষ্ণু নামযদিবলে,
রোগ শান্তি হয় শীঘ্রগতি।
ভোজনেতে জনার্দ্দন, নামে বিঘ্ন
বিমোচন, পদ্মলাভ শয়ন পদ্ধতি।
যুদ্ধেনাম চক্রধর, যুদ্ধে জয়ী বীরবর,
দম্পতি মিলনে প্রজাপতি।
হয় বিঘ্ন উপশম, প্রবাশেতে ত্রিবি
ক্রম, শ্রীধর ভুক্তিতে ভার্য্যারতি॥
গোবিন্দের নামলয়, সর্ব্ববিঘ্ন হয়ক্ষয়,
জায় ভয় হয় স্থির মতি।
অন্তকালে নারায়ণ, মনেভাবে যেইজন
কাল হস্তে পায় অব্যাহতি॥
নিত্য গোলকেতে বাস, সিদ্ধ সর্ব্ব
অভিলাষ, পুন ভবে নাহি হয় গতি।
শঙ্কটে মধুসূদন, পর্ব্বতে রঘুনন্দন,
নাম যেন বিপত্ত্য সরথী॥
শ্রীনরসিংহ কাননে, যদি চিন্তেমনেং,
অচিরাৎ বিঘ্ন বিনশ্যতি।
নামবলে নামিজলে, শ্রীবরাহ যদি বলে,
মহাভয়ে সে পায় নিষ্কৃতি।
পাবকের ভয়ক্ষয়, জলশায়ি নামে হয়
যদি নাম না হয় বিস্মৃতি॥
বামদেব নামস্বরে, গমনের বিঘ্ন হরে,
কোন স্থলে না দেখি দুর্গতি।
মাধবনামেরবলে, কার্য্য সিদ্ধ ভূমণ্ডলে
শতং বেদের ভারতি।
অতএব শুনমন ভাবমনে নারায়ণ,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড পতিপতি।
গুণাত্মিকা বিশ্বময়, যদিচ্ছায় হয় লয়,
তারে ত্যজ এ কোন দুর্ম্মতি।

নীতি কুসুমাবলী।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের শেষ।

৬১। উৎকৃষ্ট অথবা নিকৃষ্ট রীতি সকল বাল্যকালাবধি বৃদ্ধি হইতে থাকে।

৬২। মন্দ কার্য্য স্বীকার পূর্ব্বক দুঃখিত হইলে মহাত্মারা স্নেহ এবং ক্ষমা করেন।

৬৩। যাহারা দোষনিচয় প্রদর্শন করিয়া সংশোধনের উপায় বলেন তাঁহারাই যথার্থ বান্ধব।

৬৪। গন্ধ দ্রব্য যদি শ্রুতি গোচর না হয় তাহা হইলে কোন্ গন্ধধারী আদৃত হইবে না।

৬৫। অন্যের সুখ সাচ্ছন্দ্যে সানন্দ বিকাশ করা উত্তম অন্তঃকরণের চিহ্ন।

৬৬। পপকৃষ্ট জীবগণকে নিষ্ঠুর রূপে ব্যবহার করিলে বিশ্বকর্ত্তা রুষ্ট হয়েন।

৬৭। আত্মক্লেশ নাশের চেষ্টা করা প্রাণী মাত্রের স্বাভাবিক ধর্ম্ম।

৬৮। দুঃখার্ত্ত ব্যক্তিরা সর্ব্বদা মধু লেপিত বচনে পরিতোষ লাভ করে।

৬৯। সৃষ্টিপতির সন্মুখে প্রত্যেক আন্তরিক বাঞ্ছা ও গোপনীয়ভাব অগোচর নাই।

৭০। বৃথা আমোদে আমোদী হইবে না।

৭১। অপরিচিত ব্যক্তির বাক্যে কর্ণপাত কর, তদনুযায়ী কার্য্য করিবে না।

৭২। কখন অন্যের মনোমধ্যে এরূপ ভাব বীজ বপন করিতে উৎসাহী হইও না, যাহাতে তাহারা ক্লিষ্ট ও পাপানুরক্ত হইবে।

৭৩। জীবনের অত্যুজ্জল অংশ প্রসূনবৎ।

৭৪। পুষ্প যে রূপ প্রস্ফুটিত হইয়া ক্ষণ পরে শুষ্কাবস্থা প্রাপ্ত হয় তদ্রূপ জীবদিগের জীবন কিছুকাল জাজ্বল্যমান থাকিয়া অবশেষে লয় হয়।

৭৫। কর্ত্তব্য কার্য্য একাগ্র চিত্তে ধার্য্য করিলে ঈশ্বরানুগ্রহ অনায়াসে উপলব্ধি হয়।

৭৬। ভাগ্যের প্রশংসা করা ক্ষীণ মনের লক্ষণ।

৭৭। গর্ব্ব করিলে খর্ব্ব হইতে হয়।

৭৮। অহঙ্কারীরা বিশ্বপাতা সমীপে ও লোক দৃষ্টে ঘৃণিত হইয়া থাকে।

৭৯। লাম্পট্য সকল দোষের মূল।

৮০। বেদনোদ্ভূত ও দুঃখদায়ক ক্রীড়ায় ব্যাসক্ত হইলে ক্লেশভার বুঝিতে হয়।

৮১। অতি সামান্য পতঙ্গের প্রতি নিষ্ঠুরতা সাধন করিবে না।

৮২। বিদ্যাধ্যয়ন করিলে প্রচুর মান উপার্জ্জন করা যায়।

৮৩। ঈশ্বরকে ভয় কর।

৮৪। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের একমাত্র কারণ সর্ব্বস্থানে বিরাজমান আছেন।

৮৫। দীন হীন মনুষ্যকে অপমান করিও না।

৮৬। দরিদ্র জনের দুঃখ দর্শনে স্নেহ উৎপত্তি হয়।

৮৭। অধিক কাল সুখে জীবিত থাকিবার আশা কেবল দুরাশা মাত্র।

৮৮। যখন এক ঘণ্টার বিষয় অবধারণ করা যায় না তখন নিমিষ কাল নিরর্থক ক্ষেপণ করা অযৌক্তিক।

৮৯। সৎকর্ম্ম কলাপ নির্ব্বাহ করিলে জীবন সুখে যাপন হইতেপারে।

৯০। অন্যের গোপনীয় বিষয় অবগতহইতে বাসনা করিও না।

৯১। পরনিন্দা করিলে আপদে পতিত হইতে হয়। (হয়েন।

৯২। বিদ্বান ব্যক্তিরা সর্ব্বত্রে পূজ্য

৯৩। তত্ত্বজ্ঞান ভববন্ধন কর্ত্তন করিবার একমাত্র শাণিত শস্ত্র।

৯৪। কখন আত্ম প্রশংসা করিও না।

৯৫। কৃতজ্ঞ জীব সর্ব্বদা শিব সাগরে নিমগ্ন হয়েন।

৯৬। অহিংসা পরম ধর্ম্ম।

৯৭। বিবেচনা পূর্ব্বক সর্ব্ব কর্ম্ম সম্পাদন করিবে।

৯৮। ব্যয়াধিক্যে অর্থ নাশ হয়।

৯৯। যৌবন অতি বিষম কাল।

১০০। কার্য্য দ্বারা চালিত হইও না।

১০১। ঐহিক ঐশ্বর্য্য চিরস্থায়ী নহে।

১০২। সাগরে গমন করিলেই অমূল্য রত্ন লাভ হয় না।

১০৩। জ্ঞান প্রদীপ প্রজ্বলন করিলে স্বর্গের বর্ত্ম স্পষ্ট প্রকারে দৃশ্য হয়।

১০৪। অনেক ধনী ফণীর ন্যায় আচরণ করে।

১০৫। তপন তাপে তাপিত হইলে শরীর শীর্ণ ও অসুস্থ হয়।

১০৬। মানীদিগের মান জীবনাপেক্ষা প্রিয়তর।

১০৭। বন্ধুতা অশেষ সুখের আকর।

১০৮। সৌভাগ্য সময়ে অনেক মিত্র উপস্থিত হয়।

১০৯। দুঃখকাল বন্ধুবর্গের পরীক্ষক স্বরূপ।

১১০। বিবাদ হইতে অন্তর থাকা জ্ঞানীদিগের কৃত্য।

২১১। প্রতিহিংসা করা উচিত নহে।

১১২। বিজ্ঞ ব্যক্তিব্রজ ব্যবহারকে সারক বিবেচনা করেন।

১১৩। নির্ব্বোধ নরনিকর নিকটে ব্যবহার পূজ্য হয়।

১১৪। মনুজগণ ভ্রমের অধীনে থাকেন।

১১৫। ক্ষমা এক ঐশিক গুণ।

১১৬। যাহার অভাব কিছু নাই তিনিই সুখী হয়েন।

১১৭। তৈল প্রদান না করিলে দীপ জ্বলিবে না।

১১৮। অপব্যয়ী নিজ উত্তরাধিকারীকে অভাব রূপ অর্ণবে নিক্ষেপ করে।

১১৯। কৃপণ স্বীয় সুখ হরণ করিয়া থাকে।

১২০। পরিমিতাচারণে কোন অপমান নাই।

১২১। যাঁহার বিবেচনায় যথেষ্ট আছে তাঁহার তুল্য মহা ধনী এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া দুর্ঘট।

১২২। আশায় নিতান্ত উত্তপ্ত হইলে নিরাশ হইতে হয়।

১২৩। অন্তরে ক্রুদ্ধ হওয়া অপেক্ষা ভৎসনা করা শ্রেয়ঃকল্প।

১২৪। পরিশ্রম যত্নোৎসাহ ও সদ্রূপ দেশ পরিগ্রহণ ইত্যাদি যুবা পুরুষ দিগের প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

১২৫। জ্ঞানী ব্যক্তিদিগের হৃদয়ে ক্রোধ প্রবল রূপে বিদ্যমান থাকেনা

১২৬। মূর্খের অন্তঃকরণে রাগ চির কাল দেদীপ্যমান থাকে।

১২৭। সত্য সকল ধর্ম্মের আমূল।

১২৮। অন্যের দোষদর্শনে জ্ঞানীরা নিজ দোষ সংশোধন করেন।

১২৯। অকারণে খেদ করা কেবল বাতুলতা মাত্র।

১৩০। ঈশ্বর সত্তার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখিলে কখন দৈব বিড়ম্বনায় বিড়ম্বিত হইতে হয় না।

১৩১। বিচ্ছেদ রোগের কোনপ্রকার ঔষধ নাই।

১৩২। ইহ ভবে প্রকৃত ধর্ম্মই দৃঢ়তর সুখ।

১৩৩। সত্য ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিবে।

১৩৪। বৃদ্ধকালে চিন্তাজ্বর প্রবলহয়।

১৩৫। পরিমিত আশ্বাসে সত্য সুখ লব্ধ হইয়া থাকে।

১৩৬। রত্নধুল্যাবৃত হইলেও তাহার মূল্য হ্রাস হয় না।

১৩৭। শুভ সমাচার শ্রবণ করিলে কর্ণ দ্বয় চরিতার্থ হয়।

১৩৮। উৎকোচ গ্রাহী নর চর্ম্মাচ্ছাদিত রাক্ষস স্বরূপ।

১৩৯। পিপাসাতুর জীব জলাশয় দর্শন করিলে প্রফুল্লিত হয়।

১৪০। আমারদিগের জীবন শীঘ্র গত হইবে, তন্নিমিত্ত সৎ কর্ম্মেযাপন করা যুক্তি মূলক।

১৪১। যদ্যপি তোমাদের বুদ্ধি থাকে তবে জ্ঞান ও শীলতা অর্জ্জন করিতে বিশেষ যত্ন শালী হও।

১৪২। নিরাপদে থাকিতে হইলে কাহারো নিন্দাবাদ করিবে না।

১৪৩। সময়ের ক্ষতি কখন পূরণ করা যায় না।

১৪৪। নির্দ্ধনতা সকল দুঃখের প্রধান কারণ।

১৪৫। আত্ম গুণ প্রশংসীদিগের চাটু বচনে ভুলিবে না।

১৪৬। মৃত্যুই নিশ্চয় কিন্তু হইার সময় অনিশ্চিত।

৪৭। কোন প্রকারে পরিতাপ না করা ও বোধ বিহীন জনের কর্ম্ম।

১৪৮। সত্য এবং ভ্রম, পুণ্য ও পাপ অপরিবর্ত্তনীয় স্বভাবজাত বস্তু সকল।

১৪৯। পরিনাম দর্শীর বাক্য যদিও সরসযুক্ত না হয় তথাচ সম্যক্ প্রকারে নির্দ্দোষান্বিত।

১৫০। যখন কলুষ অস্মদাদিকে ত্যাগ করে তখন আমরা কহি, যে উহা আমাদের দ্বারা বর্জ্জিত হইল।

আইনের মুসাবিদা।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের শেষ।

(দরখাস্ত যাহার করিতে হইবেক ও যে এত্তেলা দিতে হইবেক তাহার কথা।)

২ ধারা। যাহাকে ক্ষেপা বলা গেল তাহার কোন জ্ঞাতি কুটুম্ব কি মহাজন কিম্বা আডবোকেট জেনরল সাহেব ঐ তদারক হইবার দরখাস্ত করিতে পারিবেন। যাহাকে ক্ষেপা বলা গেল সে যদি ঐ কোর্টের এলাকার সীমার মধ্যে থাকে তবে সেই তদারকের হুকুম হইবার আগে ঐ দরখাস্ত হইবার উপযুক্ত সম্বাদ তাহাকে দেওয়া যাইবেক ইতি।

(তদারকের হুকুমনামায় যাহা লিখিতে হইবেক তাহার ও আসেসরদিগকে নিযুক্ত করিবার কথা।)

৩ ধারা। সন্ধান লইবার যে২ কথা ইহার পূর্ব্বে লেখা হইয়াছে তদ্ভিন্ন. যাহাকে ক্ষিপ্ত বলা গেল তাহার যে প্রকারের সম্পত্তি থাকে, ও তাহার কুটুম্ব কি জ্ঞাতি যাহারা আছে. ও যতকালঅবধি তাহার মন বিকৃত হইয়াছে এই২ কথার, কিম্বা আদালত অন্য যে কথা উপযুক্ত বোধ করেন সেই সকল কথার সন্ধান লইবার আজ্ঞা ঐ হুকুমনামাতে থাকিবেক। ঐ সন্ধান লইবার কোন সময়ে, সেই কার্য্যে নিযুক্ত জজ কি মাষ্টর সাহেবের কিম্বা কমিস্যনরের কি কমিস্যনরেরদের সহ-

কারী স্বরূপে কর্ম্ম করিবার জন্যে ঐ কোর্ট দুই কি ততোধিক জনকে আপনার বিবেচনামতে নিযুক্ত করিতে পারিবেন, কিম্বা যাহাকে ক্ষিপ্ত বলা গেল তাহার মনের ভাব বুঝিয়া যদি সে আপনি বিচার করিবার ও আপনার বাঞ্ছা জানাইবার উপযুক্ত হয়, তবে তাহার প্রার্থনামতে নিযুক্ত করিতে পারিবেন ইতি।

যে রিপোর্ট করিতে হইবেক তাহার কথা।

৪ ধারা। জজ কি মাষ্টর সাহেব কিম্বা কমিস্যনর কি কমিস্যনরেরা তদারক করিয়া ঐ কথার যাহা জানিতে পান তাহার রিপোর্ট কোর্টে করিবেন। সহকারিরা যদি রিপোর্টে সম্মত হন তবে তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন যদি তাঁহারা কি তাঁহারদের কোন কেহ তাহাতে সম্মত না হন তবে সেই অসম্মতি ও তাহার কারণ লিখিয়া ঐ কোর্টে জানাইবেন ইতি

[রিপোর্ট হইলে পর যাহা করিতে হইবেক।]

৫ ধারা। যদি কোন সহকারী নিযুক্ত না হন, কিম্বা যে সহকারী বা নিযুক্ত হন তাঁহারা যদি সেই রিপোর্টে সম্মত হন, তবে এইক্ষণকার দস্তুরমতে জুরিকে শপথ করাইয়া যে তদারক হইয়া থাকে তাহা যেমন বলবৎ ও ফলবৎ হয় সেই রিপোর্টে তেমন বলবৎ ও ফলবৎ হইবেক, ও ক্ষেপা লোকের ও তাহার সম্পত্তির কমিটি অর্থাৎ রক্ষককে নিযুক্ত করিবার কর্ম্মে ঐ তদারকমতে যেমন করা যায় তেমনি ঐ রিপোর্টমতে করা যাইবেক। যদি সেই সহকারিরা কিম্বা তাঁহারদের কেহ সেই রিপোর্টে সম্মত না হন তবে ঐ কোর্ট আপনার বিবেচনামতে হুকুম করিয়া ঐ রিপোর্ট মঞ্জুর করিতে পারিবেন, তাহা করিলে ঐ রিপোর্ট পূর্ব্বোক্তমতে বলবৎ ও ফলবৎ হইবেক ও তৎক্রমে কার্য্য হইতে পারিবেক। অথবা অধিক তদারক করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন ও প্রথমে তদারক করিবার হুকুম হইলে যে বিধি হয় সেই বিধিমতে কার্য্য করিবেন। ঐ কোর্ট যদি বোধ করেন যে ঐ রিপোর্টের মধ্যে কোন কথা ছাড়া হইয়াছে কিম্বা উপযুক্তমতের নহে, তবে তাহা শুধরাইতে পারিবেন কিম্বা কোর্টের বিবেচনামতে শুধরাইবার জন্যে তাহা জজ কি মাষ্টর সাহেবের কি কমিস্যনরের কি কমিস্যনরদের নিকটে ফিরিয়া পাঠাইবেন। ইতি।

[এলাকার বাহিরে যে ক্ষেপা থাকে তাহার কথা।]

৬ ধারা। যাহাকে ক্ষেপা বলা গেল সেইজন যদি ঐ কোর্টের এলাকার সীমার মধ্যে না থাকে, তবে ঐ কোর্ট তদারকের হুকুম করিবার সময়ে সহকারিদিগকে নিযুক্ত করিবেন, ও আদালত আজ্ঞা না করিলে

ঐ তদারক যে হইবেক এই সম্বাদ যাহাকে ক্ষিপ্ত বলা গেল তাঁহাকে দেওয়া আবশ্যক হইবেক না ইতি।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত্র।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের শেষ।

এক দিবস মহারাজ পাত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পূর্ব্বে এ বংশে যে সকল রাজগণ হইয়াছিলেন তাঁহারা কেহ যজ্ঞ করিয়াছিলেন? তাহাতে পাত্র নিবেদন করিল মহারাজ আমরা পুরুষানুক্রমে এরাজ্যের পাত্র কিন্তু যে সকল মহারাজারা গিয়াছেন আর২ প্রকার সুখ্যাতি করিয়াছেন কিন্তু যজ্ঞ কেহ করেন নাই। মহারাজ এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পাত্রকে কহিলেন আমি অতি বৃহদ্‌যজ্ঞ করিব তুমি আয়োজন কর পাত্র নিবেদন করিলেন মহারাজ প্রধান২ পণ্ডিতদিগকে আহ্বান করিয়া কি যজ্ঞ করিবেন তাহা স্থির করুন পশ্চাৎ যেমন২ আজ্ঞা করিবেন তাহাই করিব পাত্রের বাক্যে রাজা সর্ব্বত্রে লিপি প্রেরিত করিলেন ভট্টাচার্য্যেরদিগের আসিতে রাজপত্র প্রধান২ পণ্ডিতেরা প্রাপ্ত হইয়া মহা হর্ষে রাজধানি কৃষ্ণনগরে আগমন করিলেন।

পরে রাজা শ্রবণ করিলেন যে প্রধান২ পণ্ডিতেরা আমার আজ্ঞানুসারে আগমন করিয়াছেন। পাত্রের প্রতি রাজা আজ্ঞা করিলেন অনেক২ পণ্ডিতের আগমন হইয়াছে অতএব তাঁহারদিগকে উত্তম স্থানে বাসা দেহ এবং উত্তম খাদ্য সামগ্রীও দেহ যেন কোনমতে ব্যামোহ নাপান। পাত্র রাজাজ্ঞামতে যাবদীয় পণ্ডিতেরদিগকে উত্তম স্থান দিয়া খাদ্য সামগ্রী যথেষ্ট রূপ দিলেন পর দিবস রাজা সভা করিয়া পণ্ডিতেরদিগকে আহ্বান করিলেন পণ্ডিতেরা রাজার বিদ্যমানে আসিয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া রাজসভাতে বসিয়া নানা শাস্ত্রের বিচার করিতে প্রবর্ত্ত হইলেন। বিচারানন্তরে পণ্ডিতেরা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে নিবেদন করিলেন আমারদিগের প্রতি রাজলিপি কি কারণ গিয়াছিল তাহাতে রাজা আজ্ঞা করিলেন আমি মনোমধ্যে বাসনা করিয়াছি যজ্ঞ করিব অতএব আপনারা বিচার করিয়া আজ্ঞা করুন কি যজ্ঞ করিব আর কিরূপ করিলে সর্ব্বত্র সুখ্যাতি হইবেক এই বাক্য ধীরবর্গ শ্রবণ করিয়া মহারাজাকে নিবেদন করিলেন এ অপূর্ব্ব পরামর্শ করিয়াছেন অদ্য আমরা বাসায় প্রস্থান করি কল্য আসিয়া নিবেদন করিব।

পর দিবস পণ্ডিতেরা আগমন করিয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া রাজসভায় সকলে বসিলেন পরে রাজা পণ্ডিতেরদিগের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন আপনারা কি

স্থির করিয়াছেন পণ্ডিতেরা কহিলেন মহারাজ অগ্নিহোত্রী বাজপেয়ী যজ্ঞ করুন। রাজা উত্তর করিলেন দুই যজ্ঞ এক কালীন করিব কি পৃথক২ করিব ইহা বিবেচনা করিয়া আপনারা আমাকে আজ্ঞা করুন এবং কত তঙ্কা হইলে যজ্ঞ সাঙ্গ হইবেক তাহার আজ্ঞা করুন পণ্ডিতেরা কহিলেন মহারাজ রাজযজ্ঞ ইহার বিবেচনা মহারাজ করিবেন যজ্ঞের যে২ সামগ্রীর আবশ্যক তাহার ব্যয় করিয়া দিই রাজা কহিলেন ভাল তাহাই দিউন পরে পণ্ডিতেরা রাজসভা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া পাত্রের নিকট যাইয়া যজ্ঞের সামিগ্রীর ব্যয় করিয়া দিলেন এবং কহিলেন যে২ দ্রব্য যজ্ঞেতে লাগিবেক তাহাই আমরা লিখিয়া দিলাম পরে পাত্র সামুদায়িক বরাদ্দ করিয়া দিখিলেন বিংশতি লক্ষ তঙ্কা হইলে যজ্ঞ সাঙ্গ হইবেক। মহারাজার নিকটে পাত্র গমন করিয়া সমস্ত নিবেদন করিলেন। রাজা হাস্য করিয়া কহিলেন আয়োজন করহ পরে পাত্র যজ্ঞের দ্রব্য সকল আয়োজন করিতে প্রবর্ত্ত হইলেন।

গোলেবেশেনুয়া।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের শেষ।

মনোমোহন হরিণের এই রূপ অপরূপ ভাব নিরীক্ষণ করিবা মাত্র লতিফার আচরণ পরীর স্মরণ পথে উদিত হইল। সেই দ্বিচারিণী কুহক জাল বিস্তার পূর্ব্বক রাজকুমারকে এরূপ শঙ্কটে নিক্ষেপ করিয়া থাকিবে সংশয় মাত্র নাই। অর্থাৎ যুবরাজ তাহার বিচিত্র ঔষধ বলে মৃগ রূপ ধারণ করিয়াছেন। পরে পরী এণকে নানা প্রকার প্রবোধ গর্ভ বচনে পুনঃ২ কহিলেন। তুমি অবিলম্বে নিজ দেহ প্রাপ্ত হইবে। তন্নিমিত্ত কোন চিন্তা করিও না। ইহা কহিয়া ধনী স্বীয় সহচরীগণকে ঔষধ আনয়ন করিতে অতিশীঘ্র আজ্ঞা প্রদান করিলেন। অতঃপর কোন সঙ্গিনী দ্রুতগতি অবলম্বন পুরঃসর অভিপ্রেত ঔষধ পরীর নিকট আনিল। কিয়ৎকালানন্তর সেই সখী মৃগবরকে স্নান করাইয়া সুস্থ করিলে পর এক মায়া ঔষধ সেবন করিতে অর্পণ করিল এবং স্নাত হরিণও সেই দণ্ড ঔষধি ভক্ষণ করিবা মাত্র অচেতন হইল। এতদ্বিলোকনে সেই সহচরী সত্বর কোন অপূর্ব্ব গৃহের দুগ্ধ ফেণ নিভ তল্প হইতে এক ক্ষুদ্র কাষ্ঠ খণ্ড তুলিয়া আনয়ন করত মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক হরিণের কোমল কলেবরে আঘাৎ করিল। তাহাতে কুরঙ্গ অস্থির হইয়া ভূতলে অবলুণ্ঠিত হওত প্রকৃত দেহ প্রাপ্ত হইলেন। রাজনন্দন মৃগাকায় পরিহার পূর্ব্বক প্রথমতঃ প্রভু নিরঞ্জনের পাদ পদ্মে একাগ্র চিত্তে প্রণিপাত পুরঃসর পরী-

কে পরম পুলকিত বাক্যে বলিলেন তোমার অপার অনুকম্পায় আমার প্রাণ এবার রক্ষা হইল। নচেৎ আমি ধরাধাম হইতে প্রস্থান করিতাম। যতদিন মদীয় দেহ পিঞ্জরে জীবন বিহঙ্গম অবস্থান করিবে তত দিন আমি তোমার গুণানুবাদ করিতে কিঞ্চিন্মাত্র ক্ষান্ত হইব না। পরী নরেন্দ্র নন্দনের এতাদৃশ সুধাময় বচন আকর্ণনে যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইয়া আশু বস্ত্র আনিয়া তাঁহাকে পরিধান করিতে কহিলেন। ক্ষণ পরে তুর্করাজসুত পরী প্রদত্ত রম্য পরিচ্ছদে ভূষিত হইলে সেই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী সীমন্তিনী তদীয় কর কমল ধারণ করত সমাদর পূর্ব্বক রত্নময় সিংহাসনোপরে বসাইলেন। নৃপ কুমারের অসামান্য রূপ লাবণ্য প্রভাবে পরী পুরী অতিশয় দীপ্তিমানা হইবায় সুরূপসী আত্মাবস্থা বিস্মরণ পুরঃসর স্মরের বিষম শরাঘাতে কামোন্মত্তা হইয়া অত্যন্ত অধীরা হইলেন। তখন কামাতুরা কামিনী যুবরাজকে সবিনয় সহকারে তাঁহার সমস্ত বিবরণ বলিতে অনুরোধ করিলেন। এতচ্ছ্রবণে নৃপসুত আদ্যন্ত আত্ম বৃত্তান্ত প্রকাশিলেন। পরী কুমারের বিবরণ জ্ঞাতা হইয়া কহিলেন। হে, সুজন ওকাফ নগরের পথ অতি দুর্গম। এ বিধায়ে তোমাকে দারুণতর যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে। তুমি সেই বর্ত্মের এক অংশও অতিক্রম করিতে পার নাই। অতএব সুধীর গুণরাশি কি প্রকারে তথায় উপস্থিত হইয়া আশা পূরণ করিবে। সেই দেশে গমন করিলে বিষম দুর্গতি প্রাপ্ত হইতে হইবে। সুতরাং তুমি সদয় হইয়া আমার আলয়ে বাস করিয়া ভবদনুগতা নারীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর। পরীর বাক্যে কুমার উত্তর করিলেন। তুমি আমার যে উপকার সাধন করিয়াছ তাহা যাবজ্জীবন মদীয় হৃদয়াকাশে জাজ্বল্যমান থাকিবে। তোমার ঋণ জালে জড়িত হইয়া আমি চিরদিন ক্রীত রহিব। বস্তুতঃ আমি তোমার কোন আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে অবহেলন করিব না। কিন্তু ভবৎ সন্নিধানে আমার নিবেদন এই যে, যদবধি আমি ওকাফ নগরে গমন পূর্ব্বক আমার আশা পূরণ করিতে না পারিব তদবধি তুমি ইহা নিশ্চিৎ রূপে জানিবে, যে আমি তোমার বাক্যে সম্মত হইতে সক্ষম হইব না। অপিচ আমার আশা পূর্ণ হইলে অবশ্য তোমাকে তুষ্ট করিব। সৌভাগ্যক্রমে যদি আমি পুনর্ব্বার এই স্থানে আগমন করি তাহা হইলে উভয়ে কুতূহলে রস সাগরে সন্তরণ প্রদান করিব।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

ইলিয়ড।

এই অধ্যায়ে সংপূর্ণ ১ দিনের বৃত্তান্ত নাই এই সকল ব্যাপার গ্রীক্

শিবিরে এবং সমুদ্র তীরে হইয়া
পরে ট্রয় নগরে দৃষ্ট হয়।
নিদ্রায় মুদিত ছিল মানব নয়ন।
গ্রীক সৈন্য করেছিল শিবিরে শয়ন।।
দেবগণে নিদ্রাগত স্বর্গে সিংহাসনে।
না ছিল জোবের নিদ্রা জাগ্রতনয়নে।।
থিটিস্‌পুত্রকে তিনি সম্মান করিতে।
গ্রীকগণে যুদ্ধাপদে মগ্ন করাইতে।।
মানস করিয়া এক অলীক স্বপন।
ডাকি তারে এই আজ্ঞা করিল অর্পণ।।
যাওরে বঞ্চক স্বপ্ন বায়ু সম হয়ে।
এগামেমন শিবিরে উত্তরিও গিয়ে।।
বল তারে সৈন্যালয়ে সুসজ্জা করিতে।
ধুলিময়স্থলে গ্রীক সৈন্য লয়ে যেতে।।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

প্রেরিত পত্র।

মান্যবর শ্রীযুত বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা
পত্রিকা সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

টাকার বিষয়।

হায় টাকা তুমি হও জগতের মূল।
তোমা হতে মানবৃদ্ধি নাহি কিছু ভুল।
আহা কি মধুর রব বলিহারি যাই।
ইচ্ছা করি মরি তব লইয়া বালাই।।
আহা মরি তব গুণ বর্ণে সাধ্য কার।
নীচ লোক মান্য হয় কৃপায় তোমার।।
যথা তথা যেতে বল তথা আমি যাই।
টাকাযে পরমনিধি কোথা গেলেপাই।
যথার্থ রেখেছে তোর নাম রূপচাঁদ।
তোর কাছে লজ্জা পায় গগণের চাঁদ।।
তুমি যার কাছে থাক সেই হরষিত।
বালক যুবক বৃদ্ধ সবে আনন্দিত।।
ধর্ম্মাদি কর্ম্মের তুমি হও মূলাধার।
তব সম বন্ধু মোর খুজে মেলাভার।।
বিপদে পড়িলে হয় তোমাতে উদ্ধার।
আমাপ্রতি কিছু দয়া হউক তোমার।।
টাকা২ বলে সদা করি হাহাকার।
কণ্ঠাগত হলোপ্রাণ নাহি ত্রাণ আর।।
টাকা যার নাহি তার নাহি সমাদর।
তোমাবিনা মাতাপিতা করে অনাদর।।
শৈশবকালেতে যেই দিতেন ওদন।
দূর২ বলে ঘৃণা করে সেই জন।।
তোর জন্যে কত লোক হইতেছে হত।
তোর জন্য লোক বৃন্দ দুষ্কর্ম্মেতে রত।।
শুনিলে তোমার বাদ্য সকলে মোহিত।
দুঃখানলে দগ্ধ সদা হইতেছে চিত।।
কুলবতী গুণবতী যত রামাগণ।
তোরলাগি করে তারা কুপথে গমন।।
মাতৃকোলছাড়ে শিশু শুনে তোররব।
একাননে তোর গুণ কত আমি কব।।
অনর্থের মূল তুমি অনর্থের মূল।
তোরলাগিকারুনাহি থাকে জাতিকুল।।
তোরলাগি মানির নাহিক থাকেমান।
তোরজন্য জ্ঞানীর নাহিক থাকেজ্ঞান।।
তোরলাগি বিজ্ঞদের সশঙ্কিত প্রাণ।
পাছে কেহ এসে তারে করে অপমান।।
তোরলাগি গুণিদের নাহি থাকে গুণ।
তোরলাগি সদা আমি হইতেছি খুন।।
তোরলাগি কত হয় অনিষ্ট ঘটন।
ভাই২ দ্বন্দ করে তোমার কারণ।
প্রণিপাত করি টাকা তব পদতলে।
হতভাগ্য আর যেন কেহনাহি বলে।।
শুনওরে মূঢ়মন করি নিবেদন।
বৃথা কেন ধনআশে করিছ ভ্রমণ।।

পরমেশ পরব্রহ্ম জগত জীবন।
ইন্দ্রাদি দেবতা যার সেবে শ্রীচরণ॥
তাঁরে সদা ধ্যান কর মনরে আমার।
চরমেতে মুক্তি লাভ হইবে তোমার॥

শ্রীবলাই চাঁদ সেনস্য।

মনের প্রতি উপদেশ।

পদ্য।

একাবলি ছন্দ।

অলীক সুখেতে মজোনা মন।
বারেক তাঁহারে কর স্মরণ॥
নানা চমৎকার যাহার হয়।
সৃজন পালন কটাক্ষে লয়॥
সে ধন সাধন কররে মন।
রবে না তব শমন শাসন॥
বচন আমার বারেক রাখ্।
মনের মানসে তাহারে ডাক্॥
এ সব সংসার ভৌতিক ময়।
পলক ফেলিতে অলীক হয়॥
এ ছার শরীরে গরিমা মিছে।
জাননা শমন দাড়ায়ে পিছে॥
রবিসুতালয় যখন যাবে।
এসব বৈভব কোথায় রবে॥
পুত্র পরিবার সকলি মায়া।
জলবিম্ব প্রায় সকলি ছায়া॥
যত দিন তব রবে বৈভব।
ভাই বন্ধু দারা বশতা সব॥
মন তুমি যবে হইবে শব।
একেলা ফেলিয়া পলাবে সব॥
এ সব রসেতে রসোনা মন।
নিত্য সনাতন ভাবরে মন॥
দেহেতে রিপু ছ জন থাকে।
সদত তাহারা বিপক্ষে ডাকে॥
কুজন তাজন তাহারা হয়।
তাদের আগেতে করহ জয়॥
জোকের মুখেতে যেমন লুন।
দিলেই পরেতে হইবে খুন॥
নয়ন সম পরমার্থ কর।
জোক রূপ রিপু পরাণে মার॥
তবেত সুখ কিঞ্চিৎ হবে।
এ সম্পদে মন কভু না রবে।
পঞ্চভূত আত্মা জড়িত আছে।
চরমে তাহারা না রবে কাছে॥
যখন তোমার সে দিন হবে।
ইন্দ্রিয় যে দশ কোথায় রবে॥
ভস্মীভূত যখন হইবে দেহ।
ছুটিয়া পলাবে না রবে কেহ॥
তড়িৎ যেমন পলকে লয়।
তাহার স্বরূপ জীবন হয়॥
ক্ষণেক আছে ক্ষণেকে নাই।
জীবন তেমন বুঝহ ভাই।
শুনঃ মন না হও ভ্রান্ত।
সাধনা কেবল কর একান্ত॥
তাহার প্রভাবে প্রভাব হবে।
অনুগত সবে অনাশে রবে॥
ভাবরে মানসে সে ধন নিত্য।
সত্য সে কিবল সব অনিত্য॥
হৃদ পদ্মে তাঁরে করি স্থাপন।
কায়মন চিত্তে ভাবরে মন॥

শ্রীরাম কৃষ্ণ সেনস্য।

মান্যবর শ্রীযুক্ত বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা পত্রিকা সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

কোন নায়িকা আপন নায়ককে নির্দিষ্ট স্থানে অবলোকন করিতে

না পাইয়া অত্যন্ত কুপিত হইলেন অতঃপর কিয়ৎক্ষণ বিলম্বে তাহার নায়কের আগমন দেখিয়া কহিতে ছেন।

নায়িকার উক্তি।

কি জন্য বিলম্ব দেখি কহ প্রাণধন।
পুরাতন বলে বুঝি নাহিক যতন ॥
ধিক২ তব প্রেমে ধিক২ ধিক।
শঠ নাহি তব সম কি কব অধিক ॥
পুরুষের সম ঠক নাহি কোনজন।
তাই বলি প্রাণনাথ কহ বিবরণ ॥

নায়কের প্রত্যুত্তর।

কেন২ কেন ধনি এত অনাদর।
কিজন্য আমায় তুমি ভাবিতেছ পর ॥
তোমাবিনা স্বপনে নাহেরি কোনজন ॥
শয়নে সদত ধ্যান ওলো প্রাণধন।
তুমি ধন মন মান তুমি মম জ্ঞান।
তোমায় সদত আমি করিতেছি ধ্যান ॥
তব সুখে সুখী আমি তব দুখে দুখী।
তুমিজল আমি মীন শুন বিধুমুখী ॥
তুমি মম মতি গতি বলিলাম সার।
তব সম প্রিয়সীলো কেহ নাহি আর ॥

কস্যচিৎ জনস্য।
সাং আহিরী টোলা

পত্র প্রেরক এরূপ অপকৃষ্ট বিষয় লিখিয়া সাধারণ সমাজে কেবল কুযশ গ্রহণ করিতে বাঞ্ছা করেন।

শ্রীল শ্রীযুত বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা পত্রিকা সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

পরিণয় সিন্ধু।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের শেষ।

সংবাদ শুনে রাজার উল্লাসিত মন।
দাসেরে তুষিল অতি দিয়া বহু ধন ॥
ভাণ্ডার খুলিয়া দান করেন ব্রাহ্মণে।
অকাতরে দেন দান দীন হীনজনে ॥
ধনহীন না ছিল রাজ্যেতে কোনজন।
দেখিতে পুত্রের মুখ করেন গমন ॥
দেখিয়া পুত্রের মুখ আনন্দিত চিত।
ভুবন মোহন রূপ হেরিয়া মোহিত ॥
ভূপের ভাগ্যের কথা কি কহিব আর।
সুখের না হয় সীমা এখানে রাজার ॥
দিনে২ বাড়ে পুত্র শশিকলা প্রায়।
শিখিল অনেক কথা হাটিয়া বেড়ায়।
রূপ দেখে রাখিল তাহার নামশশি।
রতিপতি লজ্জা পায় মুখে মৃদু হাসি ॥
তদন্তর আনি শাস্ত্রবিৎ একজন।
তাহার নিকটে পুত্রে করিল অর্পণ ॥
তাহারে বলেন নৃপ করিয়া যতন।
পুত্রেরে পণ্ডিত কর পাবে বহুধন।
শুনিয়া ভূপের বাক্য বলেন তখন।
যত শক্তি মোর তত করিব সাধন ॥
বহুবিধ কথা কয়ে হইল বিদায়।
করিলেন গমন রাজপুত্র যথায় ॥
অল্পকালে রাজপুত্র হয় জ্ঞানবান।
ব্যাকরণ আদি কাব্য পড়ে অভিধান ॥
জ্যোতিষ নিদানপড়ে পড়েনবিজ্ঞান।
রাজনীতি সর্ব্ব শাস্ত্রে হইল বিদ্বান ॥
সঙ্গীতে নিপুণ হইল রাজারনন্দন।
মর্ত্ত্যেতে তাহার ন্যায় নাহি কোনজন ॥
ব্যায়াম কুশলআদি সকল বিদ্যায়।
ভৃগুরামের ন্যায় হলেন শশিপ্রায় ॥

ক্রমেং যৌবন অঙ্কুর দেখা দিল।
বিভা হেতু নৃপবর ভাবিতে লাগিল।।
কন্যা হেতু স্থানেং ঘটক পাঠায়।
পুত্র উপযুক্ত কন্যা কোথায় নাপায়।।
পিতারে ভাবিত দেখি কন যুবরাজ।
কিজন্য চিন্তিত আজ দেখিমহারাজ।।
শুনিয়া পুত্রের কথা বলেন ভূপতি।
তোমার বিবাহ দিব শুনহ সুমতি।।
শুনিয়া ভূপের বাক্য ভাবিতেছেমনে।
নারীজাতিঅবিশ্বাসীশুনেছি শ্রবণে।।
নারীদের সঙ্গে কথা না হয় উচিত।
পরিশেষে হইবেক হিতে বিপরীত।।
পুত্রের দেখিয়া ভাব বলেন রাজন।
কিজন্যে নীরব হলে ওরে বাপধন।।
ভূপের বচন শুনি করেন উত্তর।
যে জন্য নীরব থাকি শুন রাজ্যেশ্বর।।
অবিশ্বাসী সম নারী নাহিকোনজন।
এজন্য বিবাহে মোর নাহিক মনন।।
কেবলে রমণীজাতি অবলা সরলা।
ত্রিভুবন জয় করে হইয়া প্রবলা।।
মুখেতে করয় সুধু সুধা বরিষণ।
অন্তরেতে হলাহল যেন হুতাশন।।
স্বরূপতঃ নারীগণ কেহ নহে সতী।
প্রভেদ না রয় রূপ গুণ বিদ্যাবতী।।
কুলনারী সদাচারী যত রামাগণ।
পর পুরুষাভিলাষী তাহাদের মন।।
তৎ প্রমাণ যথা" স্থানাভাবাৎ ক্ষণা ভাবাৎ মধ্যবৃত্তিরভাবতঃ। দেহ ক্লেশেন রোগেন সৎসংসর্গেন সুন্দরি। বহুগোষ্ঠী বৃতেনৈব রিপুরাজ ভয়েন চ। জায়া রূপস্য সাধ্বীমেতে নৈবাভি প্রজায়তে।

থাকে না নিভৃতস্থান, অবসর নাহি পান,
সদা দেহ পীড়ায় পীড়িত।
উত্তম সঙ্গের থাকে, বন্ধু পরিবারে থেকে;
সর্ব্বদা রাজশাসনে ভীত।।
সদা হয়ে শোকাকুল, ধর্ম্ম কর্ম্মে চিন্তাকুল,
মনে পরিজনের তাড়ন।
এর জন্য নারীগণ, পতিব্রতা সতী হন,
তাইবলি শুনহ রাজন।।
শুনিয়া পুত্রের বাক্য কহেন ভূপতি।
বৎসরের মধ্যে পুত্র স্থির কর মতি।।
ক্রমেং একবর্ষ হইল অবশেষ।
পুত্রেরে ডাকিল ভূপ শুনিতে বিশেষ।।
শশি কহে শুন পিতা কহিতে ডরাই।
বিবাহে আমার মতি স্থির হয় নাই।।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

মাসিক সমাচার সার।

লণ্ডন নগরের কোন পত্রে প্রকাশ হয় ভারতরাজ্য নিশ্চয় মহারাণীর খাষে হইবেক।

গত ছয় মাসের মধ্যে দিনাজপুর জেলায় ৬জন মাজিষ্ট্রেট বদলি হইয়াছে।

রামচন্দ্র বাবু নামক ব্যক্তি গবর্ণমেণ্টের নিকট ৫ খেলাৎ ও ২০০০ হাজার টাকা পুরস্কার পাইয়াছেন।

ডাক্তর আরচার সাহেব নেত্র রোগের চিকিৎসালয়ের সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট হইয়াছেন।

বেহার আরা সাহাবাদ পাটনা ত্রিহুত জেলার অনেক গ্রাম বিদ্রোহিদের দ্বারায় বিলুণ্ঠিত ও দাহ হইয়াছে।

ভগলপুরবাসি বাবু মহেন্দ্র নারায়ণ সিংহ স্কুলবাটী নির্ম্মাণার্থ ১০ হাজার টাকা ও পুস্তকালয় কমিটীর মেম্বরেরা ২০০০ টাকা দিয়াছেন।

কলিকাতা বলন্টর সেনাদলের সেনাপতি মেং ডেবিস্ সাহেব কর্ম্ম ত্যাগ করিবায় উক্তদলের সেনারা তাঁহাকে এক মূল্যবান তলবার উপহার দিয়াছেন।

লণ্ডন নগরের পত্রে বিদিত হয় তথায় এত চাউল মজুত হইয়াছে যে মরিসস্ উপদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে তথা হইতে চাউল আমদানি হইতেছে।

মেং ইলএড এবং মেং বিলিচিণ্ডিন সাহেব কলিকাতা নগর শোভা কার্য্যের আয় ব্যয়ের অডিটর হইয়াছেন।

গোয়ালিয়রের জমীদার বাবু প্যারীলাল মণ্ডল ওলাউঠা রোগে পঞ্চত্ব পাইয়াছেন।

কলিকাতা নগরে ৩।৪ টা বাণিজ্যালয় আষাঢ় মাসের মধ্যেই ফেইল হইয়াছে।

চুচুঁড়া নগরে বাবু শ্রীনাথ পালের বাটীতে কুলীন কুল সর্ব্বস্ব নাটকের অভিনয় প্রদর্শন অতি উৎকৃষ্ট রূপে সমাধা হইয়াছে।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অধীন নরগুণ্ডের বিদ্রোহি রাজার প্রাণ দণ্ড হইয়াছে।

ইংলণ্ড হইতে ৩৮০০ হাজার সেনা ভারতবর্ষে আসিবার কল্পনা শুনা যাইতেছে।

হিন্দু মিট্রোপলিটান কলেজ বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছে বাবু হিরালাল শীল তাঁহার স্কুল তথা হইতে উঠাইয়া লইয়া পৃথক বাটীতে স্থাপন করিয়াছেন।

গোলডেন ফিলিস্ জাহাজে একদল সেনা ইংলণ্ড হইতে আসিয়াছে।

রিলিফ ফণ্ডে ইউরোপখণ্ডে ১৮৫৮ সাল ফিব্রুআরি মাস পর্য্যন্তে ৩৪২৯২১৯ টাকা এবং ভারতবর্ষে ৯৫৩৫৮৩ টাকা সংগ্রহ হইয়াছে।

আগ্রার সদর বোর্ডের মেম্বর মেং শিশি জ্যাকসন সাহেব ১৩জুন দিবসে বারাণসী নগরে পঞ্চত্ব পাইয়াছেন।

বান্দার নবাবকে ধৃত কারণ গবর্ণমেণ্ট দশ হাজার টাকা পুরস্কার প্রদানের ঘোষণা প্রচার করিয়াছেন

লালাজ্যোতিঃ প্রসাদ স্বীয় ধন প্রাণ নাশের ভয় বিসর্জ্জন করিয়া গবর্ণমেণ্ট সেনাদিগকে রসদ যোগাইবায় গবর্ণমেণ্ট সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কিছু জমিদারি বিনা রাজস্বে প্রদান করিয়াছেন।

আমাদের বর্ত্তমান গবর্ণর জেনেরেল শ্রীযুত লার্ড কেনিং বাহাদুর কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ত্বরায় দেশে যাইবেন এমত জনরব শুনা যাইতেছে।

বিজ্ঞাপন।

সার কৌমুদী বা ২
হিতকথা টি ।০
হিতোপদেশ বা ৫
হরিভক্তিবিলাস সটীক বা ২২

নাগরি পুস্তক।

মেটরা মেটিকা বা ৬
রাহারিসক বা ১
ফারমেসি টি ॥০
বিনয় পত্রিকা ॥৵
সুদামাচরিত্র ।৵
সুকবহত্তরি ॥০
শ্রীকৃষ্ণরত্নাবলী ॥/
রসীরাজ ।৶
সিংহাসন বত্তাসী ॥০
কবিত্ত রামায়ণ ।৶
রাজনীতি ।৵
সঙ্গীতরাগকল্পদ্রুম ।।০
প্রেমসাগর ২॥
তুলসী শব্দার্থ প্রকাশ ৫

বিলাতি কাপড় বিক্রয়।

সকল ব্যক্তিকে জ্ঞাপন করিতেছি যে কোন ব্যক্তির পশ্চাল্লিখিত বিলাতি কাপড়ের আবশ্যক হয় তাহারা সাং বড়বাজারে মনোহর দাসের চকের পূর্ব্বাংশে ৯ নং দোকানে আভিসিল নামে পত্র লিখিলে অথবা লোক প্রেরণ করিলে অতি সুলভ মূল্যে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন ইতি।

ধুয়া নয়ানসুখ নানাপ্রকার।
কোরা নয়ানসুখ ঐ
ঐ মারকীন ঐ
ধুয়া লাঙ্কেলাত ঐ
চুনরি সাটি ঐ
মল মল ধুয়া ঐ
ঐ কোরা ঐ
ধুয়া বিলাতি সাদা ধুতি ঐ
ধুয়া পাড়ওয়ালা ধুতি নানাপ্রকার
ঐ জোড়ানী ঐ
ঐ একলাই ঐ
লাল মল মল ঐ
সালু ঐ
ফরাসীস ছিট ঐ
বিলাতি ঐ ঐ
এস্কচ কেমরিক ঐ
ধুয়া কেমরিক ঐ
মুসারির থান ঐ
নিনু ঐ
লেট ঐ
কোরা সাটাপালাম ঐ
ঐ জীন ঐ
সিটিন ঐ
সাদা সিমটি ঐ

মারকীন জিনিস বিক্রয়।

সর্ব্ব সাধারণজনগণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে কোন ব্যক্তি অতি উত্তম এমরিকেন তামাকু ও ঘড়ি এবং পশ্চাল্লিখিত জিনিস সকল ডোমটুলির ১০ নং বাটীতে তত্ত্ব করিলে বা পত্র লিখিলে অতি সুলভ মূল্যে পাইতে পারিবেন

মারকিন তামাকু।

২ ইসটক পনফেলা		১।	পোন
৪ ঐ	কেফেনডিস	১৫	ঐ
১০ ঐ	১নং	৫৵	ঐ
১৬ ঐ	২নং	।৶	ঐ
১৮ ঐ	৩নং	।৶	ঐ
২০ ঐ	৪নং	।৶	ঐ
সেগ তামাকু		।০	বাণ্ডিল

ঘড়ি।

৮ দিনে ফিরাবে ১৪ টাকা
১ ঐ ৮ টাকা
বারসোপ ১ বাক্স ৪॥০ আনা

বিজ্ঞাপন।

আয়ুর্ব্বেদ ধৃত।

এতদ্দেশীয় সভ্য ভব্য বিদ্যোৎসাহি মহোদয়দিগের নিকট আমাদিগের নিবেদন এই যে তাঁহারা অনবরত অনুকম্পা প্রকাশ পূর্ব্বক কোন হিত সাধক পুস্তক প্রচারিত হইলে গ্রহণ করিয়া থাকেন। যাহা হউক আমরা যে পুস্তক সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হইয়াছি তাহাতে কামিনীগণের রজস্বলার নিয়ম, গর্ব্ভবতী নারীর লক্ষণ, অবলারা গর্ব্ভবতী হইলে কি রূপ অবস্থায় থাকিতে হইবে আরিষ্টটলের পুস্তকের সারাংশ অনুবাদাদি বিষয় থাকিবে সাক্ষরকারী মহাশয় দিগের প্রতি এই পুস্তকের মূল্য ।।০আনা ও বিনা সাক্ষরকারির প্রতি ১ টাকা নির্দ্ধারিত হইল।

শ্রীবলাই চাঁদ সেনস্য।

সতীরঞ্জন নাটক ও পরিণয়সিন্ধু লেখক সাং আহিরীটোলা।

গাড়ি ঘোড়া বিক্রয়।

অতি উত্তম ছয় কুকুরে দিসী গাড়ি ও সাদা টাটু ঘোড়া বড় মেহনতি ১০ নাং ৬ টা অবধি জুড়িয়া রাখিলে সমান ভাবে কর্ম্ম দেয় ইহার দাম ৩।০ টাকা উক্ত যন্ত্রালয়ে তত্ব করিলে বা পত্র লিখিলে জানিতে পারিবেন।

NOTICE

J H. Nicholson from Messrs S; Allsopp & Sons Burton upon Trent begs to inform the public that he has for Somtime past Carried on the business of Beer and Wine Taster and Bottler also Guager and prover of wines and Sperits &

Office Messrs B Smyth. & Co
New Chinabazar,

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাপন করিতেছি জন এইচ নিকেলসন সাহেব বিলাতের টেন নদীর উপর হইতে আলসপ এবং সনের নিকটহইতে বহু দিবস আসিয়াছেন, এক্ষণে তিনি বিয়ার সরাপ ও পোটার ইত্যাদি টেষ্ট পুরুফ ও সেজ এবং বটলরপ করিবার কর্ম্মে প্রবর্ত্ত হইয়াছেন যে কোন ব্যক্তি উক্ত কর্ম্ম করাইবার বাঞ্ছাকরেন তিনি দুই তিনবার কর্ম্ম করাইলে জানিতে পারিবেন আর সুলভ মূল্যেতে পাইবেন। সাং নুতন চীনেবাজার বিই স্মিত কোং আপিসে পত্র লিখিলে বা লোক পাঠাইলে দেখিতে পাইবেন।

জন এইচ নিকেলসন সাহেব।
J H Nicholson

বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা পত্রিকা

২৪ সংখ্যা।

নির্ঘণ্ট।

কলিকাতা।

বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা যন্ত্রে মুদ্রিত হইল।

সন ১২৬৫ সাল।

মূল্য ১ টাক বাৎসরিক।

বিজ্ঞাপন।

বাঙ্গলা পুস্তক।

পুস্তক		মূল্য
আরব্যোপাখ্যান	টি	১
ঐ দ্বিতীয় খণ্ড	টী	১
ঐ তৃতীয় খণ্ড	টি	১
অপূর্ব্বোপাখ্যান	বা	২
অঙ্ক পুস্তক	পু বা	১
অষ্টাদশ মহাপুরাণীর অনুক্রমণিকা	টি	॥
অজ্ঞান তিমির নাশক	পু টি	॥
আদি পুস্তক	বা	১
ইংরাজি হিতোপদেশ বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদ	বা	১
ঋতু সংহার	টি	।
ত্রিতাপ হারিণী	টি	॥
কবিতা রত্নাকর	বা	॥
কৌতুক তরঙ্গিণী	বা	॥
গৌড়ীয় ভাষার ব্যাকরণ	বা	।/০
গণিতাঙ্ক	পু বা	॥
গীতাবলি	টি	।
গঙ্গার খালের বিবরণ	টি	॥
গোলেবেকাওলী	বা	১॥
চাহার দরবেশ	বা	১
চাণক্য শ্লোক	বা	॥
জ্ঞান কিরণোদয়	পু বা	১
জ্ঞান প্রদীপ প্রথম খণ্ড	পু বা	॥০
যিহুদীয় লোকদিগের বৃত্তান্ত	টি	১
ন্যায় কৌমুদি	বা	৪
ধারাপাত	টি	৵০
নীতি কথা প্রথম ভাগ	টি	/৫
ঐ দ্বিতীয় ভাগ	টি	/১
ঐ তৃতীয় ভাগ	টি	/১৫
পদ্মাবতী হাস	বা	১
পুরুষোত্তম চন্দ্রিকা	টি	১
প্রশ্নাবলী	টি	।০
পতিতোদ্ধার	টি	১
পাঠশালার বিবরণ	টি	১
পাঁচালী	বা	॥০
পরমার্থ সংগীতসার	টি	॥০
কারমেলি বাঙ্গলা	টি	॥০
বেতালপঞ্চবিংশতি গদ্য	বা	১।০
ঐ ঐ পদ্য	টি	॥০
ব্যাকরণ বঙ্গভাষার		॥০
বর্ণমালা	বা	৵০
বাঙ্গালার ইতিহাস	বা	২
বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা পত্রিকা ১খণ্ড	টি	১
বর্ণমালা ২৪ পেজে	তা	৵০
বর্ণমালা অর্থ সংযুক্ত	টি	।০
বিধবা বিবাহ নিষেধ নং ২	টি	॥০
ব্যাকরণের উপক্রমণিকা	টি	১
ভূগোল সূত্র	পু বা	।০
ভূগোল বৃত্তান্ত	পু বা	১।০
মাজিষ্ট্রেটীয় উপদেশ	বা	৬
মহাভারত অষ্টাদশ পর্ব্ব	বা	৪
মান ভঞ্জন	পু বা	।৵
মনোহরা উপাখ্যান	বা	১
মনোতত্ত্ব সারসংগ্রহ	বা	১
মনোরঞ্জনেতিহাস	টি	/০
রামায়ণ সপ্তকাণ্ড	বা	২
রস তরঙ্গিণী	বা	১
রস মঞ্জরী	টি	১
শান্তিশতক	টি	।০
শব্দ সাধন মুক্তাবলী	বা	১॥
শিশু শিক্ষা দ্বিতীয় ভাগ	টি	৶
শ্রীমদ্ভাগবত তৃতীয়স্কন্ধ	টি	৸০
শিশু বোধক	টি	৶০
শিশু সেবধি	টি	/০
স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক	টি	৸০
শকুন্তলার উপাখ্যান	টি	।৶
স্ত্রীগণের বিদ্যাশিক্ষা বিষয়	টি	১
সর্ব্বজ্ঞ জ্ঞান মঞ্জরী	বা	॥০

বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা পত্রিকা।

৩খণ্ড।] মাসিক পত্রিকা। [২৪ সংখ্যা।

পরমেশ্বরের মহিমা।

হে ভবসিন্ধু কর্ণধার। আপনকার শ্রীপাদ পদ্মে শতং বার নমস্কার করি, হে পরাপর গুরু আপনকার এই বিশ্বকাণ্ড সন্দর্শনে কোন্ বিমূঢ় জনার হৃদয়ে আনন্দ লহরী প্রবাহিত না হইতে থাকে, আপনকার কীর্ত্তি কলাপ অবলোকন করত কে না মুক্তকণ্ঠে ভবদীয় গুণ গাণ করত হৃদয় মন্দিরকে প্রফুল্লিত না করিবে হে পরমাত্মন্ তুমি সাকার কি নিরাকার তাহা নিরূপণ করিতে কেহই সমর্থ নহে কারণ বেদেতে আপনাকে পরব্রহ্ম রূপে নিরুপণ করিয়াছে। মোহ শাস্ত্র অর্থাৎ তন্ত্রে সাকার নিরূপণ করিয়াছে। হে কৃপাসিন্ধু আর কত কাল পর্য্যন্ত আমাকে মহা মোহাগারে মায়া স্বরূপ পাশ দিয়া বদ্ধ করিয়া রাখিবে আর কত দিন এই অনিত্য জঘন্য দেহভার বহন করিবে, আর কত দিন কঠোর জঠর জ্বালা সহ্য করিতে হইবেক আর কত দিন ধনের জন্য লালায়িত হইয়া বেড়াইতে হইবে, আর কত দিন মনো মধ্যে সুখ সম্ভোগেচ্ছা প্রবল থাকিবে, আর কত দিন আমিং করিয়া কাল ক্ষেপন করিব। হে নিত্য নির্ব্বিশেষ নিরাকার সনাতন। আপনি সর্ব্ব ব্যাপি সর্ব্ব শক্তিমান সর্ব্বত্রগামি আপনকার শক্তির অতীত কোন কর্ম্মেই কাহার নয়ন পথের পথিক হয় নাই আপনি বানরকে নর নরকে বানর, খেচরকে ভূচর ভূচরকে খেচর করিতে পারেন।

পয়ার।

একমাত্র সর্ব্বসার পতিত পাবন।
নিত্য নিরাময় যেই জীবের জীবন।।
পূর্ণব্রহ্ম বলি যাঁরে বর্ণে বেদমতে।
পুরুষ বলিয়া যারে কহে শাঙ্খ্যমতে।।
তন্ত্রাদিমতেতে যারে কহেন সাকার।
ন্যায় পাতঞ্জল কহে পুরুষ আকার।।
ভ্রমেতে মজিয়া জীব কহে নানামত।
বিষ্ণু নাম লয়ে কেহ জপে অবিরত।।
কেহবলেদুর্গা কালী কেহ বলেশিব।
কেহ বলে কৃষ্ণনামে ঘুচিবে অশিব।।
কি রূপে বর্ণিব আমি ভাবিয়ানাপাই।
কিবলিব কি করিব কারেবা সুধাই।।
মোহেতে ঘেরেছেসব কিকহিবআর।
আমিরব করে সদা একি চমৎকার।।
পদ্য গদ্য বর্ণি প্রভু শক্তিমোর নাই।
পাছে অপরাধিহই ভাবিতেছি তাই।
আসিছে মহিষধ্বজ করি ঘোর বেশ।
বুঝি এর হাতে প্রভু প্রাণ হয় শেষ।।

নাটুয়ার বেশধরি করিতেছে নাট।
ভবহাট মধ্যে ফিরে করি কত ঠাট॥
নিষ্ঠা হয়ে মন আমার হরি কর সার।
একমেবা দ্বিতীয়ম্ ভাব অনিবার॥
কোথা বিশ্ব সনাতন সর্ব্ব অধিপতি।
হরনাথ শীঘ্র করি মনের দুর্গতি॥
শীঘ্র করে দয়াজল করহ বর্ষণ।
শত্রুপক্ষ আছে যত হউক পতন॥
তা নহিলে এ সংসার হয় ছারখার।
দীন হীন যত মোরা করি হাহাকার॥

বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা পত্রিকা।

স্বর্গীয় মহাত্মা ৺ প্রাপ্ত বাবু নিমাই চরণ মল্লিক মহাশয় স্বীয় স্বর্গোদ্দেশে ধর্ম্ম কর্ম্মে ব্যয় করণ নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট হস্তে যে অর্থ রাখিয়া গিয়াছিলেন তাহা সুবিবেচক গবর্ণমেণ্ট বহু বাদানুবাদের পর তাঁহার ধার্ম্মিক পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু রাম মোহন মল্লিকের হস্তে ধর্ম্ম কর্ম্মে ব্যয় জন্য প্রদান করিলেপর প্রোক্ত পুণ্যশীল বাবু পিতৃ স্বর্গোদ্দেশে যে রূপ সমারোহে বহু ব্যয় স্বীকার পূর্ব্বক শ্রীশ্রীমদ্‌ভাগবৎ ও শ্রীশ্রীমহাভারত পাঠ করাইয়াছেন তাহা সাধারণের অবিদিত নাই, সকল সমাচার পত্রেই তদ্বিষয়ক যশো বর্ণিত হইয়াছে, সম্প্রতি শ্রীশ্রীরামায়ণ পাঠ ও তদ্রূপ সমারোহে সম্পন্ন হইল, ইহার পাঠক ধারক শ্রোতা সদশ্য ঋষি ও প্রভু সন্তানেরা ব্যক্তি ভেদে স্বর্ণ বলয় স্বর্ণাঙ্গুরী স্বর্ণমালা রুপ্যময় চৌকী রুপ্য কোশা কুশী পট্টবস্ত্র প্রভৃতি বিবিধ মূল্যবান দ্রব্য পাইয়াছেন, যতদিন রামায়ণ পাঠ হইয়াছিল, তাহার প্রতি দিন শতং ব্রাহ্মণ ও প্রভু সন্তানেরা চব্য চোষ্য লেহ্যপেয় চতুর্ধা আহারে পরিতৃপ্ত হইয়াছেন সহস্রং দীন দুঃখী লোক ভোজ্য দ্রব্য প্রাপ্তে দাতা বাবুকে আশী রাশি বিতরণ করিয়াছে, পাঠ সমাপন দিনে উদ্যমদাতা বাবু বহু শত ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া বহু সহস্র কাঙ্গালীক প্রত্যেক ।৹আনা দান করিয়াছেন, এই কর্ম্ম সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর সম্পন্ন হইয়াছে, কোন অংশে অসৌষ্টব হয় নাই, এই কর্ম্মকেই মল্লিক গোষ্ঠির শেষ কর্ম্ম বলিতে হইবেক অতঃপর কেহ ধর্ম্ম কর্ম্মে এতদপেক্ষা অধিক ব্যয় করিয়া যশো ভাজন হইবেন এমত বিশ্বাস হয় না। এক্ষণে ঘাট প্রতিষ্ঠা হইলেই মৃত মহাত্মা নিমাই চরণ বাবুর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় আমরা অনুমান করি উদ্যম দাতা শ্রীযুত রাম মোহন বাবু শেষ কর্ম্মে অধিক যশোভাজন হইবেন সন্দেহ নাই, ধর্ম্ম কর্ম্মে তাঁহার যে রূপ অচলা ভক্তি ও দৃঢ় আস্থা, বর্ত্তমান সময় তত্তুল্য দ্বিতীয় ব্যক্তি বিরল, তাঁহাকেই মল্লিক গোষ্ঠির চূড়া বলিতে হইবেক, ধর্ম্ম পথে তাঁহার যেমন রতি গতি আছে জগদীশ্বর তাঁহাকে

ও তদ্রূপ ধন মান পুত্র পৌত্রাদি সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ ও সুখী করিয়াছেন।

রথযাত্রা।

কংশের শুনিয়া আজ্ঞা অক্রূর তখন।
উত্তরিল আসি যথা সুখ বৃন্দাবন॥
কৃষ্ণেরে লইয়া তবে উঠিলেন রথে।
অবোধগোপেরবালা রোধকরেপথে॥
রথোপরি কালাকেহেরিয়া গোপীগণ।
অক্রূরে আক্রোশকরি বলে ততক্ষণ॥
শুনরে অক্রূর তোরে করিরে বারণ
কৃষ্ণেরে লইয়া তুমি করোনা গমন॥
অবলা সরলা জনে মেরোনাহ।
কৃষ্ণপ্রাণা রাধিকারে মেরোনাহ॥
বৃকভানুসুতা দেখ রাধে ব্রজেশ্বরী।
ধরায় লোটায় অঙ্গ আমরিহ॥
কৃষ্ণযার মনহয় কৃষ্ণযার প্রাণ।
কৃষ্ণমান অপমান কৃষ্ণযার ধ্যান॥
কৃষ্ণের বিচ্ছেদে যার পলকে প্রলয়।
তার প্রাণে কভু কি বিরহ জ্বালাসয়॥
আমরা কুলের নারী গোপের যুবতী।
কৃষ্ণপ্রেমে প্রেমাধীন কৃষ্ণমতি গতি॥
বধিপ্রাণে কোন খানে কৃষ্ণলয়ে যাও।
রথ হতে শীঘ্রকরে নামাওহ॥
নহিলে নিকট তব ত্যজিব জীবন।
নহিলে কৃষ্ণের সঙ্গে করিব গমন॥
বৈষ্ণব বলহ তুমি সকলো কছে।
নরাধম পাষণ্ড কে তব সম আছে॥
ধিক্‌রে অক্রূর তোরে কিকব অধিক।
ধিকতোর হরিনামে তোরে শত ধিক॥
এতেক বলিয়া যত গোপের রমণী।
কৃষ্ণপ্রতি কান্দি কহে সকলে তখনি॥
ওহে দীন দয়াময় হওনা নির্দ্দয়।
গোপীদেরপ্রতি শীঘ্র হও হে সদয়॥
শুনিয়া তাদের কথা কহেন উত্তর।
আপনার বাসস্থানে চলহ সত্বর।
দিন দুই চারি থেকে হেথায় আসিব।
সকলের মনো বাঞ্ছা শীঘ্র পূরাইব॥
শুনিয়া নাথের কথা যত গোপীগণ।
আপনার গৃহে সবে করিল গমন॥

সতীরঞ্জন নাটক।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের শেষ।

রাজকুমার বন্ধুর প্রমুখাৎ সেই ভুবন মোহিনী গজেন্দ্রগামিনীর রূপ গুণ শ্রবণ করত একবারে দুঃসহ বিরহ বেদনায় অধীর হইয়া শাস্ত্রালাপ রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা পরিত্যাগ করিয়া নিভৃত স্থানে কেবল অহর্নিশি সেই ভাবিনীর রূপ গুণ স্মরণে কালক্ষেপন করিতে লাগিলেন।

বন্ধুমুখে শুনি রূপ গুণের বাখান।
রাজকুমারের হলো ব্যাকুল পরাণ॥

তাহার বন্ধু রাজকুমারের ঈদৃশি দশা ঈক্ষণ করত অত্যন্ত বিষাদ প্রকাশ করিয়া কহিতে লাগিলেন।

ধন ব্যয় করি যদি হও সচেষ্টিত।
অথবা কুট্টনী তথা কর নিয়োজিত॥
নতুবা সেখানে তুমি করহ গমন।
তোমারে বলিনু ভাই সার বিবরণ॥

রাজকুমার বন্ধু মুখে এতাদৃশ অমৃতাভিষিক্ত বচন শ্রবণ করত অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া আপনার গলদেশ হইতে কপোত ডিম্ব সম গজমতি হার খুলিয়া প্রদান করিলেন।

এতেক বচন শুনি কহে সেইক্ষণ।
বুদ্ধে বৃহস্পতি তুমি মন্ত্রীতে সুজন ॥
বলিয়া এসব কথা ভূপতি নন্দন।
খুলিয়া গলার হার করিল অর্পণ ॥
এখন আমার মন প্রবোধ না হয়।
মোরে নিয়া চল সেইস্থানে প্রিয়ারয় ॥

ব। ত্বরায় তোমায় তাহার সঙ্গে মিলাব, উত্তলার কর্ম্ম নয়।

দ্বিতীয় কল্প।

(অনন্তর উভয়ের সেই সুন্দরীর রাজ্যে গমন ও তথায় এক প্রসিদ্ধ কুটনীর নিকট গমন এবং তাহার বাড়ীতে বাসা নিরূপণ।)

মেনকা তাহার নাম সে অতি প্রবীণা।
বৃদ্ধকালে তার ভাব যেমন নবীনা ॥
আছিল সুন্দর তনু কটি ক্ষীণ অতি।
নিতম্বের ভরে ছিল মৃদু মন্দ গতি ॥
লম্ববান পয়োধর ওষ্টাধরে মিশি।
কতই টমক যেন যুবতী ষোড়শী ॥
খঞ্জন গঞ্জন আঁখি অঞ্জনে ভূষিত।
চাঁপাফুলে খোঁপা পুর্ণ দখিতেশোভিত
হাবভাব লাবন্য আশ্চর্য্য অতিশয়।
সুখের যৌবন যেন ফিরে এলে হয়।
কহিতেছে মেনকারে রাজার নন্দন।
না হেরে শশির নারী সংশয় জীবন ॥
ঘটক হইয়া যদি ঘটাইয়া দেও।
মনোমত দিব ধন আর কিনে নেও ॥
কহ দেখি ভূপতির সব সমাচার।
কি রূপে নারীর সহ হয় ব্যবহার ॥

মে। অতিশয় গুণযুত সুন্দর সুরূপ।
কিন্তু যেলম্পট পতি আপনি যেভূপ ॥
বালিসেআলিসরেখে পোহায় রজনী।
রাজা রাণী বিবরণ শুনিলে আপনি ॥
দেখিতে রাণীরে হয় অতি রূপবতী।
ইন্দ্রের ইন্দ্রানী যেন গুণে গুণবতী ॥

(তৎপর সকলের প্রস্থান ও রাণীর নিকট মেনকার গমন ও তাহার সহিত কথোপ কথন।)

গজেন্দ্র গামিনী, মেনকা রূপিণী
প্রভাতে গেল তথায়।
একা আছে ধনী, নাহিক সঙ্গিনী
বিরলে পাইয়া তায় ॥
কহিছে সে ধনী, ও বিধু বদনী
সত্য বলি তব কাছে।
তোমার কারণ, রাজার নন্দন
প্রাণে বাঁচে কি না বাঁচে ॥
ছাতের উপরে, সে বুঝি তোমারে
কোন দিন দেখেছিল।
পাগলের প্রায়, হইয়া আমায়
তেই পাঠাইয়া দিল।
শুনলো সুন্দরী, যদি কৃপা করি
তাহারে হও সদয়।
যে ধন চাহিবে, তাহাই সে দিবে
তাহারে হও সদয় ॥
যৌবন রবেনা, শুনলো ললনা
উচ্চ কুচ হবে নত।
সময়েতে সুখ, অসময়ে দুখ
দেখিলাম কত শত ॥
যে তোমার পতি, ওলো রসবতী
সে তোমারে নাহি চায়।
তাইবলি ধনী, শুন চন্দ্রাননী
মিলাব তোমারে তায় ॥
কিসের লাগিয়া, বিরহে দহিয়া

আছ তুমি এতক্ষণ।
ভজহ তাহায়, মিলাব তোমায়
সুখে রবে সদা মন ॥
অবন্তীনগর, স্থান মনে হর
সেই ভূপের নন্দন।
শুনলো যুবতী, করি এই নতি
ভজ তাহারে এখন ॥
রসিক নাগর, গুণের সাগর
রমণী মন রঞ্জন।
তার মুখ শশি, হেরে শশি মসি
সে হয় অতি সুজন ॥
র। বিচ্ছেদ যাতনা, প্রাণেতে সহেনা
কি আর কহিব দুখ॥
পতির যে গুণ, বিরহেতে খুন
বলিতে বিদরে বুক॥
তুমিগো হিতাষি, আমি তারদাসী
তোমার ন্যায় যে জন।
তাহার সঙ্গেতে, প্রেম তরঙ্গেতে
করিব আমি মিলন॥
আমি কুলবতী, তাহে যে যুবতী
পলকে প্রলয় গণি।
দেখাও তাহায়, ধরি তব পায়
কেমন সে গুণমণি॥
শুনে গুণ রূপ, প্রেম সিন্ধু কূপ।
উথলি তাহে উঠিল।
যথায় সে জন, ভুবন মোহন
মন গমন করিল ॥
বিহনে তাহার, প্রাণে বাঁচা ভার
তোমারে কি কব আর।
আজ দিবসেতে, তাহার সঙ্গেতে
দেখাতে কি তারে পার॥
কি হলো আমায়, বুঝি প্রাণ যায়
বিনে প্রেম আলিঙ্গন।
করি প্রণিপাত, মিলাও সে নাথ
সদা দহিছে জীবন॥

ধনের বিষয়।

হায়২ কোথায় রহিলে দয়াময়।
ভবপাশে ধনআশে জীবন সংশয়॥
নির্দ্ধন নিধন প্রায় করিয়াছে প্রাণে।
ধনের যাতনা আর সহেনাকোপ্রাণে॥
ঘরে পরে অপমান লাঞ্ছনা গঞ্জনা।
নারিকেল বাজে বক্ষে যেমন ঝনঝনা॥
অনাদর করে সবে দরিদ্র দেখিয়া।
নির্ধনে জননী অন্ন না দেন ডাকিয়া॥
আত্মগণ বন্ধুজন না করে সন্তোষ।
খোয়ালেম সবকাল হয়ে অন্নদাস॥
হায় ধন কোথা ধন কিসে ধন হবে।
ধন২ করে সারা হইলাম ভবে॥
তথাপি ধনেরমন পাওয়া হলো ভার।
ধনের যাতনা প্রাণে কত সবে আর॥
ধনের কারণে ধনীদের কাছে গিয়ে।
কতস্তুতি করিয়াছি মিনতি করিয়ে॥
ধন হেতু কত দেশ করেছি ভ্রমণ।
ধন হেতু ভ্রমিয়াছি বিপিন বিজন॥
ধন হেতু কত কষ্ট সহিয়াছি প্রাণে।
ধন হেতু গমন করেছি কত স্থানে॥
ধন হেতু দাম্ভিকের যোগাইছি মন।
ধন হেতু সহিয়ছি কত কুবচন॥
ধন হেতু করিয়াছি কত আগমনে।
ধন হেতু পূজা করিয়াছি কত জনে॥
ধন হেতু মন্ত্রণা করেছি কত স্থির।
ধন হেতু নেত্রে কত বহিয়াছে নীর॥
তথাপি ধনের মন পাওয়া হলো ভার।
ধনের যাতনা প্রাণেসহেনাকো আর॥

শৈশবকাল।

আয়রে শৈশবকাল কোলেকরি আয়
এমন সময় তুমি রহিলে কোথায়॥
তোমার সহিত আর হইবেনা দেখা।
তোমারবিহনেআমিহয়েআছি ভেকা॥
মহাসুখে কাটাতেম দিবস রজনী।
মধুবাক্যে তুষিতাম জনক জননী॥
মনে করিতাম আমি এরূপে যাইবে।
ক্ষুধিত হইলে মাতা ডাকি অন্ন দিবে॥
যাদুমণি বলি মোরে ডাকিতেন মাতা।
এখন সে সব সুখ হরিলেন ধাতা॥
আয়রে শৈশবকাল কোলেকরি আয়।
এমন সময় তুমি রহিলে কোথায়॥

মনোসুখে খেলিতাম সঙ্গিদের সনে
লেখার পড়ার দুঃখ না আসিতমনে॥
বারণ করিলে মোরে নাহি শুনিতাম।
মহানন্দে সদা সুখে কাল হরিতাম॥
বিদ্যালয় বোধ হতো যেন যমালয়।
তার জন্য মম দুঃখ শেষ নাহি হয়॥
শৈশবকালেতে যদিবিদ্যা শিখিতাম।
শিক্ষকেরপ্রতি যদি ভক্তি করিতাম॥
মা বাপের উপদেশ শুনিলে শ্রবণে।
তা হলে সতত সুখ পাইতাম মনে॥
আয়রে শৈশবকাল কোলেকরি আয়
এমন সময় তুমি রহিলে কোথায়॥

আইল যৌবনকাল জ্বলন্ত আগুণ।
যুবতী বিহীন হয়ে হইতেছি খুন॥
ধনআশে সদা মন হতেছে ব্যাকুল।
ভেবেনাহি পাই আমি একুল ওকুল॥
নাহি সুখ এসংসারে হইলে নির্ধন।
কাছে গেলে দূর ছাই কিকরি তখন॥
পিতা মাতা ভাই বন্ধু সদা ঘৃণাকরে।
ভাবিয়া কিছুইআমি নাপাই অন্তরে॥
আগেতে যেজন ডাকি দিতেন ওদন।
হতভাগা বলি ঘৃণা করে সেইজন॥
আয়রে শৈশবকাল কোলেকরি আয়।
এমন সময় তুমি রহিলে কোথায়॥

আইনের মুসাবিদা।

[ক্ষেপার সম্পত্তির কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য কোর্ট কোন২ ক্ষমতা দিতে পারিবেন।)

৭ ধারা। ক্ষেপা লোকের ও তাহার সম্পত্তির কমিটি নিযুক্ত করিবার সময়ে, ঐ সম্পত্তি স্থাবর কি অস্থাবর বুঝিয়া সরবরাহ করিবার জন্যে যাহার জিম্মায় দেওয়া যায় তাহার যে ক্ষমতা থাকা ঐ কোর্ট আবশ্যক ও উচিত বোধ করেন সেই ক্ষমতা হয়, এমত আজ্ঞা ঐ নিযুক্ত করিবার আজ্ঞা পত্রে কিম্বা তাহার পর অন্য কোন আজ্ঞা পত্র করিয়া, করিতে পারেন। কিন্তু সেই সম্পত্তি কি তাহার কোন অংশ বিক্রয় করিবার কি বন্দক রাখিবার কিম্বা তিন বৎসরের অধিক মিয়াদে কোন স্থাবর সম্পত্তির পাট্টা দিবার তাঁহার ক্ষমতা থাকিবেক না ইতি।

(সম্পত্তির সরবরাহ কি নীলাম প্রভৃতি করিবার প্রস্তাব মাস্টর সাহেব গ্রাহ্য করিতে পারিবেন।)

৮ধারা। ইহার পূর্ব্বের ধারামতে ক্ষেপা লোকের সম্পত্তির কমিটিকে হুকুম হইয়া যাহা নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা দেওয়া যায় নাই এমত কোন কথার প্রস্তাব হইলে, ঐ কোর্টের মাষ্টর সাহেব কোর্ট হইতে বিশেষ হুকুম না পাইয়া সেই প্রস্তাব গ্রাহ্য করিতে পারিবেন, ও ক্ষেপা লোকের সম্পত্তির সরবরাহ করিবার কার্য্য সম্পর্কের কোন কথার তদারক করিতে পারিবেন। আরো সেই মাষ্টর সাহেব কোর্ট হইতে বিশেষ হুকুম না পাইয়াও ঐ সম্পত্তি কিম্বা তাহার কোন অংশ বিক্রয় করিবার, কি বন্দক রাখিবার, কিম্বা তিন বৎসরের অধিক মিয়াদে কোন স্থাবর সম্পত্তির পাট্টা দিবার কোন প্রস্তাব গ্রাহ্য করিতে ও তাহার তদারক করিতে পারিবেন ইতি।

মাষ্টর সাহেবের রিপোর্টের উপর কোর্ট হুকুম করিবেন।

৯ধারা। মাষ্টর সাহেব ঐ প্রস্তাব মতে যাহা করেন তাহার রিপোর্ট কোর্টে করিবেন। ও কোর্ট এই আইনের বিধান মতে ঐ রিপোর্টের উপর ও বিষয় বুঝিয়া খরচার যে হুকুম ন্যায্য জ্ঞান হয় এমত হুকুম করিবেন ইতি।

(কোন তদারক হইবার সময়ে যাহার হাজির হইবার খরচ সম্পত্তি হইতে দেওয়া যাইবেক, এই কথা মাষ্টর সাহেব নির্দ্ধার্য্য করিবেন।)

১০ ধারা কোন ক্ষেপা লোকের সম্পত্তির কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার সম্পর্কীয় কোন বিচারাদি হইবার সময়ে, মাষ্টর সাহেবের নিকটে ঐ লোকের কোন এক কি অধিক জন কুটুম্বের কি জ্ঞাতির হাজির হইবার খরচ সম্পত্তি হইতে দিতে হইবেক ও কোন কাহার সেইরূপে হাজির হইতে হইলে তাহারদের কত জন ও কে২ হাজির হইবেক এইং কথা ঐ কোর্ট কিম্বা মাষ্টর সাহেব কোন লোকের ক্ষিপ্ত হইবার কালে এক বার নির্দ্ধার্য্য করিবেন। ও তাহার পরে সময়ে২ করিতে পারিবেন ইতি।

প্রেরিত পত্র।

শ্রীল শ্রীযুত বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা
পত্রিকা সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু।

মুক্তি বিষয়।

একদা ধনের আশে হইয়া ব্যাকুল।
ভেবেনাহি পাই আমি একুল ওকুল।
ভাবিতে২ নিদ্রা আসি উপনীত।
নিদ্রায় অবশ হয়ে নাহিক সম্বিৎ॥
হেনকালে হেরি এক অপূর্ব্ব স্বপন।
যেন কোন নারী আসি কহিছে বচন।
শুন২ ওহে নর হিত বাক্য সার।
বৃথা তুমি কেন কর আমার২॥
এ সকল যত দেখ সকলি অসার।
একজন মাত্র হন বিশ্ব মূলাধার॥
পঞ্চভূতে তব দেহ হয়েছে নির্ম্মিত।
চরমেতে পঞ্চ পঞ্চে হইবে মিশ্রিত॥

ধনং করি কেন হতেছ অস্থির।
ভাবহ পরম ধন মন করি স্থির॥
শুনিয়া তাহার আমি মধুর বচন।
কহিলাম কহ মাতা তুমি কোনজন॥
শুনিয়া আমার বাক্য কহেন তখন।
মুক্তি মোর নাম হয় শুন অভাজন॥
হেরিয়া তোমার দুঃখ হয়েছি দুঃখিত।
তোরেজ্ঞ নদিতে আমি এসেছি ত্বরিত॥
এখন যেদেখিতেছি কলিকাল ঘোর।
কেহনা আদর করি নাম লয় মোর॥
ধন্যং কলি তোরে বলিহারি যাই।
সকলেপাপিষ্ঠ হলোভাবিতেছিতাই॥
মা বাপেরপ্রতি কেহ ভক্তি নাকরিবে।
দানলয়ে বিপ্রগণ পতিত হইবে॥
নারী বশীভূত হয়ে সকলে রহিবে।
দেবতা ব্রাহ্মণআদি কেহ নামানিবে॥
তাইবলি ওহে নর স্থির কর মন।
ভাব সদা মনেং সেই মহাধন॥
এতবলি সেই ধনী করিল গমন।
ভাঙ্গিল ঘুমের ঘোর ঘুচিল স্বপন॥

মান্যবর শ্রীযুক্ত বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা পত্রিকা সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

স্বপ্ন বিবরণ।

একদা যামিনী শেষে হেরিনু স্বপন।
যেন কোন বিধুমুখী করে আলিঙ্গন॥
হেরিয়া তাহার রূপ ব্যাকুল পরাণ।
সর্ব্বদা তাহার ধ্যানে হই ম্রিয়মাণ॥
হাসিং পদ্মমুখী আসি মোর কাছে।
বলেপ্রাণ বিচ্ছেদ হানিয়া যাও পাছে॥
পুরুষ নিষ্ঠুর অতি কঠিন জীবন।
ফেলিয়া বিচ্ছেদ নীরে করেপলায়ন।
রমণী নাহিক কভুজানে ছলা কলা।
পুরুষ ভুলায় তারে করি কত ছলা॥
রসিক পাইলেমন করি যে অর্পণ।
হই হে তাহার যেন সাধনের ধন॥
এমন প্রেমিকজনা মেলা অতিভার।
হৃদয় ভাণ্ডারে প্রেম পরিপূর্ণ যার॥
লম্পট পুরুষ সব জানেনা পিরীতি।
অবিশ্বাসী স্নেহ হীন একেমন রীতি॥
এমন প্রেমিকজন মেলা অতিভার।
হৃদয় ভাণ্ডারে প্রেম পরিপূর্ণ যার॥
দেখং স্মরবাণ হানে অনিবার।
ধৈর্য্যধনে শূন্য করে হৃদয় ভাণ্ডার॥
মলয় দলন করে স্বীয় বাহুবলে।
শশধরে হেরে প্রাণ শত গুণ জ্বলে॥
তাইবলি প্রিয়বর শুনহ বচন।
বিচ্ছেদেরে দূর করে দেহ প্রাণ ধন॥
এতবলি সেই ধনী করিল গমন।
তারে না হেরিয়া সদা হতেছিদাহন॥
তার জন্য সদা মন হতেছে ব্যাকুল।
তার জন্য সদা মোর হয় স্থূলে ভুল॥
দিনং তনু ক্ষীণ সে ধনীর ধ্যানে।
বিচ্ছেদ যাতনা আর নাহিসহেপ্রাণে॥
কেবলে রমণী জাতি অবলা সরলা।
ত্রিভুবন জয় করে হইয়া প্রবলা॥
সাপিনীপাপিনী নারীব্যাধ স্বরূপিণী।
তথাপিহেরিতেতারেজগত মোহিনী॥
নারী লোভে দশানন গেলছারখার।
বিন্দঅনুবিন্দ দোঁহে গেল যমাগার॥
হেরিয়া নারীর রূপ পাগল মহেশ।
আপনারপ্রাণ চাহেত্যজিবারেশেষ॥
মুখেতে মধুর বাক্য করে বরিষণ।
ভয়ঙ্কর হলা হলে পরিপূর্ণ মন॥

তাইবলি প্রিয়গণ স্থির কর মন।
নারীদের প্রেমে কভু হয়োনা মগন ॥
আমার মতন ভাব নাধর কখন।
ঠেকেশিখে বলিলাম নিজ বিবরণ ॥
সম্পাদক মহাশয় কি বলিব আর।
সে নারীরে দিতে বল হৃদয় ভাণ্ডার।

ভবদীয় নিতান্তানুগত।
শ্রীদয়ালচাঁদ সেনস্য।
হিন্দুস্কুলের ছাত্র।

বিজ্ঞবর ও বিদ্যোৎসাহী শ্রীযুত বঙ্গ
বিদ্যা প্রকাশিকা পত্রিকা প্রকাশক
মহাশয় মহা মহিমার্ণবেষু।

যথা বিহিত বিপুল বিনয় পুরঃসর নিবেদন মিদং।

হে সম্পাদক সদাশয় আপনি অনুকম্পা প্রকাশ পুর্ব্বক নিম্নস্থ কতিপয় গদ্যাবলী সংশোধন করিয়া পত্রোপান্তে স্থান দানে বাধিত করিবেন৷ পরন্তু আপনি এই রচনা খানি গুপ্ত রাখিলে আমরা অতিশয় দুঃখিত হইব।

কোন শুক্রবাসরীয় দৈনিক সংবাদ পত্রে" অহং চোরের উপর দাগাদার,, ইতি স্বাক্ষরিত যে এক কুরচিত প্রেরিত পত্র অভ্যুদয় হইয়াছে তাহা আমরা পাঠ পূর্ব্বক অতিশয় কুতূহলাবিষ্ট হইলাম। রচনা তস্কর অবশ্য মন্দ ব্যক্তি সংশয় মাত্রনাই। যাহা হউক, পত্র প্রেরকের রচনা প্রণালী দৃষ্টে পণ্ডিতবর্গ হাস্য সম্বরণ করিতে পারেন না। তাহার প্রবন্ধের স্থানে২ ভাবের অসংলগ্নতা ব্যবহার ও ইতর ভাষায় ভাষিত হইবায় আমরা তাহাকে অম্লানাননে ইতর বাচ্য করিলাম। অনুমান করি, গুণজ্ঞ বিজ্ঞ পাঠক মহোদয়গণ তাহার লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিলে অস্মদাদির ন্যায্য মতের পোষকতা সাধন করিবেন সন্দেহ কি। পত্র প্রেরকের গদ্য রচনা যেন সদ্যঃ চোনা। সেই দৈনিক সংবাদ পত্রের পাঠক মহাশয় গণের সদ্গুণ সদৃশ নির্ম্মল দুগ্ধে পত্র লেখকের গদ্য রচনা রূপ এক বিন্দু গোমূত্র পতিত হইয়া কি পর্য্যন্ত অনিষ্টকর হইয়াছে তাহা বর্ণনে বর্ণময়ী দেবী বিবর্ণা ও অদৃশ্যা হয়েন। অপিচ তিনি সংস্কৃত পদে ইতর ভাষার শব্দ বিন্যাস পূর্ব্বক স্বাক্ষর করিয়াছেন। ইহাতে স্পষ্ট রূপেই প্রতীয়মান হইতেছে যে তাহার বিদ্যা বুদ্ধি তথৈবচ হইবেক। অতএব এতাদৃশ লেখকের অগাধ বিদ্যার প্রতি নমস্কার করি অলমিতি বিস্তরেণ।

কলিকাতা প্রবাসী বিপ্রজনানাং।

আমরা "কলিকাতা প্রবাসী বিপ্রজনানাং,, মহাশয়দিগের বিরচিত বিষয় সংশোধন পূর্ব্বক প্রকাশ করিলাম। পত্র প্রেরক মহোদয়গণের লিখিত প্রবন্ধ মধ্যে কোন বিশেষ ইতর ভাব থাকিবায় আমরা তাহা অগত্যা পরিত্যাগ করিয়াছি ফলতঃ তাঁহারা এই সংশোধিত প্রবন্ধ পাঠ করিলে জানিতে পারিবেন যে

কোন্২ অংশ শোধিত হইয়াছে। সে যাহা হউক, বিপ্র মহাশয়েরা চোরের উপর দাগাদারের পত্রের কোন উত্তর না দিয়া কেবল লেখার দোষ ধরিয়াছেন ইহকি বিবেচনার কার্য্য? অগ্রে আপনার দোষ অপনয়ন, পশ্চাৎ অন্যের দোষ গ্রহণ করা সাধু সম্মত ব্যবহার, তাঁহারা আপনাদের গুরুতর দোষের প্রত্যখ্যান ব্যতিরেকে আলত পালত লেখাতে কেবল তাঁহাদের বালকত্ব প্রকাশ পাইয়াছে।

বং বিং প্রং সং।

নীতি কুসুমাবলী।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের শেষ।

১৫১। এক মনুষ্যের সহস্র সহস্র আলাপী থাকিতে পারে তথাচ তন্মধ্যে তাহার এক প্রকৃত বান্ধব প্রাপ্ত হওয়া দুষ্কর।

১৫২। অভ্যাস ও চালনা শক্তি ব্যতীত উৎকৃষ্টতর গুণ সকল তিরোহিত হয়।

১৫৩। মৎস্য ধরিলে কর্দ্দমাবৃত হইতে হয়।

১৫৪। আলস্যে বুদ্ধি বৃত্তি তেজস্বিনী হয় না।

১৫৫। যৌবন সময়ে বিপুল জ্ঞানার্জ্জন করিলে সত্য সম্পদ লাভ করা যায়।

১৫৬। কুতর্ক করিতে সতত পরাঙ্মুখ হইবে।

১৫৭। পরানিষ্ট সাধিলে সুখের লেশ মাত্র থাকে না।

১৫৮। যিনি অনবরত বন্ধু পরিবর্ত্তন করেন তিনি যথার্থ মৈত্র সুখ ভোগে বঞ্চিৎ হয়েন।

১৫৯। যখন আমরা গুপ্তভাবে কোন অন্যায় কর্ম্ম নির্ব্বাহ করি তখন আমরা অন্যের ভৎসনা হইতে অন্তর হই। কিন্তু মনের তিরস্কার কোন ক্রমেই পরিত্যাগ করিতে পারি না।

১৬০। আত্ম পক্ষপাতিতায় আত্ম দোষ সকল সর্ব্বদা গোপনীয় থাকে।

১৬১। অন্যের দোষচয় স্পষ্টরূপে দৃশ্যমান হয়।

১৬২। পাপ কর্ম্ম কলাপে অত্যল্প সুখ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

১৬৩। ধর্ম্ম কার্য্যব্যূহে অস্মদাদির জীবন চির সুখী হইতে পারে।

১৬৪। অনুরাগ দূরবর্ত্তী সুখ সকলকে নানা বিচিত্র বর্ণে সুশোভিত করে। কিন্তু ভোগ্য ভোগ তাহারদিগের সৌন্দর্য্য অনবরত অপহরণ করে।

১৬৫। পরিমিতাচরণ ব্যতীত কেহ ধনী হইতে পারে না।

১৬৬। বিপদ সময়ে ধৈর্য্যাবলম্বন করিও।

১৬৭ মৃত্যু গ্রাসে সকলেই পতিত হইবেক।

১৬৮। শারীরিক পীড়া হইলে মন পর্য্যন্ত বিকল হয়। [কর।

১৬৯। ধীর ও নম্র হইতে চেষ্টা

১৭০। নিজ ত্রুটি সকল চিন্তনে বিস্মৃত হইও না।

১৭১। পরিমিতব্যয়চারীরা কুচিৎ দৈন্য দশাগ্রস্ত হয়েন।

মহাভারত।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের শেষ।

দেবতাদিগের সহিত গরুড়ের যুদ্ধ।

অমরবৃন্দ পুনরায় আসিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিবায় গরুড় মহা ক্রুদ্ধ হইয়া নখাঘাত পক্ষাঘাত ও চঞ্চ্বাঘাতে দেবগণকে ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ করিয়া দিল দেবতারা পুঃনঃ পলায়ন করেন ও পুনঃ২ আসিয়া যুদ্ধারম্ভ করেন, এই রূপে বহুক্ষণ সমর করণান্তে আর যুদ্ধ বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া দিগ্ বিদিগে পলায়ন করিলেন। বিনতা নন্দন তৎক্ষণাৎ চন্দ্রলোকে উপস্থিত হইয়া দেখেন চন্দ্র মণ্ডলের চতুর্দ্দিগে প্রলয়াগ্নি জ্বলিতেছে অনল দর্শনে কামরূপী বিহঙ্গম সুবর্ণ শরীর হইয়া অনল পার হইয়া দৃষ্টি করিলেন তীক্ষ্ন ধার চক্র চন্দ্রের চতুর্দ্দিগে অবিশ্রান্ত ভ্রমণ করিতেছে, চক্র দর্শনে গরুড় অতি সূক্ষ্ম শরীর ধারণ পুর্ব্বক চক্র মধ্য গত রন্ধ্র দ্বারা চন্দ্রপুরে প্রবিষ্ট হইলেন এবং উদর পূর্ণ সুধা পানান্তে সুধা ভাণ্ড পক্ষ মধ্যে লইয়া পূর্ব্বমতে বাহির হইলেন, নারায়ণ গরুড়ের পরাক্রম পরীক্ষার্থে চক্রহস্তে উপস্থিত হইয়া পক্ষিরাজের সহিত সমরারম্ভ করিলেন, বহুক্ষণ সমর পরে ভগবান গরুড়ের প্রতিসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বরদিতে চাহিলেন, বৈনতেয় কহিলেন, হে প্রভো যদি আমারপ্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন তবে আমাকে এই বর প্রদান করুন যে আমি সর্ব্বদা আপনা অপেক্ষা উচ্চে বসিব ও অজর অমর এবং ত্রিসংসারে অজেয় হইব, বিষ্ণু কহিলেন তথাস্তু, তুমি সর্ব্বদা আমার রথধ্বজের উপর উপবিষ্ট থাকিবে। বিনতা নন্দন বর প্রাপ্তে সন্তুষ্ট হইয়া কহিল ভগবান, আপনি আমাকে বর দানে যেমত সন্তুষ্ট করিলেন আমি ও তদ্রূপ আপনাকে বর দিতে ইচ্ছা করিয়াছি, গোবিন্দ কহিলেন, যদি আমাকে বরদানে তোমার বাঞ্ছা হইয়া থাকে তবে তুমি আমার বাহন হও। গরুড় কহিলেন অদ্যাবধি আমি আপনার বাহন হইলাম।

তদন্তে পক্ষিরাজ ক্ষণমধ্যে ইন্দ্রালয়ে উপনীত হইলে দেবরাজ কোপ মনে গরুড়ের উপর বজ্র প্রহার করিলেন, তাহাতে গরুড় হাস্য করিয়া কহিলেন, শত বজ্র প্রহারেও আমার এক পক্ষ ছিন্ন হইবেনা কিন্তু এই বজ্র দধীচি মুনির অস্থি নির্ম্মিত এজন্য মুনির মান রক্ষার্থে এক পক্ষ উৎপাটন করিয়াদিলাম, অশনি ঐ পক্ষ ভস্ম করিয়া বজ্রপাণির নিকট প্রতিগমন করিল, আখণ্ডল গরুড়ের অলৌকিক পরাক্রম দৃষ্টে শুদ্ধ হইয়া

রহিলেন তৎপরে গরুড়ের সহিত সখ্যতা করিয়া কহিলেন, সখা তুমি কত শক্তি ধর, আমার সমক্ষে ব্যক্ত কর, গরুড় কহিল আত্ম গুণ আপনি প্রকাশ করিলে যদিও গর্ব্ব করা হয় তথাচ তোমর অনুরোধ রক্ষার্থে ব্যক্ত করিতেছি শ্রবণ কর, আমি এক পক্ষে সসাগরা ধরা ও অপর পক্ষে সমস্ত সুরপুর ধারণ করিয়া সহস্রবর্ষ শূন্য মার্গে উড্ডয়ন করিলেও আমার শ্রান্তি বোধ হয় না। ইন্দ্র কহিলেন, তাহা তোমার পক্ষে সম্ভব বটে। কিন্তু সখা এক কথা বলি, তুমি কি নিমিত্ত সুধা লইয়া যাইতেছ, এই সুধা দেবতাদিগের জীবন ইহা লইয়া গেলে অমরবৃন্দ জীবন্মৃত হইবে। গরুড় কহিলেন, নাগমাতার সহিত পণ করিয়া জননী তাঁহার দাসীত্ব স্বীকার করিয়াছেন সুধা লইয়া না গেলে তিনি দাসীত্ব শৃঙ্খলে হইতে মুক্তি পাইবেননা। ইন্দ্র কহিলেন নাগ গণ মহাক্রূর তাহারা সুধাপানে অমর হইলে সৃষ্টি নাশ ও দেবতারদের দেবত্ব লোপ করিবে, অতএব যহাতে তাহারা অমৃতপান করিতে না পারে অথচ মাতার দাসীত্ব মোচন হয় এমত উপায় কল্পনা করা আবশ্যক, গরুড় বলিলেন, সখা তুমি মায়া বলে অলক্ষিত রূপে আমার সঙ্গে চল আমি নাগ গণকে অমৃত দিবা মাত্র তুমি তাহা হরণ করিয়া আনিবে। ইন্দ্র এই বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া গরুড়কে বর দিতে চাহিলেন, গরুড় কহিলেন এই বর দেও যে নাগ গণ আমার ভক্ষ হউক, ইন্দ্র কহিলেন তথাস্তু।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

রামায়ণ।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের শেষ।

গঙ্গাস্পর্শনে সৌদাসের মুক্তি।

সৌদাস রাজার যজ্ঞ সমাপন হইলে রাক্ষসী বিবেচনা করিল সৌদাসরাজা অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া নিষ্পাপ হইলেন অতএব আমার বাক্য ব্যর্থ হইল, এইরূপ ভাবিয়া বশিষ্ঠ মুনির রূপ গ্রহণ পূর্ব্বক সৌদাসের নিকট আসিয়া কহিল, মহারাজ আমাকে মাংস ভোজন করাও, রাজা কহিলেন আপনি স্নানাহ্নিক করিয়া আসুন আমি মাংস রন্ধন করাই, রাক্ষসী রাজার বাক্য শ্রবণে প্রস্থান পূর্ব্বক ক্ষণ বিলম্বে পাচক ব্রাহ্মণের রূপ ধরিয়া আইল এবং মনুষ্যের মাংস রন্ধন করিয়া রাখিল, পাক প্রস্তুত হইলে রাজা বশিষ্ঠ মুনিকে ভোজনে আহ্বান করিলেন, বশিষ্ঠ যজমানের অনুরোধে আহার করিতে আইলে বিপ্রবেশধারী নিশাচরী তাঁহার সমক্ষে পক্ক নর মাংস উপস্থিত করিলে মুনি রাজার প্রতি কুপিত হইয়া ব্রহ্ম রাক্ষস হও বলিয়া তাঁহাকে শাপ দিলেন, রাজাও অকারণে শাপ গ্রস্ত হইয়া এক গণ্ডূষ জল লইয়া

মুনিকে অভিশাপ দিতে উদ্যত হইলেন, মহিষী তাঁহাকে নিবারণ করিলেন, বশিষ্ঠ যোগবলে সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া কহিলেন, মহারাজ আমি অকারণে আপনাকে অভিশাপ দিয়াছি, আমার বাক্য অলংঘ্য, একাদশবর্ষ পরে গঙ্গাজল স্পর্শে তুমি মুক্তি পাইবে। বশিষ্ঠ বাক্যে রাজা তৎক্ষণাৎ রাক্ষস রূপ হইয়া দেশ দেশান্তরে ভ্রমিয়া ব্রাহ্মণ মাংসে উদর পূর্ণ করিতে লাগিলেন, এই রূপে একাদশবর্ষ গত হইলে একদিন সৌদাস রাজা অত্যন্ত ক্ষুধিত হইয়া প্রভাসতীরে এক বৃক্ষ মূলে আসিয়া বসিলেন, ঐ বৃক্ষে এক ব্রহ্মদৈত্যবাস করিত, সৌদাস ব্রহ্মদৈত্য দর্শনে তাহাকে আহার করিবারচেষ্টা করিলে উভয়ে যুদ্ধারম্ভ হইল, উভয়ে তুল্য বল হওয়াতে কেহ কাহাকেও পরাজয় করিতে সমর্থ হইলেন না, তাহাতে উভয়ে মিত্রতা করিয়া রাজা আপন দুঃখ বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিলেন পরে ব্রহ্মদৈত্য কহিল, আমার নাম বরদত্ত ব্রাহ্মণ ছিল, আমার পাঠসমাপন হইলে গুরু দক্ষিণা চাহিলে আমি তাঁহাকে উপহাস করিয়াছিলাম তাহাতে তিনি কুপিত হইয়া, ব্রহ্মদৈত্য হও বলিয়া আমাকে অভিশাপ দিয়া কহিলেন, গঙ্গাজলস্পর্শনে মুক্ত হইবে আমি তদবধি এই পাপ ভোগ করিতেছি। অনন্তর উভয়ে গঙ্গাজল অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, একদিন ভর্গব মুনি গঙ্গাজল লইয়া আসিতেছেন, সৌদাস ও বরদত্ত তাঁহার নিকট হইতে গঙ্গাজল লইয়া স্পর্শ মাত্রে রাক্ষস ও দৈত্য দেহ পরিহার পূর্ব্বক স্বদেহ প্রাপ্ত্যন্তে স্বর্গমন করিলেন।

ক্রমশঃপ্রকাশ্য।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত্র।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের শেষ।

পরে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ রাঢ় গৌড় কাশী দ্রবিড় উৎকল কাশ্মীর প্রভৃতি দেশস্থ যাবদীয় পণ্ডিতেবদিগের নামে নিমন্ত্রণের লিপি পাঠাইলেন যজ্ঞের কাল উপস্থিতহইলেই সকল দেশীয় ধীরবর্গ আসিলেন রাজা অতিশয় ঘটা পূর্ব্বক যজ্ঞ সম্পূর্ণ করিলেন এবং সকল লোককে যথেষ্ট ধন দিয়া পরিতোষ জন্ম ইলেন রাজার সুখ্যাতির সীমা নাই যাবদীয় পণ্ডিতেরা রাজার নাম রাখিলেন অগ্নিহোত্রী বাজপেয়ী শ্রীমহারাজেন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্র রায় এই নাম মহারাজ প্রপ্ত হইয়া আনন্দার্ণবে মগ্ন হইলেন পশ্চাৎ যাবদ্দেশীয় পণ্ডিতদিগকে বহুবিধ ধন দিয়া বিদায় করিয়া মনের হর্ষে রাজ্য করেন রাজ্য শাসিত হইলে সর্ব্বত্র সুখ্যাতি পাইলেন প্রজা সকলের যথেষ্ট আহ্লাদ, কোনরূপে ব্যামোহ নাই এই রূপেকালক্ষেপণ করেন।

এক দিবস অন্তঃকরণে হইল শিকারে যাইব পরে ভৃত্যেরদিগকে আজ্ঞা করিলেন আমি মৃগয়া করিতে যাইব তোমরা সকলে সমজ্জ হও আজ্ঞা প্রমাণে সকলে প্রস্তুত হইল। রাজা অশ্বারোহণে গমন করিয়া নিবিড় বনে মৃগয়া করেন ইতিমধ্যে এক স্থানে উপনীত হইয়া দেখেন অতি রম্য স্থান চারিদিগে নদী মধ্যে এক ক্ষুদ্র দ্বীপ এবং স্থানে স্থানে অনেক পশু পক্ষী আছে নানা প্রকার শব্দ হইতেছে রাজা স্থান নিরীক্ষণ করিলেন এ অপূর্ব্ব স্থান আমি এইখানে কিছুদিন বিশ্রাম করিব রাজাজ্ঞাক্রমে ভৃত্যবর্গ রাজার থাকিবার উপযুক্ত স্থান করিয়া দিয়া পশ্চাৎ আপনারদিগের স্থান করিয়া সকলেই সেই স্থানে বাস করেন। পরে রাজা আজ্ঞা করিলেন আমি এই স্থানে পুরী নির্ম্মাণ করিব পাত্রকে শীঘ্র আনয়ন কর রাজাজ্ঞানুসারে দূত গিয়া পাত্রকে আনিল পাত্রকে দেখিয়া মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় কহিলেন তুমি এই স্থানে অপূর্ব্ব এক পুরী প্রস্তুত কর যেন কোনরূপে কেহ নিন্দা না করে পাত্র নিবেদন করিলেন মহারাজ আপনি রাজধানীতে গমন করুন আমি পুরী নির্ম্মাণ করাই পশ্চাৎ প্রস্তুত হইলেই মহারাজ আসিয়া দেখিবেন। পাত্রের বাক্যে রাজা রাজধানীতে আগমন করিলেন পাত্র সেই স্থানে থাকিয়া পুরী নির্ম্মাণ করিতে প্রবর্ত্ত হইলেন চারি দিগে যে নদী আছে সেই গড় হইল দক্ষিণ দিগের নদী বন্ধান করিয়া প্রধান পথ করিলেন এবং সৈন্যের থাকনের স্থান করিলেন বড়ং কামান দুই পার্শ্বে রাখিলেন হঠাৎ পুর মধ্যে শত্রু প্রবেশ করিতে না পারে তৎপরে অপূর্ব্ব অট্টালিকা তৎপরে বাদ্যোদ্যম তার পরে অতি উচ্চ অট্টালিকা তাতে ঘড়ি তদূর্দ্ধে ঘণ্টা তার পর চারি দরজা মধ্যে সদাগরেরদিগের থাকনের স্থান এবং হাট নানা জাতীয় দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয় হইবেক তন্মধ্যে বিস্তারিত পথ কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া এক অট্টালিকা তাতে নানা জাতীয় যন্ত্র লইয়া যন্ত্রীরা বাদ্যোদ্যম করিবেক পরে রজবাটীপ্রথম এক চতুঃসীমা দক্ষিণদ্বারী এক অট্টালিকা তাহাতে রাজকীয় ব্যাপার হইবেক। তিন পার্শ্বে অট্টালিকা তাতে ভৃত্যেরা থাকিবে পরে এক চতুঃসীমা তাতে ঈশ্বরের আলয় অপূর্ব্ব রম্য স্থান সহস্রং লোকে দর্শন করিতে পারে।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

আরোব্যপাখ্যান।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের শেষ।

পরদিন কৃষক পাচনি লয়ে করে।
সত্বরে আইল সেই বৃষের গোচরে।।
গলের বন্ধন তার করিয়া মোচন।
শীঘ্র হস্তে করিলেক হলেতে যোজন।।

কিন্তু বৃষ পূর্ব্বমত নাহি বয় হল।
আপনারে দেখাইল অত্যন্ত দুর্ব্বল॥
স্মরিয়া বৃষভ রাসভের উপদেশ।
নষ্টতায়করিলেক দিবা অবশেষ॥
পরেতে কৃষক তারে আনে সন্ধ্যাকালে।
বন্ধন করিতে চেষ্টা করিল গোশালে॥
শৃঙ্গ নিম্ন নাহি দুষ্ট করিল তখন।
সতত করিল চেষ্টা বধিতে জীবন॥
দিয়াছিল যেই রূপ উপদেশ খর।
সেইরূপ আচরণ হলো অতঃপর॥
এইরূপে সেই নিশা করিয়া যাপন।
প্রভাতে কৃষক তথা করিল গমন॥
গতরাত্রেভোজ্য দ্রব্য যাহা দিয়াছিল।
নাখাইল বৃষ তাহা অমনি রহিল॥
বলদ চারিটা পদ করিয়া বিস্তার।
করিতেলাগিল আরো অধিকচীৎকার।
কৃষক ব্যাপার এই করিল দর্শন।
বহুমত মনেং করিল চিন্তন॥
বোধকরি পীড়া এর হয়েছে বহনে।
অতএব অদ্য এরে লইবনা সনে॥
মনেং এইরূপ করে দৃঢ় মন।
করিল প্রভুর স্থানে আপনি গমন॥
উপস্থিত হয়ে তথা সকল ঘটন।
আদ্যন্ত বৃত্তান্ত সব করিল বর্ণন॥
বণিক ভৃত্যের মুখে করিয়া শ্রবণ।
ভাবিলেক খল বাক্যে ঘটেছে এমন॥

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

গোলেবেশেনুয়া।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের শেষ।

ফলতঃ আমি তোমাকে সঙ্গে করিয়া নিজ স্থানে গমন করিব। রাজকুমারের বদন কমল বিনির্গত এতাদৃক অমৃতায়মান বচন কর্ণ গোচর করত পরী বিনয় পূর্ব্বক নিবেদন করিলেন। হে প্রাণাধিক প্রাণ কান্ত? দুর্গম পথে গমন করিলে তোমাকে বিপদে পতিত হইতে হইবে। বস্তুতঃ হিংস্রক বন্য পশুদিগের করাল কবল হইতে তোমার প্রাণ রক্ষা হওয়া অতি দুরূহ ব্যাপার। এতন্নিমিত্ত আমি তোমাকে তিন অস্ত্র অর্পণ করিব এবং তুমিও শস্ত্র ত্রয়কে সাবধান পুরঃসর সমভিব্যাহার করিয়া প্রস্থান করিবে। আমি মহা ঋষিগণ সৃজিত এক ধনুর্ব্বাণ তোমায় অর্পিব। সেই শরাসনে শর সন্ধান করিলে লক্ষ্য প্রাণি শমন ভবনে নীত হইবেক। অধিক কি বলিব, দেবতা গন্ধর্ব্ব পর্য্যন্তও বাণাঘাতে যম মন্দিরে প্রয়াণ করেন। অপিচ আমি তোমাকে এক খড়্গ প্রদান করিব। পূর্ব্বকালে হাকিমান নামক জনেক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি দ্বারা সেই খড়্গ নির্ম্মিত হইয়াছে। কোনজন সেই খড়্গের মহিমা অবগত নহে। তাহার অসামান্য প্রভাবে অসাধ্য সাধন হইতে পারে। সেই অস্ত্র সঙ্গে থাকিলে নির্ভয়ে অরণ্যানী অতিক্রম করিতে পারিবে। ইহা কহিয়া পরী কার্ম্মুক, ইষু ও খড়্গ রাজতনয়ের হস্তে অর্পিলেন। এই তিন অস্ত্র সঙ্গে করিলে তুমি সর্ব্বত্রে দিবস সর্ব্বরী জয়লাভ করিবে। যাহা হউক, কেহ

ওকাফ নগরের যথার্থ স্থিতি বলিতে পারে না কিন্তু এই মাত্র শ্রুতিগোচর আছে যে ওকাফনগর সপ্ত সমুদ্রের পারে আছে। এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে যত নরপতি গণ বিরাজ করিতে ছেন তাঁহারা একত্রিত হইয়া যদি ভ্রমণ করেন তাহা হইলেও ওকাফের স্থিতি নিরূপণ করিতে পারেন না। দেখ এক সাগর পার হওয়া অতি কঠিন, ফলে সপ্ত সমুদ্র পার হইবার যে আশা তাহা কেবল দুরাশা মাত্র হে রসরায়, তথায় গরুড় বিহঙ্গম ব্যতীত অন্য কোন জীব গমন করিতে সমর্থ হয় না। এতদাকর্ণনান্তে নৃপেন্দ্র নন্দন সাতিশয় ব্যগ্রতা প্রদর্শন পূর্ব্বক পরীকে জিজ্ঞাসিলেন। হে কমলাক্ষি, কোন্ স্থানে সেই গরুড় অবস্থান করেন। এবং কি রূপে তাহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইবেক। এতদ্বিষয় জ্ঞান আমাকে জ্ঞাপন করাও। কুমারের বাক্য শ্রবণ করিয়া পরী তাঁহাকে পথের বিবরণ কহিতে লাগিলেন। যখন তুমি এই স্থান হইতে প্রস্থান করিবে তখন ইহা নিশ্চিত রূপে জানিবে যে বহু দূরে গমন করিলে স্বর্ণ ভূম নামক স্থানে উপস্থিত হইবে। তথায় এক প্রকাণ্ড বিটপ আছে। নিশি যোগে নানা জাতি পক্ষিগণ সেই বিশাল মহীরুহোপরে বাস করে। দিবাকালে ঐ বৃক্ষ বৃহজ্জালে বিস্তার করিয়া রাখিবে।

মাসিক সমাচার সার।

ময়মিন সিংহের জেলখানা হইতে সম্প্রতি প্রায় ৪০০ কারাবাসি জেল ভাঙ্গিয়া পলাইয়া গিয়াছে।

শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরেল বাহাদুর মৃত শীক সরদার সের সিংহের ভ্রাতাদিগকে তাঁহারদের স্বদেশে জায়গীর প্রদানের আজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন।

নেপাল রিসিডেণ্ট শ্রীযুত কাপ্তেন রামজে সাহেবকে মহারাজা জং বাহাদুর নেপাল দরবারে রাখিতে অস্বীকৃত হইয়াছেন।

ইংলণ্ডীয় সুপিরিয়র কোর্টের কতিপয় উকীল কলিকাতা সুপ্রিম কোর্টের উকীল শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন

জনরবে শুনা যায় কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের প্রধানাধ্যাপক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছেন।

শ্রীমতী লেডি কেনিং সোণামুখী বজরা আরোহণে আলাহাবাদ গমন করিয়াছেন।

গত গুরুবার সায়ংপরে ভারত বর্ষীয় সভার সাম্বৎসরিক বৈঠক প্রিসিডেন্সি কালেজবাটীতে হইয়াছিল।

আলী গড়ের বিদ্রোহী কোতয়ালের প্রাণ দণ্ড হইয়াছে।

মুলতান হইতে কতকগুলিন দায়মালী আসামী পলাইয়া গিয়াছে।

বিজ্ঞাপন।

বিজ্ঞাপন।

আয়ুর্ব্বেদ ধৃত।

এতদ্দেশীয় সভ্য ভব্য বিদ্যোৎসাহি মহোদয়দিগের নিকট আমাদিগের নিবেদন এই যে তাঁহারা অনবরত অনুকম্পা প্রকাশ পূর্ব্বক কোন হিত সাধক পুস্তক প্রচারিত হইলে গ্রহণ করিয়া থাকেন। যাহা হউক আমরা যে পুস্তক সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হইয়াছি তাহাতে কামিনীগণের রজস্বলার নিয়ম, গর্ব্ভবতী নারীর লক্ষণ, অবলারা গর্ব্ভবতী হইলে কি রূপ অবস্থায় থাকিতে হইবে আরিষ্টটলের পুস্তকের সারাংশ অনুবাদাদি বিষয় থাকিবে সাক্ষরকারী মহাশয়দিগের প্রতি এই পুস্তকের মূল্য ১ টাকা ও বিনা সাক্ষরকারির প্রতি ।।০ আনা নির্দ্ধারিত হইল।

শ্রীবলাই চাঁদ সেনস্য।
সতীরঞ্জন নাটক ও পরিণয়সিন্ধু
লেখক সাং অহিরীটোলা।

গাড় ঘোড়া বিক্রয়।

অতি উত্তম ছয় ফুকুরে দিসী গাড়ি ও সাদা টাট্টু ঘোড়া বড় মেহনতি ১০ সাং ৩ টা অবধি জুড়িয়া রাখিলে সমান ভাবে কর্ম্ম দেয় ইহার দাম ৩।০ টাকা উক্ত যন্ত্রালয়ে তত্ত্ব করিলে বা পত্র লিখিলে জানিতে পারিবেন।

NOTICE

J.H Nicholson from Messrs S,Allsopp & Sons Burton upon Trent begs to inform the public that he has for somtime past Carried on the business of Beer and Wine Taster and Bottler also Guager and prover of wines and Sperits

Office Messrs B Smyth. Co
New Chinabazar,

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাপন করিতেছি জে এইচ নিকেলসন সাহেব বিলাতের টেন নদীর উপর হইতে আলসপ এবং সনের নিকটহইতে বহু দিবস আসিয়াছেন, এক্ষণে তিনি বিয়ার সরাপ ও পোটার ইত্যাদি টেষ্ট পুরুফ ও গেজ এবং বটলরূপ করিবার কর্ম্মে প্রবত্ত হইয়াছেন যে কোন ব্যক্তি উক্ত কর্ম্ম করাইবার বাঞ্ছাকরেন তিনি দুই তিনবার কর্ম্ম করাইলে জানিতে পারিবেন আর সুলভ মূল্যেতে পাইবেন। সাং নুতন চীনেবাজার বিই ইশমিত কোং আপিসে পত্র লিখিলে বা লোক পাঠাইলে দেখিতে পাইবেন।

জে এইচ নিকেলসন সাহেব।
J H Nicholson